INDEX

Date a

Wednesday, the 23rd September, 1981

1. Questions & Answers 1
2. Calling Attention 14
3. Announcement by the Speaker regarding assent to a Bill by the President of India 21
4. Consideration and adoption of the 29th Report of the Previlege Committee 22
5. Government Bills ... ... 26 & 43
6. Discussion on matters of urgent Public Importance for short duration 26
7. Papers Laid on the Table ... — ... 56

Thursday, the 24th September, 1981

1. Questions & Answers 1
2. Calling Attention 17
3. Government Bills 26
4. Discussion on matter of urgent Public Importance for Short Duration 45
5. Reprimand to Shri Shyama Charan Tripura, Dditor, 'CHINIKOK' 48
6. Papers Laid on the Table 59

Friday, the 25th September, 1981

1. Questions & Answers 1
2. Calling Attention 13
3. Government Motion 21
4. Government Bills 25
5. Private Members Resolutions 27
6. Papers Laid on the Table 52

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Legislative Building, Agartala on Wednesday, the 23rd September, 1981 at 11 A. M.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Shri Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, the Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 35 Members.

Questions and Answers.

অধ্যক্ষ মহাশয়—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়-ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান। শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটির উত্তর আমি একটু পরে দিচ্ছি।

অধ্যক্ষ মহাশয়---শ্রীমোহনলাল চাকমা---অনুপস্থিত। শ্রীকামিনী দেববর্মা।

শ্রীকামিনী দেববর্মা---কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

শ্রীবীরেন দত্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৯।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতজন উপজাতি যুবককে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে ?

২। উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত মোট কতটি পদ বর্তমানে খালি আছে ? এবং

৩। সংরক্ষিত পদগুলি খালি থাকার কারণ ?

১) মোট ৪২টি দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট ৪১০২ জন উপজাতিকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) উক্ত দপ্তরগুলি হইতে তথ্যের ভিত্তিতে এখন পর্য্যন্ত উপজাতিদের জন্য মোট ৩০৮৪টি পদ খালি আছে। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩) কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ জারী থাকায় এবং উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব থাকায় পদগুলি খালি আছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সমস্ত সংরক্ষিত আসন উপজাতিদের জন্য আছে সেই আসনগুলি প্রমোশন দিয়ে অ-উপজাতি দ্বারা পূরণ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত---উপজাতিদের জন্য এবং তপশীলি জাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। সেগুলি তাদের দ্বারা পুরণ করার জন্য সরকারের নির্দেশ আছে। তিন বৎসর

পর্য্যন্ত পদগুলি খালি রাখা যায়। তখন সেগুলিকে ডি-রিজার্ভ করে দিয়ে পূরণ করা যায় এবং আবার নূতন করে সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করা যায়। সেজন্য যোগ্যতার অভাবে ৩৪ বৎসর যাবত পদগুলি খালি রয়েছে। সেজন্য আমরা যোগ্যতা কমিয়েও সেগুলি পূরণ করতে চেষ্টা করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে পদগুলি পূরণ করা যাচ্ছে না। কোন্ কোন্ পদগুলির জন্য উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না আর কোন্ কোন্ পদগুলির জন্য পাওয়া যাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত—এটা সতন্ত্রভাবে প্রশ্ন করলে দেওয়া যাবে। জেনারেলী টেকনিক্যাল, সায়েন্স কমার্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে, এমন কি আজকাল জেনারেল গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রেও অনেকগুলি পদ খালি রয়ে গেছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা---শিক্ষা দপ্তরে অনার্স ডিগ্রির পদগুলি বিশেষ করে ক্লাস টুয়েলভ স্টেজের স্কুলগুলিতে শিক্ষক না থাকায় অসুবিধা হচ্ছে সেই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা যাতে পড়াশুনার ক্ষতি না হয়?

শ্রীবীরেন দত্ত---এই বিষয়ে আমরা চিন্তা করে দেখেছি। আমাদের এই পদগুলি নূতনভাবে করার পর আবার নূতনভাবে রিজার্ভ পদ সৃষ্টি করা যায় কিনা যাতে অসুবিধা না হয়। সেজন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সংগে আলোচনা করা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পেসিফিকেলী জানাবেন কি যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কোন উপজাতি সংরক্ষিত পদ কোন অ-উপজাতি দ্বারা পূরণ করা হয়েছে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত---ডিরিজার্ভ না করে কোন জাগায় করা হয় নি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা---ইহা কি সত্য যে বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগে উপজাতিদের কোন সার্টিফিকেট না দেখিয়েই কোন কোন ডিপার্টমেন্ট উপজাতি রিজার্ভ কোটায় লোক নিয়োগ করেছেন?

শ্রীবীরেন দত্ত---এটা আমার জানা নাই। তবে জেনারেল মেম্বারদের উপর যা পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির সম্পর্কেই আমি বলতে পারি। আগে যেগুলি হয়ে গিয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারব না।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই পর্য্যন্ত কতজন শিক্ষিত উপজাতি মহিলা সরকারী চাকুরী পেয়েছেন জানতে পারি কি?

শ্রীবীরেন দত্ত—উপজাতি শিক্ষিত মেয়েদের যতজনকে পাওয়া গিয়েছে, তাদের সবাইকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, আর বাকী যারা আছে, তারা যদি চাকুরী করতে চায়, তবে তাদেরকেও দেওয়া হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত বিভাগে উপজাতিদের জন্য রিজার্ভ কোটাতে অ-উপজাতিদের দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বর্তমান সরকার কি চিন্তা করছেন, জানতে পারি কি?

শ্রীবীরেন দত্ত---সাধারনতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারী ক্ষেত্রে আমাদের ডি-রিজারভেশন করে নিতে হয়, আর তাহলে ঐ সমস্ত বিভাগে এই ধরনের পদগুলি

বছরের পর বছর খালি পড়ে থাকবে। এছাড়া অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট যেগুলি আছে যে সমস্ত পদের জন্য লোক পাওয়া যায়, সেখানে আমরা উপজাতিদের কোটা ডি-রিজার্ভ করি না এবং অ-উপজাতিদের ঐসব পদে দেওয়ার প্রশ্নও উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছে যে বিভিন্ন বিভাগে মোট ৩,০৮৪টি পদ খালি আছে। তাই আমি জিজ্ঞাস করতে চাই যে শ্রীসর্বানন্দ জমাতিয়া এবং শ্রীরমেশ চন্দ্র জমাতিয়া এরা দুইজনই ১৯৭৫ সালে বি, এ, পাশ করেছে এবং তারা ৩।৪টি ইন্টারভিউ দেওয়ার পরেও কোন চাকুরী পাচ্ছে না. এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ করে দেখবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় সদস্য, এখানে যে নামগুলির উল্লেখ করেছে, তারা যদি চাকুরী না করতে চান, তাহলে আমরা তাদেরকে কিভাবে চাকুরী দেব? কারণ আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সেটেলমেণ্ট অফিসে এই রকম দুইজনকে ইন্টারভিয়ু দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তারা সেই ইন্টারভিয়ুতে এপিয়ারই করে নি। কাজেই যারা ইন্টারভিয়ুতে এপিয়ার করে না, তাদের কি ভাবে চাকুরী দেওয়া সম্ভব?

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬, স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গৃহহীনদের ভূমিদান প্রকল্পে বহু গৃহহীন পরিবারকে বিগত ৫/৬ বৎসর পূর্বে সরকার ১০ গণ্ডা করিয়া ভূমি এলট করেছে কিন্তু গৃহ নির্মাণের জন্য তাদের কোন আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন নাই?

২) সত্য হইলে ঐ সকল পরিবারকে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর না করার কারণ? এবং

৩) ধর্মনগর মহকুমার রামনগর গাঁও সভায় যে সকল গৃহহীনকে ১০ গণ্ডা করিয়া ভূমি দান করা হয়েছে, তাদের ৭৫০ টাকা স্কীমে আর্থিক সাহায্য কবে নাগাদ দেওয়া হবে?

উত্তর

১) না, সত্য নহে।

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩) রামনগর গাঁওসভার অন্তর্গত মোট ২৩ জন ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯টি পরিবারকে বর্ত্তমান মাসের মধ্যে ৭৫০ টাকা স্কীমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। বাকী পরিবারদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব আথিক সাহায্য দেওয়া হইবে।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ---১৯৭৫ সালে ধর্মনগর মহকুমার রামনগর এবং দশদাগাঁও সভায় ভূমিহীনদের ১০ গণ্ডা করিয়া ভূমি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাদের কোন আর্থিক

সাহায্য দেওয়া হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তার কারণ জানতে পারি কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে দেখছি যে ২৩ জন বাকী ছিল এবং তাদের মধ্যে ১৯ জনকে এরই মধ্যে দেওয়া হয়েছে, আর বাকী কয়েক জনের কাগজ তৈরী হচ্ছে। আমার কাছে বিভাগ ভিত্তিক যে হিসাবটা আছে, তা আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য দিচ্ছি ঃ---

যেমন সদরে ৫০৩ জন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে ৫,৫৫,০০০ টাকা।

সোনামুড়াতে ১৩৪ জন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে ১,০০,৫০০ টাকা।

খোয়াইতে ১৬০ জন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে ১,২০,০০০ টাকা।

উদয়পুরে ১৪৯ জন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে ৩৪,৫৪৯ টাকা।

বিলোনীয়াতে ১৫৯ জন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে ১,২৬,২৫০ টাকা।

সাব্রুমে ১৩১ জন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে ১,২৭,৭৫০ টাকা।

কৈলাসহরে ৫৭ জনকে দেওয়া হয়েছে ৭২,৭৫০ টাকা।

ধর্মনগরে ১১ জন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে ৮২৫ টাকা।

কমলপুরে ৪৩ জন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে ৯,২০,০০০ টাকা।

অমরপুর --- জন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে---

এককাত্র ধর্মনগর মহকুমা ছাড়া অন্যান্য মহকুমাতে ভূমিহীনদের সাহায্যের ক্ষেত্রে পারফর্মেন্সটা ভাল হয়েছে, কিন্তু ধর্মনগরের পারফর্মেন্সটা ভাল হয় নি। সেজন্য আমরা এস, ডি, ও এবং ডি, এমকে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য বলে দিয়েছি।

শ্রীউমেশ নাথ ঃ---এই ভূমিহীনদের সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার কি কি সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---ভূমিহীনদের জন্য বেভিনিয়ু দপ্তর থেকে জায়গাটা দেওয়া হয়। আর এম, এন, পিতে সেই জায়গাটা পরিষ্কার করানো, সেখানে প্রয়োজনীয় টিউব-ওয়েল, রাস্তাঘাট ইত্যাদিতে খরচ করা হয়, আর ৭৫০ টাকার স্কীমে তাদের গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর থেকে নানা রকম সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে; এবং কেউ যদি সমবায়ের সদস্য হয়, তাহলে সমবায় থেকেও সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কৈলাসহর মহকুমায় জরুরী অবস্থার সময় ভূমিহীনদের জন্য একটা কলোনি করা হয় এবং তার নাম দেওয়া হয়েছিল ইন্দিরা কলোনি। সেই কলোনীতে ১০০ ভূমিহীন পরিবারকে বসানো হয়েছিল কিন্তু তারা আজ পর্য্যন্তও সরকার থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পান নি। কাজেই তারা কেন আর্থিক সাহায্য পেল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---এই সম্পর্কে আমি এক্ষুনি কোন তথ্য দিতে পারছি না। আমি খুঁজে নিয়ে নিশ্চয় জানাব।

মিঃ স্পীকার ঃ---উমেশ নাথ।

শ্রীউমেশ নাথ ঃ---স্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে কতটি ডাক বাংলা আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

২) ধর্মনগরের কদমতলাতে কোন ডাক বাংলার কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে কিনা?

৩) না হলে, তার কারণ?

উত্তর

১) ত্রিপুরাতে মোট ১১টি রেভিনিয়ুতে ডাক বাংলা আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ---

সদর---১, সোনামুড়া---১, খোয়াই-১, কৈলাসহর---১, ধর্মনগর---১, কাঞ্চনপুর ---১, কমলপুর---১. উদয়পুর---১, অমরপুর---১, বিলোনিয়া---১, সাব্রুম---১।

২) ধর্মনগরের কদমতলায় কোন রেভিনিউ ডাকবাংলা করার প্রস্তাব নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশ নাথ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নূতন কোন ডাক বাংলার কাজ বর্ত্তমান সময়ে হাতে দেওয়া হয়েছে কিনা জানতে পারি কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---এটা আমার জানা নাই। তবে আমাদের সবারই জানা দরকার আছে যে আমাদের অনেকগুলি ইন্সপেকশান্ বাংলা আছে এবং কদমতলাতেও পি. ডবলিউ, ডির ডাক বাংলা আছে। আর কদমতলাতে কোন ডাক বাংলা তৈরী হচ্ছে না, যেটা মাননীয় সদস্য তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চেয়েছেন, সেই সম্পর্কে আমি জানাচ্ছি যে এই ডাক বাংলা কনষ্ট্রাকশান করার সময়ে দেখা যায় যে জায়গাটা বহুদিন আগেই এ্যাকুইজিশান করা হয়েছিল এবং কংগ্রেসের আমলে ঐ এ্যাকুইজিশান করা জায়গাটা কোন এক ভদ্রলোকের নামে তজিভূক্ত হয়ে গিয়েছে। কাজেই কারো নামে কোন জায়গা যদি তজিভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে আবার ঠিক ভাবে রেকর্ড করানো অনেক সময় অসুবিধা হয়ে পড়ে। তাই সেই ডাক বাংলা করার কাজ হাতে নিয়েও তখন সেটা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু এটা ঠিক যে ধর্মনগবে আমাদের রিভিনিয়ু দপ্তরের ডাক বাংলা রয়েছে। তবে কদমতলাতে যে ডাক বাংলা করার কথা ছিল, সেটা আমাদের রিভিনিয়ু ডিপার্টমেণ্টও করতে পারে আবার পি, ডবলিও, ডিও করতে পারে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---সেই জায়গা এখন পি, ডাব্লিউ, ডি, নিজে চিন্তা করছে---তারাও করতে পারে। রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট-এর ১১টা আছে একটা সার্কিট হাউস আছে, ১২টা ইনসপেকশান বাংলো আছে, পি, ডাব্লিউ, ডি-র রেণ্ট হাউস আছে এবং ফরেষ্টের একটা রেণ্ট হাউস আছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ইহা কি সত্যি যে কোন কোন ডাকবাংলো ৩।৪ বছর ধরে কেউ কেউ দখল করে আছে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা সিমিলার প্রশ্ন আছে--- কৈলাশহর ও উদয়পুরের ডাকবাংলো দু'টোটে হঠাৎ আমাদের দরকার পরেছে---সেখানকার কোর্টের বিচারকদের একমডেশান আমরা দিতে পারি নাই তার ফলে এই ডাকবাংলোগুলিতে আপাততঃ তাঁরা আছেন।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মেলাঘর-এর রুদ্রসাগরে দেশ বিদেশ থেকে অনেক পর্যটক আসেন সেখানে থাকার জায়গার একটা বিরাট সমস্যা এই কথা চিন্তা করে সেখানে কোন ডাকবাংলো করার কথা ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট বা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---এই জায়গায় ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে করলেই ভাল হবে---আমরা সেটা চিন্তা করে দেখব।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১১টা ডাকবাংলোর হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে সোনামুড়া ডাকবাংলোটাকে নূতন করে করবার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে অনেকবারই অভিযোগ এসেছে কিন্তু এই স্পেসের ভিতর এটা নূতন করে সেটা আমরা চিন্তা করছি। এটা নোটিফায়েড এরিয়ার ভিতর যখন পরেছে তখন টাউন এণ্ড কান্ট্রিপ্ল্যানার সহ আলোচনা করে নূতন করে ভেবে করার চেষ্টা করা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসনীল কুমার চৌধুরী ঃ---কোয়েশ্চান নং ১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১।

প্রশ্ন	উত্তর
1. Whether it is a fact that the newly elected member of the Managing Committee of the Bardwali High School could not take over charge of the Managing Committee as yet even after the injunction was vacated ?	১) হ্যাঁ, সত্য।
2. If so, the reason therefor ?	২) গত ১৭।৯।৮১ ইং তারিখে ইনজাংকশান ভেকেটেড হয়েছে এবং এডমিনিস্ট্রেটর হাই স্কুলকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে নূতন নির্বাচিত মেনেজিং কমিটির হাতে সমস্ত দায় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।
3. What steps have been taken by the Education Department to from the new Managing Committee ?	৩) এই পরিপ্রেক্ষিতে ৩ নং প্রশ্নের জবাবের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এডমিনিস্ট্রেটর এবং শিক্ষা দপ্তর থেকে যখনই কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ততবার সেই নির্দেশকে অমান্য করা হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সরকারের জানা নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে গত ১৭.৯.৮১ইং তারিখ ইনজাংকশান ভেকেটেড হয়েছে এবং এর পর হেড্-মাষ্টার মহাশয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ২২.৯.৮১ইং তারিখের মধ্যে যেন নূতন মেনেজিং কমিটির হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ২২.৯,৮১ইং দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয় নাই বা কোন মিটিং ডাকা হয় নাই। এই ভাবে এডমিনিস্ট্রেটরের নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখব যাতে নির্বাচিত কমিটির হাতে সমস্ত দায় দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীসুনীল চৌধুরী---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জনৈক ব্যক্তি স্কুলের কিছু জমি দখল করে আছে সেই সম্পর্কে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অভিযোগ খুবই গুরুতর এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য লিখিত ভাবে জানান আমরা নিশ্চয় তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার---শ্রীকেশব মজুমদার, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ব্র্যাকেটেড

শ্রীকেশব মজুমদার---কোয়েশ্চান নং ৮২

শ্রীবীরেন দত্ত---কোয়েশ্চান নং ৮২

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮০ইং সনের জুনের দাংগায় মোট কত পরিবারের কতজন লোক নিহত হয়েছে?	জেলা শাসক ও সমাহর্তার (পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরা) নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মোট ৯৩৯টি পরিবারের নিহত লোকের সংখ্যা ১,৪২১ জন।
২। তার মধ্যে কত পরিবারের কতজন সরকারী চাকুরী পেয়েছে?	এ পর্য্যন্ত মোট ১,০০৮ জনরে চাকুরী হয়েছে।
৩। কত পরিবারের কতজন ৫,০০০ টাকা হিসাবে মোট কত টাকা ex-gratia পেয়েছে এবং অবশিষ্ট পরিবারগুলির কি ব্যবস্থা করেছেন?	জেলা শাসকদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এখন পর্য্যন্ত ৮২৪ জনকে ex-gratia বাবদ মোট ৪১,২০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট পরিবারের আবেদনপত্রগুলি সরকার খতিয়ে দেখছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বলা হয়েছিল যে যে সব পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই সব পরিবারের একজনকে সরকার চাকুরী দেবেন। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে ৯৩৯টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিন্তু চাকুরী পেয়েছে এক হাজারের উপর—এটা কি ভাবে হল জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টা হচ্ছে যে বিগত জুনের দাংগায় কিছু মানুষ খুন হয়েছিল এবং তাদের যে আত্মীয়স্বজন ছিল তাদের জন্য কিছু কিছু কাজের ব্যবস্থা করেছি। এই সব ব্যাপারগুলি তদন্ত করতে হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় নিখোঁজ বলা হচ্ছে কিন্তু তাদের খোঁজ খবর পরে পাওয়া গেছে। এই জন্য একটু সময় লাগে। মাননীয় সদস্য যে সংখ্যার কথা বলছেন সেটা আরও বাড়বে। কারণ অনেকগুলি আবেদন এখনও পুলিশের তদন্তাধীন রয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী স্পেসিফিকেলী বলেছেন যে নিহত পরিবারের সংখ্যা। কাজেই ৯৪০টি পরিবার গত জুনের দাংগায় নিহত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং সেই ৯৪০টি পরিবারকে চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী স্পেসিফিকেলী বলেছেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের সংগে মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য কণ্ট্রাডাকটরি হচ্ছে না ?

শ্রীবীরেন দত্ত—মোটেই কণ্ট্রাডাকটরি হয় নাই। যে সমস্ত দরখাস্ত আসে সেগুলি প্রমাণ করতে হবে এবং সেই জন্য খোঁজ খবর নিতে একটু সময় লাগে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তৈদু লালজিক সোম, বৈদ্য নারায়ণ, অম্পি বৈশ্যমনি পাড়ার মলয় কলই এদের পরিবারের একজনেরও চাকুরী দেওয়া হচ্ছে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত—এই রকম কোন নাম যদি থেকে থাকে তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তিনি যেন পাঠিয়ে দেন। সেটা অবশ্যই দেখা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গর্জিতে বসন খলায় যে সমস্ত উপজাতি পরিবারের লোক নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের ব্যাপারে কোন পুলিশ ইনকোয়ারী হয় নাই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা মূল প্রশ্নের সংগে কোন যোগ নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৮৩ রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৮৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যে ল্যাণ্ড টেকস প্রবর্ত্তনের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?	১) ল্যাণ্ড টেকস প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঃ—
	ক) কৃষিভূমির কৃষিজ লাভও অকৃষি ভূমির বাজার দর নির্ধারন করা হয়েছে।

খ) প্রয়োজনীয় ফরম ছাপাইয়া বিলি করা হয়েছে।

গ) টেক্স্ ধার্য্যের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২) কবে নাগাদ ল্যাণ্ড টেক্স চালু করা যেতে পারে বলে সরকার মনে করছেন ?

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে এই টেক্স চালু করা হবে।

৩) ল্যাণ্ড টেক্স ব্যবস্থা পুরো-পুরি চালু হলে সরকারের আয় কত হবে (এই খাতে) বলে আশা করা যায় ?

৩) টেক্স ধার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত সঠিক আয় কত হবে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবীরেন দত্ত——এই ব্যাপারে আমি একটু বলছি। আমাদের এই ল্যাণ্ড টেক্সের অ্যাপ্রোভেল আমরা পাই ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে। তারপর আমরা কার্যতঃ কিছু ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করেছি। ১৯৮০ সালের জুন মাসে বিরাট দাংগার ফলে আমরা আইন অনুযায়ী এগ্রিকালচারেল ইনকাম পদ্ধতির অনুকরণে বাজার দর নির্ধারণ করার ব্যবস্থা সেই কাজটা আমাদের পক্ষে করা হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকাতে আইন অনুযায়ী নোটিশ দিয়েছি এবং আশা করছি এই আইনটা শীঘ্রই চালু করতে পারব। কিন্তু প্রসেসের মধ্যে প্রয়োজন হয়েছে এই আইনটার কিছু সংশোধনের। সেই আজকে এইটা হাউসে ইন্ট্রডিউস করা হবে এবং কিছুটা সংশোধন করতে হবে।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার——সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যায় ছোট ভাগে একই পরিবারের জমি রয়েছে এবং এগুলি ল্যাণ্ড টেক্স আওতার নীচে। এই জমিগুলিকে কিভাবে কনসোলিডেট করা হবে এই আইনে এটার কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত---কালকে যখন আলোচনা হবে তখন আপনারা এই সমস্ত প্রশ্ন তুলবেন।

মিঃ স্পীকার---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ৯৫ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নং ৯৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭ ইং সনে সারা রাজ্যে কয়টি রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠন ছিল ও তাদের মোট সভ্য সংখ্যা কত ছিল,

২) ১৯৮১ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা কত ও তদের মোট সভ্য সংখ্যা কত, এবং

৩) বামফ্রন্ট সরকার পূর্ব্বের তুলনায় শ্রমিকদের কি কি সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছেন ?

উত্তর

১) ১৯৭৭ ইং সনে সারা রাজ্যে ১৫৩টি রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠন ছিল এবং তাদের মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ১৪,৫৫৯।

২) ১৯৮১ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠনের সংখ্যা ছিল ২০৪টি এবং তাদের মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ১৮,৯৭৬।

৩) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিম্নলিখিত সংস্থায় শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ধার্য্য ও পুনঃ নির্দ্ধারণ করায় শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি হইয়াছে।

সংস্থার নাম

১) বিড়ি শিল্প

২) দোকান ও সংস্থায়।

৩) কৃষি ক্ষেত্র।

৪) চা ও রাবার বাগান।

৫) রাস্তা মেরামতী ও দালান তৈয়ারী সংস্থা।

৬) বে-সরকারী মোটর পরিবহণ।

মোটর শ্রমিকদের এবং দোকান ও সংস্থা শ্রমিকদের নিযুক্তি পত্র প্রদানের জন্য নিয়মাবলীতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। চা শ্রমিকদের জন্য কিছু উন্নত ধরনের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চা-বাগীচার শ্রমিকদের জন্য মোট ১৪০টি পাঁকা ঘর তৈয়ার করিবার জন্য মোট ৩,৪২,৫০০ টাকা ঋণ এবং কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান দিয়েছেন, তন্মধ্যে মোঠ ৬৩টি পাঁকা বাড়ী তৈয়ারীর কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। অবশিষ্ট বাড়ীগুলি নির্মানের কাজ চলিতেছে।

পূর্বে ১০টি চা-বাগানে বালোয়ারী স্কুল ছিল এবং বর্ত্তমানে আরো নূতন ৫টি খোলা হইয়াছে, এই বালোয়ারী স্কুলের মাধ্যমে চা-বাগীচায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ৬ বৎসর বয়সের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং দুপুরে শিশুদের টিফিন হিসাবে খিচুরী বন্টন করা হয়। এ ছাড়াও ৮টি শ্রমিক কল্যান কেন্দ্র আছে যে গুলির মাধ্যমে শ্রমিকগনকে এবং তাহাদের শিশু সন্তানদের বাঁশের, বেতের কাজও সেলাই কাজ ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মাতৃস্তন্য পান করে এমন শিশুদের জন্য চা-বাগানে ক্রেচ্ বা শিশুরক্ষন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্ল্যান্টেশান লেবার রুল সংশোধন করিয়া এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৫০টি চা-বাগানের শ্রমিকদের সন্তানের জন্য মোট ৬৪টি ক্রেচ্ বা শিশুরক্ষন কেন্দ্র চালু রয়েছে। তন্মধ্যে ৬টি বিশেষ মানের অনুসারে তৈয়ারী হইয়াছে। চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য ছাতা, কম্বল, বর্ষাতি দেওয়ার বিধান প্রযোজ্য করা হইয়াছে।

১৯৬১ ইং সনের মোটর ট্র্যান্সপোর্ট আইনের প্রয়োগ কমপক্ষে ৫ জন। বর্ত্তমানে নিয়মাবলী সংশোধন করে ২ জন শ্রমিক নিযুক্তির ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশান করা হয়। তার ফলে ৮ হাজার মোটর শ্রমিক সুবিধা পাচ্ছেন।

কন্ট্রাক্ট লেবার (রেগুলেশান এণ্ড এবোলিশান) আইন, ১৯৭০ এর নিয়মাবলী গত ১৩. ১. ১৯৭৮ ইং থেকে কার্য্যকরী হইয়াছে, এরফলে উক্ত কর্মক্ষেত্রে অসংগঠিত

শ্রমিক সুযোগ সুবিধা পাইবেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মাধ্যেমে ন্যূনতম মুজুরী আমরা ধার্য্য করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি সুদুর প্রত্যান্ত অঞ্চল ছাড়া আর সর্বত্রই এই মুজুরী প্রচলিত আছে। শহর এবং শহরতলীতে শ্রমিকরা আরো বেশী মুজুরী পাচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে কাজের জন্য ত্রিপুরার বাহিরের রাজ্য থেকে শ্রমিক আনয়নের ব্যাপারে মাইগ্র্যান্ট লেবার এ্যাকটের নিয়মবিধি তৈয়ারীর কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, এরফলে বহিরাগত শ্রমিকরা তাদের মুজুরী ইত্যাদি নিয়মিত পাইবেন।

ত্রিপুরার দোকান ও সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্তে ত্রিপুরা সপস্‌এ্যাণ্ড এস্টাবিলশমেন্ট আইন ১৯৭০ ইং এর আওতায় নিম্নলিখিত স্থানগুলিকে আনা হইয়াছে। যেমন--বিশালগড়, মেলাঘর, বিশ্রামগঞ্জ, রানীরবাজার, জিরানীয়া, মোহনপুর তেলিয়ামুড়া, আমবাসা, কুলাই, হালাহালি, ডলুবাড়ী, মানিক ডাণ্ডার, কমলপুর, শান্তির বাজার, সাব্রুম, বগাফা, অমরপুর, কুমারঘাট, পানিসাগর, নুতন বাজার গাঁওসভা, জুলাইবাড়ী (দক্ষিণ) গাঁওসভা, তারা নগর গাঁওসভা, মনুবাজার গাঁওসভা, দক্ষিণ ভারতচন্দ্র নগর গাঁওসভা এবং কাঞ্চনপুর গাঁওসভা। আরো অধিক সংখ্যক শ্রমিক তাহাদের কার্য্যকাল, ছুটি ইত্যাদি সম্পর্কীয় সুবিধা পাইবেন।

লেবার ডিপার্টমেন্টে ইনসপেকশান সেকশানের জন্য বামফ্রন্ট সরকার অনুমোদন দিয়েছেন। আমরা টি. পি. এস. সির মাধ্যমে ইনসপেকটারের পদ পুরণের জন্য চেয়েছি। যদি পদগুলি আসে তাহলে আমরা নুতন ভাবে আরো কিছু ইনসপেকটারের পদ পুরণ করব। শ্রমিকদের বোনাস প্রদান নিয়ে একটা বিশৃংখলা চলছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর সমস্ত শিল্প বোনাসের আওতায় আসে। সমস্ত শিল্পগুলি গত দুই বৎসর বোনাস দিয়েছে। এবারও আমরা শ্রমকল্যাণ পর্ষদের মিটিং-এ মালিকদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৮.৩৩ হারে বোনাস দিতে হবে এবং মালিকারাও এই বোনাস প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা এই বোনাসের আওতায় আসে না সে ক্ষেত্রে মালিকদিগকে নিয়ে শ্রম দপ্তর থেকে আলোচনা করে আমরা শ্রমিক দিগকে অ্যাকস্‌-গ্রেসিয়া প্রথার প্রবর্ত্তন করেছি। এটা আর আগেও পেয়েছেন এবং এবারও আমরা পূজায় এই এ্যাকস-গ্রেসিয়া দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিনিমাম্‌ ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং সেই ওয়েজ বোড রিপোর্ট পেশ করার পর ওয়েজ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এই ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করা হচ্ছেনা। বিশেষ করে দোকান কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মিনিমাম্‌ ওয়েজ বোর্ড যে প্রতিবেদন পেশ করছে, সেই প্রতিবেদন কার্য্যকরী করা হচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ, ওভার টাইমের ক্ষেত্রে গভার্নমেন্টের যে আইনগত সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তকে অনেক জায়গায় কার্য্যকরী হচ্ছে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---স্যার, আমরা দুইটি বিভাগ থেকে এই অভিযোগ পেয়েছি। দোকান আইনে দোকান কর্মচারীদের জন্য যে ওয়েজ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সেটা কোন কোন দোকান পালন করছে না। আমাদের কাছে যে কমপ্লেন এসেছে সে কমপ্লেনের

ভিত্তিতে আমরা লেবার ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দিয়েছি যে দোকান আইনকে যাতে কেউ লংঘন না করে সেটা দেখবার জন্য। মোটর কর্মীদের ক্ষেত্রেও মোটর মালিকগণ আইন অনুযায়ী মজুরী দেবেন। এই নিয়ে আমরা অনেক বার আলোচনা করেছি, কেননা আমরা আলোচনায় বিশ্বাসী যদি তারা আইন না মানেন তখন আমরা কেস করতে বাধ্য হই। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদিগকে মামলা করতে হয়েছে মামলা দায়ের করার পর তারা আমাদের আইন মানায় আমাদিগকে কেস উইথড্র করতে হয়েছে। শ্রমিক এবং মালিকদিগকে আইন মানতে হবে। যদি না মানেন তাহলে আমরা এই কেসগুলিকে লেবার কোর্টে নিয়ে যাই। এই মামলাগুলি দায়ের করে ডিষ্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট অফিস। এই সমস্ত মামলার কাজে উকিল নিযুক্ত করনের পথে একটু অসুবিধা আছে। তবে ভবিষ্যতে এই ত্রুটি গুলি দূর করাবার চেষ্টা করব।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে শ্রমিকরা আজকে আন্দোলনের সুযোগ পাচ্ছে এবং আজকে লড়াইও শুরু হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য আজকে মিনিমাম ওয়েজ গঠন করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি কার্য্যকরী হয়েছে। কোন কোন রিপোর্ট এক বছর আগে পেশ হয়। দুবছর আগে সেগুলি কিছু কার্য্যকরী ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে জিনিষপত্রের দাম যে ভাবে বাড়ছে সেখানে শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা তার বাইরে চলে গেছে। সে জন্যই বলছি এই ব্যাপারে সরকার পুনরায় মিনিমাম বোর্ড তৈরী করবেন কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনবোধে দুর্ব্বল শ্রমিককে রক্ষা করবার জন্য নোটিফিকেশান দেব যেটা ১৭ তারিখের মিটিং-এ আমরা আলোচনা করেছি। কাজেই আমরা ইতিমধ্যে এটা করার জন্য দুটি প্রসেস অবলম্বন করবো। অতি দ্রুত আমাদের মিনিমাম ওয়েজ পুনরায় বিবেচনা করার ব্যবস্থা করবো।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বোনাস সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ৮.৩৩ কমপক্ষে দিতে হবে এবং উৎপাদন যদি বেশী হয় তাহলে আরো বেশী বোনাস দিতে হবে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠে যে এটা আমরা কিভাবে বুঝব যে উৎপাদন বেশী হল না কম হলো। তাহলে কিভাবে নির্দ্দিষ্ট হবে ৮.৩৩ হবে না আরও বেশী হবে ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, যখন একজন চাটার্ড একাউনটেন্ট সার্টিফিকেট করে স্টেটমেন্ট দেন তখন শ্রম দপ্তরের আইন অনুযায়ী সেটাকে পুনরায় স্ক্রুটিনি করা যায় না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বাহির থেকে কিছু শ্রমিক আনতে হবে কিন্তু আমি জানতে চাই যেখানে আমার নিজের রাজ্যের শ্রমিকরা ঠিক মত কাজ পাচ্ছে না সে ক্ষেত্রে স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা না করে কেন বাহির থেকে শ্রমিক আনা হবে। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা বাহির থেকে মাইগ্রেন্ট লেবার আনার ব্যবস্থা করেছি। কতগুলি কাজ আছে যে কাজ এখানকার লেবার করতে পারে না। স্থানীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই তারা এই কাজ করতে পারবে না বলেই মাইগ্রেন্ট লেবার আমাদের আনতে হচ্ছে বাহির থেকে। যদি স্থানীয় লেবাররা এই কাজ করতে পারতো তাহলে আমরা মাইগ্রেন্ট লেবার আনতাম না। আমরা সব সময়ই চেষ্টা করি স্থানীয় যে সমস্ত শ্রমিক আছেন তারা যাতে সব সময় কাজ পায়। আমাদের শ্রমিকদের এই কাজ শিখিয়ে ভবিষ্যতে যাতে বাহির থেকে লোক না আনতে হয় তারজন্যও চেষ্টা করবো।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি। এই ব্যাপারটাকে খুব জরুরী মনে করে আমাদের সরকারের যে নীতি সেটাই আমি বলছি। আমাদের গ্রামীণ বেকার তারা বিভিন্ন ধরণের যে কাজ আছে তারা সেগুলি শিখছেন। সেদিক থেকে ইটের ভাটাতে এবং আরও অন্যান্য নানা রকম আগুনের কাজে অনেক শ্রমিক গত ৪।৫ বছর ধরে ট্রেণ্ড আপ হয়েছে। আমি আশা করবো ভবিষ্যতে আমাদের শ্রমিকরাও এই মাইগ্রেন্ট লেবারদের সঙ্গে থেকে তারাও কাজ শিখে যাবে। তারপর রাবার প্লেনটেশানে আমাদের অনেক শ্রমিক খুব ভাল কাজ শিখেছেন। উপজাতিরা বলছে তাদের কুলীর মতো করে রাখা হয়েছে। ওরা যাদের কুলী বলছেন, ওরা সর্বহারা এবং শ্রদ্ধার পাত্র। ওরা বাগানে কাজ করছেন। আমরা মাছমারাতে চা বাগান তৈরী করে দিচ্ছি। ঐ বাগানে যারা কাজ করবেন, চা উৎপাদন করবেন তারা আস্তে আস্তে বাগানের মালিক হবেন। সেখানে উন্নত ধরণের চা ফ্যাক্টরী হবে। ৩০-৩৪ বছর ধরে যাদের কোন কাজ ছিল না, যাদের ঠিকানা ছিল না, আজকে তাদের আমরা শ্রমিক হিসাবে মর্য্যাদা দিচ্ছি এবং তারা যাতে নিজেরা এই কাজে দক্ষ হতে পারেন তারজন্য আমরা ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এটা উপজাতি নেতাদের পছন্দ না, এটা খুবই দুঃখজনক। আমি আশা করবো ওনারা যাতে করে এই কাজে সহযোগিতা করেন। যদি আমরা এখানে বাগানে কাজ কমিয়ে তাদের দক্ষ করতে পারি তাহলে বাইরে থেকে শ্রমিক আনার কোন প্রয়োজন হবে না। তবে ত্রিপুরা সরকার বাইরে থেকে শ্রমিক না আনা এই নীতি কখনই মানতে পারে না। কারণ এই রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে বাধা কি? আর এই কথাটা মাননীয় সদস্যদের জানা দরকার যে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষেরই অঙ্গরাজ্য। এই রাজ্যটা ভারতবর্ষ থেকে আলাদা নয়। আমি মনে করি মাননীয় সদস্যদের এটা একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। সংবিধানে এমন কোন ধারা নেই যে কোন রাজ্যের মানুষ এই রাজ্যে কাজ করতে পারবে না। যারা এখানে কাজ করতে আসেন তারা এখানে স্ফূর্তি করতে আসেন না। তারা কংগ্রেস রাজত্বে অনাহারে থেকে এই ত্রিপুরার মতো একটি অনগ্রসর দেশেও তারা আসে কাজের জন্য। তারা ক্রীতদাসের থেকে এই ত্রিপুরাতে থাকে, কাজ করে দুবেলা দু'মুঠো খাওয়ার জন্য। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্যরা যে প্রশ্ন করেছিলেন তার জবাব দিলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেইগুলির লিখিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A" & "B")

—ঃ দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ঃ—

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ— সভার পরবর্তী বিষয়বস্তু হল, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ---

"বিগত ১৩।৫।৮১ ইং তারিখে টি, আর, টি, সি. বাস থামিয়ে তেলিয়ামুড়াতে বিধায়ক কমরেড জীতেন্দ্র সরকারকে কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অ্যাসিড বাল্‌ব মেরে আহত করা ও প্রাণ নাশের চেষ্টা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :--- গত ১৩ই মে ১৯৮১ ইং তারিখ বেলা ১২টা ৪৫মিঃ সময় বিধায়ক শ্রীজীতেন্দ্র সরকার আগরতলা হইতে খোয়াইগামী টি, আর টি, সির ৪৩৭ নং বাসে তেলিয়ামুড়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন। বাসটি বেলা ২টার সময় তেলিয়ামুড়া থানার ৪ কি,মি, দক্ষিণ পশ্চিমে আসাম আগরতলা রোডে পুলিনপুরের নিকট পৌছা মাত্রই তেলিয়ামুড়া হাইস্কুলের পোষাক পরিহিত কিছু সংখ্যাক ছাত্রসহ কংগ্রেস আই এবং আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক একদল লোক পাথর নিক্ষেপ করে বাসটিকে থামাইয়া ফেলে। আক্রমন কারীগণ বিধায়ক শ্রীসরকারকে গালাগালি করে এবং শ্রী শিবু দাস এবং শ্রী প্রানবল্লভ দেবনাথ তাহার বাঁ কাঁধ লক্ষ্য করে অ্যাসিড বাল্‌ব নিক্ষেপ করে। কিছু সংখ্যাক দুস্কৃত বাসে উঠিয়া পরে বাসের কন্‌ডাকটর অন্যান্য যাত্রীদের সাহায্যে দুবৃর্তদের কোন প্রকারে বাস হইতে অপসারন করার পর বাসটির চালক বাসটিকে নিয়ে সোজা তেলিয়ামুড়া থানায় উপস্থিত হন। বিধায়ক শ্রীসরকারের অভিযোগক্রমে এই দিনই বেলা তিনটার সময় তেলিয়মুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ ১৪৯।৩৪১।৩২৬।৪২৭ ধারায় ৯(৫) ৮১ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ঘটনাটির তদন্ত আরম্ভ করে। অভিযুক্ত সর্ব্বশ্রী জীবন ঘোষ, দীলিপ পাল এবং চিত্তরঞ্জন রায়কে গত ১৪।৫।৮১ইং তারিখ রাত্রিবেলায় গ্রেপ্তার বরা হয় এবং পরদিন সকালবেলা তাহাদিগকে থানা হইতে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। শ্রী বাদল দেব এবং শ্রীকান্ত দেবকে গত ২৭।৫।৮১ ইং তাং গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকেও জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্য ৭জন আসামীর মধ্যে ৩জন সর্বশ্রী শান্তি সাহা, রনজিৎ পাল, এবং আশীষ দেবনাথ এবং বাকী ৪ জন সর্বশ্রী অজিত সাহা, মৃদুল রায়, মানিক দাস ও অশোক বৈদ্য যথাক্রমে গত ২১।৫।৮১ ইং এবং ২২।৫।৮১ইং তারিখ কোর্টে আত্মসমর্পন করে। তাহাদিগকেও কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

অভিযুক্ত ব্যাক্তিগন যুব কংগ্রেস (আই) এবং আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক বলিয়া জানা যায়। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে অ্যাসিড বাল্‌ব তৈরী হচ্ছে আমরা জানি যে তেলিয়ামুড়ার ঐ জায়গাতে একটি হাই স্কুল আছে। ঐখানে যখন পরীক্ষা হয় অর্থাৎ Science-এর পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষার সময়ে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন সময়ে অ্যাসিড দেওয়া হয়। ঐখানে একজন মাষ্টার মশাই আছেন, যিনি সায়েন্সের পরীক্ষার দিন তত্ত্বাবধায়কের কাজ করছিলেন। উনার নাম রথীন্দ্র দেবনাথ। উনি কর্মচারী

ফেডারেশনের লোক। এখানে যারা অ্যাসিড বাল্‌ব তৈরী করছেন, এই সমস্ত ছাত্রদের অ্যাসিড সরবরাহ করছেন যা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করা হয় এবং আমাকে ও আক্রমণ করা হয়েছে। তারপর আগারতলায় যখন এস, এফ, আই সম্মেলন হয় সেই এস, এফ, আই সম্মেলনে যাত্রীদের নিয়ে যখন বাস খোয়াইর দিকে যাচ্ছিল তখন ইছারমুড়া বলে একটা জায়গায় বাসটাকে থামিয়ে সেই অ্যাসিড বাল্‌ব ছোড়া হয়। এই বাসের মধ্যে এস, এফ, আই এর লোক ছিল। এই কর্মচারী যে নাকি এই সমস্ত ব্যাপারে কিছু করছেন তার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়ার জন্য মন্ত্রী বাহাদুর কি ভাবছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সরকারের তদন্তাধীন আছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। যারা এই ব্যাপারে তদন্ত করছেন আমি তাদেরকে বলল এইসব কিছু তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করতে।

শ্রী জীতেন্দ্র সরকার ঃ-- এই যে মাষ্টার মশায় তাকে ১৯৭৯ সনের নভেম্বর মাস থেকে উনাকে যে ট্র্যান্সফার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সেই ট্র্যান্সফার অর্ডার এখন স্টে হয়ে আছে। উনি এখনও সেই স্কুলে আছেন।

আমি নিজে অ্যাডুকেশান ডিপার্টমেন্টের সংগে আলোচনা করেছিলাম। উনারা বলেছিলেন এই ব্যপারটা দেখবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার ট্র্যান্সফারের ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- স্যার, এই ব্যাপারটা আমি শিক্ষা দপ্তরের গোচরে আনব।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহাশয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ "বিগত ১২ই মে ১৯৮১ইং গভীর রাত্রে কমলপুর দেবীছড়া গ্রামে শিক্ষক আন্দোলনের কর্মী দয়াময় দত্তের খুন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, "বিগত ১২ই মে ১৯৮১ইং গভীর রাত্রে কমলপুর দেবীছড়া গ্রামে শিক্ষক আন্দোলনের কর্মী দয়াময় দত্তের খুন সম্পর্কে।"

গত ১২, ১৩ মে, ১৯৮১ইং তারিখ রাতে কমলপুর মহকুমার হালাহালি সংলগ্ন দেবী ছড়া স্কুলের সহকারী শিক্ষক দয়াময় দত্ত তাহার নিজের শোবার ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় নিহত হয়

নিহত দয়াময় দত্তের পিতা শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ১৩-৫-৮১ইং তারিখ সকাল ১০.৫ মিনিটে কমলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ পেশ করে জানান যে, গত ১২-৫-৮১ইং তারিখ রাতে তিনি তাহার পরিবারের লোক জন সহ ঘুমাইতে যান। তাহার পুত্র একই ঘরের পূর্বপাশ্বের কক্ষে ঘুমান ১৩-৫-৮১ইং তারিখ সকাল ৪-৩০মিঃ এর সময় তিনি ঘুম থেকে উঠে বাহিরে আসিয়া দেখিতে পান দয়াময় দত্ত যে কক্ষে ঘুমাইয়া ছিলেন সেই কক্ষের দরজা আংশিক খোলা। কক্ষে প্রবেশ করে মেঝেতে প্রথমে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখিতে পান। ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দয়াময় দত্তকে রক্তাপ্লুত মৃত অবস্থায় দেখিতে পান। মৃত দেহে ধারালো অস্ত্রের ক্ষত চিহ্ন ছিল। ময়না তদন্তেও ধারালো অস্ত্রের

আঘাতে মৃত্যুর কারণ জানা যায়। শ্রীনগেন্দ্র দত্তের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় কমলপুর থানায় ঐ দিনই মোকদ্দমা নং ১২৫৮৯ নথিভূক্ত করে ভারপ্রাপ্ত দারোগা তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। পরবর্তী সময়ে একজন সি, আই, ডি, ইন্স-পেকটর তদন্তের ভার গ্রহন করেন।

নিহত শিক্ষক দয়াময় দত্ত ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তাহারা সবাই জামীনে মুক্ত আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে। ধৃত ব্যক্তিদের নাম ঃ—

১। শ্রীকান্ত সিং দেবী ছড়া
২। শ্রীখোলাসার সিং ”
৩। শ্রীমোহন সিং ”
৪। শ্রীসত্যবান সিং ”
৫। শ্রীননীচান্দ সিং ”
৬। শ্রীরায়াবাবু সিং ”
৭। শ্রীশচীপদ মালাকার ”
৮। শ্রীবাবু সিং তরফে ”
৯। শ্রীপাবেকা সিং ”
১০। শ্রীলক্ষ্মী সিং

-ঃঅ্যাডিশনেল ইনফরমেশান ঃ-

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন ব্যক্তিকে এই হত্যাকাণ্ডে সাথে জড়িত বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। কারণ এদের মধ্যে ৩ জন সর্বশ্রী পদ্মা সিং, বাবু সিং ও লক্ষ্মী সিং কৈলাশহর জেল হইতে ছাড়া পাইয়া গত ১২-৫-৮১ইং তারিখ বিকাল হালাহালির শ্রীপ্রেমানন্দ ধরের ছুরিকা ঘাতের ঘটনার সাথে এবং হালাহালিতে অন্যান্য অপরাধ মূলক কাজে জড়িত সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি। শ্রীপদ্মা সিং নিহত দয়াময় দত্তের প্রতিবেশী। খবরে প্রকাশ যে, সে গত ১২-৫-৮১ইং তারিখ তাহার বাড়ী দেবীছড়া পেঁৗছে চিৎকার করে বলে যে দেবীছড়া গ্রামের কমুনিষ্ট সমর্থক নেতৃবৃন্দকে কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া ফেলা হবে। নিহত শিক্ষক দয়াময় দত্ত কর্মচারী সমন্বয় কমিটি অন্তর্ভুক্ত সরকারী শিক্ষক সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সর্বশ্রী পদ্মা সিং, লক্ষ্মী সিং এবং বাবু সিং কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক। তাহারা যেদিন বাড়ীতে ফিরিয়া আসে সেই দিন রাতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—স্যার, দয়াময় দত্তকে যারা আক্রমণ করেছিল তারা কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক বলে চিহ্নিত ব্যক্তি এবং সেই ৪ঠা মে যারা যুব নেতা প্রেমানন্দ'

ধরকে ছুরিকা ঘাত করেছিল, তারা কি দুইটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এখানে এমন কিছু আসামী আছেন যারা ৪ঠা মে হালাহালিতে যুব নেতা প্রেমানন্দ ধর-এর হত্যার সংগে জড়িত আছেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---১৭ই আগষ্ট ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির ডাকে এসমো- এর বিরুদ্ধে হালাহালিতে অনুষ্ঠিত মিছিল সেরে বাড়ী ফেরার পথে বড়লুৎমা গ্রামে কমঃ কার্তিক দেববর্মা ও কমঃ সেনা মানিক সিংহের উপর লাঠি বল্লম ও রামদা নিয়ে সেই গুণ্ডা লালবাবু সিংহ এবং তার সঙ্গিরা আক্রমণ করেছিল কিনা, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এই ধরনের একটা ঘটনা সরকারের দৃষ্টিতে আনা হয়েছে, আমরা এই ব্যাপারে তদন্ত করব।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে, কমলপুরে কংগ্রেস (আই)র দ্বারা এই ধরনের যতগুলি ঘটনা ঘটেছে, তার দুই দিন আগে বা পরে সুখময় বাবু সেখানে গিয়ে গোপনে মিটিং করে নানা চক্রান্ত করেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, সুখময়বাবু কমলপুরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, এই তথ্য সরকারের কাছে আছে। সেখানে তিনি মিটিং করেন এটা জানা আছে। তবে তিনি গোপন মিটিং করে কোন চক্রান্ত করেন কিনা সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যেসব অসামীর নাম বলেছেন তাতে দেখা যায় যে, যারা দয়াময় দত্তের সমর্থক দলের লোক তাদের অনেকের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আসল দোষীদেরকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আসল খুনীকে লুকিয়ে রেখে অন্যদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে আমরা দেখব এই ধরনের কোন ভুল যেন না হয়, নিরপেক্ষভাবে যেন তার তদন্তটা করা হয়।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাসঃ—আসলে আমরা জানি তা হচ্ছে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি গত ২৮শে এপ্রিল যে একদিনের প্রতিক ধর্মঘট এর ডাক দেয় সেই ধর্মঘটে শ্রী দয়া ময় দত্ত যাতে যোগ না দিতে পারেন তারজন্য ২৮শে এপ্রিলের ৫।৬ দিন আগে সেখানকার স্কুলের সামনে একটি স্টল আছে সেই স্টলে দয়াময় দত্তকে কংগ্রেস (আই) এর গুণ্ডারা ভয় ভীতি দেখায় যাতে তিনি ধর্মঘটে যোগদান না করেন। এবং এই ব্যাপারে বেদিছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককেও ভয় দেখানো হয় যাতে তিনি ঐ ধর্মঘটে যোগদান না করেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমি আগেইতো বলেছি যে, এই সব বিষয়ে যারা তদন্ত করছেন তারাই উহা দেখবেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ--- যে রাত্রে দয়াময় দত্ত খুন হলেন সেদিন খুব ভোরে নদীর ওপারের হালাহালি অঞ্চলে খবর এসে পৌছয়। সে সময় কমলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত

ও, সি, একটা কাজে হালাহালি গিয়েছিলেন। এবং সে সময় সেখানকার সরকারী শিক্ষক সমিতির কিছু লোক এই ঘটনার কথা তাকে জানিয়ে উনাকে ঘটনা স্থলে পুলিশ নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই ও, সি, তখন সেখানে যেতে রাজি হন নাই। তিনি বলেন যে পরে সেখানে যাবেন। এখন অন্য কাজ তাহার আছে। পরে বেলা ১০'৩০ টায় বা ১১ টায় পুলিশ সেখানে যায়। স্যার, সে সময় উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ এস, পিও কমলপুর ডাক বাংলায় ছিলেন। এই ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছে যে পুলিশ ঐ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, যখন কোন খুনের ঘটনা হয় তখনই সেখানে পুলিশকে অবশ্যই যেতে হয়। তবে মাননীয় সদস্য যে তথ্য এখানে তুলে ধরছেন সে রকম কিছু ঘটে থাকলে তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর বিবৃতি দেবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর উনার বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি হলো ঃ

"গত জুলাই মাসে তুলা মুড়ায় ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশানের কর্মী বিমল দাসকে খুন করা সম্পর্কে"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১১ই জুলাই, ১৯৮১ ইং তারিখ উল্টোরথ যাত্রাকে কেন্দ্র করে উদয়পুরের তুলামুড়া বাজারে কংগ্রেস (আই) এবং সি, পি, এম সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে ফলে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশ-নের কর্মী বিমল দাস নিহত হন।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ গত ১১।৭।৮১ ইং তারিখ বেলা ৩টা হইতে চারটার মধ্যে তুলামুড়া বাজারে উল্টোরথ যাত্রার উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল.। ঐ উৎসবে নারিকেল খেলা নিয়ে সি, পি, আই(এম) সমর্থক শ্রীপ্রমোদ চক্রবর্তী এবং কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রী শ্রীধর বৈদ্যের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। রথযাত্রা জগন্নাথ আশ্রমে পৌঁছিলে পর শ্রীপ্রমোদ চক্রবর্তী নীলকমল বিশ্বাসের মিষ্টির দোকানে আসেন এবং সেখানে শ্রী শ্রীধর বৈদ্য তাহার বন্ধু-বান্ধবের সহিত বসিয়াছিলেন। শ্রীচক্রবর্তী দোকানে প্রবেশের পরই নারিকেল খেলার বিষয় নিয়ে তাহাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিতে থাকে। খুব সামান্য সময়ের মধ্যে তাহা রাজনৈতিক আকার ধারন করে, বাজারের রাস্তায় সংঘর্ষে পরিণত হয়। তার ফলে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী বিমল দাস বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। শ্রীবাস বৈদ্য নামে কংগ্রেস (আই) সমর্থক একব্যক্তিও গুরুতরভাবে আহত হন। অপর ২ জন কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রীনিরঞ্জন লোধ ও শ্রীখোকন পালও আহত হন। তাহাদিগকে শ্রীব্রজমোহন মল্লিক নামে একব্যক্তি তুলামুড়া বাজার হইতে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসেন। সেখান হইতে তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবস্থা আয়ত্বে আনে এবং ঘটনাটির তদন্ত আরম্ভ করে। শ্রী শ্রীবাস বৈদ্যকে গুরুতর আহত অবস্থার জন্য সেইদিনই হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সি. পি. আই (এম) দলের সমর্থক শ্রীসুনীল বৈদ্যের অভিযোগক্রমে রাধাকিশোরপুর থানায় বিমল দাসের হত্যার ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৪৪৮।৩০২।৩২৭।৪২৭ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫(৭)৮১ নথিভুক্ত করা হয়।

কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রী শ্রীধর বৈদ্যের পাল্টা অভিযোগক্রমে রাধাকিশোরপুর থানায় আর একটি মোকদ্দমা নং ৪(৭)৮১ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৪।১৪৯।৩২৫।৩২৬। ৪৪৮ এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালীন ১১ ব্যক্তিকে সেইদিনই গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা সবাই বর্তমানে জামিনে মুক্ত আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে তথ্যটি পরিবেশন করেছেন তা ঠিক নয়। অ'সল ঘটনা হচ্ছে—কংগ্রেস (আই)র সমর্থক শ্রীব্রজবাসী মল্লিক এবং শ্রীরাখাল লোধের দুটি চালের কল আছে। তুলামুড়া বাজারে। তাদের দু'জনেরই চালের কলের পাশে ধানের তুষের গাদার নীচে কংগ্রেস (আই)-এর গুণ্ডারা রামদা ও বোমা, বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদি রাখে। সেদিন সকালে চায়ের দোকানে বসে এরা সকলে যখন চা খাচ্ছিল সে সময় চায়ের দোকানে কংগ্রেসের(আই) গুণ্ডারা চায়ের দোকান আক্রমণ করে। এ সময় তুলামুড়ার গ্রাম প্রধান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য দোকানের উপরে উঠে যান। আক্রমণকারীরা দোকানের মালিককে গ্রাম প্রধান কোথায় তাকে বের করে দেবার জন্য বলে। তখন চায়ের দোকানের মালিক বলেন যে প্রধান চা খেয়ে অনেক আগেই চলে গেছেন। এর পর ঐ গুণ্ডারা দোকানে কিছু ভাংচুর করে এবং আরো দু একটি দোকানে হামলা চালায়। পরে তারা হীরালাল দেবনাথের দোকানের দিকে ছুটে যায়। সেখানে শ্রীবিমল দাস দাঁড়িয়েছিল। এই বিমলকে ধরেছিল এবং তাকে প্রথম কেশব বৈদ্য বলে কংগ্রেস(আই)-এর গুণ্ডা আছে, তার সংগে ছিল নিরঞ্জন লোধ, এটা যে পূর্ব-পরিকল্পিত ঘটনা, সে প্রথম বিমলকে পায়ের মধ্যে বোমা ফেলে দেয়। এই সমস্ত ঘটনা বাজারে বহু লোক দেখেছে। এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমাদের তদন্তের মধ্যে এই সমস্ত তথ্যই আসবে। মাননীয় সদস্য যেসব তথ্য দিয়েছেন আমাদের তদন্তকারী অফিসারকে সেইসব তথ্য দিতে পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—যখন বিমল বোমার আঘাতে পড়ে গেল তখন সে চীৎকার করেছিল। তারপর রাখাল নামে একজন আছে সে জীপ গাড়ীতে করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। তারপর নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি লোকগুলি সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং হুমকি দিচ্ছে যদি তোমরা বিমলকে নিয়ে যাও তাহলে তোমাদের খুন করে ফেলব। এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এইসব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ — এই ঘটনা পুলিশকে জানানোর পরে আমি যখন পুলিশকে জানাই এবং তার প্রায় দুই ঘন্টা পরে সোয়া সাতটার সময়ে ফোন করেছে, কিন্তু রাত সাড়ে নয়টার সময় তারা গিয়েছে। পুলিশ ইন্‌সপেক্টার শচীন দে গিয়েছে। কালিকুমার চক্রবর্তী বিমলকে নিয়ে গিয়েছে মাথায় জল ঢালার জন্য। তখন শচীন দে'র সামনে তারা হুমকি দিয়েছে। এই সব অবস্থাটা সেখানে সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া এই কংগ্রেস আই-এর গুণ্ডারা কালীকুমার চক্রবর্তীর বাড়ীতে ঢুকে তার দালান ভেঙেছে। অর্জুন পালের বাড়ীতে গিয়ে ঢুকেছে। স্পেসিফিক কেস থাকা সত্বেও তার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কিছু কিছু অভিযোগ লিখিতভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে পাওয়া গেছে। সেগুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---সেখানে সি, পি, এম, বনাম কোন একজন সি, পি, এম নেতার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই এর ফলেই বিমল দাস নিহত হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---না, জানা নেই।

শ্রীবাদল চক্রবর্তী---এটা ঠিক কিনা যে কংগ্রেসী গুণ্ডারা বোমা পটকা আমদানী করেছে এবং ঘটনার দিন এই সমস্ত বোমা পটকা তারা ব্যবহার করেছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---এই রকম খবর কাগজে বেরিয়েছে। আমাদের কাছে নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার---এই বিমল দাস যেদিন খুন হয় তার দুই দিন আগে এই শচীন্দ্র দে তার ব্লু প্রিন্ট তৈরী করেছিল, এইরকম কোন খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---না।

রেফারেন্স পিরিয়ড

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৮ এবং ২১ তারিখে আমার একটা করে কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল। কিন্তু কোনটাই হাউসে আসেনি। তার কারণ আমাদের জানানো হয় নি।

মিঃ স্পীকার---২৪ তারিখে জানানো হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---আমাকে বলা হয়েছে যে সমন্বয় কমিটিভুক্ত আমাদের কিছু অ্যাসেম্বলীর কর্মচারী এটাকে রিজেক্ট করেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---তারা কি করে রিজেক্ট করে ? মাননীয় স্পীকার রিজেক্ট করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---এটা স্পীকারের কাছে নেওয়াই হয়নি। সেটা আপনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার---আমার কাছে নেওয়া হয়নি কি করে জানলেন ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই জিরো আওয়ারে

এ, কে, দে কমিশনের ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটা বিবৃতি দাবী করছি। কারণ এটা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এখানকার হাজার হাজার টাকা খরচ করে পুলিশ অফিসারদের রক্ষা করার জন্য কলকাতা থেকে আইনজীবী আনা হয়েছে। শুধু তাই নয়. যারা সাক্ষী তাদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কোন সভ্য দেশে এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে কিনা, আমি তার উপর বিবৃতি দাবী করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, হরুয়ার যে তদন্ত চলছে সেটা একজন বিচারকের তত্ত্বাবধানে করানো হচ্ছে, কলকাতার দুইজন ডিস্ট্রিক্ট জাজের দ্বারা। আমি আশা করছি সেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের উপর কোন কটাক্ষ করবেন না। এই তদন্ত হচ্ছে সঠিক তথ্য বের করার জন্য।

মাননীয় সদস্যদের একটা ভুল ধারণা আছে যে এটা বোধ হয় কোর্টের বিচার. এটা কোর্টের বিচার নয়। কোর্টের বিচার হলে, যারা আসামী. তাদের আমরা সব সময়ে লিগ্যাল এইড দেব এবং কোর্টের বিচার হওয়ার সংগে সংগে তারা সেটা পেয়ে যাবে। আর সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্যই সরকার প্রয়োজন হলে সুপ্রিম কোর্ট অথবা অন্যান্য কোর্ট থেকে বিচারপতি নিয়ে তাকে নিয়োগ করতে পারেন তদন্ত কমিশনে। যা হউক ইতিমধ্যে যারা খুন হয়েছেন, তাদের আত্মীয় স্বজনেরা যারা কোর্টে গিয়েছেন, তাদেরও আমরা কিছু লিগ্যাল এইড দেব, যদিও লিগ্যাল এইডটা সেজন্য দেওয়া হয় না। তারা হচ্ছেন গরীব অংশের মানুষ, তাই মানবতা বোধ থেকে আমাদের সরকার তারা যে দাবী করেছেন. সেটা মেনে নিয়েছেন এবং তারা যদি তদন্ত কমিশনের সম্মুখীন হন, তাহলে তাদেরকে কিছু লিগ্যাল এইড দেওয়া হবে। কাজেই এটা ঠিক নয় যে লিগ্যাল এইড তারা পাচ্ছেন না। তারা লিগ্যাল এইড পাচ্ছেন। তৃতীয়, বিরোধী পক্ষ থেকে আরও যে সব অভিযোগ করেছেন, সেগুলিও সঠিক নয়। মাননীয় সদস্যরা অবশ্যই শুনে থাকবেন যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকাতে খুন-খারাপী এবং ডাকাতি ইত্যাদি চলছে। আমি জানতাম না যে টি, ইউ, জে, এস-এর সদস্যরাও নকশাল পন্থিদের এই যুব কার্য্যকলাপকে সমর্থণ করছেন। কাজেই নকশাল পন্থিদের সংগে তারাও যে হাত মিলিয়েছেন. তা ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষেরই জানা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি এই হাউসে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে সরকার তাদের সম্পর্কে কোন রকমের হস্তক্ষেপ করছেন না, এমন কি আমাদের পুলিশও তাদের সম্পর্কে কোন রকমের হস্তক্ষেপ করছেন না। কাজেই তদন্ত কমিশন হলে নিশ্চয়ই আমাদের কিছু খরচ হবে এবং সেই খরচ আমরা বহন করছি। কারণ আমরা প্রকৃত তথ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই এবং তার সংগে সংগে যে খুনাখুনি সংগঠিত হয়ে গেল, তার জন্য পুলিশ কতখানি দায়ী সেটাও আমরা বের করতে পারব। তাই আমরা আশা করছি, যে ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষ এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন।

মিঃ স্পীকার—এখন একটি ঘোষণা। আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়, নিম্নোক্ত বিলটিতে তাঁর সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। বিলটির নামের পাশেই আমি উনার সম্মতির তারিখটি জানাচ্ছি ঃ---

বিলের নাম তারিখ

১। ত্রিপুরা এডুকেশান্যাল ইনিষ্টিটিউশানস্ (এ্যাকুইজিশান অব রাইট, টাইটেল এ্যাণ্ড ইন্টারেণ্ট) বিল, ১৯৮০। ১৯-৯-৮১ ইং

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল প্রিভিলেজ কমিটির উনত্রিশতম প্রতিবেদনটি বিবেচনা করা। গতকাল মাননীয় সদস্য, শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয় এই প্রতিবেদনটি বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। এখন সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রস্তাবটি ভোটে দেব। তাই আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীহরিনাথ বাবুকে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকল্য চিনিকক পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে হাউসের অবমাননার ও স্বাধিকার ভঙ্গের জন্য যে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই হাউসের প্রিভিলেজ কমিটি যে প্রতিবেদন পেশ করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি যে "চিনিকক", সম্পাদক শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে যা লিখেছিলেন, তার জন্যই তার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং সেই অভিযোগ এই হাউসে উত্থাপন করার পর, সেটাকে পরীক্ষা করার জন্য প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠানো হয়। প্রিভিলেজ কমিটি গত মার্চ মাসে হাউসের কাছে যে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন, তারই ভিত্তিতে ২৩শে মার্চ তারিখে তাঁকে হাউসে এসে রিপ্রিমেণ্ড গ্রহণ করার জন্য সমন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ঐ তারিখে তিনি হাউসে উপস্থিত হতে পারেন নি, কারণ তিনি মনে করেছিলেন, কি কারণে তাকে অভিযুক্ত করা হল, সেটা তিনি কমিটির কাছে জানতে চাইবেন, কারণ যেহেতু তিনি এই হাউসের সদস্য নন, সেহেতু তাঁর কোন বক্তব্য পেশ করার সুযোগও তাঁর ছিল না। তাছাড়া উনি সময় মতো চিঠিটি পাননি, হয়তো সময় পেলে তিনি একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কাজেই এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে তিনি হাউসে রিপ্রিমেণ্ড গ্রহণ করার জন্য হাউসে উপস্থিত হতে পারেননি। তারপর যখন হাউসে অনুপস্থিতির জন্য তার বিরুদ্ধে আর একটা স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হল, তখন হাউস বিচার বিবেচনার জন্য এটাকে প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠালেন। এবং প্রিভিলেজ কমিটির গত ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে যে মিটিং হয়ে গেল, সেই মিটিংএ উপস্থিত হয়ে তিনি কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২শে মার্চ তারিখে হাউসে উপস্থিত হতে পারেননি তার বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন হাউস বা কমিটির এই ব্যাপারে কি ক্ষমতা আছে বা না আছে, একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে তাঁর জানা ছিল না অর্থাৎ এই সম্পর্কে আইনের যুক্তিকতা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই ছিল না, আর সেজন্যই তিনি তখনকার মতো কোর্টের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তিনি সাধারণ ভাবে এটা বুঝতে পেরেছেন যে কি কারণে তাকে অভিযুক্ত করা হল, সেটা যদি তাকে জানানো না হয়, এবং তিনি যদি তার বক্তব্য হাউসের সামনে পেশ করার সুযোগ না পান, তাহলে হাউস কর্তৃক রিপ্রিমেণ্ড করার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেটা বোধ হয় তার কাছে

এক তরফা সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ১৯ তারিখে প্রিভিলেজ কমিটির মিটিংএ উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর অজ্ঞানতা সম্পর্কে তার বক্তব্য পেশ করেছেন এবং তার জন্য ব্যথিত হয়েছেন। আমরা সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। আমরা দেখতে পেলাম যে তিনি সেদিন অনুপস্থিত থাকার দরুন দুঃখ প্রকাশ করেছে। তারপরও প্রিভিলেজ কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র আছে সেখানে এই রকম নজির আছে কিনা আমার জানা নাই। দুঃখ প্রকাশ করার পর তাকে আবার শাস্তি দিয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই হাইসে বলতে চাই যে শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা স্বাধীকার ভংগ করেছে এবং গত ২৩শে মার্চ তারিখ তিনি বিধানসভায় উপস্থিত না হয়ে হাউসকে অমান্য করেছে এই ধরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে গত ২৩শে মার্চ তিনি বিধানসভায় অনুপস্থিত থাকাটা যদি স্বাধিকার ভংগ হয়ে থাকে সেজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। গত ১৯ তারিখ তিনি বলেছেন যে তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবে অনুপস্থিত থেকেছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সমস্ত কথা লিখা রয়েছে সেজন্য আমি বলছি যে এটা বিবেচনার জন্য পুনরায় প্রিভিলেজ কমিটিতে রেফার করা হউক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে হাউসের স্বাধিকার ভংগের যে অভিযোগ [illegible] হয়েছিল সেই সম্পর্কে প্রিভিলেজ কমিটিতে বিচার বিবেচনা করে প্রথমে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এবং সেই সিদ্ধান্তে শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে এই হাউসে উপস্থিত হয়ে ভর্তসনা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছিল। সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা যে বক্তব্য রেখেছেন আমার ধারনা হাউসের প্রিভিলেজ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারনা থাকলে তিনি এই বক্তব্য রাখতে পারতেন না। তিনি বলছেন যে শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে এই হাউসে বক্তব্য রাখার সুযোগ না দিয়ে প্রিভিলেজ কমিটি এক তরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা এবং তাঁর দল হাউস সম্পর্কে তাদের ধারনা হওয়া উচিত যে এই হাউসের মেম্বার ছাড়া কারও এই হাউসে বক্তব্য রাখার অধিকার নাই। এবং যে অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে মাননীয় সদস্যদের এই কথা কনফার্ম হতে হবে যে সেজন্য শ্রী ত্রিপুরাকে প্রিভিলিজ কমিটিতে উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন কি না—যদি তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ না করে থাকেন সেই ত্রুটি প্রিভিলেজ কমিটির নয় সে ত্রুটি শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার। দ্বিতীয়তঃ তিনি হাউসে উপস্থিত হয়ে রিপ্রিমেণ্ড একসেপ্ট করেন নাই সেজন্য তিনি আবার হাউসের স্বাধিকার ভঙ্গ করেছেন। তৃতীয়তঃ তিনি প্রিভিলেজ কমিটির সিদ্ধান্তকে চেলেঞ্জ করে স্পীকার-এর বিরুদ্ধে উকিলের নোটিশ দিয়েছেন। এই হাউস পরিচালনার ব্যাপারে স্পীকার ইজ দি সুপ্রীম হাউসের ব্যাপারে কোর্টের কোন এক্তিয়ার নাই। যদিও প্রিভিলেজ কমিটি সেই প্রশ্নে এখনও যাচ্ছেন না। কাজেই সেই দিক থেকে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে এই ব্যাপরেটাকে আবার প্রিভিলেজ কমিটিতে রেফার করা হউক I am totally against to that proposal to refer this to the Privilege Committee again.

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২৩শে মার্চ চিনিকক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এই হাউসে রিপ্রিমেণ্ড করার জন্য তাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল এই ব্যাপারে প্রিভিলেজ কমিটির সামনে শ্রীত্রিপুরা যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই বক্তব্য-এর উপর কোন বিচার বিবেচনা করা হায়ছিল কি না সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৯।৯।৮১ ইং তারিখে প্রিভিলেজ কমিটিতে ডাকা হয়েছিল এবং সেখানে শ্রীত্রিপুরা উপস্থিতও হয়েছিলেন এবং ওখানে যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই বক্তব্য এই রিপোর্টে কোন উল্লেখ নাই।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা প্রিভিলেজ কমিটিতে কি বক্তব্য রেখেছেন তা প্রিভিলেজ কমিটি ইচ্ছা করলে প্লেস করতে পারেন। কিন্তু শ্রীত্রিপুরার বক্তব্যের বিচার বিবেচনা করার জন্য এই হাউস বসে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি এই বক্তব্য রাখতে পারেন না (ইন্টারাপশান) এই হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

After Recess at 2 P. M.

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য হল মিঃ শ্যামাচরণ ত্রিপুরা একজন ভারতের নাগরিক। এই হিসাবে উনার বক্তব্য প্রিভিলেজ কমিটির শুনা উচিত ছিল। গত ১৯।৯।৮১ ইং তারিখে উনি বলেছিলেন যে he could not turn up before the Bar of the House due to his absent-mindedness. কাজেই আমি অনুরোধ করছি উনাকে বলার সুযোগ দেওয়া হোক। একটু আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে শ্যামা বাবু নাকি প্রিভিলেজ কমিটিকে চেলেঞ্জ করেছেন। উনি হয় তো অসাবধানবশতঃ বা অজ্ঞানবশতঃ এই কথা বলেছেন। এই রকম ব্রিচ অব প্রিভিলেজ কেজ এটা সুপ্রীম কোর্টেও যেতে পারে একজন নাগরিক হিসাবে। কাজেই আমি অনুরোধ করছি যে শ্যামা বাবুকে উনার বক্তব্য পুরাপুরি রাখার সুযোগ দেওয়া হোক। গত ১৯।৯।৮১ ইং তারিখে উনি বক্তব্য রাখার সুযোগ পান নি। কাজেই উনি একবার কেন যদি ১০০ বার প্রয়োজন হয় তাকে তার বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার এই সম্পর্কে বিধান সভায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটা একতরফা ভাবে নেওয়া হয়েছে। তারজন্য আমি এই হাউসকে অনুরোধ করব আবার তাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হোক। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় স্পীকার এটাকে আবার প্রিভিলেজ কমিটিতে রেফার করবেন তার বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—চেয়ারম্যান, প্রিভিলেজ কমিটি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রিভিলেজ কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে এখানে আলোচনা হয়েছে। এখানে যারা আলোচনা করেছেন

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রিভিলেজ কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে এখানে আলোচনা হয়েছে। এখানে যারা আলোচনা করেছেন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য তাদের প্রতিনিধি এই প্রিভিলেজ কমিটিতে আছেন এবং সকলে একমত হয়ে এই রিপোর্ট এখানে পেশ করা হয়েছে। এখানে কেজ একটা নয় দুইটা। এর আগে প্রিভিলেজ কমিটি রিকমেনডেশন করেছিল শ্যামা বাবুকে রিপ্রিমেনড করার জন্য এবং এইটা অ্যাডাপট করা হয়েছিল। যখন প্রিভিলেজ কমিটি এই রিপোর্ট দাখিল করেছিল তখন সেটাতে বিরোধীদল অংশ গ্রহণ করেছিল এবং হাউসে সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন বুঝা যাচ্ছে হাউস এবং কমিটির কাজকর্ম সম্বন্ধে তারা ওয়াকেবহাল ছিলেন না। প্রথম কেজ সম্বন্ধে এই হাউসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে রিপ্রিমেণ্ড করা হবে। কিন্তু যে তারিখে তিনি অফেনস নেওয়ার কথা সেই তারিখে মাননীয় স্পীকারের সমন পাওয়া সত্বেও তিনি হাউসে হাজির হন নি। ইচ্ছা করলে হাউস তার ব্যবস্থা নিতে পারতেন কিন্তু তা না করে সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এটাকে আবার কনসিডার করা যায় কি না সেই জন্য এটাকে আবার প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। দ্বিতীয় অফেনসে প্রিভিলেজ কমিটি নরম মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং শ্রী ত্রিপুরার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেন সেটা এই রিপোর্টের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উনি বলেছেন যে উনি অ্যাবসেন্ট মাইনডেডনেস ছিলেন। ৫ দিন আগে তাকে সামন করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে সামনের পর না আসলে কি হতে পারে সেই সম্পর্কে তার কোন প্র্যাকটিকেল নলেজ ছিল না এবং তার জন্য যদি ব্রিচ অব প্রিভিলেজ কিছু হয়ে থাকে তাহলে তিনি দুঃখিত। এটা জেনেও প্রিভিলেজ কমিটি লিনেন্ট ভিউ নিয়েছিল যার জন্য কমিটি recommended that the House need not proceed further in regard to the case of aggravation of his offence for his non-appearance before the Bar of the House প্রথম কেজে তাকে রিপ্রিমেণ্ড করার জন্য সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কাজেই সেটা কার্য্যকর করা হোক এবং আমি আশা করব শ্রীত্রিপুরা প্রিভিলেজ কমিটির সামনে এসে প্রিভিলেজ কমিটির রুল সম্পর্কে জেনে গেছেন এবং বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা যারা আলোচনা অংশ গ্রহন করেছেন, তারাও নিশ্চয়ই অবহিত হয়েছেন যে ত্রিপুরার বক্তব্য রাখার আর কোন স্কোপ এখানে নেই। প্রিভিলেজ কমিটির যে রিকমেণ্ডেশন হাউসের কাছে পেশ করেছেন সেটা হাউসের মাননীয় সদস্যরা বিচার বিবেচনা করে গ্রহনের কাজে এগিয়ে যাবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে পরবর্তী কার্যসূচী হলো মাননীয় সদস্য শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি—

"That the 29th Report of the Committee on Privileges be taken into consideration."

(প্রতিবেদনটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক বিবেচিত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"প্রিভিলেজ কমিটির ঊনত্রিশতম (২৯ তম) রিপোর্ট গ্রহণ করা। আমি এখন শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার মোশানটি মুভ করতে।

Shri Amarendra Sharma :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the recommendation contained in the 29th Report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Motion moved by Shri Amarendra Sharma—**"that this House agrees with the recommendation contained in the 29th Report of the Committee on Privileges."**

প্রিভিলেজ কমিটির উনত্রিশতম (২৯ তম) প্রতিবেদনটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ—এই সভার মাননীয় সদস্যদের আমি জানাচ্ছি যে, প্রিভিলেজ কমিটির সুপারিশ যেটি আজ সভা কর্তৃক গৃহীত হলো, তদনুসারে শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে সভায় ডেকে এনে রেপ্রিমেণ্ড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—

"The Tripura Agricultural Produce makerts Bill, 1980 (Tripura Bill No. 11 of 1980). as reported by the Select Committee—"

পাস করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Agricultural Produce Markets Bill, 1980 (Tripura Bill No. 11 of 1980)., as reported by the Select Committee be passed".

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"The Tripura Agricultural Produce Markets Bill, 1980 (Tripura Bill No. 11 of 1980)., as reported by the Select Committee be passed" :—

বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"ডিসকাশন অন মেটারস অব্ আর্জেণ্ট পাবলিক ইমপরটেন্স ফর সর্ট ডিউরেশন।' নোটিশটি এনেছিলেন গতকালকে মাননীয় সদস্য শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী মহোদয়। বিষয় বস্তু ছিল ঃ—"কুমারঘাটে প্রস্তাবিত কাগজকল স্থাপনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় বিধায়ক শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি গতকালকের আলোচনা যেখানে অসমাপ্ত ছিল সেখান থেকে আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ—স্যার, গতকাল প্রস্তাবিত কাগজকল স্থাপনের ব্যাপারে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে বলছিলাম। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই রাজ্যে কাগজকল স্থাপনের ব্যাপারে দাবী জানিয়ে আসছিলেন এবং আজো তারা অবিরাম সংগ্রাম করে চলছেন তাদের দাবীকে আদায়ের জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক কৃষক মেহনতী মনুষের নেতা যারা এই বামফ্রন্ট সরকারে আছেন, তারাও এই কাগজ, কল স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কি রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার

কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরতে চাই। আমরা দেখেছি ১৯৭৩ ইং সালে প্ল্যানিং কমিশন যখন এই পেপার মিলকে এপ্রুভড করলেন, তখন ৯ কোটি টাকার স্যাংশানও করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারে এসে দেখলেন যে, বিগত কংগ্রেস সরকার ২৩-৪-৭৪ ইং সনে Letter of Indtent রিসিভ করেছিলেন, তার মেয়াদ গত ৩১-১০-৭৯ইং তারিখে শেষ হয়ে যায়। এটার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে আর কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন নি।
কেন্দ্রীয় সরকার কাগজ কল স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি। এটা দেখেই স্বভাবিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। শিল্পমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে সমস্ত আলোচনাই পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেকটি রাজ্যের শিল্পায়নে বিশেষ করে ভারি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে এই কাগজ কলকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য কেন্দ্রের কাছে বার বার বলা হচ্ছে। আমাদের কাগজপত্র আদান-প্রদান হয়েছে সেগুলি হচ্ছে গত ২১।২।৮০ তারিখে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কটরমনের কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলেন তাতে বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের কাগজ কল স্থাপন সম্পর্কে আপনারা কি করেছেন। ১০।৪।৮০ তারিখে চরণজিৎ চান্না আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন that a Soviet deligation is expected in April '80 for Tripura paper project. এই আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু তারপর আমরা দেখেছি ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে হয়েছে কিন্তু এখন এক বছরের অধিক কাল হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই প্রস্তাবের লক্ষণীয় কোন দিক দেখা যাচ্ছে না কাজেই বুঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এই কাগজ কল স্থাপনের উপর কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ২৮।৪।৮০ তারিখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রাইমমিনিষ্টারের কাছে একটা চিঠিতে জানিয়েছেন এই কাগজ কল সম্পর্কে একটা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং প্রাইমমিনিষ্টারও সেই চিঠির উত্তর দিয়েছেন ৩১।৭।৮১ তারিখে Tripura intimating that the Hindustan Paper Corporation has been requested to undertake a quick staudy of potentiality of paper project in North-Estern Region. এই কথা প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। গতকাল যখন আমি কাগজ কলের উপর বক্তব্য রাখছিলাম সেই সময় আমি এই কাগজ কলের সাথে রেল সম্প্রসারণের কথাও বলেছিলাম কারণ কাগজ কলের সঙ্গে রেল সম্প্রসারণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যে জিনিষটা বিরোধীদের মাথায় ঢুকতে অসুবিধা হচ্ছে। গত ২১ তারিখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর একটি চিঠি লিখেছিলেন তার জবাব এখন পর্যন্ত কেন্দ্রী য়সরকারের মন্ত্রীসহ বা প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। আমরা জানতে পেরেছি সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের এই প্রস্তাবের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কিন্তু তাদের সেই গুড উইলকে আমাদের দেশের স্বার্থে ব্যবহার করতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন না। ১৬।৩।৮১ তারিখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরনজিৎ চান্নাকে এই কাগজ কলের ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেলেন এবং তার উত্তরে শ্রীচরনজিৎ চান্না ১০।৭।৮১ তারিখে লিখেছেন that Railway Capacity is not enough. Advised for examining development of infrastructrual facilities.

আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন।

তারপর আবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এন, ডি তেওয়ারীর কাছে আর একটা চিঠি দিয়েছেন কাজেই এই সমস্ত চিঠির করেসপণ্ডিং থেকে আমাদের বুঝতে একটুকুও অসুবিধা হচ্ছে না। রাজ্য সরকার এই কাগজকল স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং এই বিশ্বাস আমাদের আছে যে রাজ্য মন্ত্রীসভা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগন এই কাগজকল স্থাপনের প্রয়াসকে সমর্থন করে যাবেন। যতদিন পর্য্যন্ত এই রাজ্যে কাগজকল স্থাপন না হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার এবং ত্রিপুরার জনগন তার জন্য আন্দোলন করে যাবেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কাগজ কলের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য নয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি কাগজকল স্থাপন করা যায় তাহলে ত্রিপুরা তথা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই পাটকল দখল করবে। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির জন্য আজকে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই কাগজকল স্থাপনের ব্যাপারে আর গড়িমসি না করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে নিয়ে আর ছিনিমিনি না খেলেন এবং এই প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিনত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য যাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার---মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী কাগজকল স্থাপনের যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারনে যে আজকে বিশেষ করে এই অনগ্রসর ত্রিপুরায় শিল্প বলতে বিগত দিনের যে চিত্র গত ৩০ বছরে আমরা দেখেছি বলতে গেলে শিল্পের এমন কিছুই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এখানে নেই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই কাগজকল স্থাপনের যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিশেষ কতগুলি কারন আছে, কাগজকল করতে গেলে যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হয় তার পুরাপুরি জিনিষই এখানে আছে। এই কাগজকল স্থাপনের জন্য দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার কি করেছেন সেটা মাননীয় সদস্য বলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ কথা বলেছেন যে রেল লাইন নেই তার জন্য কাগজকল স্থাপন করতে পারছেন না। কিন্তু কেন তারা রেল লাইন করছেন না। এই ক্ষমতা তো তাদের হাতেই, আমাদের হাতে নেই। যদি আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকতো তাহলে কেন্দ্রকে আমাদের অনুরোধ করতে হতো না আমরা নিজেরাই কাগজকল স্থাপন, রেল লাইন সম্প্রসারন ইত্যাদি কাজগুলি করে এই ক্ষুদ্র এবং সমস্যা বহুল ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি করতে পারতাম।

একটা কথা বলেছেন যে ত্রিপুরায় রেল লাইন নাই যার জন্য কাগজ কল হইতে পারে নাই। ভাল কথা। তাহলে ত রেল লাইন করলেই পারতেন। আর একটা উনারা বলেছেন এখানে কোন আয় নাই। কাজেই কোন রেলপথ হতে পারেনা। অর্থাৎ অনগ্রসর ত্রিপুরা রাজ্যকে তারা অগ্রসর করতে চাননা। তারা চান ত্রিপুরার মানুষকে সবসময় অবহেলিত বঞ্চিত রাখতে। তারা ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নতি করতে চাননা। এখানে কোন শিল্প গড়ে উঠুক বা এখানে কোন কিছু হোক তারা তা চাননা। উনারা সেই কথা

চিন্তা করেন না। রেল লাইন কুমারঘাট পর্যন্ত এসেছে বা আসার পথে চলছে, একথা ঠিক। কিছু দিন আগের কথা, তারা আমেরিকা থেকে বিদেশী মুদ্রা দিয়ে জিনিষ আমদানী করছেন। কিন্তু দেশের চাষীদের যাতে উন্নতি হয়, তাদের চাষ আবাদের যাতে সুযোগ করে দেওয়া হয়, তার জন্য তারা চিন্তা করেন না বা টাকা খরচ করতে চান না। সেই চিন্তা না করে তারা এইভাবে বিদেশী মুদ্রা অপচয় করছে। ত্রিপুরাতে প্রায় ২০-২১ লক্ষ লোকের বাস। এই অবস্থায় যদি এখানে একটি কাগজ কল স্থাপন করা হয় তাহলে পরে এখানকার অনেক যুবকের চাকুরী হতে পারত। কিন্তু তারা তা করবে না। এই বিমাতৃসুলভ ভাব এখানে উন্নতিকর কিছু না হোক তার জন্য। আমরা বিগত দিনের দিকে যদি তাকাই তা হলে কি দেখি, ত্রিপুরার মানুষ যা চেয়েছিল তার কিছুই পায়নি। দীর্ঘদিন ধরে তারা বঞ্চিত হয়ে আসছিল। আজ সমগ্র পূর্বাঞ্চল ধরে সেই অসন্তোষের ভাব জেগে উঠেছে। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা লাঞ্ছনা, অবহেলার ফলে আজ সমগ্র পূর্বাঞ্চল জুড়ে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী, যারা চক্রান্তশীল, তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। তারা বুঝতে পেরেছেন যে এই দাঙ্গা কার জন্য। যার ফলে এই দাঙ্গা ত্রিপুরাতে আর বেশীদুর এগোতে পারেনি। অল্পেতেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। এর কারনটা কি? কারণ হচ্ছে মানুষ আগে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল. এখন তারা নিজেরা সব কিছু বুঝতে পেরেছেন। বিগত দিনে কংগ্রেস আমলে কি দেখেছি, তারা কোন কল কারখানা স্থাপনের দিকে নজর দেননি। তবে তারা কি করেছেন এই ৩৪ বৎসরে? তারা আমরা যদি গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখি সেই শচীন বাবুর আমলে পাড়ায় কতগুলি ক্লাব সৃষ্টি হয়েছে কল কারখানার পরিবর্ত্তে। সেই ক্লাবের মধ্যে যুবকদের ট্রেনিং দেওয়া হত, তোমরা কল কারখানা চেয়োনা, তোমরা শিল্প বিকাশের জন্য কিছু চেয়োনা, তোমরা ক্লাবে থাক, তোমাদের সব কিছু দেওয়া হবে। এইভাবে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হত। এইভাবে রাজ্যের সোনার টুকরা ছেলেগুলিকে বিভ্রান্তিমূলক পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারা এখন তা বুঝতে পারছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে প্রায় সাড়ে তিনবৎসর হল। তারা এই সরকারের কাজকর্ম নিয়ে কিছু বলতে পারেনা। তারা শুধু বলে বামফ্রন্ট সরকার যা কিছু করে সবই তাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম মতে। অর্থাৎ তারা সবকিছু প্ল্যান করে গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত অফিসে অফিসে খোঁজ নিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে তাদের কোন প্ল্যান প্রোগ্রাম পাওয়া যায়না। তারা বলে তাদেরই টাকা দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সব কিছু করছে। এইসব কথা তারা বলে। বামফ্রন্ট সরকার সরকারে এসে এই সাড়ে তিনবৎসরে যা কিছু করেছে কংগ্রেস সরকার ৩৪ বৎসরেও কিছু করতে পারেনি। তাদের কাজ ছিল সোনার টুকরো ছেলেদের ডেগারবাজী শেখানো, দাঙ্গা লাগানো শেখানো। এখন সেই যুবকরা তাদের ভুল পথ বুঝতে পেরেছে, তারা বুঝতে পেরেছে এটা তাদের পথ নয়। কিছুদিন তারা প্রচার করেছে যে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার এসে এই দাঙ্গা লাগিয়েছে। এই প্রচার করে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ মানুষ তা এখন বুঝতে পেরেছেন, কারা এই দাঙ্গা লাগিয়েছেন। কাজেই এখন আর এই কথা শোনা যায়না। যা হোক এখন আমি কাগজ কলের কথায় আসি। ত্রিপুরাতে ভাল পরিমানেই বাঁশ উৎপন্ন হয়।

এই বাঁশ বাংলাদেশে পাচার হয়। তাতে যারা বাঁশ উৎপাদক তারা বেশী পয়সা পায়না। ত্রিপুরাতে যদি কাগজ কল স্থাপন করা হয়, তাহলে পরে হাজার হাজার বেকার যুবকের চাকুরী হত এবং তাতে করে হাজার হাজার বেকারের চাকুরী পাওয়া মানে হাজার হাজার পরিবারের লোক দুবেলা দুমুঠো অন্ন খেয়ে থাকা। অর্থাৎ কোন মতে জীবন ধারন করতে পারত। আর যারা বাঁশ উৎপন্ন করে তারা ও কিছু পয়সা পেত। এখানে একটি জুট মিল হয়েছে। আর, হলেও কোন অসুবিধা নাই। আরও মিল হলে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে ভালই হয় এটা সন্দেহ নাই। কিন্তু এইসব কল কারখানা হচ্ছেনা কারন এখানে রেল লাইন নাই। তাহলে এখানে রেল লাইন হচ্ছেনা কেন। ত্রিপুরাতে কাগজ কলের দরকার, জুট মিলের দরকার রেল পথের দরকার। সবচেয়ে বেশী দরকার রেল লাইনের। রেল লাইন হলে সবকিছুই হতে পারত। আমি কিছু দিন আগে জুট মিলের ম্যানেজারকে প্রশ্ন করেছিলাম বামফ্রন্ট সরকার আসার পর জুট মিল ত হল। জুট মিল ত সাধারণতঃ নদীর ধারে হলে ভাল হয়। এখানে হওয়াতে কি মনে করেন। নদীর ধারে হলে নদীপথ দিয়ে মাল আমদানী রপ্তানী করতে ট্রান্স-পোর্ট কস্ট কম পড়ে। কিন্তু হিসাব করে দেখা যায় এখানে জুট মিল হওয়াতে সরকারের কোন ক্ষতি হয় নি, বরঞ্চ লাভই হচ্ছে। যারা পাট উৎপাদন করে তারা তাদের ন্যায্য দাম পাচ্ছে। তারা ঠকছেনা এটাই হচ্ছে বড় কথা। তদুপরি ২ হাজার লোকের এখানে চাকুরী হয়েছে। অর্থাৎ ঐ জুট মিলে প্রায় ২ হাজার কর্মচারী আছেন। ২ হাজার কর্মচারী কাজ করছে মানে ২ হাজারটা পরিবার অনাহার থেকে বাঁচছে। যারা পাট উৎপাদনকারী তারা ঠিকমত পয়সা পাচ্ছে। তার পাট জমিয়ে রেখে ১ বৎসরেরটা আর এক বৎসরে বিক্রী করে। কাজেই এইভাবে এখানে যদি কাগজ কল স্থাপন করা হয় এরকম আরও হাজার হাজার পরিবার না খাওয়ার হাত থেকে বাঁচত। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী রিজলিউশান এনেছেন, সেই রিজলিউশানকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যা গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেই প্রস্তবাকে আমি সমর্থন করি। কারন আমরা লক্ষ্য করেছি যে. ত্রিপুরায় কংগ্রেস সরকারের আমলে কোন রকম শিল্প গড়ে উঠে নাই। দীর্ঘদিন যাবৎ ত্রিপুরাবাসীর যে আশা আকাংখা ছিল সেগুলি পদদলিত হয়ে এসেছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা দেখেছি সাধারণ মানুষের যে দাবী সেই দাবীর ভিত্তিতে তাদের সংগে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি ২০ লক্ষ্য ত্রিপুরাবাসীর যে দাবী দাওয়া সেই দাবী দাওয়া নিয়ে বিধানসভায় আলোচিত হচ্ছে। এই কাগজ কল ও রেল সম্প্রসারনকে কেন্দ্র করে আজকে ত্রিপুরার মানুষের মনে কত আশা আকাংখা। কারন এই কাগজ কলের মাধ্যমে তারা তাদের জীবন ধারাকে আরও উন্নত করতে পারবে। আর তারা তাদের সেই দায়িত্বকে অর্পন করেছে এই বামফ্রন্ট সরকারের হাতে। আর তাইতো এই বাম-ফ্রন্ট সরকার তাদের দেওয়া সেই দায়িত্বকে পালন করতে গিয়ে কাগজ কল ও রেল সম্প্রসারনের দাবী নিয়ে প্রতি নিয়ত আন্দোলন করছেন। বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারের

আছে দাবী জানাচ্ছেন এবং চাপ সৃষ্টি করছেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুন্নত ত্রিপুরার জন্য একবারও মাথা ঘামাচ্ছেন না। ত্রিপুরার সমস্ত দাবীকে তিনি নাকচ করে দিচ্ছেন। এই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ১৪ই সেপ্টেম্বর যে বন্ধ পালন করেছেন তার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে চেয়েছেন যে তোমার এই অবহেলা আমার আর সহ্য করব না। আমরা আরও দেখেছি যে, রেল সম্প্রসারনের প্রস্তাবটি যখন বিধান-সভাতে আনা হয়েছে তখন বিরোধী দলের বিধায়ক বলেছেন যে, রাজ্য সরকার যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে, রেল শ্রমিকদেরকে ধর্মঘটের আওতায় আনা হবে না তা হলেই না কি রেল লাইন কেন্দ্রীয় সরকার করে দেবেন। তা হলেই দেখুন দাঙ্গা যারা করেছিল তাদের কথার সঙ্গে এদের কথার কত মিল, আর তাইতেই বুঝুন যে এরা কার মন্ত্রে দীক্ষিত। তার পর ঐ ইন্দিরা গান্ধী গভীর রাত্র শ্রমিক মারার চক্রান্ত করে যে আইন করেছেন, এরা তাকে সমর্থন করেছেন। আজকে ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পেরেছেন যে অনগ্রসর এই ত্রিপুরার জন্য রেল সম্প্রসারণ ও কাগজ কল স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। তারা আজকে বুঝতে পেরেছে যে, শিল্প না থাকলে কোন রাজ্য কখনও উন্নত হতে পারে না এবং রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান কখনও হতে পারে না। কাজেই কাগজ কল যাতে ত্রিপুরাতে স্থাপন করা হয় তার জন্য ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষ আজ সংগ্রামের ময়দানে নেমেছেন। আর তাইতেই ভীত হয়ে আজকে কংগ্রেস (আই) ও উপজাতি যুব সমিতির নেতারা তার বিরোধীতা করতে শুরু করেছে। এখানকার বিরোধী বিধায়কগণ একবারও কি চিন্তা করে দেখছেন যে, জনগন নির্বাচিত করে আপনাদেরকে কেন এই বিধানসভাতে পাঠিয়েছেন। জনগণের উন্নতির কথা চিন্তা করার জন্য, নাকি তাদের উন্নতির পথে কাঁটা হবার জন্য। অথচ দেখুন বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিনিধিদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে জনগন যেমন এখানে পাঠিয়েছেন, তেমনি এদের উপর তাদের আস্থাও যথেষ্ট পরিমানে আছে। তাইতো আজ যে দাবীর ভিত্তিতে ত্রিপুরার মানুষ সারা দিয়েছে. সেই দাবীর ভিত্তিতে জনগনের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সারা দিয়েছে ত্রিপুরার সরকার। আজকে এই কাগজ কল স্থাপনের প্রস্তাবটি অনগ্রসর ত্রিপুরার জন্য যে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ সেটা বামফ্রন্ট সরকার বোঝেন। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ত্রিপুরার জনগনের বহু দিনের আশা আকাংখা। আমি মনে করি যতদিন না ত্রিপুরাতে রেল লাইন আসছে ও কাগজ কল স্থাপিত হচ্ছে. ততদিন পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য ত্রিপুরার জনগনকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আমি মনে করি ত্রিপুরার জনগণ আজ আর কেন্দ্র সরকারের চোখ রাঙ্গানোকে এবং তাদের এসমোকে ভয় করবে না, তারা তাদের গণ-তান্ত্রিক অধিকার নিয়ে লড়াই করে যাবে। কারণ ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষ তাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সরকারকে ত্রিপুরার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই সরকার প্রতিনিয়ত তাদের বাঁচার দাবী লড়াই করছে এবং করবে। তাই আজকে আমি এই বিধান সভাতে যে কাগজ কল স্থাপনের প্রস্তাবটি এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ত্রিপুরার জনগনের উন্নয়নকল্পে যে [রেল সম্প্রসারন ও কাগজ কল স্থাপনের প্রয়োজন, তার জন্য আমরা জীবন দিয়ে] সংগ্রাম করে যাব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

কক-বরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মান গীনাও স্পীকার স্যার, মিয়া ফুরু মান গীনাং সদস্য তপন চক্রবর্তী কাগজ কল-ন' তীই অর যে Short Notice Discussion তুবুমানি আবন' তীই আঙ তাবুক কক্ স্নানা নাই-অ। ত্রিপুরা হা-নি বলঙগ' মানীই খীনীই কীবাঙমা তংগ, যে মানীই রগ-ন, সামুংগ, ফীনাংগীই শিল্পরগ সীনামীই মান'। এবং চিনি অরনি ত্রিপুরানি তংমুং চামুর-ন' তাইবা কুচুগ' তিসাই মান,' বনি বাগীই-ন' কাগজ কল আঁংনা বানুতা তংগ' আব' আং স্বীকার খীলাইঅ গছেই নাঅ। থাংনাই ত্রিপুরা Budget-অ-ব, ত্রিপুরা সরকারনি মন্ত্রীরগ ছাকা, চিকন-মিকন যে ফান' চীং কাগজ কল খীলাই নাই। Central Govt. রীয়া ফান' চীং খীলাইনাই হীনীই Budget Provision-ন' নারীকথা। কিন্তু, তাবুক চীং নুগ, তপন চক্রবর্তী মিয়া ফুরু আকক্-ন' কিসা ফান' সায়া যে শুধুমাত্র ইন্দীরা গান্ধী-ন' দোষ রীনাছে অর Short Notice Discussion তিসা-অ। ব কাগজ কল নাইয়া শুধু ইন্ধীরা গান্ধী-ন দোষ, রীনাছে নাই-অ। আং ইন্ধিরা গান্ধী-ন' চানানি সায়া, কিন্তু তপন চক্রবর্তী যখন ইন্দিরা গান্ধী আচাইমানি দিন' সে অর' কুমারঘাট' একটা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন খীলাইমানি, আব কীরীইখা। তাই বরক যখন Press Club নি ভিত্তিপ্রস্তর সীনাম' যখন চীং পত্রিকা-অ নুক্‌খা, থাং নাইমানে Press Club কীরীইখা। ইন্দিরা গান্ধী আচাইমানি দিন' যে ভিত্তিপ্রস্তর খালাইখা আব' দুই তিন বছর তংখা, তাবুক তদা তং কীরীই সাই মানয়া, চিনি Press Club নি ভিত্তিপ্রস্তর আব' মন্ত্রী উদ্বোধন যে দিন খীলাইখা, আব' কাছে কীরীইখা, তাই দিন' কীরীই, লগে লগে কীরীইখা। তাই দিন' থাং নাইমালে খরকছা আন' সাঅ Publicity Office-অ সে সগীই তংলাহা। অ ভিত্তিপ্রস্তর তামনি, পিসবোর্ড, পিসবোর্ড। লাচিমাসিংসা। তাই, তপন চক্রবর্তী তাই কক থাইছা ছাখা ত্রিপুরা রাজ্য রেল লাইন রীদি, ত্রিপুরা রাজ্য কাগজ কল রীদি, ত্রিপুরা রাজ্য লামা কতর কতর রীদি, ত্রিপুরা রাজ্য বিমান রীদি, তারপর বেবাগ-ন রীদি। ইন্দিরা গান্ধী যখন হীন' চিনি-অ ভারতবর্ষনি যে Budget Provision আববাই রাং কুলগ মানয়া, ফাতার-নি Loan নাঅই-নরীউান'। তপন বাবু হীন, হাই কাতার-নি Loan তা নাদি। মানে তপনবাবু-নি কক্ মতে হীনখে অব কাগজ কল আঁংছে মানয়া কারণ রেল লাইন-নি রাং আব' বিরাট খরচ-নি ব্যাপার। আং বিশ্ব-ব্যাংকনি ফান' রাং নানাই তপন বাবু হাই হীনান, নীং রেল লাইন দা' ছান্‌নাই, কাগজ কল দা ছান্‌নাই, তারপর রাং কাতারনি-ন' তা নাদি হীন'। হীনখে বাহাইখে নন' রীছিনাই। কাজেই, অম তপন বাবুনি বুচিনানি দরকার তংগ যে Budget Provisionনি যে ক্ষমতা আবনি অনুযায়ী মা খালাইঅ। অর ত্রিপুরা রাজ্যঅ-ব চীংচিনি ক্ষমতা অনুযায়ী Budget Provission মাখীলাইঅ। তাবুক পাঁচ কোটি খীলাই রাং অর' খরকছা খরকছান' রীই রুদি হীনখে রইদে মান? রীইমানয়া। কাজেই, অর বাজেট প্রভিশান-ন' চিন্তা মাখীলায়নাই। অরনি Budget অনুসারে চিনি ত্রিপুরা সরকার ফাতারনি Loan তুবুঅ, Central Govt.নি খানি মানাঅ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে রাং মা নাঅ এবং Provident Fund থেকে রাং মা না-অ। আমরা বিভিন্ন

Sourceনি থানি আনি Development নি সামুং নি বাগীই আং মা নানাই। কিন্তু তপন বাবু যে হীন' অমতাইখে তাসে তা নাদি। কাজেই, ব যে হীনমানি রেল রীদি, ফাতারনি রাং তা নাদি, হীনখে বা ইন্দিরা গান্ধী নন বাহাইখে কুলগরীই মাননাই বা? তপনবাবু আবন' কিসা চিন্তা খীলাই নাইলাংথীং। আহাইখে বুচিনাই আং অর' বিদেশনি, যেমন বাংলাদেশ, ফাতারনি মা নাঅ, তারপরে চীন হীনদি, ব্রহ্মদেশ হীনদি, তারপরে ভিয়েৎনাম' থাংনাইদি বাহাইখে কাতারনি রাং মা তুবু। অব' মাসে মা তুবুনাই, আনি Development-নি স্বাথে রাং, মাসে না তুবুনাই। তাই কাইসা অরনি মান গীনাঁও সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ছাকা, যুব সমিতি কক্ কাহাম কাহাম সাঅই কক্ নারীকয়া। তাবুক নীং তামখে উত্তর রীনাই? বেকার ভাতা রীনা হীনীই নরগ এতগুলি 'Board' চংমানি তাম জবাব রীনাই, নরগ মহার্ঘ্য ভাতা রীনা হীনমানি, নানা কক্ ছাঅই বুপাঁরামানি নরগ তাম জবাব রীনাই? নরগ তাম জবাব রীনাই অর' ত্রিপুরানি বররকন, যে সমস্ত Police জাগা জাগাঅ বরক বীথার মানি, অর' কীচাং কীচাং নগ্‌রগ ছুগ তংমানি, অবিচার খীলাই তংখা চিনি পুলিশ নরগ তাম' জবাব রীনাই। কাজেই আং অর যুব সমিতি-নি যে কক্ ছামানি আব' চিনি ছিমি-ন'। নরগনি কক্ আঁংখা নরগ নিজিনি লামা ছিমি তিছামা নাইঅ। আহাইখে নরগ যে কক্ মছাচি কক্ কাহাম কাহাম কিন্তু তাবুকলে সম্পূর্ণ অন্য লামা নরগ হিমীই তংখা। নরগ-নি লামা তাবুক চীংছে হিমীই মাতংবফি ছিঅ। অন্যায়-নি বিরুদ্ধে যে সব কক্ ছামানি তাবুক চীংছে টেক্‌ল খীলাই-মা তংগ। নরগ লাম কীরংই খীলাই-মা তংগ। কাজেই, আব' বীসকাংগ' নুকজাগনাই, এই যে মান গীনাঁও সদস্যা গৌরী ভট্টাচার্য্য ছামানি তাবুক বীসকাংগ' রাইমা ভ্যালী-অ ছাব' জিতি তাবুক নুক-জাগানু। Return Seat চীং সাই মান তংগ রাইমা ভ্যালীনি বাং। অরনি-অ পরিষ্কার অংলাইনা নরকদা ঠিক হিম তংখা, চীংদা ঠিক হিম তংখা। আবনি বাগীই-ন' C.P.M.-নি বহু প্রধান চিনি দল' ফাই তংগ, সদস্যরগ ফাই তংগ। তামংগীই; কারন, নরগ যে কক্ ছাঅই ভোট নামানি তিনি চার বছর আঁংখা কাইছা ফানল' নারীক-জাক্‌য়া। আবনি তাব আং হীন যে যদি চিনি অ ত্রিপুরা রাজ্য কাগজ কল-নি বাং, রেল লাইনি বাং loan নানা নাংখে নাদি, তব পাইরীদি। অব' ত চিনি বখরক পাইয়া শেল? চীং নানাখে নানা বান্‌তা। কিন্তু চীং মানয়া। তারপর কক্ থাইছা আঁংখা অরনি অ Budget Provision-ন যেটা মিনি কাগজ কল ফান' সীনামনা বাগীই মন্ত্রীরগ Budget সীনামমানি---আবন' তাবুক তাম আব মন্ত্রীরগ ছানা দরকার। এছাড়া তাবুক যে অপব্যয় চলিই তংমানি এগুলি বন্ধ খীলাইখে তাইছা চীং Save খীলাই-অই আবন' তেইব কাহামখে সীনামই মান'। প্রধানরগ কর্মচারী রগ যেভাবে রাং চাই তংখা, কাগজ কল-নি প্রশ্ন কাইয়াখু অর' কাগজ তীই বীসীক কেলেংকারী আঁংখা অরনি Govt.-নি কাগজ তীই। কাগজ তামং গীই Calcutta কীচাই তংখা? কাগজ তুবুই অর বীসুক ফাইছি। হিসাব দে রীই মান'। কাগজনি ব্যাপারে বীসীক দেনা কীলাই তংখা? বীসীক রহখা আর, বীসীক ত্রিপুরা-অ ছুগ কাইখা? বীসীক কীবাং রাং তিনি রইনি সভাঅ থাং তংখা?

অ রাংরগ বাই অরনি-অ চীং সামুং কাহাম সীনাম মানখামু। কাজেই শুধুমাত্র

Central Govt.-ন' দোষ রীনানি হীনীই যে প্রস্তাব তবুমানি আবন' মাং সমর্থন খীলাই মানয়া। আর হীন্না নাইঅ যে ঠিক ঠিক মতে অংলাং থীং। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীন' অব' কাগজ কল রীদি তাই কাতার-নি loan তা নাদি এই সমস্ত হীনখে, বন্ধ খীলাই মানি অমলে চৗং রাজ্য-নি স্বার্থে সমর্থন, খীলাই মানয়া। চৗং মাসাঅ যে অরনি বলরগ যে মানীই খীনীই তংমানি আবন ব্যবহার খীলাই এবং বেকার রগনি সামুং মানানি এবং অরনি চিনি রাং পুইস্যা তাইছা অর উন্নতি ফলক নানি এর জন্য কাগজকল সীনামনা বান্তার রাজ্য সরকার নি তরথ থেকেব আইন তেইছা Budget Provision নারীক নানি কক্ ছানানি দরকার তরগ, ও দিগি ওয়ানসগ নাইখা হীন খেলাই চৗং নিশ্চয় মাসানাই অর' বামফ্রন্ট সরকার তাই কিছা উদ্যোগ নাদি, থুঅই ইন্দিরা গান্ধী রীদি হীনমা বাই কোনদিন সামুং আংয়া। এবং জনসাধারণ-ব' অমন' বুচিনাই যে অম শুধুমাত্র Party-ন' তীই ওয়ালাইনানি হীনীইছে অমতীই কক্ ছাঅ। কাজেই, মান সীনাও Deputy Speaker Sir, অমতীই হাই কক্ছায়া অই যাতে কুবুই কুবুই-ন' কাগজ কল অংনাই জাত বতীই কক্ ছাদি হীনীই অর আনি কক্ পাইরীখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী এখানে কাগজ কল নিয়ে যে Short Notice Discussion এনেছেন সে সম্পর্কে আমি এখন আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরা রাজ্যের বনাঞ্চলে এমন সব জিনিষপত্র আছে যেগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা নানাপ্রকারে শিল্পকর্ম তৈরী করতে পারি। এবং আমাদের এই ত্রিপুরার জীবনযাত্রাকে আরেকটু উন্নত করতে পারি, তারজন্য কাগজ কল দরকার এটা আমি স্বীকার করি, সমর্থনও করি। গত যে Budget হয়ে গেলো তাতেও ত্রিপুরার মাননীয় মন্ত্রীগণ বলেছিলেন ছোটখাটো হলেও আমরা একটা কাগজ কল করবো। Central Govt. না দিলেও করা হবে বলে Budget Provission রাখা হয়েছিলো। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাই, তপনবাবু গতকাল সে সব কথাগুলো একটুও উল্লেখ করেন নি। অর্থাৎ শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধী দোষ দেবার জন্যেই এখানে Short Notice Discussion আনা হয়েছে। কাগজ কল চাওয়াটা বড়ো কথা নয়, ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনাই বড়ো কথা। আমি ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করছি না, কিন্তু তপনবাবু যখন বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে কুমারঘাটে কাগজ কলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিলো, আর ওনারা যখন Press Club-এর জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন, আমরা যখন পত্রিকায় দেখলাম, গিয়ে দেখলাম সেখানে আর নেই। ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিলো, সেটা দু-তিন বছর হলো, এখন আছে কিনা জানি না কিন্তু আপনার Press-Club-এর যে ভিত্তিপ্রস্তর সেটা মন্ত্রী যেদিন উদ্বোধন করলেন সেদিনেই নেই। পরের দিন খোঁজ নিয়ে একজন লোকের কাছে জানা গেল সেটা নাকি Publicity অফিসে চলে গেছে। সেই ভিত্তিপ্রস্তর কিসের ছিলো। পিস্বোর্ড, পিসবোর্ড। লজ্জার কথা। আর, তপন চক্রবর্তী আর একটি কথা বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন দাও, ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজ কল দাও, ত্রিপুরা রাজ্যে বড়ো বড়ো রাস্তা দাও, ত্রিপুরা রাজ্যে বিমান দাও। মানে সবই দাও। ইন্দিরা গান্ধী যখন বলেন, আমাদের ভারতবর্ষের যে Budget Provission তাতে এতো অর্থের সংকুলান হবে না। বিদেশ

থেকে Loan আনতে হবে, তপনবাবু বলেন, না, বিদেশের Loan নেবেন না, তার মানে এখানে কাগজ কল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ রেল লাইনের টাকা বিরাট খরচের ব্যাপার। আমি বিশ্ব ব্যাংকের টাকা নেবো, তাহলে তপনবাবু বলেন, হবে না। তাহলে আপনি রেল লাইন নেবেন না। কাগজ কল চাইবেন, বাইরের টাকাও নেবেন না, তাহলে কি করে হবে? আপনাকে কি করে দেওয়া সম্ভব? কাজেই, এটা তপনবাবুর বোঝা দরকার যে, Budget Provission-এর যে ক্ষমতা, সে ক্ষমতা অনুসারে সবকিছু করতে হয়। এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও Budget Provission অনুসারে কাজ করতে হয়। এখন, এক এক জনকে পাঁচ কোটি টাকা করে দিয়ে দিতে বললে দেয়া সম্ভব হবে কি? হবে না। কাজেই, এখানে Budget Provissionকে চিন্তা করতে হবে। এখানকার বাজেট অনুসারে ত্রিপুরা সরকারও বাইরের থেকে Loan আনে Central govt. এর কাছে টাকা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে টাকা নেয় এবং Provident Fund থেকে টাকা সংগ্রহ করে। বিভিন্ন Sonrce থেকে Development এর জন্য টাকা নিতে হয়। কিন্তু তপনবাবু যে বলছেন এভাবে নেওয়া চলবে না। কাজেই, রেল লাইনের যে দাবী, তার সঙ্গে আবার বাইরের টাকা না নেবার যে কথা তার মধ্যে সঙ্গতি নেই। ইন্দিরা গান্ধী তাহলে কি করে আপনাদের কুলিয়ে দিতে পারবেন? তপনবাবু এটাকে চিন্তা করে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন বিদেশেও, যেমন বাংলাদেশ, তারপর চীন, ব্রহ্মদেশ এবং ভিয়েৎ নামে গিয়ে দেখুন ওরাও বিদেশের টাকা নিয়ে নিজ নিজ দেশের উন্নতির কাজে ব্যয় করছে। ওদেরকেও সেটা নিতে হয়। আমার Development এর জন্যে সেটা আমাকে নিতেই হবে। আর একটি কথা এখানকার মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য বলেছেন যুব সমিতি ভালো ভালো কথা বলে রাখছে না। এখন আপনি নিজের জবাবটা কি করে দেবেন? বেকার ভাতা দেবার নাম করে এতোগুলো Board আপনারা। তৈরী করেছেন, আপনারা মহার্ঘ্য-ভাতা দেবেন বলেছিলেন, নানা ধরনের প্রলোভনের কথা বলে কোনটাই রাখতে পারেননি এখন তার কি জবাব দেবেন? আপনারা কি জবাব দেবেন ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষকে আপনাদের পুলিশ জায়গায় জায়গায় খুন করেছে, ঘরে ঘরে আগুন দিয়েছেন। অবিচার করছে দিকে দিকে? কাজেই যুব সমিতির যে কথা সেকথা যুব সমিতিরই। আপনার কথা হলো আপনারা শুধু নিজেদের রাস্তাই পরিষ্কার করতে চান। এভাবেই আপনাদের ভালো ভালো কথা বেড়িয়ে ছিলো কিন্তু এখন আপনারা অন্য পথে চলতে শুরু করেছেন। আপনাদের সে পথে এখন আমাদের চলতে হচ্ছে। কাজেই, এটা সামনেই পরিষ্কার হবে, এই যে মাননীয়া সদস্যা গৌরী ভট্টাচার্য্য বলেছেন, সেটা আসন্ন রাইমা ভ্যালী নির্বাচনে বুঝা যাবে। Return Seat আমরা জানি রাইমাভ্যালী সম্পর্কে। সেখানেই পরিষ্কার হবে। আপনারা সঠিক পথে চলছেন না আমরা সঠিক পথে চলছে। এ কারণেই C. P. M. এর বহু প্রধান ও সদস্যরা দল ছেড়ে আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন। কেননা আপনার যে সব কথা বলে ভোট নিয়েছিলেন আজ চার বছর মধ্যে সেসব কথার একটাতে রাখা হয় নি। একারণে আমি বলি যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজ কলের দরকার হলে বাইরের Loan নিয়ে হলেও করা দরকার। কারণ এটা তো আমাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর কথা হলো এখনকার Budget Provision এ যেটা আমাদের কাগজ

কলের যাই হোক মন্ত্রীরা যে কথা বলেছেন সেগুলো জন সাধারণের কাছে তুলে ধরা দরকার। প্রধানরা, কর্মচারীরা যে ভাবে টাকা মেরে যাচ্ছেন—কাগজ কলের প্রশ্ন নয়, এই কাগজকে নিয়ে কতো কেলেংকারীই না হয়ে গেলো। এখানকার Govt. এর কাগজ নিয়ে। কাগজ কেন কলকাতায় আটকে আছে? এখানে কাগজ এনে দেখান। হিসাব দিতে পারবেন? কাগজের ব্যাপারে কতো দেনা পড়ে আছে? কতো দেয়া হয়েছে আর কতো এসে পৌছেছে? কতো টাকা এখন পরের পকেটে চলে যাচ্ছে?

ঐসব টাকাগুলো দিয়ে আমরা এখন ভালো ভালো কাজে হাঁত দিতে পারতাম। কাজেই, শুধু মাত্র Central Govt. কে দোষ দেবার জন্য যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি বলতে চাই সব কিছু সঠিক পথে হোক। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীকে এখানে কাগজ কল দাও আর বাইরের Loan নিও না এসব কিছু বলে কাজ বানচাল করে দেয়া এটা সারা রাজ্য বাসীর স্বার্থে আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমরা বলছি এখানকার বনে জঙ্গলে যে সব উপকরন আছে সেগুলোকে ব্যবহার করা হোক, এবং বেকারদের কাজ দেবার জন্য এবং এখানকার টাকা পয়সার আরেকটু উন্নতি করার জন্য কাগজ কল তৈরী করা দরকার। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও আর একটু Budget Provission বাড়িয়ে নেবার জন্য কথা বলা দরকার। এদিকে চিন্তা করলে আমরা নিশ্চয়ই বলব বামফ্রন্ট সরকার আর একটু উদ্যোগ নিন্। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে দাও-দাও বললে কাজ হয় না এবং জন সাধারন এটা বুঝে নেবেন এটা শুধুমাত্র Party নিয়ে ঝগড়া-ঝাটির জন্যই এ সব বলা হচ্ছে। কাজেই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এধরণের কথা না বলে যাতে সত্যি সত্যিই কাগজ কল হতে পারে এমন ব্যবস্থা নেবার জন্য আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি. ডে. স্পিকারঃ মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী ত্রিপুরায় কাগজ কল স্থাপন সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করি। সমর্থন করছি এই কারনে যে, আমাদের ত্রিপুরার দীর্ঘ দিনের একটি কাগাজ কল স্থাপন। আমাদের এই দাবী অত্যন্ত ন্যায় সংগত। কারণ এই ছোট ত্রিপুরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একেবারেই অনগ্রসর। কারণ এই ছোট ত্রিপুরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একেবরেই অনগ্রসর। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে এখানে কিছুই নেই। অথচ এই ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমানে বাঁশ রয়েছে যার দ্বারা একটি মাঝারী আকারের কাগজের কলের কাঁচা মালের যোগান সর্বদা দিতে পারে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর পরিমানে বাঁশ উৎপদন হয়। উত্তর অঞ্চলের প্রায় সকল বাঁশ ধর্ম্মনগর হয়ে রেলপথে ত্রিপুরার বাইরের রাজ্যের কাগজের কলে যেমন টিটাগড়ের কাগজের কলে চলে যায়। আবার দক্ষিণ দিকের বাঁশ যতদূর জানি বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে বড় বড় কাগজের কলে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে বাঁশ প্রচুর উৎপাদন হয়, এই বাঁশ দিয়ে একটা কাগজের কল চালানো অসম্ভব কিছু নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বহু জঙ্গল আছে এবং বহু পাহাড় আছে, যেমন দেবতা মুড়া, আঠারো মুড়া, লংত্রাই, শাখানটং। এই পাহাড়গুলির মধ্যে প্রচুর বাঁশ উৎপাদন হচ্ছে। এই বাঁশ দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি কাগজের কল চালানো যায়। আমরা যখন দাবী করছি ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজের কল হোক তখন কেন্দ্রীয় সরকার নানারকম অজুহাত দেখাচ্ছেন। আমরা যখন রেলের দাবী করি তখন বলেছেন রেল সম্প্রসারণ করে কি হবে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন শিল্প নাই। আমরা যখন বলি ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজের কল ইত্যাদি কলকারখানা খোলা হউক তখন বলবে যে রেল লাইন নাই। এই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে কলকারখানায় বহু শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকও চাকুরী পায়। তেমনি যদি কাগজের কল হয় তাহলে বহু শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থান হবে। আজকে জুটমিলে হাজার দুয়েক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আজকে যদি কাগজের কল হয় তাহলে তার চেয়ে বেশী বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে। যদি রেল সম্প্রসারণ হয় তাহলেও সেখনে অনেক কাজের সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমরা সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখছি যে কেন্দ্র যতই বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করুন আমরা আমাদের দাবী রাখতে চাই। সেজন্য এই দাবীকে আমি সমর্থন করছি। ১৮৫৩ ইং তে ভারতবর্ষে রেল লাইন হয় এবং দীর্ঘ ১৮৮ বৎসর পরেও আজকে ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণ হচ্ছে না। শ্রীমতী গান্ধী নাকি ২০ দফা ভিত্তিতে কাজ করে চলেছেন। তাহলে এই ২০ দফার মধ্যে রেল লাইনের উন্নতি হোক এমন কোন দফা কি নেই? দেশের উন্নতির কি এই দাবী নেই? তাহলে চিনি কল কাগজের কল হবে না কেন? তাই মাননীয় সদস্য শ্রী চক্রবর্তী যে প্রস্তাব এনেছেন তা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতারিণী মোহন সিন্‌হা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীতপন চক্রবর্তী যে কাগজ কল স্থাপনের প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। কারন কাগজ কল ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের দাবী এভং তখনকার কংগ্রেস আমলেও এই দাবীতে তারা চীৎকার করে কুমারঘাটে শিলান্যাস করেছিলেন। হয়ত আজকে তাতে মরচে ধরে গেছে। কংগ্রেসী আমলের কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে সেটাকে এখন মনে হচ্ছে। শিলান্যাস করেও কেন সেখানে কাগজের কল হবে না? যদিও বামফ্রন্ট সরকার বহু বেকারকে চাকরী দিয়েছেন তবুও হিসাব করলে দেখা যায় ২৫ হাজারের মত বেকার এখনও আছে। আজকে কাগজের কল করলে বহু লোক কাজ পেত। পাহাড় থেকে বাঁশ সংগ্রহ করার জন্য বহু অশিক্ষিত লোকেরও কর্মসংস্থান হত। যেমন ত্রিপুরায় চটকল স্থাপনের পরে শুধু শিক্ষিত লোকের চাকরী হয় নি, বহু অশিক্ষিত লোকেরও চাকরী হয়েছে। যেমন কৃষকেরা বামফ্রন্ট সরকার যে আইন করেছে সেই আইনে তারা ফল পাচ্ছে। কাজেই তেমনি যদি ত্রিপুরায় কাগজের কল

হয় তাহলে এরা চাকরী পাবেন। তবুও উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা এর বিরোধিতা করছেন। তারা কাগজ কল চান না, পাট কল চান না। তারা দিল্লীতে গিয়ে বৈঠক করছেন। সেখানে গিয়ে তারা রিহার্সাল দিচ্ছেন কোন্ কোন বিষয়ে তারা বিরোধিতা করবেন। তারা জনগণের স্বার্থে কিছুই করেন নি। তারা রেল লাইন চাইছেন না। তারা ত্রিপুরাতে চাইছেন ইন্দিরার মিলিটারী শাসন। অদ্ভুত কথা। আমি মনে করি যদি ত্রিপুরার কৃষকের কাছে এই কথা বলতেন যে আমরা রেল লাইন চাই না। কাগজ কল চাই না, তাহলে বোধ হয় সেখানেই কিছু হয়ে যেত জনগণের পক্ষ থেকে। এই বিধানসভায় এই কথা বললেও আপনারা নিস্তার পাবেন না। এই পত্রপত্রিকায় প্রচার হবে। আপনারা জনগণের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না।

পত্র-পত্রিকা ছাপাবার জন্যও কাগজের চাহিদা আছে, বইপত্র ছাপাবার জন্যও কাগজের চাহিদা আছে, এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের চাহিদা নয়, গোটা ভারতবর্ষের মানুষের জন্য এই পেপারের চাহিদা রয়েছে। কাজেই ত্রিপুরাতে পেপার মিল হয়, তাহলে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেরই উপকার হবে তা নয়, সারা ভারতবর্ষের চাহিদা পূরণ করার জন্য বিদেশ থেকে যে কোটি কোটি টাকার কাগজ আনতে হয় এবং তার জন্য যে বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়, যে বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়, সেই বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় হবে। কাজেই কাগজের কল করার দরকার আছে। শুধু কাগজের কল কেন, আরও যে কল কারখানা গড়ে উঠবে, যেমন চিনির কল আছে, পাটের কল আছে এই রকম আরও অনেক কল কারখানা আছে, সেগুলিকে চালু রাখার জন্য ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের দরকার আছে। আর তা যদি না করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব কাঁচা মাল উৎপাদিত হয় সেগুলি খুব কম দরে মহাজনেরা কিনে বাইরে চালান করে দেবে আবার ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজনে যে সব কাঁচামাল আমাদের আমদানী করতে হয়, সেগুলি ত্রিপুরাতে আনতে হলে অনেক দাম পড়ে যাবে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতির জন্যই সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের প্রয়োজন। আবার অন্য দিকে দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার যখন খুসী তখনই পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন, অথচ আমাদের কাঁচামালের দাম বাড়ছে না, ফলে আমাদের এখানে যে সব কৃষক অথবা মেহনতী মানুষ কাঁচামাল উৎপাদন করছেন, তারা তার নায্য পাওনা পাচ্ছেন না। আবার বাইর থেকে যে সব জিনিস আমাদের আনতে হচ্ছে, সেগুলির দামও অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। আমরা পেট্রোল, ডিজেল এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম কমানোর জন্য কেন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার, সেদিকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, আবার নূতন করে পেট্রোল, ডিজেল এর দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। কাজেই এই সব কারণেই ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারণ করার দরকার আছে, আর তা যদি না হয়, তাহলে একটা মাত্র রাস্তা দিয়ে গাণান্য কিছু ট্রাকের উপর নির্ভর করে ত্রিপুর রাজ্য চলতে পারে না। কারণ এই গত ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে আরুলচড়ার উপর এবং মাছলি চড়ার উপর দুই ব্রিজ ভেঙ্গে গিয়েছিল, এবং তিন দিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্য বহির ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ছিল। কাজেই এর থেকেও বুঝা যায় যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষের কাছে রেল

লাইনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমাদের বিরোধী দল ত্রিপুরা উপজাতি সমিতির বন্ধুরা এটাকে অস্বীকার করতে চাইছেন। তারা বোধ হয় চান না যে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারিত হউক, আরও অন্যান্য কল কারখানা হউক। কেন, না তারা বলেছেন যে বাজেটে নেই, ইন্দিরা গান্ধী এর জন্য বাজেট করছেন না। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর জন্য তাদের এত দরদ কেন? শ্রীমতি গান্ধী কি আপনাদের কাছে কোন সাহায্য চেয়েছেন? যার জন্য আপনারা হঠাও করে তার জন্য এত দরদী হয়ে উঠলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে যদি রেল লাইন সম্প্রসারিত না হয়, ত্রিপুরা রাজ্যে যদি কাগজের কল গড়ে না উঠে অথবা অন্যান্য কল কারখানা গড়ে না উঠে, তাহলে ত্রিপুরার মানুষ কি, আপনারা মাঝে মধ্যে যে সব দাবীর কথা ঘোষণা করছেন সেগুলি গ্রহণ করবে? আপনারা তো ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার জন্য এ কংগ্রেস (আইর) সংগে সমস্বরে দাবী জানিয়েছিলেন? আপনারাতো তো উপজাতি যুবকদের প্রলোভন দেখিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু মাত্র উপজাতিরাই রাজত্ব করবে আর উপজাতি যুবকদের মধ্যে যারা ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেছে, তাদের এস, ডি, ও বানিয়ে দেবেন, আর যারা ৬ষ্ট শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করছে, তাদের ডি, এম বানিয়ে দেওয়া হবে। আপনাদের এই ধরণের প্রলোভন দেখানোর পরিণাম কি হয়েছিল, সেটা তো আমরা লক্ষ্য করেছি। সেই পরিণাম হল ত্রিপুরা রাজ্যে ৩ লক্ষ লোককে উদ্বাস্তু করলেন, ১৪শ লোককে আপনারা খুণ করেছেন, ৩ লক্ষ লোকের বাড়ী-ঘর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পুড়িয়ে দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই আপনারা হলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের শত্রু এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের শত্রু। কিন্তু অন্য দিকে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্টা হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষের বৈষয়িক উন্নতির স্বার্থে যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষ আজকে বামফ্রন্ট সরকারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনারা যে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, ৫ম শ্রেণী পড়লে অফিসার বানিয়ে দিবেন আর ৫ষ্ট শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়লে ডি, এম, বানিয়ে দিবেন, এই প্রালভেনে উপজাতি যুবকেরা ভুলেনি। তারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে বামফ্রন্টের পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছেন। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইনের সম্প্রসারণ চান না, আর এমনিতেই ইন্দিরা গান্ধীকে ত্রিপুরার মানুষ ভোট দিয়ে দেবেন, এটা হতে পারে না। কাজেই গত ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্ব কালে ত্রিপুরা রাজ্যে কতটুকু উন্নতি হয়েছে, না হয়েছে, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষেরই জানা আছে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলি বাস্তবায়িত করবার জন্য কি প্রয়াস চালাচ্ছে, সেটাও ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষে জানে। তাই আমি আপনাদের আহ্বান জানাবো এবং আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা সেই স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করে আসুন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিন। তারপর আপনারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে এই বিধান সভায় আসুন। তাই আমি মাননীয় সদস্য, তপন চক্রবর্ত্তী ত্রিপুরাতে

পেপার মিল করার যে দাবী জানিয়েছেন, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটা যুক্তি সঙ্গত দাবী এবং তার এই দাবীকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীব্রজগোপাল রায়—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কাগজের কল স্থাপনের বিষয়ে মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্ত্তী যে প্রস্তাব এই হাউসের সমেনে এগেছেন, আমি তার সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। কারণ, ত্রিপুরায় যে পরিমাণ কাঁচা মাল উৎপাদিত হয়, তাতে খুব ভাল ভাবেই একটা কাগজের কল চলতে পারে। এখানকার প্রচুর বাঁশের অপচয় হয়ে যাচ্ছে। আপনারা জানেন, বিশেষ করে উপজাতি দরদী বন্ধুরা, যারা মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ দাবী রাখেন, তাবাও জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত পাহাড় অঞ্চলে যে পরিমাণ বাঁশ উৎপাদিত হয়, সেগুলির অপচয় হচ্ছে। কাজেই এখানে যদি একটি কাগজের ফল হত, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষ যারা বাঁশের মালিক, তাদের বাঁশকে যদি লাভজনক ভাবে ব্যবহার করা যায়, তাতে তারা দুই একটি পয়সা অর্থাত তাদের কিছুটা বৈষয়িক উন্নতি হতে পারে। আমাদের এও চিন্তা করতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা একটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ক্যজেই যদি এখানে কাগঞের কল হত, তাহলে বেশ কিছু বেকার এর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যেত। তাই এখানে কাগজের কল স্থাপন করাটা অত্যন্ত অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে।
ত্রিপুরার চাহিদা মেটান সম্ভব হবে সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই সব কারণে ত্রিপুরার জনগণ দীর্ঘকাল যাবত কাগজের কলের জন্য দাবী জানিয়ে আসছে। সেই কাগজ কলের সম্পর্কে বহু টীকা টিপ্পনী এই হাউসে করা হয়েছে কিন্তু আমরা সেই কাগজ কলের জন্য কুমারঘাটকেই উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে এই কাগজ কল স্থাপনের ব্যাপার নিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর ভজনা যারা করেন তাদের এই কথা মনে রাখা দরকার যে ত্রিপুরা সরকার ইচ্ছা করলেই ২২৭ কোটী টাকা দিয়ে একটা কাগজ কল করতে পারে না। তাছাড়া কাগজ কল স্থাপন করার জন্য যে লাইসেন্স দরকার সে লাইসেন্স দেওয়ার অথরিটিও রাজ্য সরকার নয়। সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারকেই দিতে হবে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কি পেয়েছি শুধু কথা না ছাড়া। আজ আমরা তার স্বরে চিৎকার করছি যে ত্রিপুরাতে কাগজ কল প্রয়োজন আর মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ বলছেন যে আমেরিকা টাকা না দিলে কাগজ কল চলবে না। চমৎকার যুক্তি—আমেরিকার ভূমিকা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয় অবগত আছেন যারা সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণ করার জন্য দিয়াগো গার্সিয়ায় ঘাটী করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছেন বাংলাদেশকে অস্ত্র দিয়ে বিভিন্নভাবে উসকানী দিচ্ছেন তাদের কাছ থেকে হীন শর্তে আজকে টাকা আনা হচ্ছে। কাজেই যে নির্দেশ আসে তাঁদের তাই বলতে হয়। আজকে আমাদের আমেরিকা টাকা দেবে আমেরিকা থেকে শ্রীমতী গান্ধী হীন শর্তে টাকা আনছেন সেই শর্তটি কি না যে তোমার দেশে ধর্মঘট হবে এবং ধর্মঘট হলে দেশের উৎপাদন ব্যাহত হবে সেজন্য তোমাকে টাকা দেব না। আগে ধর্মঘটের পথ বন্ধ কর তারপর তোমাদের টাকা দেব। তা শ্রীমতী গান্ধী এসমো আনলেন এবং সেই এসমোকে রাতের অন্ধকারে রাত ৪টার সময় এসমা করে নিলেন। এর শ্রমিক কর্মচারী (ইন্টারাপশান) আমরা

জানি না আজকে শ্রীমতী গান্ধীর দলের লোক এখানে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর অনুচরেরা এখানে তাঁর প্রসস্তি গাইতে সুরু করেছেন। ভজনা করতে হয় দিল্লীতে গিয়ে করুন ত্রিপুরায় এটা চলবে না। আজকে আমরা বাঁচার জন্য সংগ্রাম করছি সেজন্যই আজকে ত্রিপুরার মানুষ এই কাগজ কলের জন্য সোচ্চার হয়ে দাবী রাখছি যে আমাদের জন্য কাগজ কল দিতে হবে। এবং ত্রিপুরার অর্থনীতিকে যদি উন্নত করতে হয় তাহলে কাগজ কল অপরিহার্য্য। আর আমেরিকা থেকে টাকা আনার যে কথা মাননীয় সদস্য বলেছিলেন সেই প্রসঙ্গে বলছি যে কালো টাকাকে সাদা বানিয়ে মুদ্রাস্ফীতি কমানোর যে প্রবনতা সেই পথ বন্ধ হওয়া দরকার। আজকে আপনা সেই পথে না গিয়ে আসুন যাতে ত্রিপুরা সত্যিকারের মংগল হয় তার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। এবং মাননীয় বিধায়ক তপন চক্রবর্তী কাগজ কলের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় শিল্প মন্ত্রী।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী কাগজ কলের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে যে আলোচনা এনেছেন এই সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা আলোচনা করেছেন। কুমারঘাটে কাগজ কলের শিল্যান্যাস করা হয়েছে ১৯৭৩ সালে। তখনই লেটার অব ইনডেন্ট দেওয়া হয়েছিল। তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী গান্ধী এবং ত্রিপুরাতে ছিলেন কংগ্রেসী সরকার। আজকে ১৯৮১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর ত্রিপুরাতে আছে বামফ্রন্ট সরকার। ত্রিপুরার বনজ সম্পদ ব্যবহার করে কাগজ কল চলতে পারে সেজন্য ত্রিপুরায় ২৫০ মেট্রিক টন কাগজ কলের জন্য লেটার অব ইনডেন্ট দেওয়া হয়েছিল এবং '৭৮ সাল পর্যান্ত সেটা ছিল তারপর সেটা এক্সপায়ার করে। তারপর জনতা সরকার এসে ইরাণের কলাবরেশানে ত্রিপুরায় কাগজ কল করার চেষ্টা নিয়েছিলেন। তারপর ইরাণের উপর দিয়ে অনেক কিছু বয়ে গেছে। তারপর শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী যে চিঠি দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে রেলওয়ের ক্যাপাসিটি নাই। '৭৩ সালে রেলওয়ের ক্যাপাসিটি ছিল তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আর ১৯৮১ সালে রেলওয়ের ক্যাপাসিটি নাই এবং ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার এবং বলা হচ্ছে যে তোমরা ইনফ্রাস্টাকচার বিল্ড আপ কর এই ধরণের চিঠি। আমি বলতে চাই যে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে সারা ভারতে যে সম্পদ আছে সেই সম্পদকে সঠিক প্রয়োগ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত ৩৩ বছর যাবত উত্তর-পূর্বাঞ্চল এই ব্যাপারে বঞ্চিত রয়েছে। এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এখানে বন তৈরী করার জন্য কোন উদযোগ নিতে হয় না। কিন্তু যেহেতু ভারতের অর্থনীতি মুষ্টিমেয় ক'জন ব্যবসায়ীর স্বার্থ রক্ষার জন্য নির্ণীত হয় তাদের লুঠের সুবিধার জন্য সেজন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই সব শিল্পের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও ভারত সরকার শিল্প স্থাপনে অগ্রসর হয়ে আসছে না। তার ফলে এই অঞ্চলে বেকার সমস্যা প্রচণ্ড ভাবে দেখা দিয়েছে। আজকে তাদের মনে বিক্ষোভের দানা বেধে উঠেছে এবং সেই বিক্ষোভকে আজকে বিপথে চালিত করা হচ্ছে। তাকে শিখান হচ্ছে যে আমি আসামী আসামে আমার

চাকরী নাই আমি বাঙ্গালী বাংলায় আমার চাকরী নাই। গত ৩৩ বছর যাবত এই বিক্ষোভকে বিপথে চালিত করা হয়েছে। তাদের সেই বিক্ষোভকে তাদের সেই হতাশাকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোদ্ধে ব্যবহার করা উচিত ছিল। তারা আজকে আমাদের দেশের সম্পদ লুন্ঠন করে তাদের দেশের সম্পদ বারাচ্ছে। আজকে সমস্ত নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিয়নের ডেভেল্লাপমেন্টের জন্য তাদের কর্মক্ষমতাকে ব্যবহার করা উচিত ছিল। আজকে আমার দেশের রেল ওয়াগন আফ্রিকায় রপ্তানী হচ্ছে অথচ আমার ত্রিপুরায় মাত্র ৩৩ কিলোমিটার রেল লাইন হচ্ছে না।

কাজেই রেলের সংগে কাগজ কলের গভীর যোগাযোগ আছে। কেন বলছি ? একটন কাগজের জন্য কেমিক্যালস লাগে ১০ টন। ২৫০ টন কাগজ যদি প্রতিদিন উৎপন্ন হয় তারজন্য ১০০০ টন লাহম, কয়লা বাইরে থেকে আনতে হবে। একটা প্রজেক্ট সুরু হলে ৫।৭ বছর লাগবে শেষ হতে। ১৯৭৩ সালে যে ভরসাতে লেটার অব ইনটেন্ট দেওয়া হয়েছিল আজকে দেওয়া হবে না কেন ? সেইদিক থেকে আজকে ত্রিপুরার পক্ষে ২২৭ কোটি টাকা খরচ করে কাগজ কল করা সম্ভব নয়। এটা বিরোধী দলের মাননীয় বন্ধুরা না বুঝলেও তাদের মাতাজী ভাল বুঝেন। সেইজন্য লেটার অব ইনটেন্ট সেখানে থেকে আসবে। নগেন্দ্র বাবরা তারা কিছুদিন আগে দিল্লী গিয়েছিলেন। শ্রীমতি গান্ধীর সংগে এতসব আলাপ আলোচনা হলে, একেবারে ক্লোজ, আলোচনা সফল। সি, পি, আই (এম) ছাড়া যে কোন দলের সংগে আতাত করবে। ভদ্রমহিলার জাদু দণ্ড দেখছি লোহাও সোনা হয়ে যাচ্ছে এবং আমার বিরোধী দলের সোনার ছেলেরা মায়ের পক্ষে এত উকালতি করেছেন কিন্তু এতটুকু জিজ্ঞাসা করলেন না কাগজ কলের লেটার অব ইনডেন্ট দেওয়া হচ্ছে না কেন ? এত কথা বললেন আর এতটুকু সময় পেলেন না। অদ্ভুত লাগছে। আমরা এতদিন বলতাম ওদের সংগে এদের সম্পর্ক রাতের অন্ধকারে কারণ দিনের প্রকাশ্য আলোতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন দেখছি শ্রীমতি গান্ধী ভদ্র মহিলা এইদিক দিয়ে সফল যেমন করে আন্তুলেকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী করতে পারেন। জাদুদণ্ড অদ্ভুত কাজ করে। তারা দেখছি শ্রীমতি গান্ধীর সংগে কংগেস (আই)-এর সংগে গুমটার নীচে অনেক বেশী নেওটা। এখানে তাদের বিভিন্ন কথার মধ্যে আমরা বুঝতে পারছি এই বিধানসভায় ইন্দিরা গান্ধীর একটা সক্রিয় লবি কাজ করছে। আরও অদ্ভুত শ্রীমতি গান্ধীর সংগে দেখা হলে তারা কপালে ইণ্ডিয়ান বাম মাখেন। সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠেছে। শুধু দিল্লীর লবি হিসাবে কাজ করছে না মার্কিনী লবি হিসাবেও তারা এখানে কাজ করছে। তাই তারা বলছে বিশ্ব ব্যাংক থেকে ইরান থেকে টাকা আনা হচ্ছে না, কি করে রেল হবে। আমাদের ধর্মনগর থেকে রেল আসতে ১০০ কোটি টাকা খরচ হবে মেকসিমাম। আর কুমারঘাটে পেপার প্রজেক্ট করতে ২২৭ কোটি টাকা লাগবে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী মায়ের নামে ট্রাষ্ট করে কালোবাজারী ওদের কাছ থেকে ২৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন। এখন স্যাহেবের গলায় দড়ি ঝুলবে। কেন্দ্রকে টাকা দিতে হবে সমস্ত ইষ্টার্ণ জোনের স্বার্থে। আসল কথা শ্রীমতির শিখণ্ডিরা এখানে কাজ করছেন। এই সেশনের এটাই লাভ হয়েছে যে ওদের মুখোশ আগের চেয়ে অনেক বেশী খোলে গেছে। পলিটিশিয়ানদের লালা আতংকে পেলে বিপদ। সুখময় বাবুকে পেয়েছিল। তিনি আজকে কোথায় ? সুখময় বাবুর কথা বললে আপনাদের খুব কষ্ট লাগে। অপনাদেরও

যদি সেই জলাতংকে পায় তাহলে এর কোন ঔষধ নাই, কবর ছাড়া। আজকে আমাদের কাগজ কলের দাবী এটা ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের দাবী। চটকল একটা হয়েছে, আরেকটা হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা সংগ্রহ করে করব কিন্তু কাগজ কল করা সম্ভব নয়। এটার টাকা কেন্দ্রকে দিতে হবে। সোভিয়েত রাশিয়া এ ব্যাপারে সাহায্য করতে ইচ্ছুক কিন্তু সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের পার্মিশন ছাড়া হবে না। এখানে ১২শো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাঁচ বছরে উৎপন্ন হতে পারে। এখানে গ্যাস পাওয়া গেছে সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। কাজেই কাগজ কল ত্রিপুরায় নানা দিক দিয়ে অগ্রগণ্য। ১৯৭৩ সালে যেখানে লেটার অব ইনটেন্ট দিতে পারে, শিলাবিন্যাস করতে পারে সেখানে আজকে ত্রিপুরাতে আগের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় চটকল স্থাপন করে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে এখানে কলকারখানা চলতে পারে। সেই কাগজ কল হলে এখানে ত্রিপুরার ২০ হাজার বেকারের চাকুরী হতে পারে। কাজেই মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী এখানে যে আলোচনা উত্থাপন করেছেন তাতে মনে করি কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই কাগজ কল স্থাপনের দায়িত্ব নেবেন এবং ইমিডিয়েটলি লেটার অব ইনটেন্ট পাঠাবেন এবং সংগে সংগে কুমারঘাট থেকে সাব্রুম পর্যান্ত রেল সম্প্রসারণ করে ত্রিপুরার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি : ডিপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য তপন কুমার চক্রবর্তী কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তাবের উপর আলোচনা এখানে শেষ হয়েছে। সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হল--- The Tripura Land Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 8 of 1981). আমি এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

Shri Biren Datta ঃ- Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Land Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 8 of 1981).

মি ঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ- এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী কর্ত্তৃক উৎথাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল- "The Tripura Land Tax (Second amendment bill 1981) (Tripura bill No. 8 of 1981)- সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

(তারপরে মোশনটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলটি উৎথাপিত হয়)।

মি ঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো- "ডিসকাশন অন্ মোটারস্ অন আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স ফর সর্ট ডিউরেশান।" নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়। বিষয় বস্তু হলো- "ডুম্বুর জলাশয়ের মৎসচাষ, মৎস সংগ্রহ ও জলাশয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মৎস দপ্তরের ব্যবস্থা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অধুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীনকুল দাস ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে মাছের অভাব সর্বত্র। বিগত ৩০ বৎসর ধরে যারা দেশকে শাসন করছিলেন তারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিকে কোন দিনই প্রসারিত করেন নি। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি অধিক মনযোগ দিলেন যার মধ্যে মাছ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আজকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় সমস্ত ভারতবর্ষে এই মাছের প্রতি কোথাও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই পুষ্টিকর খাদ্য, মাছকে সবার ধরে ঘরে পৌছে দিতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। আমরা দেখেছি সরকারের সুনির্দিষ্ট কতগুলি সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও কিছু কিছু স্বেতহস্তী, যারা ৩০ বৎসর ধরে এখানে আছেন, তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কার্য্যে রূপায়িত হবার পথে বাধা দিচ্ছেন। যার ফলে জনগণের আশা আকাংখাগুলি চরিতার্থ হতে পারছে না। এই হাউসের সামনে আমরা দেখেছি মাননীয় মন্ত্রী ৫,৬৯০ হেক্টর জলাশয় আছে বলে বলেছেন। তারমধ্যে ডম্বুর হচ্ছে সাড়ে চার হাজার হেক্টর। আর বাদবাকী যে জলাশয়গুলি আছে সেগুলি বিভিন্ন সময়বায় সমিতিকে দেওয়া হয়েছে। যার পরিমান হচ্ছে ১১০ হেক্টর। মৎস দপ্তর নিজস্ব ভাবে মাছের চাষ করছে, আমার কাছে যে হিসাব আছে, তার পরিমান হচ্ছে প্রায় ১১২৭'১০ হেক্টর জলাশয়। কিন্তু এই জলাশয়ে তারা কি ভাবে মাছের চাষ করছেন, এই সম্পর্কে সঠিক ভাবে আমরা কিছু জানি না। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে যে সমস্ত বড় বড় জলাশয় আছে, যেখানে মাছের চাষ করছেন তার পরিমান হচ্ছে ২১২'৭০ হেক্টর। এটা আনুমানিক হিসাব। তাহলে আজ পর্য্যন্ত মৎস দপ্তর সরাসরি মাছের চাষ করছেন, তার পরিমান হচ্ছে ২১২'৭০ হেক্টর। আর কো-অপারেটিভ যে মাছের চাষ করছে তার পরিমান হচ্ছে ১১১'২০ হেকটর। আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে মৎস দপ্তরেরকর্ত্তা ব্যাক্তিরা মাছের অপ্রতুলতার কারন হিসাবে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন সমবায় সমিতিগুলির ঘাড়ে। কিন্তু এই ২১২'৭০ হেকটর জলাশয়তে যে মৎস্য দপ্তর মাছের চাষ করছেন, তাতে মাছের উৎপাদন হতে পারে প্রায় ১ মেট্রিকটন। তাহলে আমরা কিছু মাছ মৎস দপ্তরের কাছ থেকে পেতে পারি। কিন্তু আমরা তা পাচ্ছি না। আর এই জলাশয় গুলিতে আগরতলার 'সাহা ট্রেডার্স' থেকে চুন, খৈল, সার এবং অন্যান জিনিষপত্রাদি বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। এবং এই লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ পত্রাদি যে এই জলাশয় গুলির জন্য খরচ করা হচ্ছে তাহলে আমরা মাছ পাবনা কেন? মাছ তো আমরা মৎস দপ্তর থেকে পেতে পারি। কিন্তু পাচ্ছি না। তাহলে মৎস দপ্তরের অফিসাররা এই লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে দুর্নীতি করছে। এটা আমরা স্বীকার করে নিতে পারি। অপর দিকে পোনা মাছেরও তথৈবচ। প্রায় ৪৭ হেক্টর জলাশয়তে সরকার পোনা মাছের চাষ করছে। অথচ কোন পোনা মাছ পাওয়া যায় না। কারন হিসাবে মৎস দপ্তর বলছে যে পুকুর নেই, কাজেই আমরা পোনা মাছ উৎপাদন করতে পারছি না। অথচ এই ৪৭ হেক্টর জলাশয়তে সরকারী হিসাবে সরকার প্রতি বৎসর ১ কোটি পোনা মাছ উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু পোনা মাছ আমরা পাই না। অথচ এই পোনা মাছের উৎপাদনের জন্য চুন, সার এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষপত্রাদি কিনা হচ্ছে। কিন্তু এগুলি যাচ্ছে কোথায়? আমরা এই বিধান সভায় বলে টাকা মঞ্জুর

করে দিচ্ছি, অথচ সেই টাকা মানুষের কল্যানে নিয়োজিত হচ্ছে না। তাহলে স্বভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসবে এই টাকা যাচ্ছে কোথায় ? কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত ৩০ বৎসর ধরে যে শ্বেতহস্তীগুলি ছিল, সেই হস্তীগুলির জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কোন কার্য্যসূচী রূপায়িত হতে পারছে না। যাতে করে নাকি ত্রিপুরার জনগন বুঝাতে পারে বামফ্রন্ট সরকার কেন কাজ করছে না এটা প্রমান করার জন্যই এই শ্বেতহস্তী গুলি বামফ্রন্ট সরকারের কোন উন্নয়ন মূলক কাজকেই বাস্তবায়িত করতে দিচ্ছে না। অপরদিকে মাছের অপ্রতলতার কারন হিসাবে মৎস দপ্তর সমবায় সমিতি গুলির উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। সমবায় সমিতি গুলিকে যে ২১০ হেক্‌টর জলাশয় দেওয়া হয়েছে, এগুলিতে তারা মাছের পোনা পায় না কাজেই ফেলতেও পারে না। অথচ এই সমবায় সমিতি গুলি ছোট ছোট মাছ হাসপাতালগুলিতে সাপ্লাই দিচ্ছে, জি, বি, হাসপাতালেও সাপ্লাই দিচ্ছে। অথচ মৎস দপ্তরের হাতে ২১২ হেক্‌টর জলাশয় আছে, যেখানে তারা মাছের চাষ করেন। কত কে, জি, মাছ তারা এই হাসপাতাল গুলিতে সাপ্লাই করেছেন ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কি তারা দিতে পারবেন না, পারবেন না। বরং নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য সমস্ত দোষ ঐ সমবায় সমিতি গুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। এই সমবায় সমিতি গুলি বলছে যে তারা সরকার থেকে একটু অনুদান পেলে সমবায় সমিতি গুলি মাছের চাষ করতে পারে। এই সম্পর্কে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। তাদেরকে সমস্ত টেকনিক্যাল পদ্ধতি গুলি দেখানো দরকার, কিভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে সেগুলি শিখানো দরকার। এ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও, আমরা দেখছি যে সমস্ত অফিসার এই সমস্ত দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তারা কিছুই করছেন না। এমনি ভাবেই ত্রিপুরা রাজ্যে মৎস সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে। ডম্বুরে সাড়ে চার হেক্‌টর জলাশয় আছে যা শুধু ত্রিপুরাই নয়, ভারতবর্ষেরও একটা মস্ত বড় সম্পদ।

এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের সাড়ে ৪ হাজার হেক্‌টার জমি নিয়ে ডম্বুর জলাশয় যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিরাট স্থান দখল করে আছে। সেখানে আমরা দেখছি তার থেকে কোন আয়ই ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে না। সমবায়ের হর্তা-কর্তারা বলছেন সমস্ত মাছ পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই বিধানসভায়ও একটা প্রশ্ন এসেছিল যে ৮৩ হাজার টাকার মাছ পচে নষ্ট হয়েছে। আসলে কি সেটা সত্যই পচে নষ্ট হয়েছিল ? আমি বলবো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, কোন মাছই পচে নষ্ট হয়নি ? সরকার তিন টাকা কে,জি করে সেই মাছগুলি বিক্রি করার জন্য বলেছিলেন কিন্তু সে মাছ চুরি করে ওরা দু টাকা কে,জি করে বিক্রি করছে। আমরা যখন সমবায়কে জিজ্ঞাসা করলাম এত মাছ আপনারা কি করলেন ? তখন তারা বললেন স্যার, সব মাছ পচে নষ্ট হয়ে গেছে। সমবায়ের মাধ্যমে এই মাছ আগরতলায় বিক্রি করার ব্যবস্থা হয় কাজেই তখন সেখানে দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায় এবং মাছ নষ্ট হয় না। আগরতলায় তখন মাছ দেওয়া শুরু হলো। কাজেই দুর্নীতি যখন থেকে বন্ধ হয়ে গেল তখন ওরা আরো সংঘবদ্ধ হয়ে উঠলো। সেই সমবায় সমিতির জন্য ৫টি গাড়ী ছিল একটা জীপ, একটা ভেন এবং তিনটি ট্রাক। ডেম সাইড রাস্তা পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয়ে নষ্ট হয়ে আছে এবং একদিন দেখলাম মাছ নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ী মাঝপথে নষ্ট হয়ে গেল। এই গাড়ীগুলিকে পর্য্যন্ত ঠিক করা হচ্ছে না। এই অবস্থা চলছে আজকে সেখানে। অপরদিকে আমরা জানি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক

ব্যাপার সেখানে লঞ্চ থাকা সত্বেও লঞ্চগুলি কোন কাজেই লাগছে না অথচ সেই লঞ্চের মেশিনগুলি ঠিক পাম্পের মেশিনের মতো। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার সেখানে ২টি স্পীডবোর্ড আনা হয়, এখানকার কর্তাব্যক্তিরা স্পীডবোর্ড আনার জন্য কলিকাতায় চলে যান কিন্তু স্পীডবোর্ড আনার পরের দিন থেকেই দেখা গেল স্পীডবোর্ড দুটি চলছে না। তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো কেন স্পীডবোর্ডগুলি চলছে না, তাঁরা বললেন, আমরা কি করবো বলুন ? আমরা তো ভাল দেখেই এনেছি। তাহলে কেন এত টাকা খরচ করে তারা এই স্পীডবোর্ড আনতে গেলেন ? এই ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে কাজেই আমি দাবী রাখছি সরকার পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে যেন তদন্ত করা হয়। এইভাবে টাকা পয়সার অপব্যবহার করার জন্য কে তাদের অধিকার দিয়েছে। এই সমস্ত চুরি বন্ধ করার জন্য আমরা গত দু'বছর ধরে চিৎকার করছি কিন্তু আমাদের এই চিৎকার মনে হয় তাদের কর্ণপাত হচ্ছে না। আমাদের এখান থেকেও সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে, কি কি ভাবে ডম্বুর জলাশয়কে উন্নত করা যায় কিন্তু তারা আমাদের কোন কথাই শুনছেন না, তাদের যা ইচ্ছা তা-ই করছেন। তার একটা উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি—সেদিন শিলং থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। কর্তা-ব্যক্তিরা তাকে নিয়ে ডম্বুর জলাশয় ঘুরে দেখালেন এবং আমাদের বললেন ঐ ব্যক্তি নাকি অভিজ্ঞ এবং তিনি নাকি বলেছেন কেমিক্যাল দিয়ে ডম্বুর জলাশয়ের অনেক উন্নতি করা যাবে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে ঐ অভিজ্ঞ ব্যক্তি নাকি কর্তা-ব্যক্তির বন্ধু এবং কেমিক্যালেরও কোন নাম গন্ধ এখনও শোনা যাচ্ছে না। এই তো হচ্ছে আমাদের কর্তা-ব্যক্তিদের অবস্থা ? ডম্বুর জলাশয়ের চারিদিকে যে অব্যবস্থা চলছে এবং যে হারে চুরি চলছে তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবেন না। এই ডম্বুর জলাশয় কাটাছড়া জঙ্গলে ভরে গেছে যার জন্য এই জলাশয়ে জাল পর্য্যন্ত মারা যায় না এবং তার ফলে বর্তমানে মাছ ধরা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে। আমরা জানি গ্রাস কার্পাস বলে এক ধরণের মাছ আছে, এই মাছ যদি জলাশয়ে ফেলানো যায় তাহলে এই কাটাছড়া জঙ্গল হতে পারে না কারণ এই গ্রাস কার্পাস মাছ সমস্ত জঙ্গল খেয়ে ফেলে তাছাড়া এই মাছে বেশ লাভও করা যায় কারণ এক বছরে এক একটি মাছ ৮।১০ কে, জি পর্য্যন্ত হয়। এই ডম্বুর জলাশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রতি বছর প্রচুর টাকা দেওয়া হয় কিন্তু সেখানকার লোকেরা এই সমস্ত জঙ্গল ভাল করে পরিষ্কার না করে সমস্ত টাকা-পয়সা নিজেদের পকেটে রেখে দেয়। এই তো হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা? সেখানে একটা চোরের রাজত্ব চলছে। আমরা দেখছি যে ডম্বুর জলাশয় ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বৃহৎ জলাশয়। এইরকম জলাশয় দেখা যায় না বললেই চলে একমাত্র বাংলাদেশের চিটাগাং ছাড়া। ডিম থেকে এই ডম্বুর জলাশয়ে বাচ্চা হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না মৎস্য দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা। ত্রিপুরার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বার বার বলছেন আপনারা ডিম কালেকশন করুন কিন্তু কর্তা-ব্যক্তিরা নিজেরাও করবে না, এমন কি সমবায় সমিতিকেও দেবেন না। একবার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি কিছু ডিম সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু এই ডিম দিয়ে সেই কর্তা-ব্যক্তিরা কিছুই করেন নি। যদি ডিম থেকে মাছ ফুটানো যায় তাহলে অতি কম খরচে অনেক বেশী মাছ সংগ্রহ করা যাবে কিন্তু তবু তাঁরা চোখ বুজে বসে আছেন। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বার বার বলছেন আপনারা আমাদের ডিম দিয়ে সাহায্য করুন আমরা মাছ ফুটাতে চেষ্ট করবো কিন্তু এটাও কর্তা-ব্যক্তিরা করতে নারাজ।

যদি আমরা তাদের কাছে যাই তাহলে সেই কর্তা-ব্যক্তিরা আমাদের সঙ্গে এক রকম কথা বলে এবং সরকারের সঙ্গে অন্য রকম কথা বলে। এইভাবেই তাঁরা ডম্বুর জলাশয়কে একেবারে শেষ করে দিতে চাইছেন। অপরদিকে আমরা দেখছি যারা ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরে তারা কিভাবে টাকা পান? তারা ১৫ দিনে বা এক মাসেও টাকা পান না। এইভাবে যদি তারা দুর্নীতি করেন টাকা পয়সা দিতে তাহলে এইভাবে মৎস্য দপ্তর চলতে পারেনা। এই অবস্থায় যারা মৎস্যজীবি আছেন তারা মাছ বিক্রী করতে বাধ্য হন। তাদের পেট চালানোর জন্য এটা তাদেরকে করতে হয়। তারপরে আর একটা দুর্নীতির কথা বলছি। সেটা হল বরফ ঘর করার জন্য মৎস্যজীবি যারা তারা ডেপুটেশান দিয়েছিল গণ্ডাছড়াতে করার জন্য। কিন্তু এই বরফ ঘর করার জন্য নানারকম দুর্নীতি নানারকম তালবাহানা করছে। তার জন্য মাছগুলি পচে যাচ্ছে। আগরতলায় ১ কেজি মাছ যেতে ৩ টাকা পড়ে বরফ খরচা। ফলে বেশী লাভ হয়না। মাছ ও কম আসে। আজকে আপনার অাঁইর মাছ, পোটা মাছ, কালনা মাছ এইসব মজে যাচ্ছে। আগরতলা বাজারে ১৫০-২০০ কেজি গজার মাছ যায়। যে মাছ আগরতলায় কেউ কেনেননা। এই মাছগুলি ৬-৭টা বাজার ছাড়া দেওয়া যায় না। তাই জনসাধারনের সবার মুখে প্রশ্ন মাছ কেন পাওয়া যায়না। সমবায় সমিতি কি করছে। এইভাবে আর আমাদের চলতে দেওয়া যায়না। কাজেই এইদিকে আমার দাবী যে এই জিনিসগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। ঐ জায়গায় কতগুলি পুকুরের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। যে পুকুরগুলি করা হয়েছে সেগুলি ২-৩ ফুটের বেশী গভীর না। একদিকে আইল বেধে দেওয়া হয়েছে। ভিজিলেন্স গিয়ে পরীক্ষা করে সেটার রিপোর্ট পেশ করেছে। সেই অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই মৎস্য দপ্তর থেকে। এইভাবে জলাশয়গুলির দিনের পর দিন সর্বনাস হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এইদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। মাছ চুরির ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে মৎস্য দপ্তরের কাছে গিয়ে যদি মাছ চুরির কথা বলা হয় তাহলে দেখা যায় যারা চুরি করে তাদের নামে কেইস না দিয়ে যারা চুরির খবরটা দিয়ে যায় তাদের নামে কেইস দিয়ে দেয়। এইভাবে তারা দুর্নীতি করেছে। মৎস্য দপ্তরের প্রতিটি ব্লকে সারভিস সেন্টার খোলা হয়েছে। ১০০টি সমবায় সমিতি রয়েছে। এখানে এফ, সি, ডব্লিউ নিয়োগ করা হয়েছে যাতে করে মাছ চাষের আরও সম্প্রসারন হয়। এবং যাতে মাছ চুরি না যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য। কিন্তু আমরা দেখেছি যতনবাড়ীতে মাছ চুরির ঘটনায় ধরা পড়লে তার নামে নালিশ করলে দেখা যায় যারা মাছ চুরি করেছে তাদের নামে কোন কেইস নাই কিন্তু যারা নালিশ করছে তাদের নামে কেইস দেওয়া হয়েছে। এইভাবে তাদের দুর্নীতি চলছে। মৎস্য দপ্তর এই দুর্নীতি করে বামফ্রন্ট সরকারের দুনাম করছে। তারা জনসাধারনকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আজকে আমাদের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জনসাধারন বুঝতে পেরেছে কারা এই দুর্নীতি করছে। কাজেই মাননীর স্পীকার স্যার এইসব আমাদের দূর করতে হবে। স্যার অনেকগুলি জলাশয় এখন খাস পড়ে আছে। আমরা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে এই ব্যাপারে বলেছি। সেখানে আমিন গিয়ে পরীক্ষা করেছে। তখন সেখানকার মৎস্য দপ্তরের যারা আছে তারা শিখিয়ে দিয়েছে আপনারা কেউ যদি আসে তখন বলবেন এই পুকুরের হাওয়া টাওয়া আমরা খাই।

এই পুকুরটা আমাদের। এই বলে তারা খাস যে জলাশয়গুলি আছে সেই জলাশয়গুলি তাদের নামে রেকর্ড করিয়ে নেয়। এইভাবে জলাশয়গুলি তাদের হাতে চলে যায়। কিন্তু এই জলাশয়গুলিতে যদি মাছের চাষ করা হয় তাহলে পরে মাছের এত অভাব হতনা। কিন্তু মৎস্য দপ্তরের যারা অফিসার আছেন বা যারা কর্মচারী আছেন তারা সেদিকে কোন নজরই দেন না। তারা ভাবেন কিভাবে বামফ্রন্ট সরকারের দুনাম বের করা যায়। যেমন তারা টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে দুর্নীতি করছে, তেমনি তারা জলাশয়গুলিও ঠিক করছেনা। এইভাবে দিনের পর দিন তারা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আরত এইভাবে চলতে দেওয়া যায়না। তাই এই ব্যাপারে দাবী রাখছি তাদের সম্পর্কে সঠিক তদন্ত করা হোক। যাতে করে মাছ ঠিকমত বাজরে পাওয়া যায় এবং জলাশয়-গুলিতে ভাল করে মাছের চাষ হয়। আর একটি জিনিষ আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে অতি সত্বর বরফ ঘর তৈরী করা হয়। তা না হলে সব মাছ নষ্ট হয়ে যাবে। আর মাছের পোনা ফেলবার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে এই জলাশয়গুলিতে মাছের বৃদ্ধি করতে পারা যায়। আর এক ধরনের মাছ আছে যে মাছগুলি ফেললে জলাশয়ের জঙ্গলগুলি খেয়ে ফেলে। এই মাছ থাকলে পরে জঙ্গল পরিস্কার করবার জন্য আর কোন লোক লাগেনা। তাই এই মাছ কিছু ফালানো দরকার। এখানে দেখা যায় এখান থেকে মাছ আসামে চালান যাচ্ছে।

গত দুই বছর যাবত আমি দেখেছি প্রতি দিন হাজার হাজার টাকার মাছের পোনা আসামে যাচ্ছে। তা এই মাছের পোনা গুলিকে যারা তৈরী করছে তারা নিজেরা যদি সেগুলিকে আসামের কাছে বিক্রি করতে না পারে তাহলে মহাজনদের কাছে সেগুলি সস্তায় তাদেরকে বিক্রি করতে হয়। না হলে পোনাগুলি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে কাজেই এই কাজটাকে জেনাশান করার জন্য যাতে সিট মারকেট গড়ে তোলা যায়, তার জন্য আমাদেরকে আজকে নূতন উদ্যোগ নিতে হবে। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের জলাশয় গুলিতে যদি মাছের চাষ করা যায়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মাছের চাহিদা মেটানো যেতে পারে। আমরা দেখেছি যে, এই মৎস দপ্তরগুলিতে এই জলাশয়গুলি সংস্কারের কথা চিন্তা করতে দেখা যায় না। যেমন, খোয়াইতে একটা বিরাট নদী আছে, কমলপুরে আছে কমলাসাগর, অমরসাগর, আর সেগুলিকে সংস্কারের জন্য টাকা সেংশান হয়ে আছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার বিশেষ কোন কাজ করা হয়নি। টাকার সেংশান থাকা সত্ত্বেও কেন কাজ হচ্ছে না, এই কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন যে, ইঞ্জিনীয়ারিং সেল নাই, আসলে কিন্তু তা নয়, আসল হচ্ছে ওখানে যারা বসে আছেন তারা রাজ্যের উন্নতির কথা চিন্তা করে হিংসায় জ্বলে যাচ্ছেন। তাদের ইচ্ছা নয় যে, এত সহজে ত্রিপুরার মানুষের চাহিদা মেটে যাক। কারণ প্রায়জনীয় চাহিদা পুরণ না হলেই রাজ্য-বাসী তাদের নির্বাচিত সরকারের প্রতি বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠবে, ফলে রাজ্য সরকারের প্রতি তাদের অনাস্থা আসবে। কাজেই আজকে আমার এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি এই হাউসের এবং মন্ত্রী মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইছি। আমি চাই এই ব্যাপারে যেন সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং যারা এই সমস্ত কাজের জন্য দায়ী তাদের সম্পর্কে সঠিক তদন্ত করা হোক, এই দাবী রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহাশয় "ডম্বুর জলাশয়ের মৎসচাষ, মৎস সংগ্রহ ও জলাশয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মৎস দপ্তরের অবব্যবস্থা সম্পর্কে" যে সর্বকালীন আলোচনা করেছেন সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমিও কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এখানে যে ডম্বুর প্রজেক্টের কথা বলা হয়েছে একদিন তা ছিল সবুজ বনানী। তাই আমি শুধু তখনকার অবস্থা সম্পর্কে এখানে কিছু বলতে চাই। এই ডম্বুর প্রজেক্ট এইটা একটা বিরাট জায়গা, এইটা যে আর্থিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এইটারই একটা চিত্র আমি এখানে তুলে ধরতে চাই।

এই ডম্বুর জলাশয়ে আজকে আমরা দুই দিক থেকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখেছি। যেমন, যে আইজল প্রজেক্টকে আগে তিন কোটি টাকা দিয়ে শেষ করা যেত, আজকে তাকে শেষ করতে লাগবে ১৮ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারকে তার জন্য বিরাট পরিমাণে সাবসিডি দিতে হচ্ছে। তারপর এখান থেকে বিদ্যুতের ব্যবহার করা, এইটাও আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিকারক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পক্ষান্তরে আমরা আরও দেখেছি যে, বিগত দিনে সেখান থেকে যখন সেখানকার আদিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছিল তখন সেখানে প্রচুর পরিমাণে আমন ফসল ফলত। তখন সেখানে শষ্য, তিল, কার্পাস প্রভৃতি ফসল প্রচুর পরিমাণে ফলত। তখন যার আর্থিক মূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেই দিক থেকে আজকের এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ-ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এইটা আজকে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার। কাজেই গোমতী আইজল প্রজেকট না করে যদি আমরা আসাম থেকে কারেন্ট আনতাম তা হলে হয়তো আর্থিক দিক থেকে অনেকটা সাশ্রয় হতো। কারণ আজকে গোমতী আইজল প্রজেক্ট করে আমাদেরকে বিদেশ থেকে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ইঞ্জিনীয়ার আনতে হচ্ছে এবং বিমানে করে বিদেশ থেকে পার্স আনতে হচ্ছে। এর ফলে আমাদেরকে এর জন্য ২০ কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। অথচ এখানকার আদিবাসী যারা জুম চাষ করতেন, আজকে তাদের কি অবস্থা, আজকে তাদের জীবনে কি দুর্বীসহ অবস্থা ঘনিয়ে এসেছে, তাদের এই অবস্থার কথা চিন্তা করে বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় সেদিন এক বিরাট জনসভাতে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, যদি আমরা ক্ষমতায় যেতে পারি তাহলে তোমাদের দূরাবস্থা আমরা দূর করব। সেদিন তিনি সংগ্রামী মনো-ভাব নিয়ে আরও বলেছিলেন যে, তোমাদের জন্য আমরা রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করব। কিন্তু আজকে তিনি ক্ষমতায় এসে তাদের সেই উচ্ছেদ অবস্থাকে দূর করতে পারেন নি। বরং আজকে তারা সেখানে মৎস্য চাষ করার কথা চিন্তা করছেন। সেখানে যারা উপ-জাতি রয়েছে তারা আজকে মৎস চাষ করেছে ঠিকই। তবে আমরা দেখেছি যারা জুম চাষে অভ্যস্ত তারা এই মৎস্য চাষে তেমন সুবিধা করতে পারছে না। তাতে সরকার থেকে যে সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেটাও উপজাতিদেরকে দেওয়া হয় নি। আমরা দেখেছি উপজাতি যারা মৎসজীবি তাদের পক্ষে কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। কোম্পানীতে গিয়ে মাছ বিক্রি করাও তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর; বাজারে বসে বিক্রি করার সুবিধাও তাদের নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাদের এই সব অসুবিধার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মৎস্য মন্ত্রীর কাছে তারা বহু আবেদন পত্র পাঠি-য়েছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের জন্য কোন নিরাপদ ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী এমন কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেননি আর নেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। আর মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস উনি তার নিজের কনস্টিটিউয়েনসী রাজনগর যান কিনা জানিনা গণ্ডা ছড়া তিনি সব সময় যান। সেই তৈদু অমরপুর বাজারে তিনি কতবার যে টৌর দেন তার কোন তার ইয়াত্তা নেই। তিনি সেখানকার চাষীদের—মৎস্য চাষীদের বলেন তারা যদি সি, পি, এম সদস্য না হন তবে তাদের সেখানে মৎস্য চাষ করতে দেওয়া হবে না। সেই কারনেই তিনি তৈদুতে যারা সি, পি, এমের সদস্য আছেন তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানকার মৎস্য সমবায় সমিতির সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেন।

শ্রী নকুল দাস ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে। উনি যে বলেছেন আমি তৈদুতে সি, পি, এম সদস্যদের সঙ্গে এবং সেখানকার মৎস্য সমবায় সমিতির সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেছি তার প্রমাণ উনাকে দিতে হবে। আর তৈদুতে এমন কোন মৎস্য সমবায় সমিতি বলে কিছুই নেই। উনি যা বলেছন তা ভিত্তিহীন। উনাকে তার প্রমাণ দিতে হবে। আমি এ অভিযোগ আপনার নিকট জানাচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়া ঃ স্যার, এ রকম বহু প্রমাণ আমার কাছে আছে। যদি মাননীয় সদস্য আমার সাথে চেলেঞ্জ করতে চান তবে তার প্রমান আমি দিতে পারি। নকুলবাবুদের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। তাই তারা তাদের ঘাটি শক্ত করার জন্য উঠে পরে লেগেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আসল কথা হচ্ছে মৎস্য চাষ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যারা প্রকৃত মৎস্য চাষী তারা ডিপ্রাইভড হচ্ছে। মাননীয় সমর চৌধুরীর কয়েক জন লোককে মৎস্য চাষের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে অথচ যারা এই লাইসেন্স পয়েছেন তারা কোন দিনই মৎস্য চাষ করেনি তাদের জালও নেই। আর যারা প্রকৃত মৎস্য চাষী যাদের জাল আছে এবং মৎস্য চাষই তাদের প্রধান ও একমাত্র জীবিকা নির্বাহের উপায় অরা আজ ডিপ্রাইভড হচ্ছে, তাদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না। এই তৈদুতেও আগে অনেক মাছ ধরা হতো অথচ এখন দেখা যাচ্ছে সেখানে মাছের চাষ একেবারেই হয়না বললেই চলে। এর কারণ হলো আজকে নকুল বাবুরা আজকে যাদের নিয়ে মৎস্য চাষ করছেন তারা মৎস্য চাষ বা মাছ ধরা কিছুই জানেন না। তাই আমরা দেখছি বাজারে আজকাল একটিও মাছ আর উঠেনা। ঠিক একই কারণে নকুল বাবু রাজনগর ছেড়ে এখন ডুম্বুর এবং রাইমা ভেলিতে অহরহ যাচ্ছেন।

ডুম্বুর এবং রাইমাভেলিতে যে সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করছে তাদের বছরের প্রায় পাঁচ ছয় মাস মাছ ধরেতে পারে বাকি সময় তাদের উপার্জ্জহীন ভাবে থাকতে হয়। এ সময়ে তাদের দুঃখদুদ্দশা চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু ঐ সময় জীবিকা নির্বাহের আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা তাদের থাকে না। এরা বহুবার সরকারের কাছে তাদের অবস্থার কথা জানিয়ে আবেদন করেছেন কিন্তু তার আর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়না সরকারের তরফ থেকে। আবার এই পাঁচ ছয় মাস যে তাদের মাছ ধরবার সময় সে সময় তাদের নিকট বহু বাঁধা বিঘ্ন

উপস্থিত হয়। সি, পি, এমের লোকেরা তাদের মাছ ধরতে বাঁধা প্রদান করে এবং ভীতি প্রদর্শণ করে। আমি নিজে একবার দেখেছি আঠারমুড়াতে সি, পি, এমের লোকেরা একজন চাকমার জাল কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশের কাছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সত্বেও সেই গুণ্ডারা ঐ চাকমার বাড়িতে লুটপাট করে। তার বাড়ী ১০/১২টা মুরগী কেটে নিয়ে যায়। পরে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে চিঠি লিখেছি। চিঠির একনোলেজমেন্ট পাওয়া যায় কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তার আর কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

সুতরাং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করতে হলে মৎস্য চাষীদের আগে যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ সুবিধা দিতে—সেখানে কে কোন দলের তা বিচার করলে চলবে না। আমাদের আসল উদ্দেশ্য থাকা উচিত মৎস্যের চাষ বাড়ানো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি, ডে, স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মৎস্য চাষ সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন.আমি সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি আমাদের মৎস্য দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরব।

আমাদের মৎস্য দপ্তর থেকে প্রতি বৎসর চাষীদের মধ্যে উন্নতমানের মাছের পোনা বিলি করা হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গার মধ্যে উদয়পুরেই সবচেয়ে বেশী মাছের পোনার চাষ হয়। অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার আগে যেখানে মৎস্য দপ্তর নিজেই যথেষ্ট পরিমাণ মাছের পোনা উৎপাদন করে বিলি করত সেখানে এখন তারা প্রাইভেট ফার্ম থেকে মাছের পোনা কিনে এনে চাষীদের মধ্যে বিলি করছেন। কিন্তু কেন সরকারী দপ্তরে মাছের পোনা হচ্ছে না তা আমাদের দেখতে হবে।

আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বলব বা এই বিধানসভাকে এই কথা বলতে চাই যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাছের পোনা হয় সেই সময়ে যারা অফিসার আছেন তাদের ছুটির ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখবেন। এই সময়ে তারা কাজ করে কিনা, না ছুটি নিয়ে তারা প্রাইভেট পার্টির কাজ করে এবং আমি জানি দক্ষিণ ত্রিপুরার লোক উত্তর ত্রিপুরায় চলে যান এবং উত্তর ত্রিপুরার লোক দক্ষিণ ত্রিপুরায় চলে আসেন। ভাবতে অবাক লাগে, এই তো মাছের পোনার ব্যাপার। বিষ ফেলে মাছের পোনা নষ্ট হয়েছে অথবা চুরি হয়েছে এই সমস্ত কৈফিয়ত দেওয়া হয়। প্রাইভেট পার্টি চুরি করতে পারে। কিন্তু সরকারের পাহারাদার তো রয়েছে। তাছাড়া সমিতি রয়েছে। তাদের একজন দুইজন মাছের জায়গায় রয়েছে। কিন্তু এদের দেখতে পাওয়া যায় না। অমর সাগরে (উদয়পুরে) যেখানে ১১টা ব্রিডিং ট্যান্ক আছে সেখানে কতজন কর্মচারী থাকতে পারে? কিন্তু যখন আমি সেখানে যাই একজন অফিসারও বা পাহারাদার সেখানে দেখি না। সেখানে শত শত বড়শি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, যেখানেই যান। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। সুতারং এই পরিস্থিতির মধ্যে কি করে মাছের বৃদ্ধি হবে বা মাছ সাপ্লাই দেওয়া হবে সেটা আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। সরকারের কাছে ১১২৭ হেক্টরের মত জায়গা আছে। অথচ কো-অপারেটিভের সেখানে আছে ১১১.২ হেক্টার। সেখানে

তাদের এই কো-অপারেটিভের সঙ্গে বসে চুক্তি হয়েছে ৮০ কে,জি, করে প্রতিটি কো-অপারেটিভকে দিতে হবে প্রতিটি হাসপাতালের জন্য। তাহলে সরকারের কাছে এত জলাশয় থাকবে, তার মাছ হবে না। এই মাছ কোথায় যাচ্ছে তার কি হিসাব আছে ?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা দিক বলতে চাইছি। ডুম্বুরের ক্ষেত্রেই তাই দেখতে পাই। সেখানে গাছ আছে। ওরা নিজেরাই গাছ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করছে। অথচ সেখানে আমাদের এইসব পরিস্কার না করেই সেখানে মাছ চাষ হচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা দেখি এতবড় জলাশয়ের মধ্যে পোনা তৈরী সময়েতে কত লাইট, পাইক বরকন্দাজ কত কিছু হয়। কিন্তু সেখানে মাছের বাচ্ছা হচ্ছে না। কিন্তু ডুম্বুরের যে ন্যাচারেল ভিম হচ্ছে সেগুলিকে রাখা হচ্ছে না। সেগুলি যদি মৎস্যজীবি ইউনিয়নকে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে চুরি কমে যাচ্ছে। সমস্ত প্রতিবন্ধকের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে পারছে। কিন্তু এখানে সরকারী অফিসাররা সেটা করতে পারছেন না। একটা চেন গড়ে উঠেছে। পুলিশ মাছ চোর, ডবলদার মাছ চোর, সে হচ্ছে রিং লীডার পুলিশের মধ্যে। সুতরাং আমি অনুরোধ করছি, বিভিন্ন জায়গায় যেখানে জলাশয়গুলি ছড়ানো আছে সেগুলি যদি মৎস্যজীবিদের কাছে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা মাছ উৎপাদন করতে পারবেন এবং ত্রিপুরার উপকার হবে।

মাননীয় নগেন্দ্র জমাতিয়া যে কথা বলছেন, তিনি মাছের সম্পর্কে কিছু বলেন নি। মৎস্যজীবি কিছুই পাচ্ছে না। এ' ৩০ বৎসর যাবত যা হয়ে এসেছে তাতেই এর বারোটা বেজেছে। তারা ছুটি নিয়ে মাছের পোনা প্রাইভেট পার্টির কাছে উৎপাদন করছে। মাননীয় সদস্য তাদের কথাই বলছেন। আমি বলি ওরা ৩০ বৎসর ভোগ করেছে। তাদের এখন আর ভোগ করার অধিকার নেই। আজকে যারা ৩০ বছর যাবত বন্চিত রয়েছে তাদের সুযোগ করে দেওয়া হোক। আমি এই কথা বলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে এই আশা করব যে এই সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু চিন্তা করুন যাতে সেই দিকে চলতে পারেন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ডম্বুর জলাশয় নিয়ে এবং সাধারণভাবে মৎস্য দপ্তরের কাজ কর্ম সম্পর্কে এখানে একটা আলোচনা হয়েছে। আমাদের সরকার পক্ষে এই ধরণের আলোচনা তখনই ফলপ্রসু হয়, যখন আমরা তার মধ্য দিয়ে ভাল সাজেশন পাই। সে দিক থেকে আমরা এই আলোচনাটাকে স্বাগত জানাই। তবে এটা ঠিক, মৎস্য দপ্তর বলতে কংগ্রেস রাজত্বে বিশেষ কিছু ছিল না। এই ডম্বুর জলাশয় যখন হয়, তখন কথা ছিল যে ঐ জলাশয় এলাকার মধ্যে যে সমস্ত গাছপালা আছে, সেগুলি কেটে ফেলতে হবে এবং তার জন্য ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, কংগ্রেসের ঠিকাদারদের সেই টাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই গাছ আর কাটা হল না। আর তার ফলেই আজকে আমাদের একটা বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে, কারণ এই গাছ থাকার ফলে সেখানে আমাদের স্টীম বোর্ড চালানোর কথা, সেটা চালানো যাচ্ছে না। আমরা যখন মন্ত্রীত্বে আসি, তখন এটা ছিল একটা লুঠের রাজত্ব,- বিভিন্ন জায়গা থেকে নৌকা নিয়ে, জাল নিয়ে মাছ ধরা হত এবং সেই মাছ ধরে তারা হাজার হাজার টাকা মুনাফা করতেন। আমরা এসে সেটা বন্ধ করলাম এবং ঠিক করলাম যারা মাছ ধরবেন, তারা

হবেন মৎস্যজীবি আর ঐ এলাকাতে যারা উপজাতি আছেন, তারা মাছ ধরে রোদে শুকিয়া বাজারে নিয়ে বিক্রি করবেন, যাতে অন্ততঃ পক্ষে তাদের দৈনিক ১০ থেকে ১৫ টাকা আয় হয়। কাজেই যারা মাছ বিক্রি করবেন, তাদের জন্য একটা রেট বেধে দেওয়া হবে, আর যারা মাছ কিনবেন তাদের জন্যও একটা রেট বেধে দেওয়া হবে, যাতে করে প্রতি কে, জি, মাছ ১০ টাকার বেশী বিক্রি না হতে পারে। এর মধ্যে মহাজন, ফরিয়া অথবা দালাল কোন কিছুই থাকবে না, যারা মৎসজীবিদের তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এর ফলে আগরতলা শহরের বাজারে সেই মাছ এনে ১৫ থেকে ২০ টাকা বিক্রি করা বন্ধ করা যাবে। এই রকম একটা কর্মসূচী আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে সেটাকে কার্য্যকর করার প্রস্তাব তারা নিয়েছেন। এটা ঠিক যে এই কর্মসূচী রূপায়নের জন্য মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের মাছ ধরার জন্য জাল এবং নৌকা দেওয়া হয়েছে। তারপরে আমরা লক্ষ্য করলাম যে সব মাছ সাধারনতঃ জলে হয়ে থাকে, সেগুলি ছাড়া অন্য কোন মাছ যেমন কাতলা, রুই, মৃগেল যেগুলি ফেলার কথা, সেগুলি ফেলা হয়নি, আমরা অন্ততঃ সেই রকম কোন লক্ষ-ণই দেখতে পারলাম না। আমরা তখন ঠিক করলাম কিছু মাছের পোনাফেলা হবে। আমরা সেই এলাকার গাঁও প্রধান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংগে রেখে তাদের সামনেই মাছের পোনা ফেলব যাতে মাছের পোনা নিয়ে দুর্নীতি হতে না পারে। কিন্তু যতক্ষণ না কচুরি ফেনা তুলে পরিস্কার না করা যায়, ততক্ষন পর্য্যন্ত অনেক টাকা খরচ করেও কোন কিছু করা যাবে না। গত বছরই আমরা এই কর্মসূচীটা নিয়েছিলাম। এখানে মাছ ধরার পর, মাননীয় সদস্য, নকুল দাস যেটা বলেছেন যে মৎস জীবিরা মাছ ধরে সেগুলি সময় মত বাজারে নিতে পারেন না ফলে তারা মাছের নায্য দাম পান না, এই সম্পর্কেও অনেক বার এই হাইসে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং আমিও তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কথা ছিল সেখানে যে সব মৎসজীবি মাছ ধরবে এবং তারা যে পরিমাণ মাছ ধরবে, সেটা একটা নির্দ্দিষ্ট দাম ধরে প্রতিদিনই তাদের সেই জায়গাতে পেমেন্ট দেওয়া হবে, সেটা কোন মতেই মহাজনী ব্যবসার মত হবে না। কিন্তু দূর্ভাগ্য বশতঃ সেই সীস্টেমটা চালু করা যায় নি। তারপর যে সব অসুবিধার কথা বলা হয়েছে যেমন দূর্গম রাস্তা, সেই রাস্তাটাকে আমরা এখন পর্য্যন্ত সকল সীজনের উপযোগী করে তুলতে পারিনি। কারণ সেই জায়গাটা হচ্ছে খুবই ডিফিক্যাল্ট জায়গা, পি, ডবলিউ, ডি অবশ্য সেটার কিছুটা উন্নতি করেছে কিন্তু যতটা হওয়ার দরকার, ঠিক ততটা হয় নি। এক সময়ে আমরা ভেবেছিলাম যে টি, আর, টি, সি থেকে আমরা একটা ষ্টীম বোট সার্ভিস করব। কিন্তু পি, ডবলিউ, ডি থেকে আপত্তি করা হয়েছে যে এতে হয়তো জলের ধাক্কাতে বাঁধের কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তবুও আমরা ঠিক করেছি যে কিছু ষ্টীম বোট আমরা চালু রাখব পুলিশ দপ্তর অথবা বি, এস, এফ থেকে অথবা কৃষি দপ্তর থেকে কারণ, কৃষি দপ্তর সেখানে যে নার-কেল কুঞ্জ করেছে, সেটা দেখাশুনার জন্যও এই ষ্টীম রাখার দরকার আছে। আর মৎস-জীবিরাও প্রয়োজনে নূতন করে কিছু ষ্টীম বোট রাখবে বলে বলেছে। অথবা পুরানো তাদের যে সব নৌকাগুলি আছে সেগুলি ঠিক করে সেখানে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তা-ছাড়া মাছগুলি ধরে রাখার জন্য, সেখানে ২।১ কোল্ড ষ্টরেজ থাকার দরকার আছে এবং আমরা ভাবছি যে আগামী দুই এক মাসের মধ্যেই নভেম্বর মাসের প্রথম একটা বাজার হবে এবং রাইস্যা বাড়ীতে ইতিমধ্যে একটা সপ্তাহে গণ্ডাছড়াতে

বাজার হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে যদি ভাল করে একটা কোল্ড স্টোরেজ করা যায়, তাহলে মৎস্যজীবিদের যে সমস্যা, সেটা অনেকাংশে দূর হয়ে যাবে। এই ছাড়া ইতি-মধ্যে আমরা আরও কতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেগুলির মধ্যে বিশেষ একটা হচ্ছে সেখানে মাছের দাম কম হওয়াতে মাছ বাইরে চলে যাচ্ছে প্রচুর মাছ সেখানে ধরা পড়ে এবং সেই মাছ বাইরে চলে যায়। কারণ সব পুলিশই যে সাধু প্রকৃতির হবে, এমন কোন কথা নেই, তার মধ্যেও দুর্নীতি হয়। কাজেই পুলিশ থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, তা নয়, তার মধ্যেও অতিরিক্ত কিছু পয়সা আদায় করার জন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। তাই আমরা ঠিক করেছি যারা মাছ ধরেন, তারা যাতে আরও কিছু বেশী পয়সা পান, এবং যারা মাছ কিনেন, তাদের হয়তো আরও কিছু বেশী পয়সা দিয়ে মাছ কিনতে হবে। ডম্বুরের অধিকাংশ মাছ বাইরে চলে যাবে, এটা হতে পারে না, আগরতলা শহরে অথবা অন্যান্য বাজারে সেগুলি যাতে আনা যেতে পারে এবং সাধারণ মানুষ যাতে সেগুলি কিনতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমরা করব এবং আসা করছি যে তা যদি করা সম্ভব হয়, তাহলে জনসাধারণের সহযোগিতা আমরা নিশ্চয় পাব। এখানে একটা কথা বলা হয়েছে, যে সেই এলাকার ট্রাইবেলদের অনেকে মাছ ধরতে চান, কিন্তু তাদের নাকি মাছ ধরতে দেওয়া হয় না। এটা আদৌ ঠিক নয়। কারণ আমরা জানি যে সেই এলাকাতে যে সব ট্রাইবেল দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ৫০/৬০ বৎসর ধরে বসবাস করছেন, ডম্বুর জলাশয় নির্মানের সময় তাদের অনেকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, সি, আর, পির সাহায্যে তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে তাদের কোন সুষ্ট পুনর্বাসন হয়নি, যদি ঐ উচ্ছেদ করার সময়ে তাদের অনেক অত্যাচার অবিচার সহ্য করতে হয়েছিল। তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন ছিল কিনা, সেটা আগে কতটা ভেবে দেখা হয়েছিল, সেই সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ আমরা এখন দেখছি যে সেই এলাকাতে বাজার হয়েছে, রাবার প্লেন্টেশানের পরিকল্পনা আছে এবং রইস্যাবাড়ী থেকে তীর্থমুখ পর্যন্ত সমগ্র বর্ডার এলাকায় রাবার প্লেন্টেশানের করার যে ব্যবস্থা হয়েছে, তার মধ্যেও তারা কাজ পেতে পারত। এবং তাদের নিয়েও একটা আলাদা কোপারেটিভ সংগঠিত হয়েছে তারা জাল এবং নৌকা পাবো এবং যে কোপারেটিভ রয়েছে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আরও ৫০ জন ট্রাইবেল নেওয়া হবে তাদের জাল এবং সুতা দেওয়া হবে। এই কথা ঠিক নয় যে ট্রাইবেল এবং মৎস্যজীবিদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়েছে। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে এত বড় একটা দাংগার মধ্যেও মৎস্য-জীবিরা দ্রুত অনেক ঝুকি নিয়ে—সেখানে খুন হয়েছে এবং সেখানে কয়েকজন ব্যব-সায়ীর উপর আক্রমন হয়েছে আমাদের গনতান্ত্রীক যুব ফেডারেশানের কর্মী খুন হয়েছে সেই রকম একটা অবস্থার মধ্যেও তারা ভয় করেনি। তার কারন সেখান-কার যারা ট্রাইবেল তাদের অধিকাংশ ট্রাইবেল দুস্কৃতকারিদের সংগে নেই তারা গন-তন্ত্রের সংগে আছে তারা গনতন্ত্রের সক্রীয় সদস্য। তারা তাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে আপনারা আসুন মাছ ধরুন আপনাদের কিছু হবে না। এটা মাননীয় সদস্যদের মনে রাখা দরকার যে যখন এই সময় ভয়াবহ দাংগা চলছিল সেই সময়েতে যদি গণ্ডাছড়াতে যদি ১০ জনও বাংগালী থাকে সেই ১০ জন বাংগালীও

সেখানে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পেরেছে। রতন নগরের মত জায়গায় সেখানে আমি গিয়ে দেখলাম যে সেখানে ৫ জন বাংগালী ছিলেন সেই ৫ জন বাংগালীও পালিয়ে আসেনি। রাইস্যাবাড়ী সেখানেও বাংগালীরা ছিল পালিয়ে আসেনি। এটা মনে রাখতে হবে এই এলাকার মধ্যে দুস্কৃতকারীদের কোন স্থান নাই। এই এলাকার মধ্যে গনতন্ত্র খুব শক্ত ঘাটি করে বসে আছে। এই জন্য গনতান্ত্রিক শক্তিএই ডম্বুর এলাকাকে আরও উন্নত করতে তারা বদ্ধপরিকর। এটা ঠিক যে মাছ চাষের মত একটা জিনিষ এটা রাতারাতি তৈরী হতে পারে না। অনেক ভুলঅনেক ত্রুটি আমাদের রয়েছে অনেক লুপ হোল আগে আমাদের সেগুলি বন্ধ করতে হবে। যে প্রশাসন কংগ্রেস আমাদের জন্য রেখে গিয়েছে সেই প্রশাসনের মধ্যে অনেক ছিদ্র রয়েছে আমরা সেগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করছি এবং আমি মাননীয় সদস্যদের এই কথা বলতে পারি যে পুলিশ দিয়ে যে কথা মাননীয় সদস্য শ্রী মজুমদার বলেছিলেন যে বড়শি দিয়ে মাছ তুলেন ইত্যাদি। আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাস করি বড়শি ফেলাটা পুলিশ দিয়ে বন্ধ করা যাবে কি না। আজ যদি আমি ৫০ জনকে পুলিশ দিয়ে ধরে নিয়ে আসি কালকেই তাদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করতে দেখা যাবে। কাজেই পুলিশ দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করা যায় না। অল্প কিছুদিন বড়শি দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ ছিল আগরতলা পর্যান্ত ডেপুটেশান এসেছিল যে মাছ ধরার অধিকার তাদের দিতে হবে। কাজেই আমি মনে করি না যে পুলিশ দিয়ে এই সমস্ত বন্ধ করা যায়। এর জন্য জনসাধারনের মধ্যে উদযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং এই চুরি বন্ধ করতে হবে। সরকার একমাত্র সহযোগীর ভুমিকা পালন করতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে মৎস্য দপ্তরের মধ্যে আজকে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবে শিক্ষিত কর্মী খুব বেশী নাই। তার কারন এই দপ্তরের উপর আগে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এখন যা দরকার সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত লোক আরও আমাদের দরকার। এন. ই. সি. একটা প্রজেক্ট আমাদের এখানে চালু করেছেন সেই প্রজেক্ট মাছের চারা তৈরী হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ পোনা সেখান থেকে বাইরেও যাচ্ছে। যে কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বাইরের লোকেও মাছের পোনা তৈরী করছে হ্যাঁ, করুক আমার দপ্তরের তাদের সাহায্য করা উচিত। মাদার ফিস যে জলাশয়ে থাকে সেই মাছ থেকে পিটিউটারী সংগ্রহ করে তার সাহায্যে মাছের পোনা করবেন এবং বিক্রী করবেন তাতে ক্ষতি নাই। ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করুক যেমন আমাদের কোপারেটিভ করছে। আমি সেদিন তেলিয়ামুড়াতে দেখেছি একটি যুবক সে আমাকে বলল যে আমি অনেক মাছের পোনা তৈরী করেছি। শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি যে দাংগা বিধ্বস্ত এলাকায় কারও কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আমরা বাংগালীর কথায় বিভ্রান্ত হয় নাই। সে একজন গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশানের সদস্য। আমি খুশী হলাম যে এটাইতো চাই যে মতস্যজীবীর ছেলে বিভ্রান্ত না হয়ে মাছের পোনা তৈরী করছেন। আমাদের দপ্তর নিজে কোন কোন জায়গার কোটা ফুলফিল করেছেন সব জায়গায় যে ফুলফিল করতে পেরেছে তা নয় অনেক জায়গায় আমরা ফুল ফিল করতে পারিনাই। সেই সব জায়গায় কেন হচ্ছে না নিশ্চয় তদন্ত করতে হবে যাতে আগামী দিনে এই সব কোটা যাতে তারা পুরন করতে পারে। কাজেই মাছের পোনা

তৈরী করার জন্য আমাদের যে ওয়াটার এরিয়াগুলি আছে আমাদের অনেক ওয়াটার এরিয়া আছে সেগুলিকে সংস্কার করতে হবে যা এই সভায় আলোচনা হয়েছে যে অনেক ওয়াটার এরিয়া আছে যেগুলিকে আমাদের রিক্লেম করতে হবে। তেমনি মৎস্যজীবীদের এই সব ওয়াটার এরিয়াগুলি আমাদের দিতে হবে। সেই দিক দিয়ে আমি স্বীকার করছি যে আমাদের সরকারের যথেষ্ট এুটি রয়েছে মতস্যজীবীদের প্রতিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আমাদের সেগুলিকে সর্টআউট করতে হবে। আমাদের চেষ্টা এই ধরনের একটা পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন ব্লকের গরীব অংশের মানুষের আয়ের ব্যবস্থা করতে পারা যায় কি না। মাছের পোনা তৈরী করার ব্যাপারে কোন কোন পঞ্চায়েত চমৎকার উদযোগ নিয়েছেন। কিছু দিন আগে আমি বিশালগড় গিয়েছিলাম। সেখারকার একজন পঞ্চায়েত প্রধান তিনি আমাকে বললেন যে আগামী বছর মাছের পোনা বিক্রী করে ৫০ হাজার টাকা আয় করতে পারবেন। আজকে একজন পঞ্চায়েত প্রধান তিনি ৫০ হাজার টাকা না হউক অন্তত কয়েক হাজার টাকার মাছের পোনা বিক্রী করার উদযোগ নিয়েছেন। তেমন সোনামুড়াতে মেলাঘরের রুদ্রসাগরে কত মূলধন ছিল কয়েক শত টাকা। আর আজকে সেখানে মুলধন হয়েছে এক লাখ টাকা তারপর ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়েছে ৯ লাখ টাকা। সরকার এই সব কোপারেটিভ সমিতিগুলির জন্য আরও ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছেন যাতে এদের আরও শক্তিশালী করা যায়। এবং আমরা চিন্তা করছি। মাছের যে অভাব আজকে আমাদের আছে, আজকে আমাদের মাছের জন্য বাংলাদেশের মাছের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি আগামী ৫ বছরের মধ্যে মাছের ব্যাপারে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব। এই আশ্বাস আমি দিতে পারি। এবং যদি এই আলোচনার সুত্রপাত করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ত্রিপুরার গন মুক্তি পরিসদ স্বশাসিত জেলা পরিসদের নির্বাচন, এসমো '৮১ইং এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৫—২০ হাজার লোকের একটা মিছিল এসেছে। এবং তাদের কর্ম পরিসদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর চেম্বারে অপেক্ষা করছেন। আমি আশা করি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী দয়া করে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ—এই আলোচনা এখানেই শেষ হল। এই সভার কাজ আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘঃ ০০ মিঃ পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 6

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Deparment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮০-৮১ ইং আথিক বৎসরে মোট কতজন জুমিয়া এবং ভুমি হীন পরিবারকে বন বিভাগের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। চলতি আর্থিক বৎসরে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে এবং পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারগণ কি কি সুযোগ সুবিধা পান ?

উত্তর

Minister in-Charge of the Forest Department : Shri A. Rahaman.

১। ১৯৭৮-৭৯ ইং হইতে ১৯৮০-৮১ ইং আর্থিক বৎসরে মোট ২৪৪ ভুমিহীন জুমিয়া পরিবারকে বন দপ্তবের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	মোট।
কাঞ্চনপুর বনবিভাগ	২৭	৫০	২৫	১০০
দক্ষিন বনবিভাগ	২৫	৩৩	—	৫৮
সদর বনবিভাগ	২০	—	৩০	৫০
উত্তর বনবিভাগ	—	৫	৩১	৩৬
মোট :—	৭০	৮৮	৮৬	২৪৪

২। চলতি আর্থিক বৎসরে ৬০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে এবং অনুমোদিত প্রকল্প অনুসারে পুনর্বাসনের জন্য প্রতিটি পরিবারকে নিম্নরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় :---

বাস্তু জমি ০'৮ হেক্টর, চাষের জন্য লুঙ্গা জমি ০'৪ হেক্টর, অথবা টিলা টেরেসকরা ভুমি ০'৮ হেক্টর র[illegible]র বাগান ১'২৫ হেক্টর, মুরগী পালনের জন্য ৯টি মুরগী, চাষযোগ্য জমি থাকিলে চাষের জন্য বলদ, একটি করিয়া দুগ্ধবতী গাভী সমষ্টিগত জলাশয়, পানিয় জলের সুবিধার্থে রিংওয়েল রাস্তা ঘাট ও অর্থ সাকুল্য থাকিল শিক্ষার জন্য স্কুল ঘর তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। নিজের ঘর তৈয়ারীর জন্য প্রাথমিকভাবে ২৫০.০০ টাকা পরিবার পিছু দেওয়া হইয়া থাকে। পরে মাটির দেওয়ালের ঘরের জন্য অথবা উন্নত মানের প্রতি বাসগৃহের জন্য ১৫০০ টাকা ব্যয় করা হইয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 7

By :—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

(১) ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ করার যে কাজ চলেছে তার ফলে কত পরিমান জোত জমি এর আওতায় পড়েছে ?

(২) কত পরিবার এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে এ পর্যন্ত কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে, তার হিসাব ?

(৩) কিসের ভিত্তিতে জমির ক্ষতিপূরনের মূল্য নির্দ্ধারন করা হয় ?

(৪) ঐ জমি অধিগ্রহণের ফলে যে সকল পরিবার ভূমিহীনে পরিণত হইয়াছেন তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

ANSWER

(১) মোট ৪০৮,৩১ একর।

(২) মোট ১৭৫৩টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। এবং ক্ষতিপূরন বাবদ মোট ৩৬, ২০, ৫৭৪'৩১ পঃ এ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ভূমি অধিগ্রহণের আইনের ৪ ধারা মতে নোটিশ দেওয়ার সময় স্থানীয় ভূমির বাজার দরের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়।

(৪) ভূমি অধিগ্রহনের ফলে যে সমস্ত পরিবার ভূমিহীন বা গৃহহীন হয়েছেন তাদের বিকল্প জমি দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে ।

Admitted Starred Question No. 12

By—Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will to Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরার পাহাড়ে পাথর পরীক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

(ক) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ পাহাড়ে পাথর আছে ?

(খ) পাথর গুলি উচ্চমানের কিনা এবং সেগুলি কাজে লাগানোর ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

Minister in-Charge of the Forest Department : Shri Araber Rahaman.

১। হ্যাঁ ।

(ক) ত্রিপুরার জম্পুই, শাখান, উনকোটি, লংতরাই, আঠারমুড়া কালাঝরি ও বড়মুড়া দেবতামুড়া পাহাড়ে অঞ্চলে কিছু পাথর আছে।

(খ) পাথর গুলি উচ্চমানের নহে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ত্রিপুরার পাথরগুলি কাজে লাগানো যায় না.। তবে কোথায়ও কোথায়ও কাজে লাগানোর উপযোগী কিছু পাথর পাওয়া যায় এবং ঐ সব ক্ষেত্রে যথাবিহিত পরিক্ষার পর ঐ রূপ পাথর পূর্ত্ত দপ্তর গৃহ ও রাস্তা নির্ম্মাণের কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 45.

By :—Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের ওয়াকপ্ সম্পত্তি এখনও ওয়াকপ্ বোর্ডের হাতে আসেনি ;

২) যদি সত্য হয়, তা হইলে এ সম্পত্তি ওয়াকপ্ বোর্ডের হাতে না আসার কারন কি ; এবং

৩) ত্রিপুরা রাজ্যে এই সম্পত্তির পরিমাণ কত ; এবং ঐ জমিগুলি বা সম্পত্তি-গুলি বে-আইনী দখলকার থেকে উদ্ধারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) নিম্নোক্ত বিভাগগুলিতে ওয়াকপ্ সম্পত্তির সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের কাজ শেষ হওয়ায় উক্ত সম্পত্তির সার্ভে রিপোর্ট ত্রিপুরা ওয়াকপ্ বোর্ডের নিকট পাঠান হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগগুলিতে ঐ সম্পত্তির সঠিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ চলিতেছে।

(ক) কৈলাশহর, (খ) কমলপুর, (গ) খোয়াই, (ঘ) ধর্ম্মনগর,
(ঙ) সোনামুড়া (আংশিক) (চ) উদয়পুর, (ছ) অমরপুর, (জ) সাব্রুম,

(৩) ওয়াকপ্ সম্পত্তির সম্পূর্ন তথ্য না পাওয়া পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তির মোট পরিমাণ বলা সম্ভব নহে।

ওয়াকপ্ সম্পত্তি বে-আইনী দখলকার থেকে উদ্ধারের জন্য ইণ্ডিয়ান ওয়াকপ্ এ্যাক্ট ১৯৫৪ (ত্রিপুরায় সম্প্রসারিত) আইনের ধারা বলে ওয়াকপ্ বোর্ড যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

Admitted Starred Question No. 46.
Bp—Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য কদমতলায় ডাক বাংলার জন্য নির্দ্ধারিত জমিতে কোন পাব্লিক ঘর তৈরী করেছে, এবং

২) যদি সত্য হয় তবে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১) হ্যাঁ,

২) ঘর তৈরীর কাজ বন্ধ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং কাজ বন্ধ আছে।

Addmitted Starred Question No. 54.
By :—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state:—

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার ইচাই লালছড়া নিবাসী শ্রী সুরেন্দ্র নমঃ সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ খাস ভূমির উপর নির্মিত তার বসত বাড়ীতে বসবাস করা সত্বেও উক্ত ভূমিটি ইদানীং কাল ঐ গ্রামের অধিবাসী শ্রী রমেশ নমঃ এর নামে সরকার এলটমেন্ট করেছেন এবং সে ঐ এলটমেন্টের উপরে শ্রী নমঃ

সরকারী অনুদান হিসাবে ১০১০'০০ টাকা পেয়েছেন।

২) যদি সত্য হয় তাহলে সুরেন্দ্র নমঃ ঐ ভূমিতে সুদীর্ঘ কাল বসবাস করা সত্বেও তাকে ঐ ভূমি allotment না দিয়ে অন্যকে ঐ ভূমি এলটমেন্ট দেওয়ার কারণ কি ?

৩) উক্ত ভূমি শ্রী সুরেন্দ্র নমঃ এর নামে এলটমেন্ট করে তার স্ব-ভূমিতে তাকে স্থায়ী ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

ANSWER

১) না, সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admi ted Starred Question No. *105. By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble M nister in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

QUESTION.

১। মাধ্যমিক, হাইয়ার সেকেণ্ডারী ও দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করিয়া চাকুরীর জন্য নাম রেজিষ্ট্রেসন করিয়াছেন এমন প্রতিবন্ধী বেকারের সংখ্যা কত ও (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২। ১।১।৮০ ইং হইতে ৩০। ৬।৮১ ইং পর্যন্ত কোন ব্লকে কতজন প্রতিবন্ধী বেকারের চাকুরী ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ANSWER

১। ত্রিপুরাতে রেজিষ্ট্রিভুক্ত মাধ্যমিক, হাইয়ার সেকেণ্ডারী ও দ্বাদশ শ্রেণী পাশ প্রতিবন্ধী বেকারের সংখ্যা মোট—২৮৫ জন। ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখার সুষ্টব্যবস্থা এখন পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। তাহা অচিরে হওয়ার পথে।

২। ১।১।৮০ ইং হইতে ৩০। ৬।৮১ ইং পর্যন্ত মোট—১৪৯ জন প্রতিবন্ধী বেকারের চাকুরী হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখার ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার পথে। তবে কিছু সময়ের প্রয়োজন।

Admitted Starred Question No. *124 By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department bepleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গায় নিহত লোকদের পরিবারের কতজনকে এপর্যন্ত চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

২। ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ সনের ৩১সে জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কতজন প্রতিবন্ধীদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে তার হিসাব।

ANSWER.

১। ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের পরিবারের মোট—১,০০৮ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

২। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ ইঃ সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত মোট ২৭৭ জন প্রতিবন্ধীর চাকুরী হয়েছে।

Admitted Starred Question No. *149 By—Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:—

QUESTION

১। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর এলাকাকে নিয়া একটি "সাব ডিবিশন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং—

২। থাকলে কবে পর্যন্ত এই ঘোষনা নেওয়া হইবে?

ANSWER

১। বর্ত্তমানে এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই;

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. *150 By—Shri Khaged Das.

Will the Hon'ble Minister-n-charge of the Social Education Department be plea.ed to s.ate:—

QUESTION

১। ৭½ কানি পর্যন্ত জমির খাজনা ও টেক্স কোন বছর থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে; এবং

২। এর ফলে মোট কত কৃষক উপকৃত হয়েছেন?

ANSWAR

১। ১৩৮৭ বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হইতে যে সব পরিবার ৩ (তিন) আদর্শ (Standard) একর পর্যন্ত কৃষি ভূমি (বাস্তসহ) অধিকারী তাহাদের ভূমি রাজস্বের দায় হইতে অব্যহতি দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রাথমিক হিসাব মতে ২,৬৩,৭৮০ জন।

Admitted Starred Question No. 154

By Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in.Charge of the Forest Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। সামাজিক বনায়নের কর্মসূচী অনুসারে কত হেক্টর ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে?

২। কি কি উদ্ভিদ এই কর্মসূচীতে চাষ করা হয়েছে?

৩। সামাজিক বনায়নে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধাপে এ পর্য্যন্ত কত টাকা প্রদান করা হয়েছে?

উত্তর

১। সামাজিক বনায়নের কর্মসূচী অনুসারে ১০৬৭.৬৩ হেক্টর ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

২। এই কর্মসূচীতে বিভিন্ন প্রকার বাঁশ, কাজুবাদাম, গামার ও মিশ্র জাতীয় বৃক্ষের চাষ করা হয়েছে।

৩। সামাজিক বনায়নে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের প্রথম কিস্তিতে ৪,৬৪,৫৯৪ টাকা (চার লক্ষ, চৌষট্টি হাজার পাঁচশত চৌরানব্বই টাকা), দ্বিতীয় কিস্তিতে ৭৭,৬৫৭ টাকা (সাতাত্তর হাজার ছয়শত সাতান্ন টাকা), এবং তৃতীয় কিস্তিতে ৩,৮৬০ টাকা (তিন হাজার আটশত ষাট). মোট ৫,৪৬,১১১ টাকা (পাঁচ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশত এগার) টাকা এ পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 157

By Shri Gopal Ch. Das. M.L.A

Name of Minister—Shri Biren Datta, Minister.in.charge of Local Self Government Department

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ঘোষিত নটিফায়েড শহরগুলির উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন?

২। ইহা কি সত্য উদয়পুর নটিফায়েড এরিয়ার অফিস সংলগ্ন কয়েকটি টং দোকানদার সহ ফুটপাথ ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে; এবং——

৩। সত্য হইলে ঐ উচ্ছেদকৃত দোকানদার সমূহকে বিকল্প ব্যবসার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১। রাজ্যের সমস্ত নটিফায়েড এরিয়ার শহরগুলির বার্ষিক ও পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বার্ষিক ও পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ যোগ্য।

১। শহরের রাস্তা ও নর্দমা নির্ম্মাণ।

২। শহরের রাস্তা উন্নয়ন।

৩। শহরের বাজার উন্নয়ন।

৪। রাস্তাগুলি বৈদ্যুতিক আলোকীকরণের ব্যবস্থা।

৫। শশ্মানঘাট উন্নয়ন।

৬। প্রত্যেক নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে টাউন হল নির্মান।

৭। বেকার যুবকদের জন্য স্টল নিম্মান।

৮। অনাথ শিশুদের জন্য আবাস নির্মান ও পরিচালনা।

৯। রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড নির্মান।

১০। যাত্রীশেড নির্মান।

১১। রাস্তার পাশে ডাষ্টবিন স্থাপন।

১২। চর্মকারদের জন্য শেড নির্মাণ।

১৩। প্রতিবন্ধীদের জন্য ষ্টল নির্মান প্রভৃতি।

২। হ্যাঁ জবরদখলকারী ১১ জনকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে।

৩। উচ্ছেদকৃত ১১ টি দোকানদারকে ১০০ টাকা করিয়া সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। তদুপরি সুপার মার্কেটে উচ্ছেদকৃত দোকানদারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবসার সুযোগ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 176

By Shri Tapan Kumar Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Forest Department be pleased to state:-

১। ত্রিপুরার আয়তনের মোট কত অংশ বনাঞ্চল, এবং

২। এই বনাঞ্চলের কত অংশ জুম চাষের অধীন ?

৩। জুম চাষের অধীন এলাকার কত অংশ পি. এফ্ এর এবং কত অংশ আর এফ্ এর অন্তর্ভুক্ত ?

উত্তর

Minister in-Chargé cf the Forest Department: Shrl A. Rahaman,

১। ত্রিপুরার আয়তনের মোট ৫৬.৫৪ শতাংশ বনাঞ্চল এবং

২। বনাঞ্চলের কত অংশ জুমচাষের অধীন তাহা নির্ধারণের জন্য বনদপ্তরের পরিচালনাধীনে কোন জরিপ কার্য্য করা হয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা। তবে আর, এফ এর মধ্যে জুম চাষ আইনত নিষিদ্ধ।

Admitted Starred Question No- 177

By Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Forest Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ইহাকি সত্য চুরাইবাড়ী রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পানিসাগর ব্লকাধীন জয়ন্তাংবাড়ী গাঁওসভা আবেদন করেছিল, এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 180.

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। দারিদ্রের মাপ কাঠিতে বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরীর জন্য নাম পাঠানোর ব্যাপারে কর্ম-বিনিয়োগ আপিসে কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

২। ১৯৭০ সালের আগে পাশ করা স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী কতজন বেকার এখনও কাজ পায়নি ;

৩। ইহা কি সত্য যে নিনিয়রিটি অনুসারে যাদের রেজিষ্ট্রিকৃত নাম বিভিন্ন দপ্তরে আগে যাবার কথা তার তুলনায় পরের রেজিষ্ট্রিকৃত নামগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে আগে পাঠানো হচ্ছে ;

৪। ইহা কি সত্য যে প্রকৃত দুঃস্থ বেকারদের রেজিষ্ট্রীকৃত নাম বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরীর জন্য খুব কম পাঠানো হচ্ছে ;

উত্তর

১। না।

২। ১৯৭০ সালের আগে পাশ করা স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী বা সমতুল্য মোট ১৬৫৬ জন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার আছে। তাদের মধ্যে অনেকে আবার অনেক পূর্বেই চাকুরী প্রাপ্তির নির্দ্ধারিত বয়ঃসীমা অতিক্রম করে গেছেন।

৩। হ্যাঁ, কারণ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নিয়োগ কর্ত্তা কর্তৃক প্রদত্ত পদ পূরণের শর্তানু-যায়ী যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা বয়স ও অন্যান্য উল্লিখিত বিষয়ের বিবেচনা সাপেক্ষ শুধুমাত্র অনুরূপ রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারদের প্রাচীনত্বের উপর ভিত্তি করতে হয়।

৪। প্রকৃত দুঃস্থ বেকার কে কে তা জানার সুবিধা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নেই।

Admitted Starred Question No. 184.

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে, বিভিন্ন গভর্ণমেন্ট আণ্ডার টেকিংস প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থায় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হতে ৩১ আগষ্ট পর্য্যন্ত কত লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে ?

২। বর্ত্তমানে ঐ সকল অফিস ও প্রতিষ্ঠানে কতগুলি শূন্য পদ রয়েছে? (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)।

৩। এই শূন্যপদ পূরণের জন্য সরকার হতে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের ৪০টি দপ্তর ও সরকার অধিকৃত (undertakings) প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হতে ৩১শে আগষ্ট ১৯৮১ইং পর্য্যন্ত মোট ১১,২৬৭ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই।

২। উক্ত দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শূন্য পদের সংখ্যা ৪,৭১১। এই শ্রেণী ভিত্তিক হিসেব নিম্নরূপ ঃ—

প্রথম শ্রেণী—২২
দ্বিতীয় শ্রেণী—৩০৯
তৃতীয় শ্রেণী—৩,৩৭৪
চতুর্থ শ্রেণী—৮৯৬
অনিয়মিত—১১০

৩। শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

Admitted Started Qnestion No *190. By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে প্রটেক্টেড্ এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস কারী ভূমিহীন ও জুমিয়াদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমানে অর্ডিনেন্স দিয়ে বাঁধা সৃষ্টি করেছেন;

২। সত্য হইলে এই সমস্যার সমাধান রাজ্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

ANSWER

১। হাঁ।

২। রাজ্য সরকার স্থির করিয়াছেন যে সব প্রটেক্টেড ফরেষ্ট এলাকায় কোন মূল্যবান বনজ সম্পদ নাই সেই সব ভূমি রাজ্য ফরেষ্ট বিভাগের সহিত আলোচনা ক্রমে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 201
By—Shri Tapan Kumar Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য বামফ্রন্ট সরকার কয়েকটি শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য ন্যূণতম মজুরী নির্দ্ধারন করেছেন এবং

২। সত্য হলে এতে মোট কত জন শ্রমিক উপকৃত হচ্ছেন ?

ANSWER

১। হ্যাঁ বামফ্রন্ট সরকার মোট ৬টি শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ করেছেন।

২। এতে মোট প্রায় ১,৯৪,৯১০ জন শ্রমিক উপকৃত হচ্ছেন।

Admitted Starred Question No. 213
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরায় মোট কতটি ডাক বাংলা আছে ? তার দপ্তর ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২। ঐ সমস্ত ডাক বাংলাগুলিতে ক্রমান্বয়ে এক বা দুই বৎসর যাবত কোন সরকারী অফিসার সপরিবারে বাস করছেন কিনা ;

৩। করে থাকলে ঐ ডাকবাংলার নাম এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সরকারী ডাকবাংলায় বসবাসের কারন ?

ANSWER

১। রাজস্ব বিভাগ—১২টি

(ক) ডাক বাংলা

সদর, সোনামুড়া, খোয়াই, কৈলাসহর, ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর, কমলপুর, উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনীয়া সাব্রুম।

সার্কিট হাউস

আগরতলা

(খ) পি, ডব্লিউ, বিভাগ ১২টি—

ইন্সপেকসান বাংলা

ধর্ম্মনগর বিভাগ ৪টি—

কৈলাসহর বিভাগ ৩টি—

কমলপুর বিভাগ ১টি
খোয়াই বিভাগ ১টি
উদয়পুর বিভাগ ১টি
বিলোনীয়া বিভাগ ১টি
অমরপুর বিভাগ ১টি
(গ) ফরেষ্ট বিভাগ ৬৯টি

ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস

সদর ৯টি
সোনামুড়া ৮টি
খোয়াই ৮টি
অমরপুর ৬টি
সাব্রুম ৩টি
বিলোনীয়া ১০টি
উদয়পুর ৫টি
কৈলাসহর ৭টি
ধর্ম্মনগর ৯টি
কমলপুর ৪টি

২। ঐরূপ তথ্য সরকারের নিকট নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 221
Name of M. L. A. Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে বন দপ্তরের কিছু সংখ্যক কর্মী ও কতিপয় অসাধু ব্যাক্তির সহযোগিতায় রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বহু মুল্যবান বনজ সম্পদ চোরা পথে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে এই ধরনের পাচার রোধের জন্য সরকার কি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

৩। এই ধরনের পাচারের ফলে চলতি আর্থিক বছরে বনদপ্তরের ক্ষতির পরিমান কত ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে যে বনদপ্তরের কিছু সংখ্যক কর্মীর সহযোগিতায় রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে মুল্যবান বনজ সম্পদ চোরা পথে বাংলা দেশে পাচার হচ্ছে। তবে ইহা সত্য যে, সীমান্তবর্ত্তী এলাকার কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যক্তির ও বাংলাদেশের দুস্কৃতকারীদের সহাযাগিতায় রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী সংরক্ষিত বনাঞ্চলথেকে মুল্যবান বনজসম্পদ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে।

২। উক্ত ধরনের পাচার রোধের জন্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বনরক্ষী টইলদার বাহিনী জোরদার করা হইয়াছে। তদুপরি সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত বি. এস. এফ. ও ত্রিপুরা পুলিশের বর্ডার আউটপোষ্ট গুলিকেও এ বিষয়ে সচেতন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। এইরূপ পাচারের ফলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ১,১৫,৮০০ টাকা (এক লাখ পনের হাজার আটশত টাকা)

Admitted Starred Questin No. 224.
By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা ভূমিও রাজস্ব দপ্তর রাইমা সরমার দখলিকৃত ভূমিগুলি বেআইনি দখলীকৃত ভূমি হিসাবে নথীভূক্ত করেছিল ;

২। সত্য হইলে ঐ জমিগুলির দখল আইন সঙ্গত করার ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

উত্তর

১। হাঁ। দখলদারদের মধ্যে যাহাদের স্বত্ব ছিল না তাহাদিগকে বে-আইনী দখলদার হিসাবে নথীভুক্ত করা হইয়াছিল।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 225.
By :—Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ডুম্বুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের জলাধার ভুক্ত যেসব জমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহন করা হয়েছিল সেগুলোর মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য কয়টি আবেদন পত্র ভূমির মালিকদের নিকট হইতে সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে কি ?

২) উক্ত আবেদনগুলির মধ্যে কয়টি আদালতে পাঠান হয়েছে ; এবং

৩) বাকী আবেদন পত্রগুলির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER.

১) ল্যাণ্ড একুইজিষান আইনের ১৮ নং ধারা মতে মোট ৯৮৩ টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

২) ইহার মধ্যে ২১টি আবেদন পত্র উদয়পুর L. A. Judge এর আদালতে পাঠান হইয়াছে এবং ৪৪৬টি দরখাস্ত বিস্তারিত পরীক্ষা করার পর বাতিল করা হইয়াছে।

৩) বাকী ৫১৬টি আবেদন বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 227.

By:— Shri Drao Kumar Riang.
Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue& Employment Department be pleased to state :—

১) রাজ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা কত (আলাদা হিসাব) ;

২) ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ সনের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কতজন ভূমিহীন ও গৃহহীনের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে তাঁর হিসাব (আলাদা আলাদা হিসাব) ;

৩) ইহা কি সত্য যে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় ভূমিহীন অ-উপজাতিদের পুন-র্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে ?

ANSWER.

১) (ক) গৃহহীন— ১৬,৮৩৮ জন
(খ) ভূমিহীন— ৩২,৫২৯ ,,
(গ) গৃহহীন— ৬২,৮৫৬ ,,
ভূমিহীন ১,১২,২২৩ ,,

২) (ক) গৃহহীন— ২,৯০০ ,,
(খ) ভূমিহীন— ১০,৩৫৭ ,,
(গ) গৃহহীনও---১০,০২০ ,,
ভূমিহীন ২৩,২৭৭ ,,

৩) না, স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় আপাতত: অ-উপজাতিদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া বন্ধ আছে ।

Admitted Stared Question No. 229

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

(১) রাজ্যে মোট কত রেকর্ডভুক্ত ভূমিহীন আছে ;

(২) তারমধ্যে কতজনকে গত তিন বছরে ভূমিদান করা সম্ভব হয়েছে ;

(৩) বর্ত্তমান বর্ষে কতজন ভূমিহীনকে ভূমি দিবার পরিকল্পনা ছিল এবং কতজনকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

(১) (ক) গৃহহীন—১৬৮৩৮ জন
(খ) ভূমহীন—৩২৫২৯ ,,
(গ) গৃহহীন ও—৬২,৮৫৬ ,,
ভূমিহীন—
১,১২,২২৩ জন

(২) (ক) গৃহহীন—২,৮৫০ জন
(খ) ভূমিহীন—১০০৬১ জন

(গ) গৃহহীন ও—১৭৭৬ „

ভূমিহীন

(৩) বর্তমান বর্ষে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই তবে সঙ্গায় তালিকা মতে ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 233

By—Shri Rashiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) মান্দাই বাজারকে মিনি শহরে রূপান্তরিত করার যে পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন তাহা কবে পর্যন্ত কার্যকর করা যাবে ;

২) উক্ত মিনি শহরে কোন কোন দপ্তরের শাখা অফিস থাকবে-এবং উক্ত দপ্তরগুলির কাজ কতদুর অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১) টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্লেনারকে মান্দাইএ বিভিন্ন অফিসের শাখা ও বাজার পুন: স্থাপনের কাজের ব্যপক পরিকল্পনা তৈরী করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত কাজের অগ্রগতি হইতেছে।

২) নিম্নোক্ত অফিসগুলি এবং শাখা অফিসগুলি মান্দাই এর নূতন টিলায় এবং বর্তমান বাজার এলাকায় স্থাপিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে :—

১) পঞ্চায়েত অফিস (নেয়া পঞ্চায়েত অফিস সহ)

২) তহশীল অফিস

৩) ভি, এল, ডবলিউ সেণ্টার

৪) সাব ষ্টোর এবং সেক্টর অফিস

৫) লেম্পস্

৬) পোষ্ট অফিস এবং মাইক্রো ওয়েভ টেলিফোন সেণ্টার

৭) এফ সি ডবলিউ সেণ্টার

৮) ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সেণ্টার

৯) গ্রামিণ ব্যাঙ্ক

১০) মার্কেট সেড্ এবং প্লটস কর ট্রেডার্স

১১) পুলিশ আউট পোষ্ট

১২) সোশাল এডুকেশন

১৩) পশুপালন দপ্তর

১৪) ফিসারী দপ্তর এবং এফ্ সি ওভালিউজ

Admitted Starred Question No. 250

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state—

১) উদয়পুর ফরেষ্ট ডিভিসনে এবং বগাফা ডিভিসনে ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১ এবং, ১৯৮১-৮২ বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন কোন কনট্রাকটর ফরেষ্ট এর অকসান ডেকেছে। কণ্ট্রাক-টরদের নাম ও ঠিকানা।

২) কত-গাছের জন্য কত টাকা Royalty তাহারা দিয়েছেন।

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

—ঐ—

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

Admitted Starred Question No. 251

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৬০ এ ত্রিপুরায় T. L. R & L. R. Act চালু হওয়ার পর কোন কোন proposed Reserved Forest এ Reserve final করার পূর্বে Forest Settlement Officer রা কয়টি তদন্ত করেছেন।

২। কয়টি তদন্ত রিজার্ভ মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৩। কোন্ কোন্ P. R. F. এ Forest Settlement Officer দের তদন্তের জন্য কতদিন সময় দেয়া হয়েছে।

উত্তর

১। ত্রিপুরায় T. L R. & L R. Act চালু হওয়ায় পর কোন কোন Proposed Reserved Forests Reserve Final করার পূর্বে Forest Settlement Officer রা কয়টি তদন্ত করেছেন তাহার তথ্য বর্তমানে লভ্য নহে। তবে বিভিন্ন Proposed Reserve Forest গুলি final Reserve করার জন্য যত সময় ধরিয়া Forest Settlement Officer রা তদন্ত করেছেন তাহা ৩নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া গেল। ইহাতে দেখা যায় যে, তদন্তের জন্য Forest Settlement Officer গণ সর্ব্বনিম্ন প্রায় দুই বছর সময় নিয়াছেন। উর্দ্ধসীমার নিরীখে দেখা যায় যে কুড়ি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও তদন্তকার্য্য শেষ হয় নাই।

২। রিজার্ভ মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোন আইনানুগ ক্ষমতা Forest Settlement Officer এর নাই। তবে বিশেষ কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে তিনি কোন নির্দিষ্ট জায়গা যে রিজার্ভ ফরেষ্ট সংগঠিত হইবে তাহার বাহিরে রাখিবার সুপারিশ করিতে পারেন। প্রাপ্ত নথীমূলে দেখা যায় যে মোট ৩১টি Proposed Reserve Forest হইতে Forest Settlement Officer গণ তদন্তক্রমে মোট ৬২.৫৭০.৫১৭ একর (২৫,৩২১'৬৮ হেক্টর) পরিমিত ভূমি রিজার্ভ মুক্ত রাখার সুপারিশ করিয়াছেন, যাহা সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং উক্ত ভূমি রিজার্ভ final করার পূর্ব্বে সেই অনুসারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারদের তদন্ত কার্য্যের জন্য কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। তবে কোন কোন Proposed রিজার্ভ ফরেষ্ট ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারদের তদন্তের জন্য কতদিন সময় লাগিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

Proposed রিজার্ভ ফরেষ্টের নাম	ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের নাম	ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের তদন্ত কার্য্য শুরু করার সময়	ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের তদন্ত কার্য্য শেষ করার সময়	মন্তব্য
১। আঠারমুড়া কালাঝড়ি	ডি, এম, এণ্ড কালেক্টর ত্রিপুরা। এ, ডি, এম, এণ্ড কালেক্টর এন্, এন্, চৌধুরী, ত্রিপুরা এ. এস. ও এণ্ড চার্জ অফিসার—২ (নর্থ)	২১। ২।১৯৫৭ইং	—	নথি নাই
২। সেনট্রাল ক্যাচমেণ্ট	ঐ	ঐ	—	ঐ
৩। ফুলাই এক্সটেনসন	ডি. এম. এণ্ড কালেকটার, ত্রিপুরা এ. ডি. এম. এণ্ড কালেকটার এন. এন. চৌধুরী এ, এস ও এণ্ড চার্জ অফিসার -১ (সদর)	৭। ১২। ১৯৫৭ইং	১৭।৫। ৮৯৬১ইং	—
৪। বড়মুড়া (দেওতামুড়া)	ঐ	১৬। ৪। ১৯৫৮ইং	—	নথি নাই
৫। রামচন্দ্র -ঘাট	ঐ	১৫। ৪। ১৯৫৮ইং	—	ঐ
৬। টৈক্কা তুলসী	ডি. এম. এণ্ড কালেকটার ত্রিপুরা এ. ডি. এম. এণ্ড কালেকটার এন. এন. চৌধুরী এ. এস. ও এণ্ড চার্জ অফিসার -৩(সাউথ)	২৭।১১।১৯৫৬ইং	—	ঐ
৭। কাচিগাং	ঐ	২৭। ৯। ১৯৫৬ইং	২১। ৪। ১৯৬৬ইং	
৮। জুরি	এ. ডি. এম. এণ্ড কালেকটার, ত্রিপুরা এন. এন. চৌধুরী এ. এস. ও এণ্ড			

১	২	৩	৪	৫
	চার্জ অফিসার -২ (নর্থ)	৩।৫।১৯৬১ইং	৮।১২।১৯৬৩ইং	
৯। উনকোটি	ঐ	৩০।৩।১৯৬১ইং	৫।১২।১৯৬৪ইং	
১০। দামছড়া	ঐ	২৩।৩।১৯৬১ইং	১১।১১।১৯৬৪ইং	
১১। উজান মাছমারা	ঐ	৯।৬।১৯৬১ইং	৯।৭।১৯৬৪ইং	
১২। চোরাই বাড়ী	ঐ	১১।৫।১৯৬১ইং	১৫।১।১৯৬৮ইং	
১৩। মনু ছৈলেংটা	ঐ	২২।৪।১৯৬১ইং	১।৪।১৯৬৯ইং	
১৪। সমরু হালাই	ঐ	২২।৪।১৯৬১ইং	২৬।১২-১৯৬৭ইং	
১৫। দেও	ঐ	২৮।৩।১৯৬১ইং	৫।৪।১৯৬৮ইং	
১৬। উনকোটি এক্সটেনশন	ঐ	৭।৬।১৯৬১ইং	৮।১২।১৯৬৪ইং	
১৭। উল্টাছড়া	এ, এস. ও এণ্ড চার্জ অফিসার- ২(নর্থ)	৩১।৮।১৯৬৫ইং	২।৮।১৯৬৭ইং	
১৮। লংথরাই	এ. ডি. এম. এণ্ড কালেকটার এন. এন. চৌধুরী এ. এস. ও এণ্ড চার্জ অফিসার ২- (নর্থ) এ. এস. ও কৈলাসহর-	১০।৩।১৯৬১ইং	১৩।১।১৯৭৭ইং	
১৯। কুলাই	এ. ডি. এম. এণ্ড কালেকটর এন, এন. চৌধুরী, এ. এস. ও এণ্ড চার্জ অফিসার- ১ (সদর)	১২।৫।১৯৬১ইং	২৯।১২।১৯৬৪ইং	
২০। সালেমা	ঐ	১৫।৫।১৯৬১ইং	১৪।১২।১৯৬৪ইং	
২১। খোয়াই ক্যাচমেণ্ট	ঐ	১৩।১১।১৯৬১ইং	২৭।৯।১৯৬৪ইং	
২২। ঢাকমাঘাট	ঐ	৬।৬।১৯৬১ইং	২৬।১২।১৯৬৩ইং	
২৩। তেলিয়ামুড়া	ঐ	২৩।৩।১৯৬১ইং	৩১।৯।১৯৭৩ইং	
	এগ্রি সেনসাস অফিসার (আর. বি. বি. পাল)			

১		২	২	৪	৫
২৪।	চন্দ্রাই পাড়া	এ. ডি. এম. এণ্ড কালেকটার, ত্রিপুরা এন. এন. চৌধুরী এ. এস. ও এণ্ড চার্জ অফিসার-১ (সদর) এ. এস. ও কমলপুর	১১। ৫। ১৯৬১ ইং	১৩। ৪।১৯৭৭ ইং	
২৫।	চাম্পামুড়া	এ. এস. ও এণ্ড চার্জ অফিসার-১ (সদর) এগ্রি সেনসাস অফিসার। -(আর. বি. পাল)	৩১। ৮।১৯৬৫ইং	২৩। ৯। ১৯৭১ইং	
২৬।	হাতিপাডা	এ. ডি. এম. এণ্ড কালেকটার এন. এন. চৌধুরী, এ. এস. ও এণ্ড চার্জ অফিসার সদর	২। ৩। ১৯৬১ ইং	২৩। ১২। ১৯৬৯ ইং	
২৭।	চড়িলাম এগ্রি সেনসাস অফিসার (আর) বি. পাল)			১২। ৬। ১৯৬১ ইং	১৫। ১২।১৯৭০ ইং
২৮।	হরিশনগর	এগ্রি সেনসাস অফিসার (আর. বি. পাল)	৭। ২। ১৯৬১ ইং	১। ৮। ১৯৭৭ ইং	
২৯।	পাথালিয়া ফুয়েল	এ. এস. ও এণ্ড চার্জ অফিসার সদর এগ্রি সেনসাস অফিসার (আর, বি. পাল)	৯১। ৩। ১৯৬৬ ইং	২৬। ৮।১৯৭১ ইং	
৩০।	পাথালিয়া	এ. ডি. এম. এণ্ড কালেকটর, ত্রিপুরা এন. এন. চৌধুরী এ. এস. ও এণ্ড চার্জ			

১	২	৪	৪	৫
	অফিসার, সদর এগ্রি সেনসাস অফিসার, (আর, বি, পাল)	২৮।৩।১৯৬১ ইং	২২।৯।১৯৭৫ ইং	
৩১। তুলাকোণা	এ, ডি, এম, এণ্ড কালেক্টর, ত্রিপুরা (এন্, এন্, চৌধুরী) এ, এস্, ও এণ্ড চার্জ অফিসার-১ সদর।	১৫।৫।১৯৬১ ইং	১৩।৭।১৯৭৭ ইং	
৩২। তুলাতলিবাড়ী	এ, ডি, এম, এণ্ড কালেক্টর ত্রিপুরা এন্, এন্, চৌধুরী, এ, এস্, ও এণ্ড চার্জ অফিসার (সাউথ/৩)	৭।২।১৯৬১ ইং	২৭।১১।১৯৬৯ ইং	
৩৩। মুহুরীপুর	ঐ	ঐ	১১।৯।১৯৬৯ ইং	
৩৪। বেতাগা লুধুয়া	ঐ	ঐ	২৭.৭।১৯৬৯ ইং	
৩৫। রাধাকিশোরপুর	ঐ	ঐ	৩।৬।১৯৬৯ ইং	
৩৬। জগন্নাথ দীঘি	এ.ডি. এম. এণ্ড কালেক্টর, ত্রিপুরা এন, এন, চৌধুরী এ. এস. ও. এণ্ড চার্জ অফিসার-৩ (সাউথ) এ.এস.ও. বিলোনীয়া	১০।২।১৯৬১ ইং	২৬।৯।১৯৭৫ ইং	
৩৭-কাসারী	ঐ	৭।২।১৯৬১ ইং	৩।৩।১৯৮০ ইং	
৩৮। গর্জি	এ.ডি. এম. এণ্ড কালেক্টর ত্রিপুরা এন. এন. চৌধুরী এ.এস.ও. এণ্ড চার্জ অফিসার-৩ (সাউথ) এগ্রি সেনসাস' অফিসার, আর. বি. পাল.। আর. এস. তেওয়ারী এ, এস. ও	১৩।৩।১৯৬১ ইং	২৮।১০।১৯৭৯ইং	
৩৯' করচাথোলা	ঐ	ঐ	ঐ	

'৪০। চন্দ্রপুর ঐ ৯।৬।১৯৬১ ইং ৯৫।২।১৯৭৪ ইং

ভারতীয় বন আইনে প্রযোজ্য ধারা অনুসারে আপত্তি দর্শাইবার জন্য নিম্নতম সময় ৩ মাস নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু তদন্তকার্য্য সম্পূর্ণ করার জন্য কোন সময়সীমা নির্দ্ধারিত নাই।

Admitted Starred Question No. 253.

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আমবাসা ফরেষ্ট ডিভিশন এলাকার পুনর্বাসন প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক জুমিয়া পরিবারকে কয়েক বছর পূর্বে জোর পূর্বক উচ্ছেদ করে তাঁদের এলোটমেন্ট এর জমিতে রিজার্ভ বনায়ন করা হয়েছিল?

২। ইহা কি সত্য যে ঐ সকল এলটির এর বর্তমান দখলে থাকা নিজ ভূমিখণ্ড নিজেদের রোপন করা গাছের উপর Royalty এর জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উত্তর

১। না। ইহা সত্য নহে। তবে রেকর্ড পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে ১৯৫৬ হইতে ১৯৫৮ সালের মধ্যে ৬২০.৫৯ একর পরিমিত বনভূমি জুমিয়াদের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছিল। উক্ত বণ্টনিকৃত বনভূমির অধিকাংশ স্থান বণ্টন করার সময় হইতে অনাবাদি থাকিয়া যাওয়ায় এবং বণ্টনিকৃত বনভূমির সীমানা জমির উপর চিহ্নিত না হওয়ার ফলে ভুলক্রমে সেই ৬২০.৫৯ একর বণ্টনিকৃত বনভূমির ৭১.২৪ একর পরিমিত অংশের উপরে বনায়ন করা হইয়া গিয়াছিল।

২। ইহা সত্য নহে।

Admitted Starred Question No. 289.

By—Shri Rudreswar Das.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে সমগ্র ত্রিপুরায় কত জুমিয়া ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন?

(বিভাগ ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। এ কার্যকে সুষ্ঠভাবে এবং ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

উত্তর

১। ১৯৮১-৮২ সনে নির্দিষ্ট সংখ্যক জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি এবং অ-উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় নাই। তবে মোটামোটিভাবে

১৯৮১-৮৫ সনের মধ্যে ২,৭০০ এবং ২০০০ জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পরিবারদিগকে বন বিভাগের অন্তর্গত দুইটী স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে।

২। রেজিষ্টারীকৃত ভূমিহীনদের ভূমি এলট করার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য য সমস্ত এলাকায় পুনর্জরিপের কাজ আরম্ভ হইয়াছে ঐ সমস্ত এলাকায় ভূমি এলটমেণ্ট দেওয়ার ক্ষমতা সেটেলমেণ্ট অফিসারদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য এলাকায় মহকুমা শাসকদের উপর ঐ দায়িত্বভার দেওয়া আছে।

Admitted Starred Question No. 304
By Shri Badal Choudhury.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। সেমি, বেসরকারী শিল্পকারখানায় ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিক কর্মচারিদের দুর্গাপূজার আগে বোনাস দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

২। গত বছর যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ বোনাস দেননি সরকার তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

৩। বোনাস আইনের মধ্যে কারা কারা অন্তর্ভুক্ত হবেন?

উত্তর

১। সমস্ত সেমি, বেসরকারী শিল্প কারখানায় কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের বোনাস দুর্গাপূজার ১৫ (পনর) দিন পূর্বেই দেওয়ার জন্য সকল মালিককেই অনুরোধ করা হইয়াছে। যে সমস্ত সংস্থা পেমেণ্ট অব বোনাস এক্টের আওতায় আসে না সেই সমস্ত সংস্থায় নিযুক্ত সকল শ্রমিকদেরই দুর্গাপূজার ১৫ (পনর) দিন পূর্বে অনুদান দেওয়ার জন্য মালিকদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

২। গত বছর সমস্ত সংস্থাতে কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের বোনাস বা অনুদান প্রদান করা হইয়াছে। ইট ভাটায় নিযুক্ত কতিপয় শ্রমিক বোনাস পান নাই এই সমস্ত শ্রমিকগণকে বোনাস দেওয়ার বিধি বদ্ধ তারিখের আগে চলিয়া যাওয়ায় মালিকগণ বিলম্ব করার সুযোগ করেন।

৩। যে সমস্ত সংস্থায় ১০ (দশ) বা ততোধিক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছেন সেই সমস্ত সংস্থা বোনাস আইনের অন্তর্ভুক্ত হবেন, কিন্তু নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত বোনাস দেওয়া হইতে রেহাই পান।

Admitted Starred Question No. 311.

By :—Shri Badal Choudhury.
Shri Sumanta Das.
Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Forest Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের নিকট এমন এক সার্কুলার পাঠিয়েছেন যার দরুন রাজ্যের কোন ফরেষ্ট ল্যাণ্ড কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া রিলিজ করা যাবে না।

২। সত্য হইলে উক্ত সার্কুলারের সারমর্ম কি,

৩। রাজ্য সরকার উক্ত সার্কুলারের জবাব দিয়েছেন কি,

৪। দিয়ে থাকলে তার সারমর্ম কি ?

উত্তর

১। না। তবে লোকসভায় ফরেষ্ট (কন্‌সারভেসন) এক্ট, ১৯৮০ নামক একটি আইন পাস হইয়াছে। এই আইন বলে কোন রাজ্য সরকার অথবা অন্য কোন অধিকারী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত নিম্নলিখিত কোন নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন না।

(ক) কোন সংরক্ষিত বন বা তাহার অংশ সংরক্ষিত বন হইতে মুক্ত করা।

(খ) কোন বনভূমি বা তাহার অংশ বন বহির্ভূত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করা।

বন বহির্ভূত উদ্দেশ্যে অর্থে কোন বনভূমি বা তাহার অংশ বনায়ন উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকে জমি ভাঙ্গিয়া ফেলা অথবা পরিষ্কার করা।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। রাজ্য সরকারের অসুবিধার কথা কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 312.

By :—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land & Land Revenue Depart ment be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মোট কতজন বর্গাদার সরকারের কাছে নাম লিপিবদ্ধ করেছে ;

২। এর মধ্যে মোট কতজন বর্গাদারকে বর্গাস্বত্ব দেওয়া হয়েছে ; এবং

৩। বর্গাস্বত্ব প্রাপ্ত জমির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। ৩২৭৮ জন।

২। বর্গাদারদের স্বত্ব ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী স্বীকৃত।

৩। ৩০৭০·৯৬ একর।

ANNEXURE—"B"

Admitted unstarred Question No. 1.

By :—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাড়ে সাত কানী পর্য্যন্ত জমির খাজনা রহিত করার ফলে সারা ত্রিপুরায় কতটি কৃষক পরিবার খাজনার দায় হইতে মুক্তি পেলেন তার সংখ্যা (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী খাজনার দায় হইতে মুক্তি প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	কৃষকের সংখ্যা।
সদর	৭০,৮৭৫ জন
সোনামুড়া	২৩,৫১৬ ,,
খোয়াই	২৬,৬৩১ ,,
ধর্মনগর	২৬,৪৫১ ,,
কৈলাশহর	১৭,৪৭২ ,,
কমলপুর	১৬,৯২১ ,,
উদয়পুর	২০,৮৩৮ ,,
অমরপুর	১২,৫৬৭ ,,
বিলোনীয়া	৩৩,৬৩৩ ,,
সাব্রুম	১৭,০৭৩ ,,
	২,৬৩,৭৮০ জন

Admitted Unstarred Question No. 3

By—Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সরকারী ও সরকার অধিকৃত বিভিন্ন দপ্তরে কতজন লোককে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২) বিভিন্ন দপ্তরে এখনও কতগুলি পদ খালি পড়ে আছে। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

৩) বর্তমান আর্থিক বৎসরে কত লোককে বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরীতে নেওয়া হবে ?

উত্তর

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারী ও সরকার অধিকৃত ৪০টি দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৩০শে জুন ১৯৮১ইং সন পর্য্যন্ত মোট ১৭,৭৮৫ জনের চাকুরী হয়েছে।

উক্ত দপ্তর সমূহে মোট খালি পদের সংখ্যা ৮৭০৫ এবং (৮১২৯) বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে ৮১২৯টি শূন্য পদ পূরণ করা যাবে বলে অনুমান করা যায়। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন। দপ্তর ভিত্তিক নিয়োগ ও খালি পদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	নিয়োগের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১)	গ্রামীণ কারিগরী বিভাগ		১
২)	কর বিভাগ	৪১	—
৩)	পুলিশ প্রশাসন	৯৮২	৮২৭
৪)	কারা বিভাগ	১৩০	৮১
৫)	অগ্নি নির্বাপন অধিকার	১৪১	৪০
৬)	যুব সক্ষম দপ্তর	৮	৭
৭)	জেলা জজ (দ:)	২৮	৪
৮)	নির্বাচন বিভাগ	১০	১৪
৯)	অসামরিক প্রতিরক্ষা	১২	৩
১০)	মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়	৪	০
১১)	দুর্নীতি দমন বিভাগ	১	১
১২)	প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর	১৪	৬
১৩)	উপজাতি গবেষণা বিভাগ	১০	৬
১৪)	আইন দপ্তর	১৮	২৯
১৫)	জেলা শাসক (প:)	২২৪	৪০
১৬)	পশু পালন	৩৮৮	২৪৭
১৭)	উপজাতি কল্যাণ	১৭৮	১৬৪
১৮)	নিয়োগ দপ্তর	১৪	১৪৮
১৯)	স্বাস্থ্য বিভাগ	১১৮৭	৪৪৮
২০)	জেলা শাসক (দ:)	১৬৩	৪৫
২১)	রাজ্য সৈনিক বোর্ড	৬	২
২২)	খাদ্য দপ্তর	১১১	৩৬
২৩)	মৎস্য বিভাগ	২২১	১০৯
২৪)	জেলা জজ (প:)	১২৮	২
২৫)	সাচবালয়	১৫৭	২৯
২৬)	তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর	১৫৮	৯২
২৭)	ট্রেনিং সেমিনারী	৫	১৫
২৮)	শ্রম দপ্তর	৪০	২৪

১	২	৩	৪
২৯)	পঞ্চায়েত রাজ	৫১৯	৮৪
৩০)	বন বিভাগ	৯৪৩	২৮৯
৩১)	নিয়োগ ও জনশক্তি	৪০	৫৭
৩২)	শিক্ষা দপ্তর	৮০০৩	৩২২৪
৩৩)	শিল্প বিভাগ	২৮৮	৩৫২
৩৪)	পরিবহন দপ্তব	১২	৪
৩৫)	সমবায় দপ্তর	১১৫	১১৪
৩৬)	পরি সংখ্যান দপ্তর	৪৭	৩২
৩৭)	ভূমি রাজস্ব দপ্তব	২৮৬	৩০১
৩৮)	টাউন ও কান্টি্র প্লেনিং	২	১১
৩৯)	কৃষি বিভাগ	৫৮৯	৫১১
৪০)	পূর্ত্ত দপ্তর	১৯৫৬	৯৮৯
৪১)	মুদ্রণ বিভাগ	১৯২	৮৮
৪২)	ওজন ও পরিমাপ	২৮	৮
৪৩)	ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা	৯৮	১৬
৪৪)	সড়ক পরিবহন	১২৩	১৮৩
৪৫)	ফরেষ্ট উন্নয়ন কর্পোঃ	১৪৩	২৯

Admitted un-starred question No. 14

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট কয়টি শ্রম আইন ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে ; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) যারা শ্রম আইন ভঙ্গ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ; এবং

৩) আইন ভঙ্গকারীদের কারো কোন শাস্তি হয়েছে কিনা ;

৪) যদি হয়ে থাকে তবে তা কি ধরণের ;

৫) শ্রম আইন ভঙ্গ যাতে না হতে পারে তার জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

১) উত্তর ত্রিপুরা জেলা :—৭৬১টি শ্রম আইন ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা :—২,৪০৯টি শ্রম আইন ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা :—৪৫৫টি শ্রম আইন ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে।

২) শ্রম আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তের পর আইন মোতাবেক ক্রটি

সংশোধনের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে নোটিশ জারী করা হয়েছে। নোটিশ অনুসারে আইন ভঙ্গকারী সংস্থা বা মালিকের বিরুদ্ধে মোট ২৬৪টি মামলা পশ্চিম ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় রজু করা হয়েছে তন্মধ্যে ১৬০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ৩,৩৬১টি ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শক ও শ্রম কার্য্যকারকদের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং বাকী ১০৪টি ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। অন্য ৬৯টি অভিযোগের ক্ষেত্রে শিল্প বিরোধ আইনের বিধান অনুযায়ী আলাপ আলোচনার বৈঠকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।

৩) শাস্তি হয়েছে।

৪) প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা হয়েছে।

৫) শ্রম আইন ভঙ্গ যাতে না হয়, এই জন্য মহকুমা শ্রম পরিদর্শক এবং জেলা শ্রম কার্য্যকারকগণ প্রতিনিয়তই সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং শ্রম আইন ভঙ্গকারী-দের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Admitted Unstarred Question No. 16

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর এ পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন বিভাগে কয়টি পঞ্চায়েতে কত পরিমাণ জায়গায় রাবার ও অন্যান্য ফলের বাগান করা সম্ভব হয়েছে ;

২) বর্তমান আর্থিক বছরে কতটি পঞ্চায়েতে কত পরিমাণ জায়গায় এ ধরণের সম্পদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা রয়েছে ;

৩) এই সকল সম্পদ রক্ষায় কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

১) বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েতে কোন রবার বাগান করা হয় নাই। মোট ৫৮টি পঞ্চায়েতে ১৫৯·০৫ হেক্টর পরিমিত জায়গায় কাজু বাদাম ফলের বাগান করা হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

বিভাগের নাম	পঞ্চায়েতের সংখ্যা	পঞ্চায়েত ভূমিতে বাগানের পরিমাণ	ব্যক্তিগত ভূমিতে বাগানের পরিমাণ	মোট
সদর বিভাগ	৭	১০.২০ হেক্টর	—	১০.২০ হেক্টর
ঐ	৪৩	—	১৩২.২০ হেক্টর	১৩২ ২০ ,,
গোমতী বিভাগ	৭	—	১.৬৫ ,,	১.৬৫ ,,
মনু বিভাগ	১	১৫.০০ ,,	—	১৫.০০ ,,
	৫৮	২৫.২০ হেক্টর	১৩৩.৮৫ হেক্টর	১.৫৯.০৫ হেক্টর

২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে পঞ্চায়েতে কোন রাবার বাগান এবং ফলের বাগান সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নাই। পঞ্চায়েতের সুপারিশ অনুসারে ১৫৯.০৫ হেক্টর পরিমিত জায়গায় কাজু বাদামের বাগান করা হইয়াছে। ইহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব (১) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ ব্যতীত সদর বন বিভাগের ৫২টি, উত্তর বন বিভাগের ২টি ও গোমতী বন বিভাগের ৭টি পঞ্চায়েতে ৩৫৮.৯৮ হেক্টর পরিমিত জায়গায় বিভিন্ন জাতীয় বাঁশ ও ১০৪.২৮ হেক্টর পরিমিত জায়গায় গামার বাগান সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

বন বিভাগের নাম	গাঁওসভার সংখ্যা	বাঁশ বাগান	গামার বাগান	মন্তব্য
সদর বিভাগ	৯	২২.০০ হেঃ	০.৯ হেঃ	পঞ্চায়েত ভূমি
সদর বিভাগ	৪৩	৩২৫.২৩ ,,	৯১.০৮ ,,	ব্যক্তিগত ভূমি
গোমতী বিভাগ	৭	১১.৭৫ ,,	৯.৯০ ,,	ব্যক্তিগত ভূমি
উত্তর বিভাগ	২	—	২.৪০ ,,	পঞ্চায়েত ভূমি
	৬১	৩৫৮.৯৮ হেঃ	১০৪.২৮ হেঃ	

৩) এই সকল সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত আছে। বন দপ্তরে নিযুক্ত কর্মচারীগণ বাগানগুলি যাহাতে সুন্দর ভাবে গড়িয়া উঠে তাহার জন্য যথাযথ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

Admitted Unstarred Question No. 27

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে (আণ্ডারটেকিংসহ) মোট কতগুলি শূন্যপদ রয়েছে ? পদের শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২) এই পদ সমূহ পূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

৩) ইহা কি সত্য যে, মৎস্য দপ্তরে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতিদের সংরক্ষিত সুপারিনটেন্ডেট পদ সমূহ পূরণের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে (আণ্ডারটেকিংসসহ) মধ্যে ৪৫টি দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শূন্য পদের সংখ্যা মোট ৮,১০৫টি। পদের শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) প্রথম শ্রেণী—২৯

খ) দ্বিতীয় শ্রেণী—৫৩৪

গ) তৃতীয় শ্রেণী—৬,৩৬১

ঘ) চতুর্থ শ্রেণী ও
নিদৃষ্ট বেতনভুগী
ইত্যাদি। —১,১৮১

২) ঐসকল পদ পুরণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে যেমন—কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম চাওয়া হয়েছে, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রিকিউজিশন দেওয়া হয়েছে, জব ফরম (Job Form) বিলি করা হয়েছে, প্রমোশনের পদ পুরণের জন্য কোন কোন দপ্তরে প্রমোশন কমিটি বসানো হয়েছে।

৩) তথ্য সংগ্রহাধীন।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Legislative Building, Agartala, on Thursday, September 24, 1981 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Hon'ble Speaker, in the Chair, the Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 41 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মি: স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার সন্নিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চজন নং ৩, ইন্‌ডাস্‌ট্রি‌স ডিপার্ট-মেণ্ট।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাটে কাগজের কল স্থাপনের পরিকল্পনাটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে?

২। এই পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার এত বিলম্বের কারণ কি?

৩। এই কলটি চালু হলে কতজন বেকারের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমার ঘাটের নিকটবর্ত্তী ফটিকরায় নামকস্থানে কাগজকল স্থাপনের পরিকল্পনার লেটার অব ইনটেনটের মেয়াদ ৩১ শে অক্টোবর ১৯৭৯ইং সালে শেষ হয়। ইহার পর নূতন করিয়া আর বেটার অব ইনটেনটেনট এবং কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া যায় নাই।

২। কেন্দ্রের চূড়ান্ত অনুমোদন না পাওয়ায় এবং আর্থিক সংগতি না হওয়ায়।

৩। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৭,০০০ জন হইতে ২০,০০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই কাগজ কল স্থাপন সম্পর্কে কেন্দ্র কি কোন উত্তর দেন নি?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্বশেষ খবর হল যে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে কাগজ কল স্থাপন করার জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার সেটা যেন ত্রিপুরা সরকার বিবেচনা করেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে লেটার অব ইনটেনটেনট এবং আর্থিক বরাদ্দ করার জন্য চিঠি দিয়ে বলেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ইনফ্রাষ্ট্রাকচার বলতে কি বুঝিয়েছেন? আমাদের এখানে কি বাঁশ নেই? যে ধরনের কাঁচামালের দরকার সেটা কি আমাদের এখানে নেই?

শ্রীঅনিল সরকার :— সেটা কেটাগরিকেলী কিছু বলেন নি। তবে এর জন্য যে সমস্ত কেমিকেলস, ফুয়েল ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য রেল, ট্রেনসপোর্ট ইতাদির কথা বলছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা তো জানি রেল সম্প্রসারণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং এটা করতে সময় লাগবে। কাজেই কাগজ কলের জন্য প্রস্তুতি এখন নিতে আপত্তি কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কেন অবহেলা করছেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি গতকল্য একটা আলোচনায় এই সম্পর্কে বলেছি যে ১৯৭৩ সালে লেটার অব ইনটেণ্ট দেওয়া হইয়াছিল এবং এই কাগজ-কল করতে ৫/৭ বছর সময় লাগবে। মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে আমি একমত এবং কাগজ কল সম্পর্কে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছি লেটার অব ইনটেণ্ট এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য।

শ্রীসুবল রুদ্র :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে এই কাগজ কল স্থাপনের জন্য গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বামপন্থী দল হরতালের ডাক দিয়েছিল এবং ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং কিছু শহীদ হয়েছেন?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন তা সত্য। গত ১৪ তারিখের ধর্মঘটে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ অংশ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এই কাগজ কলের ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়া সাহায্য করবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ দেখাচ্ছেন না এটা কি সত্য?

শ্রীঅনিল সরকার :— ভারতবর্ষে প্রাইভেট কন্‌সার্নে ত্রিপুরায় কাগজ কল স্থানের ব্যাপারে সাহায্য করতে তারা আগ্রহী। কিন্তু সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই বছরে বাজেট সেশনে শিল্পমন্ত্রী বলেছেন যে এখানে ত্রিপুরাতে মিনি কাগজ কল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করবেন। এই সম্পর্কে কতটুকু কি করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন কিছু আমি বলেছি বলে মনে হচ্ছে না।

মি স্পীকার ঃ— শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নং ২০৮ ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেনট।

শ্রী অনিল সরকার:—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২০৮।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে মোট কয়টি কোথায় মোম উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে এবং সেগুলি কোথায় অবস্থিত ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে রাজ্যে ৫৫ টি মোম উৎপাদন কেন্দ্র আছে। কেন্দ্র গুলির অবস্থিতি মহকুমা ভিত্তিক নিম্নরূপ:—

সদর মহকুমা ৩৪ টি, আগরতলা—৩৩ টি, বিশালগড—১টি, উদয়পুর মহকুমা—৩০ টি, উদয়পুর টাউনে—২ টি, শনিছড়া—১ টি, অমরপুর মহকুমা—১ টি, অমরপুর টাউন—১ টি, বিলোনিয়া মহকুমা—২টি, জোলাই বাড়ী—১ টি, বাইখোড়া ১ টি, সোনামুড়া মহকুমা—১ টি, সোনা মুড়া শহরে—১ টি, খোয়াই মহকুমা—৪ টি, খোয়াই টাউনে—১ টি, তেলিয়ামুড়া—৩ টি, কমলপুর মহকুমা—২ টি, আমবাসায় ১ টি. মানিক ভাণ্ডার ২ টি, কৈলাশহর মহকুমা—২ টি, পাইতুর বাজার—১ টি, পানি চৌকি বাজার—১ টি, ধর্মনগর মহকুমা—৬ টি, ধর্মনগর টাউন—৬টি

প্রশ্ন

২) এই সকল কেন্দ্রে উৎপাদিত মোম হতে সরকারের বাৎসরিক আয় কত ?

উত্তর

২) এই সকল কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত মোম হতে সরকারের কোন প্রত্যক্ষ আয় নাই।

প্রশ্ন

৩) এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মি সংখ্যা কত এবং তাদের পারিশ্রমিক কিভাবে দেওয়া হয় ?

উত্তর

৩) এই শিল্পে ১২৮ জন কর্মি নিযুক্ত আছেন। সাধারণত: এই সকল কর্মিদের পীস রেট ভিত্তিতে মজুরী দেওয়া হয়।

প্রশ্ন

৪) এই শিল্পকে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

৪) হ্যাঁ।

প্রশ্ন

৫) যদি না থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

৫) প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী নকুল দাসঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, শিল্প দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের গাফিলতির ফলে প্যারাফিন ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে না। যার ফলে রাজ্যে কেরোসিনের অভাব থাকার জন্য জন সাধারন মোমের আলো থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রী অনিল সরকার:—স্যার, প্যারাফিন বাইরেথেকে আসছে না এটা সত্য নয়। আমাদের যা কোটা আছে, সেটা আমরা আনছি। বণ্টনের ব্যপারে যে সমস্ত ইউনিটগুলি আছে, তাদের প্রথম যে এ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়, সেটা শেষ হলে পর পরবর্ত্তী এ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়। সেটা শিল্প দপ্তর থেকে পারমিশান দেওয়া হয় এবং টি, এস, আই, সি, সেটা ডিষ্ট্রিবিউট করে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৫৫ টি কেন্দ্রে মোম উৎপাদন হচ্ছে। এই ৫৫ টি ইউনিটকে শিল্প দপ্তর থেকে কত টাকা লোন দেওয়া হয়েছে এবং কি সর্ত্তে দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী অনিল সরকার:—স্যার, এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রী মতিলাল সরকার:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা ঠিক কিনা যে দীর্ঘদিন যাবত আরও নুতন করে মোমের কারখানা খোলবার জন্য পারমিশান চেয়ে অনেকে দরখাস্ত করেছেন। কিন্তু সে দরখাস্ত গুলি এখনও মঞ্জুর হচ্ছেনা। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার কারন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী অনিল সরকার:—স্যার. অনেক দরখাস্ত আছে এটা সত্য। কিন্তু যে প্যারাফিন আমরা পাই, তাতে যে ইউনিটগুলি রানিং কণ্ডিশনে আছে, তাদের যে প্রয়োজন সেটা আমরা কোন রকমে মেটাই। তার অতিরিক্ত প্যারাফিন আমরা পাই না বলে নুতন ইউনিট খোলবার জন্য যারা লাইসেন্স চাইছেন তাদেরকে দিতে পারছিনা। কারন প্যারাফিন বাইরে থেকে আনতে হয়।

শ্রী সুবল রুদ্র—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, বৎসরে কতটাকা প্যারাফিন আসে এবং ইহা কি সত্য এখনো ৫ লক্ষ টাকার মত প্যারাফিন জমে আছে, ডিষ্ট্রিবিউট করা হচ্ছে না? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রী অনিল সরকার —স্যার, কত প্যারফিন টোটালী আছে এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই টুকু বলতে পারি টি, এস, আই, সির এখনও ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকার প্যারাফিন আছে এবং সেগুলি এলে ডিষ্ট্রিবিউট করা হবে।

শ্রী সুবল রুদ্র—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই প্যারাফিন সময় মত বণ্টন করা হয় না কেন তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রী অনিল সরকার—হ্যাঁ স্যার, নিশ্চই তদন্ত করে দেখব।

শ্রী নকুল দাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা দেখছি প্যারাফিন পাওয়া যাচ্ছেনা, কিন্তু

প্যারাফিন সরাসরি বিশেষ করে সোনারুপার কাজ যারা করেন এবং অন্যান্য সংগঠনের কাছে বিক্রি করা হয়। কিছুদিন আগেও এক ট্রাক মোম নিয়ে যাওয়ার সময় আটক করা হয় এবং পরবর্ত্তী সময়ে বিশেষ করে দপ্তরের কর্ত্তা ব্যাক্তিদের যোগসাজসে এই মোমগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রী অনিল সরকার—স্যার, এ সম্পর্কে কমপ্লিট তথ্য দিলে আমি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার—শ্রী তরণী মোহন সিনহা ও শ্রী খগেন দাস।

শ্রী খগেন দাসঃ—কোয়েশ্চান নং ৩৭ স্যার।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—কোয়েশ্চান নং ৩৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত ত্রিপুরায় কয়টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে?

২) তার মধ্যে ৬ শয্যা বিশিষ্ট কয়টি এবং তদুর্দ্ধ কয়টি এবং শয্যা বিহীন স্বাস্থ্য কেন্দ্র কয়টি তার আলাদা আলাদা হিসাব?

৩) সব স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলিতে প্রয়োজনী সংখ্যক চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে কিনা?

৪) না করা হইলে কোন পদ কত সংখ্যক কর্মী পদ খালি পড়ে আছে তার বিবরন?

৫) শূন্য পদ পূরণের কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে?

উত্তর

১) মোট ১২ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

২) তার মধ্যে—

ক)	৩০ শয্যা বিশিষ্ট	১ টি
খ)	১০ শয্যা বিশিষ্ট	১ টি
গ)	৬ শয্যা বিশিষ্ট	১ টি
ঘ)	শয্যা বিহিন	৯ টি

এ ছাড়া ভি, এম, হাসপাতালে মাতৃসদনে ২৫ টি, শিশু বিভাগে ২০ শয্যা, খোয়াই হাসপাতালে ২০ টি শয্যা, অমর পুর হাসপাতালে ১০ টী শয্যা এবং বিশালগড় হাসপাতালে ১০ টী শয্যা বাড়ানো হয়েছে।

৩) প্রতিটী শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগ করা হইয়াছে। নার্সের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কিছু কম নিয়োগ করা গেছে। প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এখনও নাইট গার্ড দেওয়া সম্ভব হয় নাই। শয্যা বিহিন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সুইপার নিয়োগ করার প্রভিশান নেই।

৪) খালি পদের বিবরণ—

ষ্টাফ নার্স	১৫ টি।
এসিষ্টেন নার্স	৩৬ টি।
ফার্মাসিষ্ট	৩১ টি।
ধাই	৬ টি।
সুইপার	৭ টি।
জি, ডি, এ,	১৮ টি।
নাইট গার্ড	১০ টি।

৫) নার্সের পদ পূরণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ট্রেনিস নেওয়া হইয়াছে। প্রতি বৎসরই কিছু সংখ্যক এসিষ্টেন্ট নার্স এবং ষ্টাফ নার্স তৈরী করা হইতেছে এবং খালি পদ পূরণ করা হইতেছে।

রিজিওনাল ফার্মাসিষ্ট ইনষ্টিটিউট হইতে এই মাসে ২০ জন ফার্মাসিস্ট পাওয়া যাইবে, বাকী খালী পদ গুলির জন্য পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম-এর পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

সুইপারের ৭ টি পদের জন্য গত ২১.৯ তারিখে ইনটারভিউ নেওয়া হইয়াছে। নাইট গার্ড পদের জন্য ও রিজিওন্যাল ম্যালেরিয়া ওয়ার্কার্স হইতে নিয়োগের চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রী বাদল চৌধরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা ঠিক কিনা যে সরকার আরও কিছু স্বাস্থ্য-কেন্দ্র এবং ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল খোলা হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ না থাকার দরুন এ সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র শুরু করা যায় নি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সত্য যে ১৯৭৯-৮০ সালে আমরা আরও ২৬ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তার মধ্যে বলরাম, শান্তির বাজার, রতন নগর, অভিচরন বাজার, তমাকারী, লালছড়া, ডিমাতলী, লক্ষীপাড়া, এদের নির্মাণ কাজ চলছে। তার মধ্যে ডিমাতলী ও লক্ষীপাড়ার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। আমরা কিছু দিনের মধ্যে এগুলি খুলে দেব। আর মনাই পাথর, মহুঘাট, জরুলবাছাইও ছোটখিলে স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ১৯৮০-৮১ ইং সালে মোট ২৬ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরি-কল্পনা নেওয়া হইয়াছিল। এদের মধ্যে ১৮ টির স্থান নির্বাচন সম্ভব হইয়াছে। আর বাকী ৮টির স্থান নির্ব্বচন এখনওসম্ভব হয় নাই।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মাঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত শূন্য পদ আছে, যেমন নার্সের জন্য ৬ টি শূন্যপদ আছে, নাইট গার্ডের জন্য ১০ টি পদ আছে। নার্সের জন্য যে ৩৬ টি পদ খালি সেগুলি ট্রেনিং ছাড়া পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু নাইট গার্ডেরর জন্য যে ১0 টি পদ আছে সেগুলি পূরন করতে কোন টেনিং-এর প্রয়োজন আছে কিনা এবং যে সমস্ত পদের কথা এখানে বলা হয়েছে, সেগুলি সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা আছে কিনা?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ;—স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরের সিডুয়েল ট্রাইবদের সংরক্ষিত আসনের বেলায় সরকারের নিয়ম নীতিমেনে চলা হচ্ছে এবং ৭০ টি নাইট গার্ডের পদ ইতিমধ্যেই ম্যালেরিয়া ওয়ার্কারদের মধ্যে হইতে পূরণের ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রী মতিলাল সরকার— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, যে সকল ডিসপেনসারির কাজ এখনও শুরু হয় নি, সেগুলি কি কারনে শুরু হয় নি? যেমন লালসিংমুড়া এবং দুর্গানগর যেখানে ষ্টাফ চাওয়া হয়েছে। জনসাধারণ এসে জায়গা দান করেছেন। তারপর দেখা যাচ্ছে পি ডবলিউ ডি ষ্টাফ যাচ্ছেন না এই কারনে এই ডিসপেনসারিগুলির কাজ শুরু করা যাচ্ছে না মধুপুরে যেখানে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করা হয়েছে, সেখানেও ডিসপেন্সারি না হবার কারণ কি?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই কথা ঠিক ১৯৮০-৮১ সালে মোট ২৫ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। স্থানগুলি হলো নিম্নরূপ ঃ—

চম্পকনগর, পূর্ব্বনওয়াগাও, উত্তরপদ্মবিল, সেতরাই, লক্ষ্মীনগর, সমরেন্দ্রগঞ্জ, চিচিংছড়া নেপালটিলা রতনপুর, ভবানী পুর, কলাবাড়ীয়া, রামরাইবাড়ী, গংগানগর, সোনাইছড়ী, বাধারঘাট, ধলেশ্বর, ঝগড়ুড়ামুড়া, ছোট্টখোলা এই কয়টি স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। দুর্গানগর লালসিংমুড়া, গার্ব্বদি ভেলুয়ারচর, মনু (বীরচন্দ্রনগর) থৈলাংকু, পাইকুলা, সামুকছড়া এই ৮ টির জন্য এখনও স্থান নির্বাচন করা হয় নি। আমি ইতিমধ্যেই পি ডবলিউ ডির সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁরা রাজী হয়েছেন। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় কাতলামারা, মধুপুর, তীর্থমুখ, মুহুরীপুর, দামছড়া প্রভৃতি স্থানে ৬ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং স্থানও নির্বাচন করা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি গ্রামাঞ্চলের অনেক ডিসপেন্সারির কম্পাউণ্ডার বাসায় ফি নিয়ে রোগী দেখছেন, এই রকম কোন অভিযোগ আছে কিনা?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য সরকারের জানা নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অরুনধুতি নগরের ডিসপেনস্যারির কম্পাউণ্ডার নাকি ফি নিয়ে রোগী দেখছেন?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক —মিঃ স্পীকার স্যার, অভিযোগ সত্য হলে তদন্ত করে দেখা যাবে।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উত্তর মহারাণীতে দীর্ঘ দিন ধরে ডিসপেনস্যারী বন্ধ থাকা ঐ এলাকাবাসীরা বহু দিন ধরে কষ্ট ভোগ করছেন, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানেন কি?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—মিঃ স্পীকার স্যার, উত্তর মহারাণীতে ডিসপেনস্যারী উদ্বোধন করা হয়েছিল এবং সেখানে লোকও নিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু গত জুনের দাঙ্গার সময় ঐ এলাকা থেকে সমস্ত ষ্টাফ চলে আসেন কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেই ষ্টাফরা উত্তর মহারাণীতে যায় নি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে সেখানে ষ্টাফ পাঠানো যায়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধরী।

শ্রী বাদল চৌধরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিভিন্ন বি-ডি-সি মিটিং এ বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদের অনুপস্থিতির দরুন সরকারী কাজ রূপায়নে পঞ্চায়েত সমূহ প্রচণ্ড বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে?

২। সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

উত্তর

১। ইহা আংশিক সত্য।

২। সমস্ত দপ্তরকে তাহাদের বিভাগীয় অফিসারগণের বি ডি সি মিটিং এ উপস্থিত থাকার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রী বাদল চৌধরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কোন্ কোন্ দপ্তর বি, ডি, সির মিটিং—এ অংশ গ্রহণ করেন নি এবং এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা এখানে যেভাবে করা হয়েছে, কোন্ কোন দপ্তর হলে আমি সেটা জানতে পারতাম, কিন্তু প্রশ্নে রয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদের অনুপস্থিতির কথা। কাজেই মাননীয় সদস্য এখন যে প্রশ্নটা এনেছেন আমি পরবর্ত্তী সময়ে এটা খোঁজ নিয়ে দেখবো যে কোন কোন দপ্তরের অফিসাররা অনুপস্থিত থাকেন।

শ্রী বাদল চৌধরী :—সাপ্লমেন্টারী স্যার, পি, ডবলিউ, ডি, সোসিয়েল ওয়েলফেয়ারের অফিসাররা অনুপস্থিত থাকেন।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পিকার স্যার, আমি তো বলেছি পরে তদন্ত করে দেখবো।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭১।

শ্রী অনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, কেয়েশ্চান নাম্বার ৭১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে যে তিনটি চা বাগান কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হইয়াছে ইহাদের চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে,

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে যে তিনটি চা বাগান কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হইয়াছে এইগুলির অবস্থা নিম্নরূপ :—

[illegible] চা প্লেনটেশান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড কৈলাশহরে বর্ত্তমানে নূতন তারা [illegible] চারা গাছ ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমিতে রোপন করিয়াছে।

দূর্গাবাড়ী চা এষ্টেট শ্রমিক কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (সদর) ১১৯.৮৮ একর জমিতে পুরাতন গাছ আছে এবং আরও ১০ (দশ) একর জমিতে নূতনভাবে চা গাছ রোপন করা হইয়াছে।

নিধুয়া চা বাগান শ্রমির সমবায় লিঃ (সাব্রুম) ১৫০ একর জমিতে পুরাতন চা বাগান আছে তাছাড়া আরও ১ (এক) একর জমিতে নূতনভাবে চা গাছ রোপন করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। ঐ বাগানগুলিতে চা গাছ, শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা কত (বাগান ভিত্তিক আলাদা হিসাব)।

উত্তর

২। কোঃ সোসাইটির নাম	চাড়া গাছের সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা	কর্মচারীর সংখ্যা
ক) তাচাই চা প্লেনটেশান	২,৩৭,০০০	৬০	২
খ) দুর্গাবাড়ী চা এষ্টেট শ্রমিক কোঃ সোসাইটি লিঃ সদর	১,১১,০০০	১০৮	৫
গ) নুধুয়া চা বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ সাব্রুম	৮০,৫০০	৯০	৩

প্রশ্ন

৩। এই ধরনের চা বাগান কি ত্রিপুরাতে প্রথম সৃষ্টি করা হইয়াছে ?

উত্তর

৩। উপরে বর্ণিত চা বাগানগুলি কোঅপারেটিভ ভিত্তিতে ত্রিপুরায় প্রথম।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ধরনের বাগান ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :— এই ধরনের বাগানগুলি থেকে বার্ষিক কত টাকা আয় হতে পারে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— কত টাকা আয় হবে তার এস্টিমেট এখনও করা যায়নি। তবে আমরা এইটুকু মনে করি যে শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত এই ধরনের কো-অপারেটিভ ডেভালাপ করলে শুধু লোকসানই হবেনা, লাভও হবে।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যে এই ধরনের কো-অপারেটিভ আরো করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— এই ধরনের কো-অপারেটিভ আর নাই, তবে বিভিন্ন জায়গায়টি ডেভালাপমেণ্ট কর্পোরেশান আরও বাগান করবেন।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় চা বাগান করার যে কথা ছিল বা তার জায়গাও দেখানো হয়েছে। যেমন বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর এটা একটা

বড়ার এলাকা। সেই এলাকায় বাগান করার যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেটা করা হচ্ছে কিনা, যদি করা হয়ে থাকে তাহলে তা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— এই ধরনের চা বাগান করার চেষ্টা সরকার থেকে করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সয়েল টেষ্ট করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যের যদি এই ধরনের কোন সাজেশান থাকে তাহলে তা আমরা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখব।

অধ্যক্ষ মহোদয় :— শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯১।

শ্রী অনিল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৯১।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ও, এন, জি, সি কর্তৃপক্ষ তৈলানুসন্ধানের জন্য ত্রিপুরায় কোথায় কোথায় পরীক্ষা-মূলক খনন কার্য্য চালাচ্ছেন তাহা রাজ্য সরকার অবগত আছেন কিনা ?

২। অবগত থাকলে ঐ ড্রিলিং সেণ্টারগুলির নাম ;

৩। ঐ খনন কার্য্যে এ পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে কোথায়ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কিনা, সরকারের নিকট এমন তথ্য আছে কি ?

৪। থাকিলে গ্যাসের সন্ধান প্রাপ্ত ঐ ড্রিলিং সেণ্টারগুলির নাম ;

৫। ইহা কি সত্য কয়েকটি কূপে বর্ত্তমানে খনন কার্য্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে ;

৬। সত্য হইলে তার কারনগুলি রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি ?

৭। অবগত থাকিলে কারনগুলি কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বড়মুড়া, গজালিয়া, ও রোখিয়া।

৩। খননকার্য্যের প্রাথমিক অবস্থায় কিছু গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

৪। বড়মুড়াতে প্রাথমিক অবস্থায় কিছু গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

৫। হ্যাঁ।

৬। হ্যাঁ।

৭। ভূনিম্নস্থ গর্তের জটিলতার জন্য বড়মুড়ার উপরের ৫ (পাঁচ) টি তৈল কূপের খননকার্য্য নির্ধারিত গভীরতা পর্য্যন্ত পৌছান সম্ভব হয়নি।

শ্রী কেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বড়মুড়াতে যে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্যাস পাওয়া গেছে, সেটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনক হবে কি না এইরকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— ব্যবসায়িক-ভিত্তিতে কি হবে বা কি পাওয়া যাবে এই ধরনের সঠিক তথ্য আমার কাছে নাই। তবে আমরা বিশ্বাস করি এই ধরনের গ্যাস পাওয়া গেলে আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারব।

শ্রী কেশব মজুমদার :— গত কিছুদিন আগে অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে শুনতে পেয়েছি, ত্রিপুরাতে নাকি তেল পাওয়া গেছে। যে জায়গায় তেল পাওয়া গেছে সেই সেণ্টারটি কোথায় তা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি?

শ্রী অনিল সরকার :— ত্রিপুরাতে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এইটুকু আমরা জানি। কিন্তু কোন কূপে, কোথায় তেল পাওয়া গেছে এই ধরনের তথ্য আমাদের কাছে নাই। আমিও রেডিওতে শুনেছি।

শ্রী কেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কিছু দিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে, ত্রিপুরা গ্যাসের উপর ভাসছে। কিন্তু তা সত্বেও ও, এন, জি, সি, কর্তৃপক্ষ ড্রিলিং করার কাজ দেরী করলেন এবং এটা কি ঠিক যেখানে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের সংগে যারা তৈলানু সন্ধান করছেন তারা সম্ভাব্য স্থানগুলিতে যথারীতি ভাবে ড্রিলিং-এর কাজ বন্ধ করে রেখেছেন?

শ্রী অনিল সরকার :— এই ধরনের সঠিক তথ্য এখন আমাদের কাছে নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— শ্রী মতহরি চৌধুরী।

শ্রী মতহরি চৌধুরী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১১৬।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—কোয়েশ্চান নং ১১৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সাব্রুম বিভাগে কলাছড়া ডিসপেনসারী ঘরটি আজ তিন বৎসর যাবৎ ভগ্ন অবস্থায় আছে?

২। সত্য হইলে কবে পর্যন্ত ঘরটি মেরামত করা হইবে?

৩। উক্ত ডিসপেনসারীতে আজ পর্যন্তও একজন ডাক্তার নিয়োগ না করার কারন কি, এবং

৪। উক্ত এলাকার জনসাধারনের সুচিকিৎসার জন্য কবে পর্যন্ত ঐ ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার নিয়োগ করা হইবে?

উত্তর

১। সত্য।

২। যেহেতু ডিসপেন্সারী ঘরটি একটি নতুন স্থানে অপসারন করিয়া নতুন ভাবে তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে এবং সেইভাবে নতুন স্থানে নির্ব্বাচনও হইয়াছে সেইহেতু বর্তমান ঘরটি মেরামতের কাজ হাতে নেওয়া হয়নি। কালাছড়া ডিসপেন্সারী ঘরটি নতুনভাবে তৈরী করার জন্য প:র্ত দপ্তরকে ডিসপেন্সারীর স্থান করা হইয়াছে এবং প্রশাসনিক অনুমোদনও দেওয়া হইয়াছে।

৩। ডিসপেন্সারীর তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা কম। সেইজন্য উক্ত ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

৪। যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার পাওয়া গেলেই কালাছড়া ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার দেওয়া হইবে।

শ্রীমতহরি চৌধুরী :—এই যে কালাছড়া ডিসপেন্সারী, সেই কালাছড়া ডিসপেন্সারী কংগ্রেস আমল থেকেই ভগ্ন অবস্থায় আছে। এখন আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছি প্রায় সাড়ে তিন বছর হল, এখনও এই ডিসপেন্সারী ভগ্ন অবস্থায় আছে। বৃষ্টি এলে সেই ঘরে জল পড়ে সব ভিজে যায়। আমরা অনেক বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এটা ঠিক করা হয়নি, এটা ঠিক করতে এতটা বিলম্ব হওয়ার কারনটা কি ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্য যে কালাছড়া ডিসপেন্সারীটি দীর্ঘদিন যাবৎ ভগ্ন অবস্থায় আছে। বর্ত্তমানে এটার কাজ শুরু হয়েছে। এটাকে নতুন ভাবে নতুন স্থানে করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দুভার্গ্যক্রমে এই ব্যাপারে একটি অনুমতিপত্র তদানীন্তন পূর্ত্ত দপ্তরের কাছে যায় এবং সেটা সে আফিসের ফাইলে না রেখে অন্য জায়গায় রাখে। ২ বৎসর পরে এই কাগজপত্র পাওয়া যায় এবং এটাকে অতি সত্বর করার জন্য চেষ্টা করছি। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ৫টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে আমরা কালাছড়াতেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করব।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে কালাছড়া ডিসপেন্সারী এটা অনেক দিন ধরে ভগ্ন অবস্থায় আছে। এই ডিস্পেন্সারীকে এখানে না রেখে, সেটাকে ঠিক না করে সেটাকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করার কারনটা কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তদানীন্তন সরকার যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি করে গেছেন তারা তা স্থান কাল নির্বাচন না করেই করেছেন। আমরা ক্ষমতায় আসার পর দেখেছি সেই স্থানে সেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি চালু করা সম্ভব না বা সেখানে কাজ করা সম্ভব না। সেজন্য আমরা জনসাধারনের সুবিধা বুঝে, কাজ করার সুবিধা বুঝে সেগুলিকে উপযুক্ত স্থানে করার ব্যবস্থা করছি।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ধরনের নতুন বা পুরাতন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কন্স্ট্রাক্সান পূর্ত্তদপ্তরের গাফীলতির দরুন অবহেলিত হয়ে আছে? এইরকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গাফীলতীর কথা বলতে পারিনা, তবে কোন কোন জায়গায় প্রাথমিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়নি সেটার কথা বলে তা বলে দিতে পারি।

Sri Nagendra Jamatia :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 128.

Shri Vivekananda Bhowmik :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 128.

1. What are the Criteria for grant for stipend to the students nominated by the Tripura Govt. for study in the M. B. B. S. Course in the Tripura Govt. reserved seats in different Medical Colleges ?

2. Whether there is any limit of income of the parents/guardians of such Govt. nominated students to be entitled to the stipend for the above Course ?
3. If so, what is the limit of income ?
4. Whether there is any proposal under consideration of the State Govt. for enhancing the limit of income of the parents/guardinas of the nominated students for the above Course ?
5. If so, what is the extent of increase, and
6. If not, whether the Govt. will consider to enhance the said income limit from the current academic Session in view of the present exessive price-rise throughout the Country ?

ANSWER.

1. The following are the criteria of a student selected for M. B. B. S. course to get the stipend from the Government :—
   i) The Student should be nominated by the State Government.
   ii) Income of the parents/Guardians of the student does not execute the limit determined by the State Government.
   iii) The Students thus nominated should have to execute a bond with the State Govt. to the effect that he would serve under the Govt. after his successful completion of the M. B. B. S. course for a period as prescribed by the Government.
   iv) The stipend is generally granted for the entire course of study provided that the student successfully passes all the terminal examination during the course of study.
   v) If a student fails in any of the examinations for the first time, his stipend will be with held till he is promoted to the next higher class.
   vi) If a student becomes unsuccessful consecutively in two terms at the University examination he will not be entitled to any further stipend.
   vii) No student will be allowed to enjoy more than one kind of stipend or scholarship.
2. Yes.
3. The monthly income of the family of the students should not exceed Rs. 1,000/- for students other than the students belonging to SC/ST community. For students belonging to SC/ST there is no income ceilbng

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, এক হাজার টাকার পর্যন্ত ইনকাম থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা ষ্টাইপেণ্ড পায়। আমি, জানি এমন এখানে অনেক ব্যবসায়ী আছেন, হাজার হাজার টাকা আয় করে এক হাজার টাকার ইনকাম দেখিয়ে ষ্টাইপেণ্ড নিচ্ছে। তবে সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে তাদের মত ইনকাম ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় না। এই যে সব ঘটনাগুলি ঘটছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— স্যার, আমার এই টাতো স্বাস্থ্য দপ্তর, তা কোন ব্যবসায়ী যদি হাজার হাজার টাকা ইনকাম করে এক হাজার টাকার ইনকাম সার্টিফিকেট দেখিয়ে ইনকাম ফাঁকি দিয়ে থাকে, আর এই ধরনের কোন ঘটনা যদি মাননীয় সদস্যের জানা থাকে, আর তিনি যদি তা আমাদেরকে জানান তাহলে আমরা এইটা সম্পর্কে তদন্ত করব।

মি : স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস :— কোশ্চান নাম্বার—১৪১।

শ্রী অনিল সরকার :— কোশ্চান নাম্বার—১৪১।

প্রশ্ন

১৯৬৫ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পীদের ঋণ বাবত কতটা শিল্প ইউনিট-এ মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১৯৬৫ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ৮৪২টি গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটকে মোট টা: ৭৮,৩৮,৩২৫·৫০ প: ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— এর মধ্যে কয়টা চালু আছে, আর কয়টা বন্ধ হয়ে গেছে, কয়টাকে লোন দিয়ে চালু করা হয় নি। তা ছাড়া এইভাবে যারা ঋণ নিয়ে তা কাজে লাগাননি তাদের বিরুদ্ধে কি কোন সার্টিফিকেট কেইস করা হয়েছে।

শ্রী অনিল সরকার :— এই ধরনের কোন বিস্তৃত তথ্য আমার কাছে নেই. তবে এই ধরনের সার্টিফিকেট কেইস কিছু আছে। তারপর কিছু ইউনিয়ন বন্ধ হয়ে আছে, তাদেরকে চালু করার চেষ্টা সরকার করছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে বিজয় রাংখল ও বিজয় রাংখল ও বিরজিত সিন্‌হা যে ঋণ নিয়েছিলেন, তা দিয়ে কোন শিল্প গড়ে তুলেছেন কি না, যদি না তোলেন তাহলে তাবে বিরুদ্ধে কি কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রীঅনিল সরকার:—তারা কোন শিল্প গড়েছেন আমার কাছে কোন তথ্য নাই। তবে তাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেইস করা হয়েছে। ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে বিজয় রাংখল কাঠের কারখানা করার জন্য ঋণ নিয়ে ছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— বিজয় রাংখল বকেয়া ঋণ শোধ না করে কি করে আবার এস. এস, আইর লাইসেন্স পাইয়াছে। এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি জানা থাকলে সরকার এই ব্যপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

অনিল সরকার :— বিষয়টা আমাদের নজরে এসেছে। তবে এইটা এইভাবে হওয়াতে সত্যিই খুবই দু:খজনক হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে শিল্প ঋণ নিয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন, যাদের বিরুদ্ধে বকেয়া ঋণ ফেরত না দেওয়ার জন্য বি, ডি, সি থেকে সার্টিফিকেট কেইস করা হয়েছে, কিন্তু ডিপার্টমেন্ট

থেকে আজও তা দায়ের করা হয়নি কেন? এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় সদস্য, যে অভিযোগ করেছেন এইকটা বার বার প্রকাশিত হইয়াছে. কিন্তু এইটার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের মার পেঁচ আমাদেরকে সাহায্য করছে না।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে তথ্য হাতে নেই। এটা শুধু যে এখনই শুনছি তা নয়, আগেও প্রায়ই শুনতে হয়েছে। কিন্তু কেন, কার কারসাজিতে, কোন অফিসারের কারসাজিতে এই তথ্যগুলি যথাসময়ে সরবরাহ না করে চেপে রেখে দেওয়া হয় যাতে করে সেই অফিসারদের দোষ ঢাকবার জন্য, টাকা তছরূপ ইত্যাদিকে ঢেকে রাখার জন্য এভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি দেওয়া হয়না, তা মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি দুঃখীত যে, মাননীয় সদস্যরা যে সকল সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান করছেন তার জন্য যথেষ্ট তথ্য নিয়ে আমরা উপস্থিত হতে পারিনি। তবে নিয়ম হলো যখন কোন প্রশ্ন আসে তখন আর কোন সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্ন করা হলে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ যাতে সে সকল তথ্য দিতে পারেন তার জন্য দপ্তরের অফিসাররা মূল প্রশ্নের উত্তরের সাথে সাথে সাম্ভব্য সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরদেবার মত তথ্যাদি পরিবেশন করে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সহায়তা করেন। কিন্তু আজকে শিল্প দপ্তর সেরূপ তথ্যপরিবেশন না করে অসহযোগিতার কাজই করেছেন। তবে আমি হাউসকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে যাতে সকল প্রকার প্রশ্নের যথাযথ তথ্য পরিবেশন করা যায় তার জন্য বিভাগীয় অফিসাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হবে।

এই শিল্প দপ্তর থেকে যারা টাকা নিয়েছেন তারা যে টাকা ফেরত দিচ্ছেন না তা কংগ্রেস আমল থেকে চলে আসছে। আমি তখন একটি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। তখন আমি দেখেছি সেই কংগ্রেসীরা তাদের বকেয়া টাকা শিল্পদপ্তর ফেরত দিতে চাননি। আর শিল্প দপ্তরও সেই টাকা আদায় করবার জন্য তাদের উপর সামান্যতম আঘাত দিতে চাননি। কিন্তু এই ব্যবস্থা আরদপ্তরের বকেয়া চলতে দেওয়া হবে না। আমি হাউসকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে যাদের কাছে শিল্প বকেয়া পাওনা টাকা আছে অথচ তারা দিতে চাইছেন না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৫৫

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৫৫

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ৩।৪।৮১ ইং কাকড়াবন এলাকা ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে ১টি পাগলা কুকুরের কামড়ে (ক) শ্রীমতি প্রতিভা রাণী পোদ্দার (কাকড়াবন) (খ) শ্রী মতি চঞ্চলা সাহা (ঐ) (গ) গোপাল আচার্য্য (ঐ) (ঘ) অজিত দেব (পালাটানা), (ঙ) কৃষ্ণকান্ত

দাস (ঐ), (চ) শ্রীমতি পূর্ণিমা দাস (ঐ), (ছ) ফজল মিঞা (ঐ), (জ) শোভনা নটট্ দাস (কাকড়াবন) (ঝ) সুকুমার দেব (ধুচিখলা), (ঔ) উত্তম কুমার সাহা (বিপনিনগর কলোনী), (ট) ভবতোষ মজুমদার, (কাকডাবন), (ঠ) শেফালী দেবনাথ (দুধপুষ্করিনী), (ড) পরিচয় দাস (ধুচিখলা), (ঢ) মলিনা দাস (পালাটানা) প্রমুখ জলাতংক রোগে আক্রান্ত হয় এবং

২। তাহাদের মধ্যে অজিত দেব, কৃষ্ণকান্ত দাস, সুকুমার দেব, উত্তম সাহা ও শোভনা নট্ মারা গেছেন,

৩। ইহা কি সত্য কাকডাবন হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ইনজেকশান আগরতলা ভি, এম, হাসপাতাল থেকে নেবার জন্য স্বাক্ষর বিহীন একটি কাগজ লোক মারফত পাঠায়, এবং

৪ উক্ত বিক্, ইজিশান স্লিপে মেডিক্যাল অফিসারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ঔষধ কাকডাবন হাসপাতালে পৌছতে পৌছতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়,

৫। সত্য হলে এ সমস্ত ঘটনার তদন্ত হয়েছে কি,

৬। ভবিষ্যতে এই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। মলিনা দাস ছাডা অন্যান্য সকলে পাগলা কুকুরের কামডে জলাতংক রোগে আক্রান্ত হন।

আর মলিনা দেবী সম্পর্কে কোন তথ্য দপ্তরের জানা নাই।

২। এখানে যাদের নাম বলা হয়েছে তাদের মধ্যে অজিত দেব ছাডা সকলেই মারা গেছেন। আর অজিত দেবের মৃত্যুর খবর দপ্তরের জানা নাই।

৩। এমন তথ্য সরকারের জানা নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

৬। জলাতংক রোগে আক্রান্ত হয়ে কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিছু ব্যক্তির প্রাণহানী হয় এবং স্থানীয় আকাশবাণী ও কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য দপ্তর একটি বিভাগীয় পর্য্যায়ে তদন্ত করান। তবে স্যার, তদন্তের বিবরন অনেক বড় হওয়ায় আমি সেটাকে টেবিলে লে করে দিচ্ছি। (ANNEXURE—"A")

শ্রী গোপাল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সুকুমার প্রমুখ মারা গেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটাও কি জানা আছে যে, এই সুকুমার দেব প্রমুখ যারা মারা গেছেন তারাই তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জন কারী ব্যক্তি ছিলেন ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক .—স্যার, এমন কোন তথ্য জানা নেই।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস —স্যার, মৃত সুকুমার দেবের একটি বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে আছে। ঐ মেয়েকে টাকার অভাবে তার মা বিয়ে দিতে পারছেন না অথচ বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে

এই পরিবারকে সাহায্যের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছেন কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—স্যার, এ রকম তো বহু লোক হাসপাতালে এসে ভর্তি হন এবং মারাও যান। সুতরাং সকলেই এ রকম অসুবিধা থাকতে পারে কাজেই সবটা দেখা ত আর সম্ভব নয়।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস—স্যার, এই যারা মারা গেছেন এদের পর ভবিষ্যতে আর যাতে কোন রোগী ঔষধের অভাবে মারা না যান তারজন্য উদয়পুর ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতালে ঔষধ প্রিজার্ভ করে রাখার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—স্যার, কুকুরে কামড়ালে পরে এটা নির্দ্দিষ্ট সময় পার হবার পর সাধারণত: ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং রোগীদের যাতে যথা সময়ে ঔষধ দেওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ—স্যার, যারা মারা গেছেন তাদের যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে সে ঔষধগুলি গুনাগুন পরীক্ষা করার এবং যখন ঔষধ প্রয়োগ করা হয় ঐ মৃত ব্যক্তিদের সেই প্রয়োগ পদ্ধতি ঠিক ছিল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে কিনা ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—স্যার, এ রকম কোন অভিযোগ আসেনি।

শ্রী বিমল সিনহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কুকুরের কামড়ে জলাতংক রোগে শুধু যে উদয়পুরে মারা গেছেন তা নয়, ত্রিপুরার প্রতিটি সাবডিভিসনে উপযুক্ত ঔষধের অভাবে অনেক লোক মারা যাচ্ছেন। সুতরাং জলাতংক রোগের ঔষধ প্রিজার্ভ করে রাখার জন্য রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক —স্যার, এ রকম আরেকটি প্রশ্ন ছিল। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, স্বাস্থ্য দপ্তরে ১৩টি রেফ্রিজারেটার এর ব্যবস্থা আছে তবে কোন মহকুমায় রিফ্রিজারেটর আছে কিনা তা আমি এখন বলতে পারছিনা।

মিঃ স্পীকার : প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত এবং তারকা বিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি, সেগুলি উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"B" "C")

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি শ্রীরামকুমার নাথ মহোদয় কর্তৃক আনিত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—'রেলপথ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ধর্মনগরের দেওছড়া মৌজায় অ্যাকুইজিশান করা জমির ক্ষতিপূরণ দানে দুর্নীতি সম্পর্কে।' আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরামকুমার নাথ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা দুর্নীতির প্রশ্ন। কাজেই এই সম্পর্কে আমি ২৫শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দিতে পারব বলে আশা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৫শে সেপ্টম্বর বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কর্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি নোটিশ-টির বিষয়বস্তু হলো—"গত ২০. ৯. ৮১ ইং উদয়পুরের বাইসা বাড়ীতে গণমুক্তি পরিষদের কর্মী কৃষ্ণ কুমার জমাতিয়া ও মুনিচরণ জমাতিয়ার ঘর পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এবিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, আমি এটিও ২৫শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাস্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এর উপর ২৫শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি শ্রীঅখিল দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১২ই জুন, ১৯৮১ ইং তারিখে পুরাতন আগরতলায় ভারতের গণতান্ত্রিক যুবফেডারেশনের কর্মী বিকাশ দে'র হত্যা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅখিল দেবনাথ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থা-পনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওরার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ সম্পর্কে ২৫শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাস্ট্র মন্ত্রী, এই বিষয়টির উপর ২৫শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দিতে পারবেন।

আজ একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ১১ই আগষ্ট ১৯৮১ ইং উদয়পুর মহকুমার গর্জনমূড়া বাজারে যুব সমিতির সমর্থক শ্রীসুচিত্র জমাতিয়ার উপর কতিপয় সি, পি, আই (এম) সমর্থকদের দৈহিক নির্যাতন করা ও তৎপরে তোতামুড়া স্কুল ও গ্রামে গিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ১১ই আগষ্ট ১৯৮১ ইং উদয়পুর মুমহকুমার গর্জনড়া বাজারে যুব সমিতির সমর্থক শ্রীসুচিত্র জমাতিয়ার উপর কতিপয় সি, পি,

আই, এম, সমর্থকদের দৈহিক নির্যাতন করা ও তত্পরে তোতামুড়া স্কুল ও গ্রামে গিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করা সম্পর্কে"।

গত ১১-৮-৮১ ইং তারিখ সকাল ৭টার সময় রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত তোতাবাড়ী গ্রামের শ্রীসুচিত্র জমাতিয়া, পিতা শিব দয়াল জমাতিয়া কিছু জিনিষপত্র ক্রয় করার জন্য গর্জনমূড়া বাজারে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি পুরাতন ঝগড়াকে কেন্দ্র করে শ্রীসুচিত্র জমাতিয়ার সহিত সি, পি, আই, (এম) এর কিছু সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও ধস্তাধস্তি হয়। ফলে তিনি সামান্য আঘাত পান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সি, পি, আই (এম) সমর্থকরা গর্জনমূড়া বাজার হইতে একটি মিছিল বাহির করে তোতাবাড়ী গ্রাম পর্যন্ত মিছিল নিয়ে যান।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীসুচিত্র জমাতিয়ার অভিযোগ ক্রমে রাধাকিশোর পুর থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৪৮/৩৭২/৩২৩-১৪৩ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ১১-৮-৮১ নথিভুক্ত করা হয় এবং সাথে সাথে তোতাবাড়ী ও আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে যাতে পুনরায় গোলযোগের সৃষ্টি না হয় সেই জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শ্রীসুচিত্র জমাতিয়াকে থানা হইতে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এই ঘটনায় নিম্নোক্ত ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১) শ্রীসুভাষ ভৌমিক, ২) স্বপন দেবনাথ. ৩) রণজিত্ দেবনাথ, ৪) নারায়ন দেবনাথ, ৫) শুকলাল দেবনথ, ৬) হারাধন দেবনাথ, ৭) সন্তোষ দেবনাথ, ৮) কামিণী দেবনাথ, ৯) সন্তোষ সরকার, ১০) রণজিত মালাকার, ১১) সাধন দেবনাথ, ১২) সুভাষ দেবনাথ, ১৩) ইদ্রিশ মিয়া, ১৪) পরিমল ভৌমিক।

ধৃত ব্যক্তিরা বর্তমানে সকলেই জামিনে মুক্ত আছে এবং তাহারা সকলেই সি, পি, আই, (এম) সমর্থক। শ্রীসুচিত্র জমাতিয়া ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে কিছুদিন আগে সি, পি, (এম) এর একজন কর্মী শ্রীরাধাকুমার জমাতিয়া ডি, ডি, টি, ছড়ানোর কাজ দেওয়া হবে এই বলে তোতাবাড়ীর উপজাতি যুব সমিতির কয়েকজন যুবককে উদয়পুরে নিয়ে যায় এবং মাননীয়. বিধায়ক নরেশ ঘোষের সামনে তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর নেয় এই মর্মে যে এর পর থেকে তোমরা আর কোন পার্টি করতে পারবে না, শুধু সি, পি, এম, করতে হবে। তাদের হুমকী দেওয়া হয় যে তোমরা গর্জনমূড়া বাজারে আসতে পারবে না। এনিয়ে তর্কাতর্কি হয়। এর জের হিসাবে যখন সুচিত্র জমাতিয়া গর্জনমূড়া বাজারে যায় তখন তাকে মারধোর করা হয়। এরপর তারা তোতাবাড়ীতে যায় এবং সেখানকার প্রধান শিক্ষকের চেম্বারে জোর করে ঢুকে পড়ে এবং ছাত্রদের ভীতি প্রদর্শন করে। এরপর তারা জঙ্গলে ঢুকে যায়। এরপর তারা গ্রামে ভীতি প্রদর্শন করে এবং শ্লোগান দেয়, মিছিল করে এবং যুব সমিতির লেকজনদের হত্যার হুমকি দিয়েছিল, এটা সত্য কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, জমাতিয়া যা বলছেন সে সম্পর্কে পুলিশের কাছে কোন তথ্য নেই। হেডমাষ্টার আক্রান্ত হলে পুলিশের কাছে যেতে পারতেন। কোন ছাত্রও যেতে পারতেন। কেউ সাহায্য চেয়েছে বলে জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া...১১ তারিখ সকালবেলা যেদিন ঘটনা ঘটে সেদিন দুপুর বেলা আমি সেখানে গিয়ে পৌছি এবং ১২ তারিখ সেখানে পুলিশ তদন্ত করতে যায়। তখন আমার সামনে সেখানকার প্রধান শিক্ষক অভিযোগ করেছিলেন যে প্রায় ২৫।৩০ জন যুবক তার চেম্বারে গিয়ে ঢুকে এবং ছাত্রদের ভীতি প্রদর্শন করে। যার ফলে ঐ সকল স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আগেকার কোন ঝগড়া বা মতবিরোধকে কেন্দ্র করে এটা হয়েছে, সেই মতবিরোধটা কি জানাবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—এটা আমার কাছে নাই কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঝগড়া হয়, এটা অস্বাভাবিক নয়। তবে আমাদের প্রশাসন থেকে যতটুকু ব্যবস্থা নেওয়ার তা নিয়েছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এটা সত্যি কিনা যারা এইরকম গ্রামে গঞ্জে ত্রাস সৃষ্টি করে, যে সমস্ত লোক সুচিত্র জমাতিয়ার প্রাণ নাশের জন্য যারা এসেছিল তাদেরও প্রাণ নাশের হুমকী দেওয়া হয়। তারপর তারা বিধায়ক নরেশ ঘোষ এইং বিধায়ক কেশব মজুমদারের বড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং পুলিশ জেনেশুনেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি, এটা সত্যি কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এই সম্পর্কে আমার কিছু জানা নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েন্ট সব-ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেখানে বলা হয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে ১১ তারিখে. সেখানে পূর্ব্বতন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনাটা ঘটেছে। কিন্তু ১৪ই অগাষ্ট তারিখে যে একটা মিটিং হওয়ার কথা ছিল তার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবার জন্য রাধা কুমার জমাতিয়া ১০ তারিখে বিধায়ক নরেশ ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে ছিলেন। এবং সেই দিন রাত্রেহ সুচিত্র জমাতিয়ার বাড়ীতে ললিত মোহন জমাতিয়া এবং আর ১৫/১৬ জন উপজাতি যুব সমিতির সদস্য মিটিং করে একটা পরিকল্পনা করেছিল. সেটা হল এই যে যারা ঐ এলাকাতে সি, পি, এমের কথা বলবে, তাদেরকে খুন করা হবে। এবং সেই দিনই দুপুর বেলাতে রাধা কুমার জমাতিয়া যখন গর্জনমূড়া বাজারে গিয়েছিল, তখন তাকে দেখে সুচিত্র জমাতিয়া এবং শিক্ষক মশাই ললিত মোহন জমাতিয়া হুসিয়ার করে দিল যে তোমরা আর গর্জনমূড়াতে থাকতে পারবে না, আর যদি থাকতে হয়, তাহলে তোমরা সি, পি, এমের কথা বলতে পারবে না। এভাবে তাদেরকে বাড়ী থেকে উৎখাত করবার জন্য তারা একটা ষড়যন্ত্র করেছিল। পরের দিন রাত্রি ১১টার সময়ে যখন তোতাবাড়ী তে কুমার জমাতিয়ার বাড়ীতে উপজাতি যুব সমিতির লোকদল চড়াও হয়, তখন সে প্রাণ ভয়ে বাড়ী ছলে গর্জণমূড়া এসে আশ্রয় নেয়। পরের দিন সকাল বেলায় সুচিত্র জমাতিয়া গর্জনমূড়া বাজারে আসলে তাদের সাথে কথা কাটাকাটি হয়, কারণ বিভিন্ন জায়গাতেই তারা এই সব করছে। কিন্তু সুচিত্র জমাতিয়া সরাসরি পুলিশের কাছে না গিয়ে আগরতলায় নগেন্দ্র বাবুর

কাছে দৌড়ে আসেন এবং নগেন্দ্র বাবু আগরতলা থেকে গজ'নমূড়ায় গিয়ে সেখানকার যে কংগ্রেস (আই) গাঁ-প্রধান শ্রীদেবনাথের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে রাধাকিশোরপুর থানাতে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেইস দায়ের করেন। কিন্তু যাদের নামে কেইস দায়ের করা হয়েছে, তাদের নামগুলিও সুচিত্র জমাতিয়া অথবা নগেন্দ্রবাবুর কারোই জানা নাই। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে, যে কংগ্রেস (আই) প্রধান শ্রীদেবনাথের বাড়ীতে বসে এই রকম একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। কারণ এটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায় যখন দেখি যে এই ঘটনার কয়েক দিন আগেই সুখময় বাবু গজ'নমূড়াতে মিটিং করেন এবং সেই মিটিংএ নগেন্দ্র বাবুও উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া আমরা আরও দেখেছি যে সুখময় বাবু যে গাড়ীতে করে ঐ এলাকায় ঘুরাফেরা করছিলেন, সেই গাড়ীর পিছনের দিকে সুচিত্র জমাতিয়াও ছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে ঐ এলাকার মধ্যে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা মিলে বিশেষ করে হুদ্রা, তোতাবাড়ী এবং শিলাঘাটিতে একটা গোলমাল পাকাবার জন্য চক্রান্ত করে পুলিশ-এর কাছে এই সমস্ত অভিযোগ করেছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, আমি তা জানতে চাই?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য শ্রীমজুমদার ক্ল্যারিফিকেশন চেয়ে যেটা জানতে চেয়েছেন, সেটা হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকেরা এই সব এলাকায় একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন, যার ফলে বহু উপজাতি অংশের মানুষ বিশেষ করে যারা উপজাতি গণপরিষদের সদস্য এবং সি, পি, এম পার্টি'র সদস্য তারা কয়েক খানি গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন, এবং তারা আজকে তাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারছেন না। তাদের উপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, এমন কি তাদের অনেককে আসামী সাজিয়ে পুলিশের কাছে কেইস দায়ের করা হয়েছে, যার ফলে ১৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে এবং যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের সবাই অ-উপজাতি। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে উপজাতি যুব সমিতি সেই এলাকার মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সকল এলাকার উভয় অংশের মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অনলস কাজ করে চলেছেন। তাই এই অবস্থার মধ্যে আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করব যে, একটা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে আবার একট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না বাঁধে সেজন্য প্রয়োজন হলে আমাদের সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। কারণ এটা মনে রাখা দরকার যে ছোট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই জুনের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই রকম কোন ঘটনা যাতে আর ত্রিপুরার বুকে সংগঠিত হতে না পারে, সেজন্য আমি আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এখানে মাননীয় সদস্য, শ্রীকেশব মজুমদার তাঁর পয়েন্ট সব ক্ল্যারিফিকেশান চাইতে গিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ও এই পরিপ্রেক্ষিতে যে বিবৃতি দিয়েছেন, আমি যতটুকু জানি যে ঘটনাটা সেই রকম কিছু নয়, ঘটনাটা অন্য রকম। তাই আমি জানতে চাই যে এলাকার ঘটনার কথা এখানে বলা হয়েছে, সেখানে ট্রাইবেলরা শতকরা ১ জনও নয়। অথচ সেই অঞ্চলে যখন গ্রামের ভিতরে ঢুকে হামলা করা হয় অথবা বাজারে এলে তার উপর হামলা করা হয় নতুবা "ফিরে যাও" বলে স্লোগান

দেওয়া হয়, তখন গ্রামের ভিতরে স্বাভাবতই একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়। তাই আমি ডিষ্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঐ এলাকার মধ্যে একটা আর. এ, সি, ক্যাম্প বসানোর জন্য বলেছিলাম, এমন কি উদয়পুরের সাউথ ডিস্কট্রক্টের এস, পি, আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আর, এস, পির ক্যাম্প বসানো হবে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই রকম ক্যাম্প কোথাও বসানো হয় নি। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে যে উদয়পুরের কোন অঞ্চলে কম পক্ষে ২০টি পরিবার এখনই অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। কাজেই তাদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেই সব অঞ্চলে আর, এ, সি, ক্যাম্প বসানো হবে কিনা, এটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইর কাছ থেকে জানতে চাই?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, যেখানে আর. এস, পি, ক্যাম্প বসানোর দরকার, সেখানে সেখানে নিশ্চয় দেওয়া হবে। কিন্তু ওদের লোকেরা যখন হামেশাই ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করেন, সেটা খুব ভাল জিনিস নয়। আমি আগেই বলেছি যেখানে প্রয়োজন সেখানে আর, এ, সি, ক্যাম্প অথবা পুলিস ফোর্স দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যেখানে প্রয়োজন নেই, সেখানে এই সব দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে, সেজন্য তাদেরও সতর্ক থাকা উচিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাধারনতঃ ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা শিক্ষা দিক্ষায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে অত্যন্ত পশ্চাদ-পদ এবং শান্তপ্রিয় কাজেই ইতিপূর্বে যেখানে যেখানে উপজাতি অংশের মানুষ এ্যাফেক্টেড হয়েছে, তাদের মনে এখনও নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসে নাই। বলতে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি সব অংশের মানুষই নিরাপত্তা চাই কারণ এখন পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন হয় নি এবং তার জন্য হয়তো আর কিছু সময়ের প্রয়োজন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কিনা এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় সদস্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে, আর দলের সদস্যদের উপর এবং তিনি যদি চেষ্টা করেন, তাহলে তিনিও এই ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষের সাহায্য সব সময়ে কামনা করি। কাজেই আর, এ, সি, ক্যাম্প কোথায় আছে আর কোথায় নেই, সেটা পরে দেখা যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার,আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস (ই) ও সমাজদ্রোহী কর্ত্তৃক হরিনা বাজারে তিনটি বামপন্থী সমর্থক দোকান ও প্রগতি প্যাকস লুঠ করা সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস (ই) ও সমাজদ্রোহী কর্ত্তৃক হরিনা বাজারে তিনটি বামপন্থী সমর্থক দোকান ও প্রগতি প্যাকস লুঠ করা সম্পর্কে।"

গত ১৫. ৯, ৮১ইং তারিখ রাত প্রায় ৭ টার সময় কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক সর্ব্বশ্রী প্রবীর কুমার রায়, গোরাঙ্গ বসু, উৎপল মজুমদার, স্বপন ভৌমিক, উত্তম সাহা, নারায়ন দে এবং অপর কয়েকজন হরিনা বাজারে বামপন্থী সমর্থক ২টি টং দোকান এবং একটি বাজে মালের দোকনে হামলা চালায় দুষ্কৃতকারীরা ঐ দোকানগুলি হইতে জিনিষপত্র এবং ২০০টাকা লুট করিয়া নিয়া যায়। প্রগতি প্যাকস লুট হওয়া সম্পর্কে কোন অভিযোগ পুলিশের নিকট নাই।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হরিনা বাজারের শ্রী ব্রজেন্দ্র মজুমদার নামে এক ব্যক্তির অভি-যোগক্রমে সাব্রুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১ (৯) ৮১ নথিভুক্ত করা হয়। প্রাথমিক অভিযোগমূলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বিরোদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১। সর্ব্বশ্রী প্রবীর কুমার রায় (২) গৌরাঙ্গ বসু ৩) উৎপল মজুমদার (৪) স্বপন ভৌমিক (৫) উত্তম সাহা (৬) নারায়ন দে (৭) হীরালাল ভৌমিক (৮) মৃনাল সাহা (৯) প্রমথ আচার্য্য

ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই থানা হইতে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পেঁৗছে এবং তাল্লাসী চালায়। বিলোনীয়ার এস ডি. পি. ও.এর নেতৃত্বে তল্লাসী অভিযান চালাইয়া সর্ব্বশ্রী উত্তম সাহা, হীরালাল ভৌমিক মৃনাল সাহা, এবং প্রমথ আচার্য্যকে (সকলেই কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক) গত ১৬/১৭/৯/৮১ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়। তাহাদের একজনের নিকট হইতে কিছু লুণ্ঠিত দ্রব্যও উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

মি: স্পীকার—আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"টাকারজলা থানার অধিন মধ্য ঘনিয়া-মারা গাঁওসভায় গত ২৪ ৬ ৮১ ইং তারিখে গোপাল দেবনাথ নামে জনৈক ব্যক্তি দুষ্কৃতকারী দের দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, টাকারজলা থানার অধীন মধ্য ঘনিয়ামারা গাঁওসভায় গত ২৪.৬.৮১ইং তারিখে গোপাল দেবনাথ নামে জনৈক ব্যক্তি দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে।"

টাকারজলা থানার অধীন মধ্য ঘনিয়ামারা গাঁওসভায় গত ২৪,৬,৮১ ইং তারিখে গোপাল দেবনাথ নামে কোন 'এক ব্যক্তি দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে কোন রিপোর্ট সরকারের কাছে নাই। তবে টাকারজলা থানায় নথীপত্র অনুযায়ী গত ২.৭.৮১ ইং তারিখ সকাল বেলায় যে মৃতদেহটি বুড়িমা নদীতে গোলাঘাটি ফেরীর নিকট ভাসমান অবস্থায় দেখা যায় তাহা সাক্ষ্য প্রমাণে টাকারজলা থানাধীন মধ্য ঘনিয়ামারার এবং তৎকালীন আমতলী থানার অধীন বাগমারা কলোনীর অস্থায়ী বাসীন্দা গোপাল সরকারের বলিয়া সনাক্ত হয়।

গোপাল সরকার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে মৃত ব্যক্তির পুত্র শ্রী রাখাল চন্দ্র সরকার অন্যান্য কয়েকজন সহ আমতলী নিবাসী আরও দুই ব্যক্তিসহ গত ২৯.৬.৮১ ইং তারিখ বেলা ১১-৩৫ মিঃ এর সময় টাকারজলা থানায় উপস্থিত হইয়া তাহার পিতার নিখোঁজ হওয়ার সম্পর্কে একটি এজাহার প্রদান করেন। সেই এজাহারটি সেই দিনই টাকারজলা থানায় নথিভুক্ত করা হয় এবং থানার দারোগা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৫৭ নং ধারায় তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ মৃত গোপাল সরকার বহু বছর হইতেই তাহার পরিবার বর্গসহ মধ্যঘনিয়ামারায় বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। গত জুন ১৯৮০ ইং গণ্ডগোলের সময় তার পরিবারবর্গসহ আমতলী থানার অধীন বাগমারা কলোনীতে সাময়িক আশ্রয় নিয়াছিলেন। তাহার গ্রাম ঘনিয়ামারায় আড়াই কানী ধানী জমিসহ কয়েক কানি জমির মালিক তিনি ছিলেন। এ গ্রামের সমস্ত বাংগালী অধিবাসী গত জুনের দাঙ্গার সময় বাগমারা কলোনীতে আশ্রয় নিয়াছিল। তখন হইতে ঘটনার দিন পর্য্যন্ত গোপাল সরকার পুলিশের সাহায্য ভিন্ন মধ্যঘনিযা-মারা যান নাই। উক্ত গোপাল সরকার গত ২৪ শে জুন ৮১ ইং বেলা ১২ টার সময় বাগমারা কলোনী হইতে মধ্যঘনিয়ামারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলেন। গত ২৯. ৬. ৮১ ইং তারিখ পর্য্যন্ত তিনি ফিরিয়া না আসায় তাহার পুত্র তাহার খোঁজে ঘনিয়ামারা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারো নিকট হইতে কোন সঠিক সংবাদ জানিতে পারেন নাই। তাহাকে নাকি গোলাঘাটি বাজারে গত ২৯.৬.৮১ ইং তারিখ সন্ধ্যার সময় একবার দেখা গিয়াছিল। গোপাল সরকারের ধানী জমিন ঐ গ্রামের শ্রী সুরেশ দেববর্মা ও তাহার পিতা হরেন্দ্র দেববর্মা অবৈধভাবে দখল করিয়া তোতা মিঞা নামে এ গ্রামের এক চাষীর সহায়তায় চাষবাস করিতে-ছিলেন। এ খবরের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত গোপাল সরকার এ গ্রামের অধিবাসী শ্রী সুরেশ দেববর্মা ও তাহার পিতা হরেন্দ্র দেববর্মা'র সাথে ফসলের ভাগ আদায়ের জন্য যোগাযোগ করিতে আসেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন মিমাংসা হয় নাই। এ গ্রামের শ্রী লক্ষণ দেববর্মা গোপাল সরকারের জমিন ক্রয় করিতে চাহিলে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় জন্য মৃত গোপাল সরকার সেই দিনই এ গ্রামে আসেন। মদন দেববর্মা নামে এক ব্যক্তি তাহাকে গোলাঘাটি বাজারে দেখিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। এরপর তাহার আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। পরিশেষে গত ২.৭.৮১ ইং তারিখ সকাল বেলা তাহার মৃত দেহ বুড়িয়া নদীতে গোলাঘাটি ফেরির নিকট বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। তাহার মৃত্যুর ঘটনাটি ভার-তীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪/৩০২/২০১ ধারায় টাকারজলা থানায় ৪(৭)৮১ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

মধ্যঘনিয়ামারার শ্রী পুষ্প দেববর্ম্মাকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮,৮,৮১ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়। পরে গত ৮.৯.৮১ ইং তারিখ তিনি কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পান।

এস. পি, সি আই, ডি. এই ঘটনাটির তদন্তের ভার গ্রহন করিয়াছেন এবং তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের রিপোর্টে এই তথ্য আছে কিনা, গত ২৪,৬.৮১ ইং তারিখ গোলাঘাটি বাজার থেকে যখন গোপাল দেব নাথ মদন দেববর্ম্মার সঙ্গে ঘনিয়া মারাতে যান (ইন্টারাপশান)

শ্রী হরিনাথ দেববর্ম্মা:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন গোপাল সরকার-এর খুন হওয়া সম্পর্কে আর মাননীয় সদস্য কল্যাক্ষিকেশান চাইছেন গোপাল দেবনাথ খুন হওয়া সম্পর্কে (ইন্টারপশান)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার মহোদয় যখন আলোচনা করতে দিয়েছেন এর পর আর কোন আলোচনা চলেনা। (ইন্টারাপশান) এটা এডমিটেড হয়েছে সঠিক খবর হাউসের সামনে পেশ কররার জন্য।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্ম্মা—গোলাঘাটি বাজার থেকে (ইন্টার‍্যপশান)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই হাউসের কাজ হচ্ছে খুনীদের খুঁজে বের করা।

(ইন্টারাপশান)

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—স্যার, উক্ত গোপাল দেবনাথ ঘনিয়ামারার শ্রী লক্ষন দেববর্মার ঘরে খাওয়া দাওয়া করে তাঁর ভাই শ্রী গোপাল দেববর্মার ঘরে গল্প করতে যান তখন শ্রী ব্রজলাল দেববর্মা পিতা শ্রী পরিশান দেববর্মা গ্রাম হীরামন্ত পারা, শ্রী সুরেশ দেববর্মা, পিতা হরেন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম হীরামন্ত পাড়া, শ্রী খুশীরাম দেববর্মা, পিতা সম্পরাই দেববর্মা, গ্রাম ১নং বুধুচন্দ্র-পাডা, শ্রী রসকুমার দেববর্মা, পিতা ৺কালী চরন দেববর্মা, গ্রাম মধ্য ঘনিয়ামারা মদন দেববর্মার জামাই ওরফে কাংগালী তারা সবাই উপজাতি যুবসমিতির সক্রিয় সদস্য। তারা গোপাল দেবনাথ-কে জোর করে টেনে হিচড়ে জংগলে নিয়ে যায়। এর পর তার আর কোন খুঁজ প্যাওয়া যায় নাই। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, বিষয়টি সি. আই, ডি, র তদন্তাধীন আছে মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলি নিশ্চই সি, আই, ডি, তদন্ত করে দেখবে।

নিরঞ্জন দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, স্যার, আমি বলেছি ব্রজলাল দেববর্মা, ওরা গত দাংগায় মানুষের ঘরবাড়ী পুড়িয়েছে, খুন, লুঠ, হত্যাদির সংগে সম্পূর্ণ জড়িত ছিল এবং এই দাংগার সময় রমেশ দাসকে সে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল, কিন্তু ভাগ্যচক্রে সেই গুলি ফুটে নি। তাছাড়া তার নামে পাড়াতে অনেক অভিযোগ আছে। সে এলাকার লোকের কাছ থেকে জোর করে হাজার হাজার টাকা যুব সমিতির সংগ্রাম তহবিলের নামে সংগ্রহ করেছে এবং ট্রাইব্যু-ন্যালের মামলা পরিচালনার জন্য গৌহাটি থেকে উকিল আনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছে। যারা চাঁদা দিচ্ছে না তাদের ঘরে চুরি ডাকাতি সংগঠিত করেছে এবং তাদের নামে থানাতে মামলা দায়ের করেছে অন্য দলের লোক বলে। এইরূপ একটি ঘটনা গত ১৮/৯/৮১ইং তারিখে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া অভিযোগ করেছিলেন যে লাইফ কাইপেং ও অন্যান্য তার দলের কতিপয় লোককে সি, পি, এম, কর্মী আখ্যা দিয়ে নাম গরু চোর হিসাবে থানায় নথিভুক্ত করেছে। প্রকৃত ঘটনাটা হল ওদের কিছু লোককে দলের নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দলছুট হয়েছে। তাদের নামেই এই সকল ঘৃনিত কাজ কর্ম করেছে। তাই তারা সি, পি, এম, এর কিছু কর্মীর নাম দিয়ে তাদের কর্মীদের হয়রানী করার জন্য চেষ্টা করেছে এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের কাছে যেসব তথ্য আছে

সেগুলি তদন্ত যারা করেছেন তাদের কাছে দিলে যারা প্রকৃত অপরাধী তাদেরকে ধরতে সুবিধা হবে।

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কর্ম্মসূচী হল The Tripura Tribunal of Criminal Jurisdiction (Repeal) bill 1981 (Tripura Bill No. 7 of 1981). উত্থাপন। আমি এখন বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Tribunals of Criminal Jurisdiction (Repeal) bill 1981 (Tripura bill No. 7 of 1981).

মি: স্পীকার :—আপনি কিছু বলবেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জুনের ভয়াবহ দাংগা হাংগামার সময়েতে বহু লোককে আমাদের গ্রেপ্তার করতে হয় এবং অনেকগুলি মামলা দাঁড় করা হয়। আমরা চেষ্টা করছি মামলা সংখ্যা সীমিত রাখতে। এই দিক থেকে যারা গুরুতর অপরাধ করেছেন এবং অপরাধ প্রমান করার মত যথেষ্ট ম্যাটেরিয়েলস পুলিশের হাতে এসেছে শুধু তাদের বিরুদ্ধে আমরা তদন্ত ইত্যাদি করে মামলা দায়ের করছি। তাতে দেখছি অনেক মামলাতে অনেক আসামী রয়েছেন যা শেষ করতে অনেক সময় লাগবে। আমরা সেই সময়েতে এই ধরণের যে-গুলি সি, আর, পি, সির নিয়ম অনুযায়ী যা আদালতে করতে পারে সেই রকম আমাদের দুটি মাত্র আদালত ছিল দুটো কোর্টে মামলা শেষ করতে দীর্ঘ সময় লাগবে বলে আমরা এই আইন-টা বিশেষ করে ত্রিপুরা ট্রাইবুনেলস অব ক্রিমিনেল জুরিডিক্সন অ্যাক্ট। এটা কোন নূতন কিছু নয়। এই ধরনের আইন কেন্দ্রীয় সরকারের রয়েছে এবং অন্যান্য রাজ্যেও রয়েছে এবং সুপ্রীম কোর্টেও পরীক্ষিত হয়েছে। এটা নূতন কিছু নয়। গতকালকে আপনারা হয় তো খবরের কাগজে দেখেছেন, বিহারে এই ধরণের এ্যাস্পেশিয়েল কোর্ট করে তারা মামলার বিচার করে-ছেন। কিন্তু এই মামলা বাধা প্রাপ্ত হয়। কারণ এই আইনটা হাই কোর্টে পরীক্ষিত হওয়ার জন্য যায় এবং কিন্তু হাই কোর্ট থেকে এটা নির্দ্দেশ আসে যে হাই কোর্টের মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এগুলি স্থগিত থাকবে। যার ফলে এক বৎসরের মধ্যে আমরা একটা মামলাও শেষ করতে পারি নি। এটা দু:খজনক। যারা মামলায় জড়িত আছেন এটা তাদের পক্ষেও খুব অসুবিধাজনক হয়েছে। কারণ তারা অপরাধী কি নিরপরাধী সেটা দ্রুত আদালতে সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার যাতে নিরপরাধী লোকের হয়রানী না হয়। এখন অমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আদালতের সংখ্যা বাড়াতে পারছি; এখন আমরা মনে করি এই আইনটা চালু রাখার আর দরকার নেই। আমরা আরও দুই একটা আদালত বাড়াতে পারি। মাননীয় সদস্যরা জানেন নূতন ডিষ্ট্রিকগুলিতে সেখানে ডিষ্ট্রিকট জাজ কোর্ট হয়েছে এবং সেখানে যাতে মামলাগুলি দ্রুত শেষ করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। সেই জন্য আমরা মনে করছি এই আইনটাকে রিপিল করতে চাই এবং সি, আর, পি, সি, অনুযায়ী গঠিত সেই আদালতগুলিতে এই মামলাগুলির বিচার করতে চাই। আমরা হাউসকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে তত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা মামলাগুলি শেষ করব।

এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে হয়রানি না হয় সে দিকেও আমরা লক্ষ্য রাখব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল —

"THE TRIPURA TRIBUNALS OF CRIMINAL JURISDICTION (REPEAL) BILL, 1981 (TRIPURA BILL NO. 7 OF 1981)."

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে উত্থাপিত হয়।)

মিঃ স্পীকার !—আমি এখন একটি ঘোষণা দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা এবং শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় ফুড ফর ওয়ার্ক সম্পর্কে যে শর্ট ডিসকাশন নোটিশ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমি আজকে ডিসকাশন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"THE TRIPURA LAND TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 1981 (TRIPURA BILL NO. 8 OF 1981)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Datta :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that

"The Tripura Land Tax (Second Amendment) Bill, 1981"

(Tripura Bill No. 8 of 1981) be taken into consideration.

স্যার, আমি বিলটা ইনট্রোডিউস করতে গিয়ে মাননীয় সদস্যদের সুবিধার জন্য যে সব এমেণ্ডমেণ্ট আমি এনেছি সেগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু আলোচনা করতে চাই। এই ল্যাণ্ড ট্যাক্স্ বিলটা কার্য্যকরি করতে গিয়ে কিছু কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হই। যেমন আমাদের পুরানো আইন অনুযায়ী বাস্তুভিটা বলে একটা শব্দ আছে। বাস্তু ভিটাটা যেভাবে সংজ্ঞায়িত তাতে, কৃষকদের বাড়ীর পাশে যদি কোন কৃষি জমি থাকে, এবং সেই বাড়ীতে যদি কৃষকরা ধান মাড়াই, গরু রাখা, এমন কি ফসলও যদি করেন তাহলে সে বাড়ীটাকে বাস্তুভিটা বলে গন্য করা হবে না। এটা আমরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স্ বিলে রাখতে চাই। কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে বাড়ী বা জমি সেটাকে আমরা এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড হিসাবে গন্য করতে চাই। এর জন্য ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে কৃষকদের বাড়ীকে নন-এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড হিসাবে নির্দ্ধারণ করা ঠিক হবে না। সেই জন্য আমরা এই এমেণ্ডমেণ্টা আনতে চেষ্টা করছি। সে এমেণ্ডমেণ্টে লেখা আছে—"The homestead of an agriculturist adjacent to his agricultural land is mainly used for the various operation connected with agriculture. Such homestead may be considered as agricultural land for purpose of assessment of tax. Clause (b) of Section 2 is, therefore, proposed to be amended to include the homestead of an agriculturist adjacent to his agricultural land." এখন কৃষির

উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে বাড়ী, সে বাড়ীটাকে কৃষি জমি হিসাবে ধরা হবে এবং জমির মূল্যের ভিত্তিতে এই বাড়ীর ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করা হবে না, সমগ্র কৃষি আয়ের ভিত্তিতে যাতে এই বাড়ীর ট্যাকস নির্দ্ধারণ করা হয় তার জন্য এই আইটা আমরা বিলে রাখতে চাই। আরেকটা জিনিষ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সেটা হল জমির মালিক ব্যাক্তি ছাডা প্রতিষ্ঠানও আছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট লাভ করছে। তাদের কাছ থেকে ট্যাকস আদায় করতে যথেষ্ট অসুবিধা হত। কারন তাদের কোন সংজ্ঞা আগে ছিল না। এখন এই হোলিডিং শব্দটাকে এমেণ্ডমেণ্ট করে এই কোম্পানি বা ইনিষ্টিটিউশানগুলিকে রেজিষ্ট্রেশানের ভিত্তিতে তাদেরকে জমির মালিক হিসাবে গন্য করা হবে। 'হোলডিং'—এর সংজ্ঞাটা এই ভাবে দেওয়া হয়েছে—" 'holding' means the total land of every description owned by a land-owner ;

Explanation :—In this clause, the expression land-owner shall include the members of his family." সমস্ত পরিবারের যে লোক আছে, তাদের দখলীকৃত যে জোতি, তাদের সবাইকে এই হোলডিং—এ ল্যাণ্ড ওনার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আরেকটা জিনিষ আমরা এই বিলের ডেফি-নেশানের মধ্যে রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে—"land-owner' means a person or an institution owning land of every description including non-agricultural land ;". এখানে ল্যাণ্ড ওনার হিসাবে এগ্রিকালচারাল কোম্পানি থেকে অন্যান্য মালিকানায় যে নন-এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড আছে, তাদেরকেও ল্যাণ্ড ওনার হিসাবে গন্য করা হবে। আর একটা জিনিষ আমাদের অপরিস্কার ছিল সেটা হল, নাল এবং লুঙ্গা কাকে বলে। লুঙ্গা জমি কাকে বলে সে সম্পর্কে কোন ডেফিনেশান ছিল না। কাজেই এই নাল ভূমি এবং লুঙ্গা ভূমির ডেফিনেশান পরিস্কার হওয়া দরকার। এগ্রিকালচারাল ইনকাম ঠিক করতে হলে এই নাল এবং লুঙ্গা জমির ডেফিনেশান ঠিক হওয়া দরকার। কারন সমস্ত ল্যাণ্ডের প্রডাকশান ক্যাপাসিটি একই রকম নয়। " 'nal' means plain arable land irrespective of its use in any manner or form of agriculture ; "

" 'lunga' means plain low-lying land between two tillas irrespective of its use for any manner or form of agriculture ; "

'নাল' ভূমি অর্থ হলো সমতল কৃষি ভূমি যাহা যে কোন ধরনের কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর দুটি টিলার অন্তবর্তী যে সমতল জায়গা সেটাকে ডেফিনেশানে ডিফাইণ্ড করা হয়েছে লুঙ্গা হিসাবে। এই ডেফিনেশানের আমাদের দরকার কাছে, কারন যখন আমরা এগ্রিকালচারেল ইনকাম ধার্য্য করতে যাব তখন এটা আমাদের কাজে লাগবে। এগ্রিকালারেল ল্যাণ্ড-এর হোমস্টেড্ ডেফিনেশান সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি সেটা হচ্ছে কৃষকদের কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত কৃষিভূমি সংলগ্ন যে বাস্তু ভিটা। আর একজন কৃষক সে যদি নন্ এগ্রিকালচারেল পারপাসে অন্যত্র চাষ যোগ্য জমির নিকটবর্ত্তী নয়, তার ঘর-বাড়ী বা দোকান করে তাহলে সেটাকে নন্-এগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড হিসাবে ধরা হবে। একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যাদের কাছ থেকে আমাদের ট্যাকস্ নেবার কথা. যে সম্পর্কে আমরা হয়তো পরবর্ত্তী সেশানে আইন-

কানুন রচনা করে বিধান সভায় পেশ করবো। এখন যে পদ্ধতিতে তাদের কাছে এলোটমেন্টের কাগজপত্র অথবা পরচা দেওয়া হয়েছে সেই ভিত্তিতে থ্রি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্য্যন্ত জমির উপর আর কোন রকম কর থাকবে না। গতকাল মাননীয় বিরোধী সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন ল্যাণ্ড ট্যাকস্ আর ল্যাণ্ড রেভিনিউর মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্যটা হলো সামন্ত প্রথা থেকে আইন-সঙ্গত প্রথায় আনা। অর্থাৎ আগে নিয়ম ছিল কারও যদি ১৮ বিঘা জমি থাকে এবং সে জমির খাজনা যদি বিঘা প্রতি এক টাকা থাকে তাহলে তাকে বিঘা প্রতি এক টাকা হিসাবে ১৮ টাকা দিতে হবে এবং কারও যদি এক বিঘা জমি থাকে তাহলে সেই আইন অনুযায়ী তাকে এক টাকাই দিতে হবে। আয়-ব্যয়ের সঙ্গে কোন যোগাযোগ তখন ছিল না এখন আমরা এই ডিফেকটিভ শ্ল্যাবটা তুলে দিতে চাই। থ্রি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্য্যন্ত জমিতে ট্যাক্স আমরা আগের এ্যাক্টে রেখেছিলাম, সেটা এখন সম্পূর্ণ বাতিল করতে চাই। আর একটা সংশোধন করতে চাই আমাদের ইনটেনশানের সঙ্গে রেভিনিউ যা এসেছে এ্যাকটের ভিতর সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় নি। এগ্রিকালচারেল ইনকামের ভিত্তিতে, এসেসমেণ্টের ভিত্তিতে ট্যাক্সের পরিমাণ কি হবে সেটা আমরা ভেবে দেখছি। থ্রি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমির উপরে যাদের জমি আছে তাদের ক্ষেত্রে যে পারসেণ্টেজ উল্লেখ করেছি, সেটা ম্যাকসিমাসম্ লিমিটেড। পারসেণ্টেজ সেটাই হবে। সরকার আরও ভাল করে পরীক্ষা করে কর ধার্য্য করবেন। পরবর্তী শ্ল্যাবে, জমির পরিমাণ যা দেওয়া হয়েছে সেই শ্ল্যাবে কত উর্দ্ধসীমা পর্য্যন্ত কর ধার্য্য করতে পারবেন সেটা পরীক্ষা করছেন। ইতিমধ্যে ল্যাণ্ড ট্যাক্স এ্যাক্ট প্রবর্ত্তন হবার আগেই কোন কোন মহল থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইস্তাহার প্রকাশ করে, যাতে ছাপাখানার নাম নেই, প্রকাশকের নাম নেই, এই ধরণের একটা ইস্তাহার প্রকাশ করে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে কৃষককে রক্ষা করার নাম করে কৃষককে মারা হচ্ছে। সেগুলি আমরা তদন্ত করতে দিয়েছি। আসলে আমরা যা করতে চাই সেটা যুক্তি-সঙ্গত ভাবেই করি। বামফ্রন্ট সরকারের নীতির মধ্যেই এটা আছে যে কৃষক, সে গরীবই হোক আর মধ্যবিত্ত কৃষকই হোক তাদেরকে কর থেকে রিলিফ দেওয়া। আর যারা অকৃষক আছেন, তারা যদি কৃষকের কাছ থেকে মুনাফা করেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপর আমরা একটা সতন্ত্র দৃষ্টি রাখবো। কৃষকরা যাতে আমাদের ভূমি সংকারের অঙ্গ হিসাবে খাজনা প্রথা সংস্কারের যে পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি, সেই পদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হতে পারেন, ন্যায় সঙ্গত ভাবেই সমগ্র উৎপাদক কৃষক সমাজের স্বার্থের অনুকূলে যায়, তার জন্যই আমরা এই সংশোধন এনেছি। বর্ত্তমানে যে বাজার দর এবং যে রেকর্ড হচ্ছে এই হিসাবে কৃষকের আয় এবং নন্-এগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে আমাদের এখানকার যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির বিবেচনায় সরকার ঠিক করতে পারবেন বর্ত্তমানের ট্যাক্সের হার কতটুকু পর্য্যন্ত সত্যিকারের যুক্তিসঙ্গত হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আপনি রিসেসের পর আবার সুযোগ পাবেন। বেলা ২টা পর্য্যন্ত হাউস মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

শ্রী বীরেন দত্ত—আমি এর আগে অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স এ্যাক্টের কতগুলি ধারার যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তা বলেছি, এখন আবার কয়েকটি ধারা সম্পর্কে বলছি

যেগুলি নতুন করে প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। যেমন কর দেওয়া সম্পর্কে। দুইটা ইনস্টলমেণ্টে দেওয়ার কথা বলা আছে। আগে দুই ইনস্টলমেণ্টে কৃষকদেরকে কর দিতে হত। তার টাইম উল্লেখ করা থাকত। তাতে কৃষকদের পক্ষে দিতে অসুবিধাই হত। তাই আমরা এটাকে এ্যক্ট থেকে সরিয়ে রুলে নিয়ে যেতে চাই। যাতে করে এখানে কোন টাইমের উল্লেখ থাকবেনা। এতে আমার মনে হয় কৃষকদের পক্ষে সুবিধাই হবে। আগে অমুক তারিখে একটা ইনস্টলমেণ্ট আর অমুক তারিখে আর একটা ইনষ্টলমেণ্ট দিতে হবে। এইভাবে তারিখের উল্লেখ থাকত। যাহোক, এটা থেকে কৃষকরা বাঁচবে। কেননা তারিখ অনুযায়ী দিতে তাদের অনেক সময় কষ্ট হত। তাই এখানে আমরা এ্যক্ট থেকে রুলে নিয়ে টাইমটা তুলে দিয়েছি। তাতে কৃষকরা আর মারা পড়বেনা। তারপর সেকশান্ ১০-এ, আমরা একটা পরিবর্ত্তন আনছি। যেটা একটা ডেইট অফ পেমেণ্ট অভ ট্যাক্স। বিভিন্ন গ্রামে যে জমি আছে তার ট্যাক্স দিতে হয়। সেই ট্যাক্সও একটা সময়ের মধ্যে দিতে হয়। সেটাকে আমরা এ্যক্টের মধ্যে না রেখে রুলে নিয়ে যেতে চাই। তাতে কৃষকদের সুবিধাই হবে। প্রতি বৎসরে ট্যাক্স নির্দ্ধারন করা এটা একট অবাস্তব ব্যাপার। ট্যাক্স বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে। সেটা নির্ভর করবে ল্যাণ্ডের ভেলুয়েশানের উপর। প্রতি বৎসর যে ট্যাক্স বাড়বে এমন কোন কথা নেই। আগে এমন হত। জমির ভেলুয়েশান বাড়লে ট্যাক্স বাড়তে পারে, আবার কমলে কমতে পারে। অর্থাৎ ইয়ার বাই ইয়ার যেটা নির্দ্ধারন করা হত সেটা আর করা হবেনা। তাতে কৃষকদের সুবিধাই হবে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্যাটার্নেও এরকম আছে। ইয়ার বাই ইয়ার জমির ভেলুয়েশান বাড়লে ট্যাক্স বাড়তে পারে আর কমলে কমতে পারে। যদি তা না হয় যখন জমির ভ্যলুয়েশান বাড়বে বা কমবে সেই অনুযায়ী সেটা কমবে বা বাড়বে। আমরা ১৫ ধারাতে আর একটি পরিবর্ত্তন এনেছি সেটা হচ্ছে আগে সেনট্রালের আণ্ডারে বা রাজ্যের আণ্ডারে যে জমিগুলি থাকবে সেই জমিগুলির ট্যাক্স দিতে হত না বা হয়না। অর্থাৎ সরকার যে জমিগুলি তার নিজের কোন কাজে ব্যবহার করত বা করে তার কোন খাজনা লাগেনা। বর্ত্তমানে এই আইনের মধ্যে যে সমস্ত জমি কমন পারপাসে ব্যবহৃত হবে তার কোন খাজনা লাগবেনা। এই অ্যাকটের মধ্যে আমরা এটা পরিবর্ত্তন করেছি। বর্ত্তমানে যেমন কর্পোরেশানগুলির কোন খাজনা লাগেনা। মিউন্যাসিপ্যালিটি এলাকায় বা নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে যেসব জমিগুলি কমার্শিয়াল পারপাসে ব্যবহৃত হবে তাদের টেকস দিতে হবেনা। পরের অ্যাকটে যে ২৫ পয়সা করে যে ধার্য্য করা হয়েছিল সেটার দরকার নাই। বর্ত্তমানে নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে বা মিউন্যাসিপ্যালিটি এরিয়ার মধ্যে যাদের ৩ একর জমি আছে তাদের কোন খাজনা লাগবেনা। বর্ত্তমানে মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া এবং নোটিফায়েড এরিয়ার অনেকটা একসটেন্ড হয়েছে। তার জন্য এখানে যে রেইটটা ধরা হয়েছে অ্যাগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ডের সেটা সাধারনতঃ নোটিফায়েড এরিয়া ও মিউন্যাসিপ্যালিটি এরিয়া থেকে সমস্ত ল্যাণ্ডটাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা না। বর্ত্তমানে মিউন্যাসিপ্যালিটি এরিয়ার ভিতরে এ্যাগ্রিকালচারের ল্যাণ্ড আছে অর্থাৎ এখনও যেখানে চাষ চলে তাদেরকে ২ পারসেন্টিস ট্যাক্স দিতে হবে। আর আদার ডে জেনারেল ল্যাণ্ড যেগুলি আছে তাদেরকে ৪ পারসেন্টি করে দিতে হবে। এই রেইটটা হচ্ছে মেকসিমাম রেইট। আর একটা জিনিস আমরা পরিবর্তন করেছি সেটা হচ্ছে পথ কর।

আগে পথ কর দিতে হত টাকা প্রতি ১০ পয়সা। যেহেতু আগের সমস্ত ভূমি রাজস্ব আইনটা সম্পূর্ণ মুকুব করা হয়েছে। এই কতগুলি ধারার এখানে প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। আমি এখন অ্যামেণ্ডমেণ্ট অবদি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল, ১৯৮১ এটাকে আলোচনার জন্য দিলাম। আমি আশা করব সমস্ত সদস্যরা এটাকে সমর্থন করে এই আইন প্রয়োগ করতে সহযোগিতা করবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী যে অ্যামেণ্ড-মেণ্ট অফ দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল ১৯৮২ যেটা এনেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ন সমর্থন করি। আমি এখানে ২-১ টা কথা বলতে চাই।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরা রাজ্যও কৃষি-নির্ভর। কারণ ত্রিপুরায় শতকরা ৮০ ভাগ লোকই কৃষক। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষক যারা আছেন, এই কৃষকরা মূলত: অন্য রাজ্যের কৃষক যারা আছেন তাদের তুলনায় ভূমির দিক থেকে, জীবন ধারার দিক থেকে, সামাজিক অবস্থার দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছে। তবে কৃষকদের এইভাবে পিছিয়ে থাকার ব্যাপারটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যেই এইটা কম বেশী বলবত আছে। শতাব্দি ধরে বঞ্চনার ব্যবস্থা করে সামন্ততন্ত্রের মাধ্যমে শোষনের যে যাতাকল তৈরী করা হয়েছিল, আজও তার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো সম্ভব হয় নি। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কৃষকরা আশা করেছিল যে, এইবার বুঝি সামন্ত তন্ত্রের অবসান হবে এবং কৃষকদের উপর থেকে শোষনের যাতাকলটিকে সরিয়ে নেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরার কৃষকগণও আশা করেছিল সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পাবার। কিন্তু দেখা গেল যে, তাদের ভাগ্যে আজও তা ঘটে নি। আর তাই তো এই শোষনের যাতাকল থেকে মুক্তি পাবার আশায় কৃষকগণ আন্দোলনে সংগঠিত হয়েছে। কৃষকদের এই আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করেই তারা কৃষকদের জন্য অনেক কিছু করার ভান করেছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কৃষকদের উন্নতির জন্য কিছুই কার্য্যকরী করা হয় নি। তা ছাড়া কৃষকদের উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটুক এইটা ভারতের শাসক গোষ্টি চায়না, যার ফলে ১৯৬০ সালের ভূমি সংস্কার আইনের মধ্য দিয়ে জমিদার প্রথার উচ্ছেদ না ঘটিয়ে, উল্টে এই আইনের মধ্য দিয়ে একটা জমিদারকে ভেঙ্গে অনেক জমিদার তৈরী করা হলো। সামন্ত তন্ত্রের একটা যন্ত্রকে ভেঙ্গে বহু যন্ত্রের জন্ম দিল। যাতে করে কৃষকরা আরও বেশী করে নির্য্যাতিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হলো। শেষ পর্য্যন্ত এই আইনকে পাশ করানো হলো, ফলে ভারতবর্ষের কৃষকরা তার হাত থেকে আর মুক্তি পেল না। তারপর আবার তারা সিলিং আইনকে প্রবর্ত্তন করল। এই সিলিং প্রথার মধ্য দিয়ে জমিদার বা বুর্জুয়া শ্রেণীকে আরও বেশী করে সাহায্য করা হয়েছে। যেমন, যারা কৃষি নির্ভর নয়, মানে কৃষির উপর নির্ভর করেই যারা চলে না আমলা শ্রেনীর এমন অনেক লোককে জমির মালিক বানিয়ে রাখা হয়েছে। যার ফলে পরবর্ত্তী সময়ে কৃষক আন্দোলন খুব জোরদার ভাবে ছড়িয়ে পরে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই গোটা ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরাও আন্দোলনে সংগঠিত

হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ দিনের এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তারা বুঝতে শিখেছে যে, দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে যারা ভারতবর্ষে রাজত্ব করছেন তারা কোন অবস্থাতেই কৃষকদের উপর থেকে সামন্ততন্ত্রকে তুলে নিতে চায় না। ঠিক এই ভাবেই ত্রিপুরা রাজ্যে এর আগে যারা রাজত্ব করেছেন যেমন সুখময় বাবু ও শচীন বাবু, তারাও এই শোষক গোষ্ঠীর দালাল ছিলেন, যার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের কথা চিন্তা করার সময় তারা পান নি। তাইতো অবশেষে ত্রিপুরার বঞ্চিত কৃষকরা তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে নির্বাচিত করেছেন। কৃষকদের বিগত দিনের সেই মানষিকতার কথা চিন্তা করেই এই বামফ্রন্ট সরকার একটা সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে তার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের উপর থেকে একটা আইনের মধ্য দিয়ে সামন্ত তন্ত্রের অবসান ঘটানোর ব্যবস্থা করেছেন। যদিও আমরা বিশ্বাস করিনি যে, শুধু আইনের মধ্য দিয়েই এই সামন্ত তন্ত্রের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। এতে করে হয়তো দরিদ্র কৃষকদের উপর থেকে খাজনার চাপটা সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তাতে করে কৃষকদের উপর থেকে সামন্ত প্রথা চলে যায়নি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এখনও এইটা রয়ে গেছে। যতদিন না এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নুতন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাবে না, ততদিন পর্য্যন্ত সামন্ত তন্ত্রের প্রথাকে উচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হবেনা। প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষকদের উপর থেকে শোষনের অবসান ঘটানো যাবেনা। তবু যতটুকু সুযোগ রয়েছে তার মধ্য দিয়ে এই সরকার যে বিল এনেছেন তাকে কার্য্যকরি করতে গিয়ে তার মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যাচ্ছে।

তারপর আসুন পথের ব্যাপারে, আগের দিনে কৃষকদের চলার কোন পথ ছিলনা, অথচ তাদের কাছ থেকে পথকর নেওয়া হত। তাই আঁজকের এই এমেণ্ডমেণ্টের মধ্য দিযে এইটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বিনা করে এই সরকার তাদের জন্য প্রচুর রাস্তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তার পরে এই সরকার আরও চিন্তা করেছেন যে, কিভাবে কৃষকদেরকে সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করা যায় এবং সেই অনুযায়ী কর্মসূচীও নিয়েছেন। আমি মনে করি, আজকের সরকারের এই কর্মসূচী অভিনন্দন যোগ্য। কারণ এই কাজ ভারতবর্ষের অন্য কোথায়ও করা হয়নি। অথচ আমাদের এখানে কিছু উকিল আছেন যারা সব সময় কৃষকদের পেছনে লেগে থাকেন। নানা মিথ্যা মামলায় ঝুলিয়ে তাদেরকে হয়রানি করার চেষ্টা করেন। তাই এই লেণ্ড টেক্স বিল দেখেই তাদের ভয় ধরে গেছে, তাই তারা নানা অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছে, তাদের ভাষায় এই বিল নাকি কৃষকদের সর্বনাশের জন্য ব্যবহার করা হবে। কারণ এই বিলের মধ্য দিয়ে তিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমির মালিকদেরকে খাজনার আওতাভূক্ত করা হচ্ছে না। তাই বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত এই দরিদ্র কৃষকদের এই টেক্সমুক্ত ও পথকর মুক্ত আবস্থাটা তাদের মনোপুত হয়নি। আর তাইতো এই বিলের বিরুদ্ধে তাদের এত অপপ্রচার।

অনেকেই বলছেন যে আগে যে খাজনা দেওয়া হত এখন নাকি তার চেয়ে অনেক বেশী খাজনা দিতে হয়। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আগের যে রেট ছিল সে রেট তো আর চিরকাল একভাবে থাকতে পারে না। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে জমির মূল্য নির্ধারিত হয় আর সেই নির্ধারিত মূল্যের উপর ভিত্তি করেই জমির খাজনা নির্ধারিত হয়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এরা আরও প্রচার করছে যে যাদের জমির খাজনা দিতে হয় না তারা নাকি জমিরও মালিকানা পায় না। স্যার, আগে একটা নিয়ম ছিল সেই রাজা মহারাজাদের এবং জমিদারদের শাসনের সময়ে। রাজা মহারাজারা বা জমিদাররা কিছু প্রজাকে নিষ্কর জমি প্রদান করতেন, আবার কেহ কেহ কোন দেবতা মন্দিরের নামে নি:স্কর জমি দান করে যেতেন। চুক্তি মত যতদিন মায়ের বা দেবতার পূজা চলিবে ততদিন তারা জমির স্বত্ব ভোগ করতে পারবেন। আবার যাদের জমি নিঃস্কর দেওয়া হত তাদের আবার রাজা বা জমিদার বাড়ীর উৎসবে বা অন্য কাজের সময়ে বেগার খাটতে হত। এইভাবে বেগারী খাটাবার জন্য জমিদাররা বা রাজারা নিষ্কর জমি দান করতেন। ফলে প্রজাদের বা মানুষের ভয় ছিল, যদি জমি নিষ্কর হয় তাহলে জমির মালিকানা তাদের থাকবে না আর সেই জমি ভোগ করার ফলে তাদের হয়ত বেগার খাটতে হতে পারে। সেই বেগার খাটার প্রথার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা প্রচার করছে যে বামফ্রন্ট সরকার তিন একর জমির খাজনা মুকুব করেছেন এর অর্থ হল নিঃস্কর জমির মালিকানা থাকে না। কিন্তু স্যার, এরা যা প্রচার করছেন এটা মিথ্যা। বামফ্রন্ট সরকার তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকানা যাদের আছে তাদের জমি নিঃস্কর করেছেন আর তিন একরের উপর যাদের জমি আছে তাদের নুতন হারে কর নিতে হবে। সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯০৭ সাল যে প্রথা চালু ছিল এরা কি মনে করেন যে ১৯৮১ সালে ও সেই প্রথা চালু করতে। এরা নানাভাবে কৃষকদের বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তিন ষ্টাণ্ডার্ড একর জমির খাজনা যখন বামফ্রন্ট সরকার মুকুব করেছেন তখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তারা গেল গেল রব তুলেছেন এবং নানা ধরনের মিথ্যা গল্প বানিয়ে গরীব কৃষকদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। আমি তাদের বলব আপনারা এইভাবে কৃষকদের বিভ্রান্ত না করে আসল যা তাই জনগনের সামনে তুলে ধরুন। এতে যদি কোন ভুল-ক্রটি থাকে তবে এই সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট—এর মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের কাছে এই বিধানসভায় এই প্রতিশ্রুতি রাখছেন যে এই ধরনের কোন ভুল ক্রটি থাকলে ত, কৃষকদের স্বার্থে সাধারন মানুষের কল্যানে যতবার ইচ্ছা বলবেন তা পরিবর্তন করা যাবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আগে একই পরিবারের বিভিন্ন জনের নামে সম্পত্তি রাখা হত। ফলে কোন একজনের নামে তিন একরের বেশী সম্পত্তি বা জমি থাকত না। পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী বলতেও লজ্জা হয়,উনি প্রায় তিন হাজার ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরেরও বেশী জমি উনার পরিবারের ময়না, টিয়া,পোষা কুকুরের নামে, এমন কি যে ছেলে বিয়ে করেনি তার স্ত্রীর নামে, এবং যে ছেলে বিয়ে করেনি সেই ছেলের ছেলের অর্থাৎ নিজের নাতির নামে জমি সম্পত্তি রেখে ভোগ করছিলেন। কিন্তু বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ঠিক করেছেন যে, পরিবারের যে কোন জনের নামেই জমি থাকতে পারে, কিন্তু পরিবার ভিত্তিক তার মোট জমির পরিমান নির্ধারন করা হবে এবং সেই জমির উপর খাজনা নির্ধারন করা হবে।

আজকে বামফ্রন্ট সরকার তিন একরের কম জমির মালিক যারা তাদের জমির খাজনা মুকুব করেছেন। শুধু তাই নয় কৃষকদের উন্নতির জন্য তাদের কৃষি কাজের জন্য বিনা-মূল্যে উন্নত মানের বীজ, সার, বলদ কিনার জন্য টাকা. কোথাও কোথাও পাওয়া রটিলার ব্যবস্থা করেছেন। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন বিল এবং তার এমেণ্ডমেণ্ট এনে কৃষকদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা করেছেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে রাজ্য সরকার যেখানে এই বামফ্রন্ট সরকার যেখানে সামন্ত প্রথা তুলে দিতে চাইছেন সেখানে এই কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতি তারা চাইছেন সেই কু-প্রথাকে চালু রাখতে। আমরা আরও দেখেছি, কেন্দ্রের শ্রীমতী ইন্দিরা সরকার সারা দেশে সেই জমিদারী প্রথাকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা দেখছি, কেন্দ্রিয় সরকার বিভিন্ন সময়ে গরীব জনসাধারনের উপর টেকস্ বসিয়ে চলছে আর পুঁজিপতিদের দিচ্ছে অবাধ মুনাফা অর্জনের সুযোগ। তাই আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষের জনগনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ লোক রয়েছেন দারিদ্র্যসীমার নীচে। আসলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮৩ ভাগ লোক রয়েছেন দারিদ্রসীমার নীচে। দেশের এই যখন অবস্থা তখন সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে চলছে, মূল্যস্তর ক্রমেই উপরের দিকে উঠছে।

সেই জায়গার সেই সরকার বিধানসভায় প্রস্তাব নিতে পারেন জনসাধারণের জন্য, গ্রামের গরীব কৃষকের জন্য, সেই ১৪টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গোটা ভারতবর্ষে যাতে একই মূল্যে সরবরাহ করা যায় এই বিধান সভা সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই কৃষকদের দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি করে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য করতে নিশ্চই কেউ চাইবেন না। সুতরাং যারা এটার বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। আমি এই জন্য বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকেরা তাদের অপপ্রচারে যেন বিভ্রান্ত না হন এবং তারা যাতে চক্রান্তকারীদের চক্রান্তে না পড়েন, এই জন্য এই প্রস্তাব রাখছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই, এই যে বিধান সভায় ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস্ বিল যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন, এটা আগেরটাতে যে সমস্ত ত্রুটি ধরা পড়েছে সেগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন মৌজায়, বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে যদি তার সম্পত্তি থাকত তা হলে সেগুলি তো হোলডিং এর আওতায় পড়তে হবে। আমরা দেখছি যারা ফাঁকি দিতে চায়, এইরকম বিভিন্ন লোক আছে। কোথায়ও দেখাগেল তিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের নীচে জমি আছে একটা সাবডিভিশনে। আর একটা সাবডিভিশানেও এই রকম আছে। এইভাবে দেখা গেল ২৫ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের উপর তার জমি আছে। সুতরাং এই আইনে যতটুকু অ্যামেণ্ডম্যাণ্ট এসেছে এটাই যথেষ্ট নয়। যে ভূমি সংস্কারের কাজটা চলেছে, এটা যখন শেষ হয়ে যাবে, সেখানে হোল্ডিং এর কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং পাট্টা দেওয়া শেষ হয়ে যাবে। সেটা দিয়েই এটাকে আস্তে আস্তে কার্য্যকরী করতে হবে। সুতরাং এটা এই অ্যামেণ্ডমেণ্টের মধ্যে আছে। এতদিন কৃষকের যে বঞ্চনা ছিল তা সংশোধন করার উদ্দেশ্যে এই বিলটা আনা হয়েছে। আমি তাকে পুরো পুরি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টার "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স (সেকেণ্ড অ্যামেণ্টমেণ্ট) বিল, ১৯৮১ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮১) যে বিলটা এই সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করেছে এই সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখতে চাই। এটা সত্যি কথা যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে রাজতন্ত্রের যুগে বিশেষ কতকগুলি জমিদার ছিলেন এবং ওদের হাতেই রাজ্যের সমস্ত জমি ছিল এবং বাকী সব প্রজারা দাসের মতো খাটতো। এই দিক থেকে এই বিলটা নিশ্চয়ই একটা পরিবর্ত্তন আনবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা এনেছেন সেটা আপাতদৃষ্টে ভালই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এই বিলটা কোথায় প্রয়োগ হবে সেই সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। এই ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিলে যে বাধাগুলি আছে সেই সম্পর্কে আমি বলছি। যেমন অনেক জায়গা আছে কৃষকদের নামে। কিন্তু আসলে অন্য লোকে সেই জমি চাষ করছে। বহুদিন আগে থেকেই হয় ব্যবসায়ী নয় মহাজনের হাতে সেগুলি চলে গেছে। কিন্তু ল্যাণ্ড ট্যাক্সের যে অ্যাক্ট সেই অনুযায়ী যার নামে জমি রয়েছে প্রথমে গিয়ে তার নামেই ট্যাক্স বসবে। অথচ বাস্তবে দেখা যাবে তার কাছে ১০।১২ বছর ধরে জমি নেই। নানা রকম মামলা মোকদ্দমা ইন্‌জাংশান জারী হয়ে জমিগুলি অনাবাদী রয়ে গেছে। সেগুলিতে এই ল্যাণ্ড ট্যাক্স কিভাবে প্রযোজ্য হবে সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। এ ছাড়া যে সমস্ত উপজাতি-দের জমি বহু আগেই ট্রান্সফার হয়ে গেছে বে আইনীভাবে সেগুলির ট্যাক্স উপজাতিরা এখনও দিচ্ছে। কিন্তু তাদের ভোগ দখলে নেই ১৯৬০ সাল থেকেই। বহু উপজাতি চাষী আমাদের কাছে এসে বলছে সরকার থেকেই বলছে যে তুমি ১০ কানি জমির খাজনা এত দিনের মধ্যে দিবে। কিন্তু সেই জমিটা তাদের হাতে নেই। এই ক্ষেত্রে সেই জমির ফসল ইত্যাদি জন্য যে ট্যাক্স ধার্য্য হবে সেটা কার নামে হবে এটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। সেই দিক থেকে আমি প্রস্তাব রাখতে চাই যে সমস্ত জমি এখন মহাজনদের হাতে আছে সেই জমিগুলি যাতে ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে এরই মধ্যে আনা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। (গণ্ডগোল) সেগুলি যাতে দ্রুত ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেই ব্যবস্থা করা হোক। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরেও তারা সেই কাজ হাতে নেয় নি। সেই সম্পর্কে জনসাধারণের মনে সন্দেহ আছে এবং আমারও সন্দেহ রয়ে গেছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা জানি এই আইনের ৩ নং ধারায় আছে ১লা এপ্রিল থেকে সমস্ত জমির ফসলের দাম হিসাব করা হবে। তারপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে এবং সেটা ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত বলবত থাকবে। ১লা এপ্রিলের পরে যে সমস্ত ফসল উঠেছে পরবর্ত্তী কালে হয়ত সেই ফসল নাও উঠতে পারে। হয়ত খরা আসবে, বন্যা আসবে। কিন্তু সেই আইন অনুযায়ী তাকে খাজনা দিতে হবে।

তাকেও একই রেটে খাজনা দিতে হবে। আর এটা যদি হয় তাহলে পর কৃষকদের খুবই দুরাবস্থার মধ্যে পরতে হবে এবং তাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা দেবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে আমি একটা জিনিস তুলে ধরতে চাই, সেটা হচ্ছে সাড়ে সাত কানি জমি পর্য্যন্ত যে কথাটা বলা হয়েছে, অর্থাৎ প্রান্তিক চাষী যারা তাদের থেকে কোন রকম খাজনা আদায় করা হবে না। তাই এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যারা উপজাতি, তাদের ক্ষেত্রে এই প্রভিশনটা আরও একটু রিলেক্স করে ১০ কানি পর্য্যন্ত করা উচিত।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে অনেক অ-উপজাতি আছে যাদের হাতে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমি আছে, তাদের অনেকেরই একটা না একটা এ্যাডিশন্যাল আয়ের সোর্স আছে, যেমন কারো বা চাকুরী আছে, অথবা কারো বাব্যবসা আছে, কিন্তু উপজাতিদের ক্ষেত্রে সেই রকম কিছু নেই। তারপরে দেখছি যে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধ্যে ৩একর পর্য্যন্ত টু পার্সেন্ট করে ট্যাক্স নেওয়া হবে। আমার মনে হয়, এই ক্ষেত্রেও সেই রকম একটা বিবেচনা থাকার দরকার আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, যেহেতু উপজাতিদের মধ্যে সেই রকম আয়ের কোন সোর্স নেই, সেহেতু এই সমস্ত জিনিষগুলি বিচার বিবেচনা করার দরকার আছে। কাজেই এই দিক থেকে এই আইনটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকার এমন কোন প্রস্তুতি নিতে পারেন নি, শুধু মাত্র বামফ্রন্ট একটা বাহবা পাওয়ার জন্যই এই আইনটা তৈড়ি করে এনেছেন মাত্র এবং এই আইনটাকে তারা সুষ্ঠ প্রয়োগ করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ কৃষক তাদের জায়গা জমির ব্যাপারে এমন একটু অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন, সেই অসুবিধাগুলি দূর না করা পর্য্যন্ত এই আইনটা একটা প্রহসন হয়ে থাকবে। যার ফলে যে সমস্ত জোতদার বে-আইনী ভাবে উপজাতিদের জমি দখল করে রেখেছেন, তারাই এই আইন প্রয়োগের ফলে বেশী করে লাভবান হবেন। আর বামফ্রন্ট সরকার সেই কারনেই এই সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর করতে তৎপর নন, বরং কোন রকম এর একটা কনভিনিয়ান্ট ব্যবস্থা না নিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে এই যে আইনটা প্রনয়ণ করেছেন, তাতে বড় তড়িঘড়ি হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়। তাই আমি মনে করি যে সমস্ত অসুবিধাগুলি রয়েছে, সেগুলি দূর করে যদি এই আইনটা প্রয়োগ করা হত, তাহলে খুবই কার্য্যকরী হত এবং সঙ্গত হত বলে আমার মনে হয়। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য, কেশব মজুমদার অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু আমি জানি উনি একজন পশ্চিম বঙ্গের লোক, যদিও তিনি আমারই একজন শিক্ষক এবং উনি কবে ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছেন, তাও আমার জানা আছে। উনি ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল বা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে উনি কতটা জড়িত, তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক আন্দোলন পরিক্ষিৎ জমাতিয়া সেই মহারাজের আমলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ভাবে আন্দোলন করেছিলেন এবং তার জন্য তাকে কত বার জেলে যেতে হয়েছিল, তা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসই সাক্ষী দেবে। কাজেই আমরা বলতে পারি, যে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের সম্পর্কে আলাদা একটা ইতিহাস আছে। মাননীয় সদস্য যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের লোক নন, সেহেতু উনার পক্ষে সেই ইতিহাসটা জানা সম্ভব নয়। তাই আমি এই রাজ্যের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে কি ইতিহাস ছিল, সেটার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের জমি নিয়ে কৃষকদের নিয়ে উপজাতি যুব সমিতিও অনেক দিন আগে থেকে আন্দোলন করে আসছেন এবং এই সম্পর্কে যে সমস্ত অসুবিধাগুলি আছে, যেমন বে-আইনী দখলদারেরা রয়েছে, তাদের হাত থেকে প্রকৃত কৃষক যারা, তাদের রক্ষা করতে হবে। সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের স্বার্থেই আমরা যে আন্দোলন চালাচ্ছি, আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য আইন প্রনয়া করছেন বটে, কিন্তু আমরা জানি যে, এই আইনের দ্বারা কৃষকদের ফাঁকি দেওয়া যাবে

না। কাজেই আমরা সরকারকে বাধ্য করব যে এই আইনটা প্রয়োগ করার আগে, এই ক্ষেত্রে যে সব অসুবিধাগুলি আছে, সেগুলি যেন যথা সম্ভব শীঘ্র দূর করা হয়। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা ল্যাণ্ডট্যাক্স এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৮১ যেটা গ্রহণ করার জন্য এই হাউসের সামনে রাখা হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করছি। এখানে অবজেক্ট এ্যাণ্ডরিজন্সে দেওয়া হয়েছে কি কারণে এই এ্যামেণ্ডমেণ্টা আনতে হয়েছে, এই ল্যাণ্ড ট্যাকস্ বিল করতে গিয়ে যে অসুবিধাগুলি দেখা দিয়েছে, সেই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্যই এবং অন্য কয়েকটা ব্যাপারে পুরাপুরি সংজ্ঞা দিয়ে বা তার পুরাপুরি ডিফিনিশান এনে যাতে এটাকে রূপায়নের কাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্যই এই এ্যামেণ্ডমেণ্টা এই বিলের মাধ্যমে এসেছে স্যার. এটা আমরা জানি যে আগে যখন খাজনা প্রথা ছিল, তখন সেই খাজনা প্রথার জন্য ত্রিপুরার গরীব চাষী কিভাবে তার সামাণ্য ঘটি বাটি পর্য্যন্ত খাজনার দায়ে দিতে হত, তার সমস্ত কিছু এই বিলটা পাশ করার সময়ে আমরা এখানে উল্লেখ করেছিলাম। শুধু ত্রিপুরাতে কেন, সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আমরা এটা দেখেছি। বলতে গেলে কৃষকদের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কায়দায় অত্যাচার অবিচার সংগঠিত হত।

কারণ আমরা দেখেছি যে, যখন জমির উপর কিছু মানুষের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন থেকেই সামন্তান্ত্রীক কিছু মানুষের হাতে জমি জমা হয়েছে আর অধিকাংশ মানুষ ভূমিদাস বা ক্রীতদাস তাদের সেই জমিতে কাজ করত, আর সেই প্রজারা শোষিত হতে লাগল। এই প্রথার মধ্যে দিয়ে তাদের জমির ক্ষেত্রে নিজেদের যে অধিকার সেই অধিকারের ক্ষেত্রেও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। স্যার, এই অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সাধারণ কৃষকদের শোষণ দীর্ঘদিন যাবত চলেছে। ইংরেজ আমলেও আমরা দেখেছি যে কি ভাবে সেই সব জমিদারদের নানা সুযোগ সুবিধা তৈরী করে দিয়ে সেই সব শোষিত কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষা করা হতো। সেই জিনিষটা এমন কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরেও আমরা দেখলাম যে জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য যে আইন হলো সেখানেও আমরা দেখলাম যে জমিদারী ব্যবস্থা কোন না কোন ভাবে বজায় থাকল আর শোষিত হল সাধারণ কৃষক। এই অবস্থার সারা ভারতবর্ষেই ছিল আর ত্রিপুরায়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। যার ফলে ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল এনে বিধান সভায় পাশ করা হল। সেখানে আমরা দেখলাম যে, খাজনা প্রথা সরিয়ে দিয়ে ট্যাক্স প্রথার প্রবর্তন করে শোষিত সাধারণ গরীব কৃষকদের কিছুটা স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করা হল। স্যার, সেই অবস্থা রাখতে গিয়ে প্রথম ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিলে যে সব ক্রটি ছিল সেই সব ত্রূটিকে দূর করার জন্য এই এমেণ্ডমেণ্ড বিল আনা হয়েছে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই এমেণ্ডমেণ্ড বিলে এগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ডের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেখানে হোমষ্ট্যাড ল্যাণ্ডকেও এগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে সেটাকেও এগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড হিসাবে ট্রীট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্যার,

সাধারণ কৃষক যারা ছোট ছোট জমির মালিক তাদের সেই ছোট জমির সঙ্গে বাড়ীর জায়গাটিও পৃথকভাবে ট্যাক্সের আওতায় এসে যায়। তাদের বাড়ীর সেই অংশটুকু এগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড হিসাবে কি ভাবে ট্যাক্স হবে না হবে এই সংজ্ঞা এখানে স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। সামান্য জমির মালিকই বেশী, এই জিনিষটা শুধু ত্রিপুরায় নয় সারা ভারতবর্ষেরই এই চিত্র। অতএব সেই সব অল্প জমির মালিকদের ২৫ পয়সা করে তিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্য্যন্ত ট্যাক্স দেওয়ার যে প্রথা ছিল সেটাকেও পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন তাদের আর কোন পয়সা দিতে হবে না। এখানে এমেণ্ডমেন্ট হিসাবে এটা আনা হয়েছে। স্যার, সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মকুবের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছিল এবং এই জন্য ত্রিপুরাতে বহু আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল এবং শুধু আন্দোলন নয় আমরা দেখেছি বাইরে যখন উত্তাল আন্দোলন তখন কংগ্রেস সরকার চেষ্টা করেছিলেন তাদের আন্দোলন বানচাল করতে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছেন। স্যার, এই ব্যাপারে ত্রিপুরায় একটা বেসরকারী প্রস্তাবও এসেছিল যে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা হউক। শ্রীশচীন সিংহের আমলেও আমরা দেখলাম যে এই ব্যাপারে কিছুই করা হয়নি। তারপর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল এনে সেই সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা রহিতের ব্যাপারটা পরিস্কার করে দিলেন। এবং এই এমেণ্ডমেন্ট এনে সেটাকে সম্পূর্ণ আইনের আওতায় আনা হল। স্যার, এটা নিশ্চয়ই স্বাগত জানাবার ব্যাপার, কারণ ভারতবর্ষে কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যগুলিতে বা যে সব রাজ্যে বামফ্রন্ট শাসিত নয় সেই সব রাজ্যে কৃষকদের স্বার্থ চিন্তা করে এই ধরণের কোন সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। স্যার, আমরা জানি যে, ভারতবর্ষে যদি কৃষকদের সঠিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এই আমূল ভূমি সংস্কার প্রয়োজন শুধু কৃষক নয়, সাধারণ মানুষের স্বার্থে যদি তাঁদের সমস্যার সত্যিকারের সমাধান করার চিন্তা করা হয় তাহলে আমূল ভূমি সংস্কার ছাড়া সম্ভব নয়। স্যার, এই এমেণ্ডমেন্টের মধ্যে দিয়ে যা কিছু সুযোগ সুবিধা সাধারণ কৃষকের হাতে তুলে দেওয়া যায় সেই কথা চিন্তা করেই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা বিধান সভায় এই ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল এনেছিলেন এবং তার যে সব ত্রুটি ছিল সেগুলিকে দূর করার জন্য সংশোধনী এনে সেটাকে কার্য্যকরী করতে চাইছেন। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই বিলের অন্যান্য ব্যাপারে আমাদের মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী বিভিন্ন সজ্ঞার উপর যে সব ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই জিনিষগুলি আরও পরিস্কার করে তুলে ধরেছেন এবং এর ফলে এই সব সংজ্ঞার ব্যাপারে কোন রকম কনফিউসান থাকবে না। স্যার, এর ফলে যে সমস্ত অফিসার জমি সংক্রান্ত কাজ করতে যাবেন তাদের ক্ষেত্রে যে সব কনফিউসান দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই সব কনফিউসান দূর করতে সাহায্য করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমরা দেখেছি যে ট্যাক্স কা এসেস করা হবে সেই ব্যাপারেও বিবেচনা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব—যদিও বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এটা উল্লেখ করেছেন যে, একই ভাবে ট্যাক্স আদায় ব্যবস্থা রয়ে গেছে এবং এই ব্যাপারে তিনি সেকশান ৩-এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একভাবে ট্যাক্স আদায় করার ব্যবস্থা নেই। সরকার যখন এসেসমেন্ট করতে যাচ্ছেন তখন প্রতি বছরের জন্যই এসেসমেন্ট করবেন তার ফলে জমির মালিকের জমি ইনক্লুজ হল না ডিক্লুজ করল সেটা কনসিডারেশানে রেখেই তারপর এসেসমেন্ট করা হবে এবং এর ফলে কৃষকদের সুবিধাই হবে।

তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকছে না। সুতরাং যে কথা মাননীয় সদস্য বলছেন যে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সেটা অমূলক। আর একটা কথা মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়া বলছেন যে তড়িঘড়ি করে এটাকে আনা হয়েছে। স্যার আমরা দেখেছি যে ল্যাণ্ড টাক্স বিল যখন আনা হয়েছে এবং সেটা আইন হওয়ার পর এটাকে রূপায়িত করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যা বা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেই সমাস্যাগুলি থাক, এটা বামফ্রন্ট সরকার চায় না। এটার সঠিক রূপায়নের আগে এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট দ্বারা আইনটাকে সমস্যা মুক্ত করা। জন্য এই সংশোধনী। এটা তড়িঘরির বা বিচ্ছিন্নভাবে হয় নি। কৃষক জনগনের স্বার্থেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংশোধনী বিলের ১৫ ধারার প্রিন্সি-প্যাল রুলজে যে অংশটা সেটা বদলে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে বলা হচ্ছে জমিটা কাদের কাষ্ট-ডিতে থাকবে এবং নোটি ফকেশন না দিয়ে টেক্স কালেক্শন করবেন না। কাদের কে টেক্স থেকে মুক্ত রাখা হবে সেটাও নোটিফিকেশন দিয়ে পরবর্ত্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়ার সুযোগ এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের ইন্‌ষ্টিটিউশন আছে যেগুলি লাভের জন্য জমি রাখে না। আবার কতকগুলি আছে যেগুলি লাভের জন্য জমি রাখতে চাইছে এবং এই ধরণের জমি-গুলিকে স্টেট গভর্ণমেণ্ট নোটিফিকেশন দিয়ে টেক্সের আওতায় রাখতে পারে। সেই সুযোগ এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে আমরা মনে করি, এই সংশোধনী বিল ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে ধন্যবাদ পাবে। সাধারণ মানুষ এটা চায়, যে সমস্ত প্রতি-ষ্ঠানগুলি বেশী জমি রাখছে তাদের কাছ থেকে আরও বেশী টেক্স আদায় হোক এবং সেই টেক্স-এর টাকা দিয়ে ত্রিপুরার ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্ক হোক। এটা সাধারণ মানুষ চায়। কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি, সাধারণ মেহনতি মানুষের উপর থেকে কিভাবে টেক্স আদায় করা হয়েছে। সুখময় বাবুর আমলে আমরা লক্ষ্য করেছি লেভির ধান আদায় করা হয়েছে সেই কৃষকের কাছ থেকে যার বছরে এক মাসের খোরাকিও ছিল না। বাজার থেকে ধান কিনে তাকে দিতে হয়েছে এবং সেই ধান তহশীলদারের বাড়ীতে বহন করে নিয়ে দিতে হয়েছে। সেই নিয়ম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নেই। উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্যরা কখন কিভাবে কোথায় মিটিং করেন তারা সেটা জানেন কিন্তু তাদের এটা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে সুখময় বাবুর আমলে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত মানুষরাই বেশী অত্যাচারিত হয়েছে। কাজেই এই ল্যাণ্ড টেক্স অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল সাধারণ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থের কথা বিচার করে আনা হয়েছে। কাজেই, আমি সেটাকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করি এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এখানে যে ল্যাণ্ড টেক্স সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। ১৯৭৮ সালে মূল বিলটা আসে। সেই মূল বিল কার্যকর করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্যা-গুলির সম্মুখীন হয়েছেন সেই সমাস্যাগুলি সামনে রেখে যেটুকু সংশোধন করা দরকার সেটাই এই বিলে গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী বিলটি মোভ করতে গিয়ে এবং আরও

দুই একজন মাননীয় সদস্য বিলের ধারাগুলি মোটামুটি এখানে উল্লেখ করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে ল্যাণ্ড টেক্স সংশোধনী বিল আনা হযেছে এটার লক্ষ্যটা কি ? মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা উল্লেখ করেছেন যে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এই বিলের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমি ভেবেছিলাম উনি তার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলবেন। কিন্তু আমার মনে হয় উনি বিলটি ভাল করে পড়েননি। গতকালকে এই বিধান সভায় মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী তথ্য পেশ করেছেন যে ইতি মধ্যে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করা হয়েছে এবং তাতে ২,৬০,৭৮০ জন খাজনা থেকে রেহাই পেয়েছেন। এটাও প্রাথমিক হিসাব। এটা তাদের ভাল লাগছে না। উপজাতি, অ-উপজাতি হিন্দু মুসল-মান এরকম কোন পার্থক্য করা হয় নি। কংগ্রেস বা টি. ইউ. জি. এস. এর সদস্য হলেও তিনি রেহাই পাবেন। এই ব্যবস্থা এই উদ্যোগ তারা লক্ষ্য করেন নি। এই সংশোধনী বিলটা আনার উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্যটা কি ? স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী রাজত্বে আমরা দেখেছি ছোট ছোট কৃষরা-জোতদার জমিদারের দাস হত। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভূমি সংস্কার আইন কংগ্রেস আমলে করা হয়েছিল সেটা প্রথমে ৫০ পয়সা এক টাকা, তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা, ৪ টাকা পর্য্যন্ত করা হয়েছিল নিরীক্ষের হিসাবে। যার জমিতে ছয় মণ, দশ মণ এবং এক ফসলী, তিন ফসলী জমি নিরীক্ষের হিসাবে খাজনা ধার্য্য করা হত। ত্রিপুরার জন্য ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অ্যাক্ট পার্লিয়ামেণ্টে পাশ করা হয়েছিল।

স্যার, পূর্বতন সরকারের এই সমস্ত নিয়ম নীতিকে ভেংগে বামফ্রন্ট সরকার নূতন ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন, সেগুলিকে সংশোধন করে নিয়ে আরও দ্রুত কি করে কার্য্যকরী করা যায় তার জন্য ও প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এমনি করে একটার পর একটা পদক্ষেপ গ্রহন করে এগিয়ে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার। স্যার, সেই টি. এল. আর. এল. আর কি কায়দার ঠিক করা হত ? লুংগা, নাল, টিলা সমস্ত জমির ট্যাক্স সমান। আমরা দেখেছি ৩।৪।৫ বৎসর ধরে অনেক জমি জলের নীচে ডুবে থাকত। হয়তো বা কোন এক বৎসর ফসল পেল, সেটাও আবার অনিশ্চিত। কিন্তু সেই জমির খাজনার পরিমান ঐ যে জমিতে তিন ফসল উৎপন্ন হয়, তার পরিমানের সমান। এই যে খাজনার সিষ্টেম, জমিদাররাও ঐ প্রথায় খাজনা আদায় করত, রাজা-মহারাজাদেরও ঐ একই নিয়মে খাজনা আদায় করতেন। যে প্রথা দিনের পর দিন মনুষকে বিক্ষুব্দ করে তুলেছিল। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এসে এই প্রথার খাজনা তুলে দিলেন। আজকে থেকে ঘোষণা হয়েগেছে যে, তিন একর পর্য্যন্ত জমির কোন খাজনা কৃষকদেরকে দিতে হবে না। স্যার, কংগ্রেস(আই) বিগত ৩৪ বৎসর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, মাঝখানে জনতা সরকার ২ বৎসর ক্ষমতার ছিল। কিন্তু তারা কি করেছেন ? তারা কি কোন দিন এই খাজনা মুকুবের কথা চিন্তা করেছেন ? খাজনা মুকু-বের কথা দূরে থাকুক, বরং গ্রামে গ্রামে কি করে আরও পুঁজিপতি জমিদার সৃষ্টি করা যায় তারাই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। স্যার, ব্যাংকগুলিকে জাতীয় করন করা হয়েছে। কিন্তু কি লাভ হলো এই জাতীয় করন করে ? এই ব্যাংকগুলি যার জমির পরিমান বেশী, তাকে তত বেশী ঋন দিচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, ঐ কল-কারখানার মালিকরা কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত কমদামে কিনে নিচ্ছে, আর সেই সমস্ত দ্রব্যাদি যখন ঐ কল-কারখানায় উৎপাদিত হয়ে আবার কৃষকদের হাতে পৌঁছাচ্ছে তখন তার অগ্নি মূল্য। এইভাবে কৃষকদের কে ঠকিয়ে এই

মুনাফাখোররা মুনাফা লুটে নিচ্ছে। ভারতবর্ষের কৃষকদের উপর দিনের পর দিন এই ভাবে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে জমিদারদের সরকার। আজকে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার এসে কৃষকদেরকে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। প্রচেষ্টাস্বরূপ আজকে এই ল্যাণ্ড টেক্স বিল আনা হয়েছে যাহাতে ৩ একর পর্য্যন্ত জমির মালিকদের আর কোন খাজনা দিতে হবে না। এগ্রিকালচারাল প্রফিট কত হল তার উপরও কোন হিসাব নিকাশ নয়, একেবারে তিন একর পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুক্ত। এর ফলে নীচু তলার সাধারণ কৃষকরাই উপকৃত হবেন। আর তিন একর জমির উপর যাদের যত পরিমান জমি আছে তাকে তত পরিমান ট্যাক্স দিতে হবে সরকারকে। কৃষকরাতো এটাই চেয়েছিলেন। যার যত বেশী লাভ হবে, সে তত বেশী খাজনা দেবে। বামফ্রন্ট সরকারও তাই করেছেন। যাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করা যাবে, একমাত্র তাদেরকেই এই ট্যাক্সের আওতায় রাখা হয়েছে। আর অন্যদেরকে এর আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া একটু আগে যে প্রশ্নটা তুলেছেন, সেটা সম্পর্কে লক্ষ্যনীয় হল আগে যে টি.এল.আর.এল.আর প্রতি দশ বৎসর অন্তর অন্তর একবার নিরীখ হত, তার আগে কোন নীরিখ নেই, সেগুলিকে এখন সংশোধন করে এখন বৈজ্ঞানিক প্রথায় নেওয়া হচ্ছে। বছরের শেষ অবধি একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমান জমিতে কত প্রফিট হল তার হিসাব থাকবে। তারপর আসবে তার রিভিশানের প্রশ্ন। ট্যাক্স কি ভাবে ফিক্স আপ করা হবে? আগে ল্যাণ্ড ট্যাক্স আইনে যা ছিল সেগুলিকে সংশোধন করে এখন ঠিক করা হয়েছে যে কৃষি জমিতে আয়ের ভিত্তিতে, আর অ-কৃষি জমিতে মার্কেট ভেলুকে ভিত্তি করে এই ল্যাণ্ড ট্যাক্স ধরা হবে। স্যার, এটাই করা উচিৎ। যার যত বেশী মুনাফা তাকে তত বেশী ট্যাক্স দিতে হবে। মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার ভিতর যে সমস্ত কৃষি জমি আছে, সে সব কৃষি জমিতে টু পার্সেণ্ট অব দি প্রফিটস অব এগ্রিকালচারাল প্রডাকশান, এই ধরনের ল্যাণ্ড টেক্স ধরার নিয়ম করা হয়েছে সংশোধনীতে। আর মিউনিসিপ্যালিটির এরিযার বাইরে যে সব জমি আছে, তিন একর পর্য্যন্ত জমির কোন রকমের খাজনা থাকবে না। স্যার এই এমেণ্ডমেণ্ট বিল সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন, তার বিভিন্ন দিকগুলি তাঁরা তুলে ধরেছেন, যাতে তাঁরা এই অভিমতই অভিব্যক্ত করেছেন যে এই বিলটা কৃষকদের স্বার্থেই আনা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটা মাত্র সরকার ছাড়া আর কোন সরকার কৃষকদের স্বার্থে এই ধরনের কোন আইন তৈরী করা, কৃষকদিগকে জমির খাজনা থেকে রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা এখনও করেন নি। এখনও কেন্দ্রে কংগ্রেস (আই) সরকার আছে। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গন্ধীর সরকারের যে সিদ্ধান্ত সেগুলি পুঁজিপতিদেরই অনুকুলে যাচ্ছে। কৃষকদিগকে খাজনা থেকে মুক্ত করার জন্য কোন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীর সরকার পরিকল্পনা কমিশানে নিচ্ছেন না। কারন গ্রামে গ্রামে ধনী কৃষক সৃষ্টি করাই যে হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। ঐ ধনী কৃষকদেরকেও তারা আজকে ঠকাচ্ছে। আজকে ধনী কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত পন্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। লক্ষ লক্ষ লোক পার্লামেণ্ট অভিযান করছে। এই হচ্ছে অবস্থা। তারা গ্রামে গ্রামে পুঁজিপতি জমিদার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন, যারা তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে কেন্দ্রীভূত থাকবে। তাই আজকে তাদেরকে কত বেশী পরিপুষ্ট করা যায় সেই চেষ্টাই করছেন। এই ৩৪ বৎসরের মধ্যে জমির সিলিং আইন হল, জমি রাখার উচ্চ সীমা নির্দ্ধারিত হল। কিন্তু এই আজও বাস্তবায়িত

হল না। এখনও শতকরা ৪ ভাগ লোকের হাতে সিলিং বহির্ভুত জমি কেন্দ্রীভূত রয়ে গেছে। যাদের একদিন ভূমি ছিল, তারা আজকে ভূমিহীনে পরিনত হয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের স্বার্থে মহাজনদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী করেছেন, কৃষকদের স্বার্থে মহাজনী যে সমস্ত ঋণ ছিল সেগুলি মুকুব করেছেন, কৃষকদের স্বার্থে খাজনার পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের জন্য খাজনা মুকুব করেছেন এবং মহাজনী শোষন থেকে কৃষকদের মুক্ত করেছেন, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছেন। গ্রামের কৃষকদের কত বেশী অর্থের যোগান দেওয়া যায় তার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে উপজাতি কৃষকদের অগ্রগতির দিকে আমাদের সরকার লক্ষ্য রাখছেন। উপজাতি কৃষকদের জমিতে পুনর্ব্বাসন দেবার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইদানীং কালে রাবার চাষের চাহিদা ত্রিপুরারাজ্যে অনেক বেড়ে গেছে। এখন অনেক উপজাতি জুম চাষ ছেড়ে রাবার চাষ করছেন। আজকাল গ্রামাঞ্চলে মনে হয় রাবার চাষের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জুমিয়ারা এখন জুম চাষ ছেড়ে দিয়ে রাবার চাষের মাধ্যমে নিজেদের স্থায়ী পুনর্ব্বাসনের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। আইন-এর মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার কৃষককে স্বয়ংস্বভর করে তোলার চেষ্টা করছেন। তারই মধ্যে একটা অংশ হচ্ছে এই ল্যাণ্ড টেকস্ ব্যবস্থা। এই যে আইন যে আইনের সংশোধনের জন্য এখানে দাবী করা হয়েছে সেই সমস্ত সংশোধনগুলি আমি পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং এই বিল এই হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড টেকস্ এ্যামেণ্ড-মেন্ট বিল ১৯৮১ এই বিলে নূতনত্ব কোন অংশ আমি দেখছি না। কারন, এটা হচ্ছে পুরাতন মদ নূতন বোতলে ঢেলে খাওয়ার মতো। আমরা দেখছি এখন খাজনার নূতন নাম হয়েছে টেকস্। টেকস্ এবং খাজনার মধ্যে কি পার্থক্য? খাজনাও দিতে হবে? ট্যাকস্ও আমাকে দিতে হবে? তাহলে পার্থক্য কোথায়? দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস্ (সেকেণ্ড) এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৮১ উত্থাপন করতে গিয়ে মন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্যরা কৃষকদের উন্নতির জন্য অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে কি? কৃষকদের জন্য তারা কিছুই করছেন না। খালি গাল ভরা বক্তৃতা দিচ্ছেন। অবশ্য তারা মাঝে মাঝে বলেন টেকনিক্যাল ষ্টাফের জন্য এইগুলি কার্য্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি জানি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর খাজনা মুকুব করার দাবী করছেন এবং খাজনাও মুকুব করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের জন্য এত করছেন যে, এখন কৃষকরা একেবারে স্বর্গরাজ্যে বাস করছেন, কত টাকা-পয়সা তাদের দেওয়া হচ্ছে? কিন্তু এই আইনের মধ্যে আর একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে যে কৃষকদের প্রফিট অনুযায়ী কর দিতে হবে। কোন কৃষকের যদি প্রচুর জায়গা জমি থাকে, বিভিন্ন উপায়ে সে যদি প্রচুর প্রফিট করে, যদি ধরা যায় এক হাজার টাকা সে প্রফিট করেছে তাহলে কি এই এক হাজার টাকার উপরই ট্যাকস্ দিতে হবে? এটার কোন পরিষ্কার উল্লেখ নেই। কাজেই

সে জন্য আমি বলছি কৃষকরা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করবে যে আমি এত পরিশ্রম করে প্রফিট করলাম কিন্তু সেই প্রফিট সরকারকেই দিতে হবে। তার ফলে আমার মনে হয় কৃষকদের উৎসাহ কমে যাবে। আমাদের মধ্যে এমন অনেক কৃষক আছেন যারা প্রচুর পরিশ্রম করতে পারেন কিন্তু এই প্রফিট আইনের ফলে সে পরিশ্রম তারা করবেন না। সরকারকে যে ট্যাকস্ দিতে হবে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এখন এই ঘটনা ঘটে চলবে। কি ভাবে প্রফিট হলো, সেটা এসেসমেণ্ট করা হবে, ইত্যাদি করার পর যে আয় হবে সেটাকে চলতি ভাষায় বলা যায় খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী। এই ভাবেই জনগণকে ধোকা দেবার অর্থ হয় না। যে সমস্ত কর্মচারী এসেসমেণ্ট করতে যাবেন, যদি তারা কিছু ঘোষ পান তাহলে নিশ্চয়ই এসেসমেণ্ট অনেক কমিয়ে ফেলবেন'। এখানে আমার একটি কথা মনে পড়ছে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে অর্থাৎ বর্ত্তমানে যদি সমর বাবুর থেকে ৪ আনা দিয়ে টিকিট কেনা যায় তাহলে "ফুড-ফর-ওয়ার্কের" কাজ পাওয়া যাবে। বামফ্রণ্ট সরকার বুক ফুলিয়ে বলছেন যে আমরা কৃষকদের জন্য এটা করবো, সেটা করবো, খাজনা মুকুব করবো, তাদের সারের ব্যবস্থা করে দেব, বীজের ব্যবস্থা করে দেব অর্থাৎ তারা সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা করে দেবেন কিন্তু আসলে তারা কিছুই করছেন না। কৃষকরা ভাবছে আমরা খাজনা দেই না, কিন্তু তাদের তো টেকস্ দিতে হয়, এই জিনিসটা তারা বুঝেন না। কিন্তু আমরা বুঝি খাজনা আর ট্যাকস্ একই জিনিষ। অর্থাৎ বাংলায় বলে খাজনা আর ফার্সি ভাষায় বলে ট্যাকস্, এই হলো খাজনা এবং ট্যাকসের মধ্যে পার্থক্য। আমার মনে হয় এই আইনের ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদন কমিয়ে দিতে পারে। তারা বলছে যে উপজাতি যুবসমিতিরা সাধারন কৃষকদের জন্য কোনদিন আন্দোলন করে নাই। উপজাতি যুব সমিতি দাবী করতে পারে, এই হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য প্রথমে উপজাতি যুব সমিতি দাবী করেছিল, সেই আন্দোলনে আমাদের একনিষ্ঠ কর্মী তেলিয়ামুড়ার বীরবিক্রম জমাতিয়া প্রাণ দিয়েছেন। কাজেই উপজাতি যুব সমিতি কৃষকদের জন্য আন্দোলন করেন নাই এরকম কথা তারা বলতে পারেন না। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসে পুরানো মদ নতুন বোতলে ঢেলে তারা জনগনকে দেখাচ্ছেন। কিন্তু তাদের এই প্রোপাগাণ্ডাতে যাতে বিভ্রান্ত না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। জনগনকে বুঝিয়ে দিতে হবে তারা যাতে এই প্রোপাগাণ্ডাতে বিভ্রান্ত না হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে এবং জনসাধারনকে বুঝাতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইণ্‌ক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে ত একটা আলোচনা হল। এই আলোচনায় অনেক সদস্যই অংশগ্রহন করেছেন। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যা বলেছেন তা যদিও এই বিলের মধ্যে সংঘবদ্ধ না, তবু এই-সব আলোচনার প্রয়োজন আছে, তাই আমি বলছি। মাননীয় নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে, এমন অনেক জমি রয়ে গেছে যে জমিগুলি ট্রাইবেলের, তাদের খাজনা দিতে হয়, কিন্তু দেখা যায় তাদের হাতে জমিটা নাই। এই অবস্থায় কি হবে? এটা একটা বাস্তব প্রশ্ন। জমি যদি একজনের হাত থেকে চলে যায় অর্থাৎ বেআইনীভাবে হস্তা-

জড়িত হয় তাহলে রুলে আছে যে বেআইনীভাবে চলে গিয়ে থাকলে সে জমি সে ফেরৎ পাবে। কিন্তু দু:খের বিষয় মাননীয় সদস্যদের জানা থাকা উচিত যে আমরা প্রতি বিভাগে জানিয়েছি এই ব্যাপারে লিষ্ট দেওয়ার জন্য। রেসটোরেশানের যে পিটিশানগুলি তা নিয়ে আলোচনা হয়। তখন আমাদের প্রশ্ন থাকে যে ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল এরিয়া ডিমারকেশান করে যখন নাকি কমিটি করার কথা ভাবছিলাম ঠিক তখনই কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মানুষের বিভ্রান্তি করছিল। তারা বলছিল যে যাদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে তাদের জমি আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না এইভাবে তারা মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিল এবং তার কিছুদিন পরে দাঙ্গা বেধে গেল। যার জন্য আমাদের কাজে বাধা এল। তখন আমরা রেসটোরেশানের কাজ করব নাকি, পুনর্বাসনের কাজ করব। যার জন্য আমাদের দেরী হয়ে গেল। আর একটা জিনিষ উনি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে বন্ধকী জমির কথা। ট্রাইবেলদের প্রচুর জমি বন্দকে আছে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে বলেছি যে এগ্রিকালচারেল ইনভেস্টমেন্ট রিলিফ অ্যাকট-আছে সেখানে তাদের পিটিশান করতে বলেছি। কিন্তু ট্রাইবেলদের কাছ থেকে একটিও দরখাস্ত আসেনি। আমরা টি. এল. আর. এণ্ড এল. আর. অ্যাকট অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করতাম। সেই অ্যাকটের পরিপ্রেক্ষিতে তারা বলছেন যে, ট্রাইবেলরা যে জমি ১০০০ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারে, বাঙ্গালীরা সেই জমি ২ হাজার টাকায় বিক্রি করে। ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আপনারা জানেন ট্রাইবেলদের জন্য যে সিড্যুল ট্রাইভ ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশান রয়েছে সেই কর্পোরেশানের মাধ্যমে যাতে ন্যায্য মূল্যে অর্থাৎ মার্কেট প্রাইসে তারা বিক্রী করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কার্পারেশনাগুলি তাদের জমি কিনবে। বলতে গেলে দু:খের সংজ্ঞ বলতে হয় যে যদিও আমার বলা উচিত না তারা নিজেরাই অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা একটু বেশী ধনী আছেন তারা এই জমিটা গরীব ট্রাইবেলদের কাছ থেকে কম দামে কিনেন পরে তারাই বাঙ্গালীদের কাছে বেশী দামে বিক্রী করে। তারাই গরীব ট্রাইবেলদের ঠকিয়ে দেয়। নিজেরাই নিজেদের মধ্যে এইরকম করে। তারপর সেই জমি যখন তারা আবার বাঙ্গালীর কাছে বিক্রী করেন তখন তারা আবার বেশী দাম পান। গণমুক্তি পরিষদ ত চায় ন্যায্য মূল্যে কিনতে। এই জিনিসগুলি তাদের বুঝতে হবে। দ্রাউ বাবু অবশ্য বেশী কিছু বিরোধিতা করেননি, তিনি শুধু বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার পুরানো মদ নতুন বোতলে ঢেলে দিচ্ছে। দ্রাউবাবু কেন এই কথাটা বললেন, জানিনা। তিনি কি এই জিনিষটা লক্ষ্য করেননি যে যাদের তিন একরের কম জমি আছে তাদের খাজনা দিতে হবে না? ৬০ পারসেন্ট ট্রাইবেল আছে যাদের জমি নাই। আর তিন একরের বেশী যাদের জমি নাই তাদের খাজনা দিতে হবে না। এটা কি উনারা লক্ষ্য করলেন না? তাহলে ত বলার কিছু নাই উনারা এখন সবকিছু হলুদ দেখছেন। উনারা বামফ্রন্ট সরকারের সব কাজে সন্দেহ প্রকাশ করেন। আমরা যে অ্যাকটগুলিকে চালু করব এই ব্যাপারে তাদের সন্দেহ আছে, আমরা যদি বলি সব উপজাতি ভাইয়ের চাকুরী হোক, এটাতেও তাদের সন্দেহ। আমরা যদি

বলি উপজাতি ভাইয়েরা ঔষধ থাক তাতেও তাদের সন্দেহ। সন্দেহটা একটা রোগের মত। উনারা যতদিন দিল্লী যাওয়া বন্ধ না করবেন ততদিন পর্যন্ত তাদের এই সন্দেহ রোগটা যাবে না। যত দিল্লী কম যাবেন তত তাদের রোগটা কমে যাবে। দিল্লী না গিয়ে আসুন, এই অ্যাকটাকে চালু করার জন্য আমাদের সহযোগিতা করুন যাতে করে আমরা এই অ্যাকটাকে জনগণের মধ্যে চালু করতে পারি। এই বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Land Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill, No. 8 of 1981) বিবেচনা করা হোক।"

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি বিলে ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৮ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Trpiura Land Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 8 of 1981)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Land Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 8 of 1981)" পাশ করা হউক।"

অধ্যক্ষ মহোদয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Land Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 8 of 1981)" পাশ করা হোক।

আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

: ডিসকাশন অন্ মেটারস্ অব আর্জেন্ট পাবলিক্ ইমপর্টেন্স ফর সর্ট ডিউরেশন :

অধ্যক্ষ মহাশয় : এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : "ডিসকাশন অন্ মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক 'ইমপর্টেন্স ফর সর্ট' ডিউরেশান"। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ দেববর্মা এবং শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"NATIONAL RURAL EMPLOYMENT PROGRAMME" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রথমে নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে এবং উনার আলোচনার শেষে মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশর দাস মহোদয় আলোচনা করবেন। তারপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ও নোটিশটির উপর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিবেন। অন্যান্য বিধায়কগণও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। আমি এমন মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ দেব বর্মাকে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী হরিনাথ দেব বর্মা:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের এই ডিস্কাশন অন্ মেটারস্ অব আর্জেণ্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স ফর সর্ট ডিউরেশান'—টি সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন আজ প্রায় সাড়ে তিন বছর-এর বেশী হলো। আমি তার আগের একটা ঘটনার কথা বলতে চাই, তা হলো জনতা সরকারের আমলে এই সমস্ত পোগ্রামগুলি নেওয়া হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেগুলিকে কার্যকরী করার সুযোগ পেয়েছেন। ভাল কথা পোগ্রামগুলি সাফল্যমণ্ডিত হউক এইটা আমরাও চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ যারা দারীদ্র সীমারেখার নিচে বাস করছেন, এই পোগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা উপকৃত হউক এইটা আমরাও চাই। কিন্তু দু:খের বিষয় হলো আমরা দেখেছি যে এই ব্যাপারে প্রতিবছর ত্রিপুরা সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা আনছেন এবং খরচ করছেন। কিন্তু আমরা মনে করি তার এক পয়সাও ত্রিপুরার জণগনের কল্যানের জন্য ব্যাবহৃত হয়নি। তাই আজকে তাদের রাজত্বের সাড়ে তিন বছর পরে তার একটা হিসাব নিকাসের সময় এসেছে এবং এই কাজে তাদের লাভ লোকসানের প্রশ্ন এসেছে। তবে তারা যাই বলুক আমরা মনে করি যে, তারা দেশের কল্যানের কাজে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই কাজের জন্য আনা টাকার একপয়সাও সৎকাজে ব্যবহার করা হয়নি। এই কথা আমরা এই হাউসে বার বার তুলেছি। বিশেষ করে পঞ্চায়েত দপ্তরের হাতে কাজের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, গ্রামের জনগনের কল্যানের জন্য কাজ করার, মানে গ্রামের ডেভলাপমেন্টের জন্য যে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাতে অনেক দোষ ত্রুটি ও দুর্নীতি হতে দেখা গেছে। তাতেই আমরা মনে করি যে এইভাবে কখনও জনকল্যাণমূলক কাজ হতে পারেনা। তারপর আর একটা জিনিষ হলো যে, "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্প তা এখানে যা হচ্ছে সেটা কি "কাজের বদলে খাদ্য' প্রকল্প নাকি 'খাদ্যের বদলে কাজের প্রকল্প' কোনটা ঠিক? এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা আশা করেছিলাম আগে যে ধরনের ত্রুটি থাকত বা দুর্নীতি থাকতো এখন বুঝি আর সেগুলি থাকবে না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যে আমাদের ধারনা ভুল হয়েছে। কারণ "ফুড ফর ওয়র্কের" মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যে রাস্তাঘাট ও পুল করার কথা ছিল, সেটা ঠিক সেই উদ্দেশ্যে করা হয়নি। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি বিশেষ করে পঞ্চায়েত দপ্তরের হাতে যে সমস্ত কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল তাতেই সব চেয়ে বেশী দুর্নীতি ঢুকেছে। পঞ্চায়েতের সদস্য ও গ্রামের প্রধানরা মিলে বহু জায়গায় তারা সরকারের টাকাকে জনকল্যানের কাজে না লাগিয়ে, লাগিয়েছে নিজেদের স্বার্থের কাজে। নিজেদের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করেছে। অথচ আগে

কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি, কংগ্রেসের এই ধরনের কাজের জন্য তারাই এই হাউসে সমালোচনায় মুখরিত হয়ে উঠত। আর নিজেদের রাজত্বকালে এখন তারাই আবার হয়ে উঠেছে আমাদের সমালোচনার বস্তু। তারপর দেখুন গ্রামের লোকের পানীয় জলের অভাব পূরনের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কতগুলি রিং ওয়েল ও টিউব ওয়েলর ব্যবস্থা করেছেন। তা আমার প্রশ্ন হলো যে, সেগুলি দিয়ে কি গ্রামবাসী জল পাচ্ছে? আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় অনেক টিউব ওয়েল ও রিং ওয়েল অকেজো হয়ে পরে আছে, জল উঠছে না রিং ওয়েলগুলি তৈরীর ব্যাপারও দুর্নীতি হচ্ছে। কারন, আমরা দেখেছি যে, একটা রিং ওয়েল তিন মাস কি চার মাসের বেশী ভাল সারভিস দিচ্ছে না। কারন জানতে গিয়ে আমরা জেনেছি যে, রিং ওয়েলগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় কম সিমেন্ট দেওয়া হয়, যার ফলে এগুলি বেশী দিন টিকে না। তাই সরকারের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে এই সব ব্যাপারে সরকার যেন একটু বিধান করেন এবং বি. ডি. সি-কে যেন বলেন একটু লক্ষ্য রাখতে। এই বি. ডি. সির চেয়ারম্যানকে কোন কথ. জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারেন না। আমি তার একটা প্রমান দিচ্ছি-দাঙ্গার কিছু দিন আগে বিশ্রামগঞ্জে দেওয়ান গ্রামে সি. পি. এম কর্মী গাজী দেববর্মা একটা রিং ওয়েল বসাতে গিয়ে দেখে যে, সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ সেটা তৈরী করার সময় যে পরিমান সিমেন্ট দেওয়ার কথা ছিল. তা দেওয়া হয়নি, যার ফলে বসানোর আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। কোন রকমে তার চারপাশে আর একটু সিমেন্টের লেপ দিয়েও সেটাকে তিনি বসাতে পারছেন না। এই হচ্ছে অবস্থা এস, ডি, ও, তা দেখতে গিয়েছিলেন তখন আমরা তাকে বলেছিলাম যে কি করে এই রকম হয়, কিন্তু তিনি তার কোন উত্তর দিতে পারেননি।

এইযে লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে সে টাকা জনগনের কাজে লাগছেনা। এ রকম অরো বহু ঘটনা আমার কাছে আছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, তৈদুর গ্রাম প্রধান শ্রী রঙ্গলাল শর্মা তিনি ৬০০ টাকার ম্যানডেজ কোথাও কাজ করাননি এবং তিনি নিজেই সে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সেই ম্যানডেজের জন্য যে চাল দেওয়া হয় সে চাল তিনি বাইরে বিক্রি করতে যান, তখন সেখানে রেভিনিউ ইনসপেক্টার তাকে ধরেন। এত চাল তিনি কোথায় পেলেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোন উত্তর দিতে পারেননি। এ সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয়নি। এই ভাবে যে দুর্নীতি চলছে তার প্রতিকারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহন করছেন না, ফলে দিনের পর দিন এইরূপ দুর্নীতি বেড়ে চলছে।

আরো একটি দুর্নীতির অভিযোগ আছে, অম্পির গ্রাম প্রধান ১২০০ টাকার ম্যানডেজ এর টাকা বা জিনিষ পত্র আত্মসাৎ করেছেন। যার ফলে ঐ ম্যানডেজ এর কাজ পুরাপুরি এলাকার জনগনের স্বার্থে খরচ করা হয়নি। এই সব ব্যাপারে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে, কিন্তু অভিযুক্তরা তাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে শলা পরামর্শ করে চলছেন যাতে করে আরো বেশী করে টাকা আত্মসাৎ করা যায়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে জনগণের কল্যাণের জন্য টাকা এনে জনগণেরস্বার্থে তার ৫০ ভাগও খরচ করা হয়না। বেশীর ভাগ টাকাই স্বার্থান্বেষীদের পকেটে চলে যায়।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য আপনি এখন আপনার বক্তব্য বন্ধ করুন। এখন চিনিকক পত্রিকার সম্পাদক শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে রেপ্রিমেণ্ড করা হবে।

(অতঃপর মাননীয় স্পীকার মহোদয় শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে সভায় উপস্থিত করার জন্য মার্শাল কে নির্দ্দেশ দেন।)

[Shri Shyama Charan Tripura appeard before the bar of the House just at 4-00 P. M. The Opposition made slogans saying "Shyama Charan Tripura, Jindabad" while Mr. Speaker was reprimanding Shri Tripura and before the Mr. Speaker finished the reprimand the entire opposition staged an walk-out with the slogans.]

The reprimand was as follows :—

Mr. Speaker :—Mr. Shyama Charan Tripura, Editor of weekly Newspaper, "CHINIKOK",

This House has adjudged you guilty of Committing breach of Privileges of the Leader of the House, its Members and the House itself by publishing an editorial under heading " "নৃপেন বাবুর বহুমুখী ষড়যন্ত্র"
in the issue of your said paper dated 28/12/78.

In your said editorial you used and published abusive languages casting reflection on the Leader of the House, its Members and the House itself. You imputed in the said editorial conspiracy against public order as well as law and order of the State to Shri Nripen Chakraborty, Leader of the House and the Chief Minister of the State. You also ascribed communal bias against him in his activities as Leader of the House and the Chief Minister. This conduct of yours aslo interfered with smooth and democratic running of the Assembly House. You attempted to bring the Leader of the House and the House itself to lower estimation of the public and seriously slighted this representative body of the people namely, the Assembly. It was also your attempt to shield your slighting of the House and hurling contempt and impediment to the Leader of the House by tactfully mentioning Shri Nripen Chakraborty as Chief Minister ; but a perusal of the editorial shows that you assaulted not only the Chief Minister but also the Leader of the House.

It has, therefore, been the veridict of the House that you are guilty of committing breach of Privileges and contempt respecting the Leader of the House, the Members of the House and the House itself.

In the name of the House, I accordingly rebprimand you for committing breach of Privileges and contempt respecting the Leader of the Housse, the Member of the House and the House itself.

I now direct you to withdraw.

(Then Shri Tripura withdrew.)

শ্রীদশরথ দেব :—মি: স্পীকার, স্যার, আই ওয়ান টু ড্র দি এটেনশান অব দি হাউস অ্যাণ্ড দি চেয়ার। যখন হাউসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্যামাচরন ত্রিপুরাকে এখানে হাজির করা হলো তখন নগেন্দ্র জমাতিয়া সহ ৪ জন বিরোধী সদস্য শ্রী হরিনাথ দেববর্মা, রতি মোহন জমাতিয়া এবং দ্রাউ কুমার রিয়াং যে শ্লোগান উত্থাপন করেছেন এই হাউসের সামনে, এটা ব্রিচ অব প্রিভিলেজের সামিল বলে আমি মনে করি। কাজেই এটাতে হাউসের কোন ডিগনিটি মেন্টেন হয় নি। সেটা আমি চেয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মি: স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্যের সংগে একমত। যাই হোক এটা আমি বিবেচনা করে আমি দেখব।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমানে জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প, কেন্দ্রীয় সরকার যেটা চালু করেছেন, এর আগে এটা "ফুড-ফর-ওয়ার্ক" বা "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্প হিসাবে প্রচলিত ছিল। কারো সংগে আমাদের বিরোধ নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, ইদানীং কালে কেন্দ্রীয় সরকার চালের বরাদ্দ এবং শ্রমদিবস কমিয়ে দিচ্ছেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত যারা বেকার, তারা আজকে বিশেষ অসুবিধায় পড়েছে, বিশেষ করে, উপজাতি জুমিয়া কৃষকেরা খুবই অসুবিধায় পড়েছেন, এই কাজ না থাকার ফলে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি এই বৎসরের প্রথম দিকে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে জুমের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। যার ফলে তাদের জুম চাষের ধান কতটুকু আসবে এটা সন্দেহ আছে। আমরা লক্ষ্য করছি উপজাতি জুমিয়া কৃষকেরা যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধান চাষ করে ৬ মাস বা তিন মাস খেতে পারে না, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের মহাজনদের উপর নির্ভর করতে হয়। যদিও বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের মধ্যে দিয়ে তাদের যথেষ্ট সাহায্য করা হচ্ছে। তাদের আর ব্যাপকভাবে মহাজনদের কাছে যেতে হচ্ছে না। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের উপর একটা আঘাত হেনেছেন। বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে জনতা সরকারের আমলে এই কর্মসূচী চালু করা হয়েছিল কেন্দ্র থেকে। এটা আমরাও জানি। কিন্তু এটা কি সকল রাজ্যে চালু ছিল? মাত্র কোন কোন রাজ্যে এটা চাল ছিল। তার মধ্যে ত্রিপুরাতেও এটা চালু ছিল। বাংলাদেশ, আফ্রিকা এবং অন্য কোন কোন রাষ্ট্রে এইকর্মসূচী চালু ছিল। আমাদের ভারতবর্ষেও জনতা সরকারের আমলে ভারত সরকার এই কর্মসূচী চালু করেন। এই কর্মসূচী যে শুধু পশ্চিম বাংলা, কেরালা এবং ত্রিপুরা রাজ্যেই চালু হয়েছে, তা নয়, ইহা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও চালু আছে। কিন্তু এই কর্মসূচী চালু করার ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই কর্মসূচীকে চালু রেখেছেন আর তার ফলে আমরা দেখলাম ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম গঞ্জের গরীব মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে যে পঞ্চায়েত কাজকর্ম করছে, সরকার সেই সব পঞ্চায়েতকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অনুদান দিচ্ছেন যাতে পঞ্চায়েতের কাজকর্মগুলি ঠিক ঠিক ভাবে করা যায়। আর তারই ফলে গ্রামে যে তীব্র বেকার সমস্যা ছিল, সেটাও ক্রমশঃ কমে আসছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার. এই

কর্মসূচী ভারত সরকার কর্তৃক চালু করার পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। যেমন বিগত ৪।৫ বৎসর আগে পাঞ্জাব এবং হরিয়াণা রাজ্যে যে রেকর্ড সংখ্যক গমের উৎপাদন হয়েছিল, সেই গম ভারত সরকার কিনে নিয়েছিলেন। তাছাড়াও ভারত সরকার আমেরিকা থেকেও বেশ কিছু পরিমাণ গম কিনেছিলেন। এত বেশী পরিমাণ গম কেনা হয়েছিল যে সেগুলিকে গুদামজাত করে রাখার ভীষণ অসুবিধা দেখা দিয়ে ছিল। আবার এ গম যদি বাজারে ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে কৃষকেরা পরবর্তী সময়ে যে পরিমাণ গম উৎপাদন করত, তাতে তারা গমের নায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হত এবং এই ক্ষেত্রে গমের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া সরকারের অন্য কোন উপায় ছিলনা। তাই ভারত সরকার "কাজের বদলে খাদ্য" এই কর্মসূচীটি চালু করতে বাধ্য হয়েছিল। গম গুদামজাত করাটাই বড় প্রশ্ন নয়, পাঞ্জাব এবং হরিয়াণার মত রাজ্যে যে সব সম্পন্ন চাষী গমের চাষ করত, তারা যাতে তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেও ভারত সরকারকে এই কর্মসূচীটি চালু করতে হয়েছিল, আর এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষ কাজের বদলে যাতে খাদ্য পায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে সমস্ত সম্পন্ন চাষী গমের বাফার উৎপাদন করত, সেই উৎপাদন কিছুটা কমে গিয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র বলেছেন যে এ বছর বাফার ফসল হয়েছে, আবার বলছেন যে বিদেশ থেকে গম কিনতে হচ্ছে। কাজেই গমের উৎপাদন কম হওয়ার ফলে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার খোলা বাজারে গম বিক্রি হইতেছে এবং সেখানকার কৃষকেরা বেশী দাম পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে এজেনসির মাধ্যমে গম কিনতেন, তাদের কাছে বিক্রি করছেন না। আর তারই জন্য "কাজের বদলে খাদ্য" এই প্রকল্পটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা এই প্রকল্পে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন ছিল, সেটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তাই আমি এখানে তুলে ধরতে চাই যে ১৯৮০-৮১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আমাদেরকে ২০ হাজার মেঃ টন চাউল দেওয়ার কথা, কিন্তু ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১০ হাজার মেঃ টন যদিও বাকী ১০ হাজার মেঃ টন চাউল ৩১ শে মার্চের পরে দিয়েছেন, সেই চাউল আমরা তুলতে পারছিনা, কারণ, তাতে নাকি নিষেধ আছে। এই নিয়ে আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে অনেক লেখা লেখি করেছেন, কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে যে এটা তুলতে আইনে নাকি বাধা আছে। অথচ যদি এই পরিমাণ চাউল তুলতে পারতাম, তাহলে গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষদের আমার সাহায্য করতে পারতাম। আইনে কোথায় বাধা আছে. সেটা তো আর গ্রামের মানুষ বুঝবেনা। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার বাকী ১০ হাজার মেঃ টন চাউল আমাদেরকে না দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের বঞ্চিত করতে চাইছেন এবং আমরাও গ্রামাঞ্চলে এই "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্পটি, ঠিক মত চালু রাখতে পারছিনা। ১৯৮১-৮২ সালের জন্য সর্বমোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ছিল। অবশ্য নগদ অর্থে কেন্দ্রীয় সরকার যে সাহায্য দেন; তার অর্ধেক আমাদের রাজ্য সরকারকে বহন করতে হয়, অর্থাৎ আমাদের রাজ্য সরকারকে ৮৫ লক্ষ টাকা বহন করতে হচ্ছে আর বাকী ৮৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই পর্যন্ত মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা

দিয়েছেন, আর ৫শ মে: টন চাউল দিয়েছেন। আবার তারা বলে দিয়েছেন, ১৯৮১-৮২ সালের প্রথম ৪ মাসের জন্য আর কোন বরাদ্দ থাকবেনা। এই ভাবে "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার একটা সংকটের সৃষ্টি করেছেন।

স্যার, ১৯৭৮-৭৯ সালে আমরা মোট ২০ হাজার মে: টন চাউল এবং ১০ হাজার মে: টন গম পেয়েছিলাম, কিন্তু বাকী ১০ হাজার মে: টন যেটা পাওয়ার কথা সেটা আমরা তখন পাইনি। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই বছরে কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র অর্ধেক দিতে চাইছেন, যার ফলে গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয় যে এর পিছনে নিশ্চয় একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। কারণ আমার লক্ষ্য করলাম যে, "কাজের বদলে খাদ্য" এই প্রকল্পে গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষদের কাজ করে খাদ্য পাওয়ার যে কিছুটা চেষ্টা চলেছিল এবং অন্য দিক দিয়ে শ্রমিকদের হাজিরার ক্ষেত্রে আগে দরাদরি করার যে সুবিধা ছিল, এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে একটা শ্রেণী আছে, যারা সম্পন্ন কৃষক, তারা গরীব মানুষদের কাজ দেওয়ার ব্যাপারে কি হাজিরা, কি দৈনিক মজুরীর ব্যাপারে দর কষাকষি করতো, সেটা এখন তারা করতে পারছে না। যদিও আমরা দেখেছিলাম, যে গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষেরা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে তাদের উপর কিছুটা নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এই "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ গরীব মানুষ যারা এতদিন অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের হাজিরার ব্যাপারে এবং দৈনিক মজুরীর ব্যাপারে আর তাদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। বরং তারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে কাজ পাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্যও পাচ্ছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম যে এখানকার বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত কাজ কর্ম হচ্ছে, সেগুলি সম্পর্কে দুরভিসন্ধিমূলক নানারকম প্রচার শুরু করে দিল, তারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠল যে, সর্বনাশ হয়ে গেল, কৃষকেরা তাদের ক্ষেতের ধান মজুরের অভাবে ঘরে তুলতে পারছে না। কারণ, নাকি শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না, সবাই নাকি "ফুড ফর ওয়ার্কের" কাজ করতে চলে যাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না পত্র-পত্রিকার এই যে বক্তব্য এটা আসলে ঠিক নয়। আসল কথা হল এক টাকা বা দুই টাকা রোজে শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা কেউ কি বলতে পারেন যে একটাকা অথবা দুইটাকা দিয়ে আজকাল কোথায়ও শ্রমিক পাওয়া যায়? তাই পত্র-পত্রিকাগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন যে শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না, সব শ্রমিক "ফুড ফর ওয়ার্কের" কাজে চলে যাচ্ছে। এটা আমাদের মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরাও যে দেখেছেন না, তা নয়। এই প্রকল্পে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলি কাজ হয়েছে, যা অন্যান্য রাজ্যে হয়নি। কাজেই এই "কাজের বদলে খাদ্য" এই প্রকল্পে কি কি কাজ হয়েছে, তার একটা ফিরিস্তি আমি এখানে দিতে চাই। যেমন ১৯৭৮-৭৯ সালে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে মোট ৬,৯৭০ কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে,

১৯৭৯-৮০ সালে মোট ৮,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে এবং ১৯৮০-৮১ সালে মোট ৫,১৩৭ কিলোমিটার রাস্তা তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ সাল পর্য্যন্ত মোট ৩০,৫০৯,৫৭ কিলোমিটার রাস্তা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই প্রকল্পে ১৯৭৮-৭৯ সালে মোট ৯২১টি স্কুল ঘর তৈরী অথবা মেরামত করা হয়েছে, ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ১,৬৭৮টি স্কুল ঘর তৈরী অথবা মেরামত করা হয়েছে, এবং ১৯৮০-৮১ সালে মোট ২,৬৯১টি প্রাথমিক স্কুল ঘর এবং বালোয়ারী স্কুল তৈরী অথবা মেরামত করা হয়েছে। তারপর এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৭৮-৭৯ সালে মোট ৭,১৮৫ হেক্টর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ২.০১১ হেক্টর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর পুকুর খনন করা হয়েছে ১৯৭৮-৭৯ সালে মোট ৪৫০টি, এবং ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ৩৭২টি, এবং ১৯৮০-৮১ সালে মোট ৯৭টি।

সিজনেল বাঁধ ইত্যাদিতে রয়েছে ১৯৭৮-৭৯ সালে ৯৩৭০.২৩ হেক্টার, ১৯৭৯-৮০ ইং সালে ২০১১.১ হেক্টার জমি সিজনেল বাঁধের আওতায় আনা হয়েছে। এই রকম আরও অনেক কাজ হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ আমি এখানে আনছিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, অথচ কায়েমী স্বার্থর দালাল যারা, তারাই শুধু বলছে যে "ফুড ফর ওয়ার্কের" দ্বারা কোন কাজ হচ্ছেনা। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই কর্মসূচী চালু হওয়ার ফলে গ্রামের গরীব অংশের মানুষ তারা তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত যে মজুরী চালু করা হয়েছে সেই নিম্নতম মজুরী শ্রমিকেরা পাচ্ছেন। এর ফলে কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি যারা মুখে শুধু গণতন্ত্রের কথা বলেন তাদের মনে আজ আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য তারা আজ চীৎকার সুরু করে দিয়েছে যে, বামফ্রণ্ট সরকারকে সরিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার জন্য। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে মুখে শুধু তার সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন আর আসলে চেষ্টা করছেন ধন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে, যার ফলে আজকে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে বেকার সমস্যার প্রচণ্ড দেখায়েছে। স্যার, এন, আর. ই, পি, জাতীয় কর্ম সংস্থার প্রকল্প কি সুন্দর নাম। নাম শুনে মনে হয় যে দেশের সব বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শ্রীমতী গান্ধী নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে অন্তত প্রতি ঘরে একজন করে চাকুরী পাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাঁর এই কথা শুনে আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। গল্পটি হচ্ছে—এক রাক্ষস তার নাতনীকে যেদিন বলত যে আমি আজকে অনেক দূর চলে যাব সেদিন দেখা যেত যে কোথাও যেত না বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াত। আর যেদিন বলত যে আমি কোথাও যাবনা, এই এলাম বলে, সেদিন দেখা যেত যে তার ফিরতে ৪৮ ঘণ্টা সময় সময় লেগে যেত। কাজেই শ্রীমতী গান্ধীর এই সব আশ্বাস আর কাজের অনেক তফাৎ। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বুর্জোয়া জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে...............

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি আর কত সময় নেবেন?

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস—স্যার, আর ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। স্যার যার ফলে আজ আন্দোলন হচ্ছে এবং এর ফলে শ্রীমতী গান্ধী আজকে এসমো, নাসা, ইত্যাদি চালু করছেন। তাদের মনে আজকে আতংকের সৃষ্টি হচ্ছে। এবং তাদের এই শোষণ বঞ্চনার বিরোদ্ধে ত্রিপুরার মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করছে এবং এই লড়াইয়ের ফলে যে ঐক্য গড়ে উঠেছে তাতে শ্রীমতি গান্ধী এবং তাঁর সমর্থকদের পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে। সেই জন্য আজকে নাসা ডি, আই, আর, এসমো, ইত্যাদি দিয়ে গদী আঁকড়ে থাকতে চাইছে। স্যার, এই ভাবে কি তারা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারবেন? স্যার, আমি একটা ছোট গল্প বলি—আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে শুয়র ঘুমাবার সময় চিত হয়ে ঘুমায় এবং তা চারটি পা উপর দিকে উঠিয়ে রাখে। কারণ শূয়রের ধারনা উপরে এইযে এত বড একটা আকাশ তারতো কোন খুঁটি নাই এবং যেহেতু তার কোন খুটি নাই সেজন্য যখন সে ঘুমায় তখন যদি আকাশটা ভেঙ্গে পরে তাহলে চাপা পরে শূয়র মারা যেতে পারে। এই ভেবে সে চিত হয়ে ঘুমায় যদি আকাশ ভেঙ্গে পরে তাহলে তার পায়ের উপরে আকাশ আটকে থাকবে এবং শূয়র বেঁচে যাবে। কাজেই শ্রীমতী গান্ধীর বিরোদ্ধে যে ভাবে ভারতের শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোচ্চার হয়ে উঠছে এই সব ডি, আই, আর, এসমো, নাসা ইত্যাদি দিয়ে তাদের ঠেকানো যাবেনা। আজকে ত্রিপুরার জন্য রেল লাইন নাই, এখানে কোন শিল্প নাই, ত্রিপুরার বিরাট আংশের মানুষ জুম চাষ করে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করছে এবং তার উপর আছে প্রচণ্ড বেকার সমস্যা সেজন্য বামফ্রণ্ট সরকার "কাজের বদলে খাদ্য" কর্মসূচীটি চালু রেখেছিলেন ত্রিপুরার বেকারদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে, এই প্রকল্পটি যাতে চালু রাখা হয় এই দাবী জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহাশয় যে ডিসকাসন উপস্থিত করছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি ক'টি কথা বলতে চাই। আমরা দেখেছি যে ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে এই "ফুড ফর ওয়াক" এই পোগ্রামটি ত্রিপুরায় চালু হয়েছিল এবং সেই "ফুড ফর ওয়ার্কের" মাধ্যমে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

আজকে আমরা দেখছি সেখানে কোন অভাব নাই। দীর্ঘ ৩৩ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করেছে এবং আমরা দেখেছি সেই ব্লক এলাকায় হাজার হাজার মানুষ উপবাস অর্ধাহারে দিন কাঁটিয়েছে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার এই তিন বৎসরে পরিকল্পনা মত কাজ করে অনেক উন্নতি করেছে। তাই আজকে দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছেন এবং একটা পরিবর্ত্তন আনতে চাইছেন। সেই পরিবর্ত্তন আসলে সাধারণ মানুষ

আবার অত্যাচারিত নিপীড়িত হবে। তারা চক্রান্ত করে এই ফুড ফর ওয়ার্কসের" কাজ বন্ধ করে দিয়েছে এবং এর ফলে ত্রিপুরার কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। এই তিন বৎসরে বামফ্রণ্ট সরকার "ফুড ফর ওয়ার্কের" মাধ্যমে গ্রামের রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য কাজের অনেক উন্নতি করেছে। এই "ফুড ফর ওয়ার্কের" মাধ্যমে হাজার হাজার টাকা ব্লকগুলির মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কিন্তু এটা দেখছেন। কারণ তারা ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী, ধনী লোকের পক্ষে কাজ করেছেনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার শ্রীরাধারমণ নাথ। পাঁচ মিনিট বলবেন।

শ্রীরধারমণ দেবনাথ:— মাননীয় স্পীকার স্যার, মানানীয় সদস্য ফুড ফর ওয়ার্কের উপর যে আলোচনা এখানে উত্থাপন করেছেন আমি সেটাতে অংশ গ্রহণ করে এবং সমর্থন করে কিছু বলছি। এই খাদ্য প্রকল্পের দ্বারা গরীব অংশের মানুষ অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণ তারা গত ৩৩ বৎসর যাবত আর্থিক সংকটে ভোগেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে বাঁশের করুল খেয়ে জীবন ধারণ করতে হত। এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর তারা জীবিকা নির্ব্বাহের একটা সুযোগ পায়। তাদের মজুরী বেড়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই খাদ্য প্রকল্পে বরাদের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। যার ফলে গরীব শ্রমজীবী মানুষকে কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার চক্রান্ত করে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মেহনতী মানুষকে বঞ্চিত করেছে। এই খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের রাস্তাঘাট এবং অনেক উন্নয়মূলক কাজ হয়েছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা এই উন্নয়নমূলক কাজের উল্লেখ করেন নি। কারণ উনারা কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীমতী গান্ধীর আঁচলে বাধা। এই প্রকল্প যদি আবার পুরাপুরি চালু না হয় তাহলে গ্রামের মানুষের আর্থিক সংকট আরও বাড়বে। আগে শ্রমিকদের মজুরী ছিল এক টাকা দেড় টাকা এবং তাদেরকে জোতদার, মজুতদার দাসত্ব করতে হত। কেন্দ্রীয় সরকার আবার এই প্রকল্প চালু না করলে আমাদের আন্দোলন করতে হবে, ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাতে হবে। ত্রিপুরার শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার সেই গরীব অংশের মানুষের মুখে এই প্রকল্পের দ্বারা দুবেলা রুটির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার চালু না করে সেটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই আমি এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমরা বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুমন্ত দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। সেটাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ তার মধ্যে শতকরা ৮০ জন দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। আমরা দেখছি গত ১৯৭৭ সালের পূর্বে গরীব অংশের মানুষ কত কষ্টে দিন যাপন করেছে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এই সময়েতে মানুষ না খেয়ে অনাহারে মরছে কিন্তু জনতা সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর "ফুড ফর ওয়ার্ক" এর যে কাজ সেটা চালু করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে গরীব মানুষকে বাঁচানোর জন্য এই প্রকল্পটা ভালভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং গরীব মানুষের দুবেলা রুটির ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিগত তিন দশক ধরে ত্রিপুরার গরীব মানুষের খাওয়ার কোন সংস্থান ছিল না,তাদের প্রাণের কোন নিশ্চয়তা ছিল না, এই রকম যেখানে বিশৃঙ্খলা ছিল, বামফ্রন্ট সরকারে এসে একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এসে মিনিমাণ ওয়েজ নির্দ্ধারণ করছেন ৭ টাকা। এই নির্দ্ধারিত মজুরী "ফুড ফর ওয়ার্কের" মাধ্যমে চালু রাখার চেষ্টা করেন। এর ফলে গ্রামের গরীব লোকদিগকে ইচ্ছামত খাটানো বা যা খুশি একটাজুরী মুদেওয়ার মত অবস্থা আর রইল না। অপর দিকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ফলফলাদির বাগান তৈরী করা, মাছের চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা এনে দিল বামফ্রন্ট সরকার। স্যার, ১৯৮০ইং সনে কেন্দ্রীয় সরকার "ফুড ফর ওয়ার্ক" এই নামটি বাতিল করে দিয়ে সেখানে চালু করেছেন এন. আর. ই. পি.। এই এন. আর. ই. পি. চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের দিন মুজুরদের জন্য কোন খাদ্য বরাদ্দ করছেন না। এই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রেণী চরিত্র দেখছি। এই এক বৎসরে এন. আর. ই. পিতে ত্রিপুরাতে কাজ হয়েছে ৫০ হাজার ম্যানডেইজ। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করলেন ১১ হাজার ম্যানডেইজ-এর খাদ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ আমাদের বোধগম্য হয়ে উঠছে না স্যার, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের মানুষকে বন্ধক দিয়ে বিশ্ব ব্যাংক থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। এই টাকা কার স্বার্থে উনি খরচ করবেন? গরীবের জন্য যে প্রকল্প চালু করছেন সেই প্রকল্পে খাদ্যবরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছেন। স্যার, আমরা দেখলাম যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর "ফুড ফর ওয়ার্কে" খাদ্য বরাদ্দ কমিয়ে দিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ যাতে না খেয়ে মারা না যায় তার জন্য এখানে বামফ্রন্ট সরকার এস, আর. ই; পি, প্রকল্প গ্রহণ করলেন এবং সেই প্রকল্পের মাধ্যমে আরও প্রায় ৭০-৭৫ লক্ষ

ম্যানডেইজ সৃষ্টি করলেন। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার জনকল্যাণমূলক কাজ গ্রহন করছেন, আর কেন্দ্রীয় সরকার তাতে রাজনীতি করছেন। "ফুড ফর ওয়ার্কে" কেন্দ্রীয় সরকার যতটুকু চাউলের বরাদ্দ কমিয়ে দিলেন, এন, আর, ই, পিতে রাজ্য সরকারকে আরও বেশী করে অর্থনৈতিক চাপ বহন করতে হচ্ছে! "ফুড ফর ওয়ার্কে গ্রামের গরীব লোককে দৈনিক নগদ এক টাকা এবং চাউল দিতেন। আর এন, আর, ই, পিতে ১ টাকার জায়গায় ২ থেকে আড়াই টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হচ্ছে। আমি মনে করি, কেন্দ্রীর সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন যার ফলে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে এবং সেই আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য এসেনসিয়েল সার্ভিসেস ম্যান্টিন্যান্স এ্যাক্ট চালু করলেন। শ্রীমতী গান্ধী হয়তো ভেবেছেন যে এই আইন দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু না, এই

শ্রমিক শ্রেণীকে কখনো দাবিয়ে রাখা যাবে না। তিনি ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন যে দ্রব্য মূল্যর উর্দ্ধগতি রোধ করবেন। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ক্যাবিনেটের অর্থমন্ত্রী শ্রী ভেংকট রামন রাজ্য সভায় ঘোষণা করলেন যে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির বিরোধীতা করতে পারবেন না—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :— স্যার, আমি দৃপ্ত কণ্ঠে মাননীয় রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় যে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং সেই সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই আহ্বান রাখছি যে ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে আরও বেশী করে চাউলের বরাদ্দ করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীব্রজ মোহন জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য আমাদের হাতে সময় খুব কম। তাই আপনি আপনার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে রাখবেন।

শ্রী ব্রজ মোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষকে ভাতে মারার পরিকল্পনা করেছেন। কারন ত্রিপুরা রাজ্যে যে এন.আর. ই. পি চালু করছেন, তাতে তারা চাউলের বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছেন। এবং এই চাউলের বরাদ্দ কমানোটাকে রাজনৈতিক উদ্দ্যেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর গত কয়েক বৎসরে ত্রিপুরার মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। বিগত তিন দশ ধরে কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরার মানুষকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হয়েছিল, কিংবা বনের

আলু, কাঠাল সিদ্ধ ইত্যাদি খেয়ে কোন রকমে জীবন ধারন করতে হত। কিন্তু আজকে বামফ্রণ্ট সরকারে আসার পর তারা তিন বেলা না হোক, অন্ততঃ এক বেলা তার ভাত খেতে পারছে। ফলশ্রুতিতে তাদের মুখে আস্তে আস্তে হাসি ফুটতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এন.আর.এ.পি. চালু করে চাউলের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে তাদের মুখের হাসিকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। স্যার, আমার বিলোনীয়া মহকুমার ২৪টি গাঁও সভা আছে। যার মধ্যে বগাফা একটি গাঁও সভা। সেই বাগাফাতে সেপ্রের জন্য জন্য বাঁধ দেওয়া ইত্যাদি কাজ বন্ধ হয়ে আছে। কারন এন. আর. ই. পিতে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য চাউলের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে শুধু বগাফাতেই নয়, রাজ্যের অন্যান্য জায়গায়ও কাজ বন্ধ হয়ে আছে। স্যার, আমি আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ২০ লক্ষ লোকের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই এন.আর.ই.পি, এর জন্য চাউলের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবন। এই বলেই আমি মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীর পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রী দীনেশ দেববর্মা মহাশয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই আলোচনায় মাননীয় সদস্যরা অনেক তথ্য প্রকাশ করে বলেছেন, কাজেই আমি তথ্যের দিকে না গিয়ে একটা কথা বলতে চাই। আমরা আগেও এই বিধান সভায় বলেছিলাম এবং এখনও বলছি এই "ফুড ফর ওয়ার্কের" কাজ যখন ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হয় তখন এই রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্টি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তার বার্ত্তা পাঠিয়েই হোক আর নিজেরা উদ্যোগী হয়েই হোক তারা বিভিন্নভাবে অভিযোগ করেছেন। তাঁরা এই বিধান সভায় দাড়িয়ে বলেছিলেন যে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য এবং এন. আর. ই. পি-র জন্য যে চাউল, আটা এবং টাকা বরাদ্দ করেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি পাহাড়ী বাঙ্গালীর জন্য সেই আটা, চাউল এবং টাকা দিয়ে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য কিছুই করা হয় নি, সমস্ত টাকা নিয়েই নাকি নয়-ছয় করা হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করেছিলেন। এই তদন্ত কমিটির প্রত্যেক গাঁও সভা ঘুরে ঘুরে দেখে আসেন। তারপর এই তদন্ত কমিটি গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে এই অল্প সময়ের মধ্যে যে ভাবে রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে এটা একটা লক্ষ্যনীয় ব্যাপার, ভারতবর্ষের কোথাও এত তাড়াতাড়ি কাজ করা সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস সরকারের আমলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা কি ছিল? সেটা আপনারা একবার ভেবে দেখুন। ১৯৭৮ সালের আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রাম-

গঞ্জে অর্দ্ধাহারে-অনাহারে অনেক লোক মারা যেত কারণ গ্রামের লোক সব সময় কাজ পেত না, কিন্তু আমাদের সরকার ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করে গ্রামে গঞ্জের সমস্ত লোককে প্রতিদিন কাজ দিচ্ছেন, যার ফলে তাদের এখন আর উপোস থেকে মরতে হয় না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আমরা অনাহারে মরতে দেয় নি। কিন্তু আমরা জানি, রাঘবন কমিটি সুপারিশ করেছেন। কমিটির সুপারিশ থাকা সত্বেও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য চাউলের টাকা দিচ্ছেন না। কাজেই আমি আজকে এই কথাই বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যকে নিয়ে পরিহাস করছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের প্রতি তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তারা ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছন। কাজেই, আমাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্য থেকেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে আমাদের জন্য আরও খাদ্য বরাদ্দ করুন এবং অধিক সাহায্য করুন। রাঘবন কমিটি সুপারিশ করেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ৮৫ লক্ষ টাকা এবং ২০ হাজার মেট্রিক টন চাউল দেবেন। তার মধ্যে আমরা পেয়েছি ৫০ লক্ষ টাকা। এই টাকা দিয়ে আমরা এন. আর, ই, পির কাজগুলি চালু রেখেছি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই সাহায্য করার চেষ্টা করি। আমরা প্রতি বছরই অর্থাৎ বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পূজার সময় গরীবদের জন্য কিছু কাপড় দেবার ব্যবস্থা রাখি, তাই এবারও ৬৭৯টি গাঁও সভার মাধ্যমে কাপড় দেবার ব্যবস্থা করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার ত্রিপুরার অবহেলিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের সাহায্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যতই চীৎকার করে বলুন না কেন আমাদের সরকার "ফুড ফর ওয়ার্কের" মাধ্যমে কিছুই করছেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাঘাটেরও কোন উন্নতি হচ্ছে না, এ কথা সত্য নয় কারন কেন্দ্রীয় সরকারের রাঘবন কমিটিই সেটা প্রমানিত করেছেন। বিরোধী সদস্যদের বিরোধীতা করতে হবে তাই তাঁরা এই সমস্ত আজে-বাজে কথা বলেছেন। তাই আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি, কেন্দ্রীয় সরকার এটা মনে করেছেন যে হেতু আমরা বামফ্রন্ট সরকার আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে যে আমরা খাদ্য না দিলে টাকা না দিলে আপনারা কি করে গরীব মানুষের জন্য কাজ করবেন এবং কি ভাবে সরকার চালাবেন এটা দেখবেন। ২০ লক্ষ ত্রিপুরা বাসীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা অত্যন্ত: দুঃখজনক এবং আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে পরিহাস করা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে তাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের জন্য যে বরাদ্দ রেখেছেন সেই বরাদ্দ যেন মঞ্জুর করেন, এই অনুরোধ জানিয়ে এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—এই সভা আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮১ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Question No. 1

By—Shri Mohon Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development be pleased to state—

প্রশ্ন

১ জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু হইবার পর অদ্য পর্যন্ত কত শ্রমদিবসের কাজ হইয়াছে ?

২। নতুন প্রকল্প চালু করার প্রধান উদ্দেশ্য কি?

৩। এই প্রকল্পের দ্বারা কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মতো কাজ সম্পন্ন করা যাইবে কি ?

Minister -in-charge of the Community Development Department, Shri Dinesh Chandra Deb Barma.

উত্তর

১। জাতীয় গ্রামীন কর্মসূচী প্রকল্পের মাধ্যমে অদ্য পর্য্যন্ত মোট ৫,১৮,৯৪৭ (পাঁচ লক্ষ আঠার হাজার নয়শত সাতচল্লিশ) শ্রম দিবসের কাজ হইয়াছে।

২। স্থায়ী সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি এবং গ্রামীন দরিদ্র বেকার ও অর্ধবেকারদের কর্মসংস্থান করা এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৩। এই প্রকল্পে খাদ্য ও অর্থ উভয়ের বরাদ্দই কম হওয়াতে এবং নানা প্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করাতে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের ন্যায় এই কর্মসূচী ব্যাপক হইবে না।

Admitted Starred Question No. 8

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। কোন কোন হাসপাতালে এক্সরে মেসিন আছে, কোন কোন হাসপাতালে মেসিনগুলি সচল আছে ? এবং

২। যে সব হাসপাতালের এক্সরে মেসিন চালু নাই তাহা চালু করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

Minister-in-Charge- of Health and Family Welfare Department (Name of the Minister) ; Shri Vivekananda Bhowmik

---

উত্তর

১। ত্রিপুরার যে সমস্ত হাসপাতালে এক্সরে মেসিন রয়েছে সেগুলির নাম, প্রতিটিতে মোট এক্সরে মেসিনের সংখ্যা এবং তাদের মধ্যে কতটি সচল ও অচল অবস্থায় আছে তার বিবরন দিয়ে দেওয়া হলো ;—

হাসপাতালের নাম	মোট এক্সরে মেসিন	সচল এক্সরে মেসিনের সংখ্যা	অচল এক্সরে মেসিনের সংখ্যা
১। জি. বি. হাসপাতাল	৯টি	৫টি	৪টি
২। ভি. এম. হাসপাতাল	৪টি	১টি	৩টি
৩। চেষ্ট ক্লিনিক (টি. বি.)	১টি	১টি	—
৪। কৈলাসহর হাসপাতাল	১টী	—	টি
৫। ধর্মনগর হাসপাতাল	১টি	১টি	—
৬। কমলপুর হাসপাতাল	১টি	—	১টি
৭। খোয়াই হাসপাতাল	১টি	—	১টি
৮। মেলাঘর হাসপাতাল	১টি	১টি	—
৯। উদয়পুর হাসপাতাল	১টি	১টি	—
১০। বিলোনীয়া হাসপাতাল	১টি	—	১টি
১১। অমরপুর হাসপাতাল	১টি	—	১টি
১২। সাব্রুম হাসপাতাল	১টি	—	১টি
১৩। কাঞ্চনপুর গ্রামীন হাসপাতাল	১টি	১টি	—

২। সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে সত্তর তাহাদের ইন্‌জিনিয়ার পাঠাইয়া যে সমস্ত মহকুমায় অচল মেসিন আছে সেগুলিকে মেরামতের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 27

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিন মহারানীর তৈনানীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি না থাকে, তাহার কারন কি ?

Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department (Name of the Minister) : Shri Vivekananda Bhowmik.

উত্তর

১। না।

২। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরাতে মোট ৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। বিশ্রামগঞ্জে ও কমলপুর মহকুমার নক্‌সী চৌধুরী পাড়া (হালা-হালি) তে দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে। বাকি ৫টির স্থান এখনও নির্বাচন করা হয় নাই। উক্ত ৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনের সময় তৈনানীর কথা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 32

By—Shri Tarani Mohan Singha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ইং সনে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে কত লক্ষ বাঁশের ছাতার বাট বাইরে পাঠানো হয়েছে ;

২। ১৯৭৯-৮০ইং আর্থিক বছরে এই ব্যাপারে মাশুল বাবদ কতটাকা সরকারের নিকট জমা পড়েছে (বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ছাতার বাট তৈরী করার জন্য সরকারী কোন কারখানা আছে কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ইং সনে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে ৫৪,১৭,৭১০টি (চুয়ান্ন লক্ষ সতের হাজার সাতশত দশ) বাঁশের ছাতার বাট ত্রিপুরা রাজ্য হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য বন বিভাগ হইতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

২। এ ব্যাপারে মাশুল বাবত টা: ৫১,৭০৪·৭৮ (একান্ন হাজার সাতশত চার টাকা আটাত্তর পয়সা) পাওয়া গিয়েছে।

৩। সরকারী উদ্যোগে ছাতার বাট তৈরীর কোন কারখানা ত্রিপুরাতে নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 36

By—Shri Tarani Mohan Singha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the C. D. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ ইং এর আগে এবং ১৯৭৮ ইং হইতে কয়টি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

২। ১৯৮১-৮২ ইং এ আরো কয়টি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

৩। ইহা কি সত্য কোন কোন জায়গায় পানীয় জল সরবরাহের লাইন (পাইপ) থাকা সত্বেও নিয়মিত জল সরবরাহ করা হইতেছে না ?

উত্তর

১। গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প (মিনিমাম নীড্স্ প্রগ্রাম) এর মাধ্যমে ১৯৭৭ ইং সনের আগে সর্বমোট ১১২০টি গ্রামে এবং ১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮০-৮১ ইং সন পর্য্যন্ত আরো মোট ৯৬১টি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

২। ১৯৮১-৮২ ইং সনে আরো মোট ৩৬২টি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হইয়াছে।

৩। পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের অধীনে জন স্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 48

By—Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১ ত্রিপুরার বড়মূড়াতে তৈল অনুসন্ধানের যে খনন কার্য্য চলছে তাতে তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এ সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার ও. এন, জি, সি, কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন তথ্য পেয়েছেন কি না।

২। যদি এমন কোন তথ্য পেয়ে থাকেন, তবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এখন পর্য্যন্ত ও, এন, জি, সি কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরার বড়মূড়াতে যতগুলি কূপ খনন করিয়াছে তন্মধ্যে একটিতেও কোন তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 74

By—Shri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাতে এ পর্য্যন্ত কতটি বাঁশ বেতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছেন,

২) এবং সেখানে শিক্ষানবীশরা কি কি সুযোগ পেয়ে থাকেন ;

৩) ধর্মনগর মহকুমার কদমতলায় কোন প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১। মোট ১৩ (তেরটি) প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

২। শিক্ষা গ্রহণ কালে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হইতে ৯০ (নববই) টাকা পর্য্যন্ত ষ্টাইপেন্ড প্রত্যেক শিক্ষানবীশকে দেওয়া হইয়া থাকে।

৩। আপাতত, নাই।

Admitted Starred Question No. 81

By—Shri Keshab Mazumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বর্ষে ফুড ফর ওয়ার্কের কর্ম সূচীর মাধ্যমে মোট কতটি শ্রমদিবস কাজ হইয়াছে ;

২। এই কর্মসূচীতে উক্ত আর্থিক বর্ষে মোট কত টাকা নগদ ব্যায় হইয়াছে এবং কত পরিমান খাদ্য শস্য লেগেছে।

৩। এই ব্যায়ে রাজ্যে কি কি সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে ;

৪। গ্রামীন অর্থনীতিতে রাজ্যে এই কর্মসূচীর প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছে ;

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বর্ষে ফুড, ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে মোট ৭৭,৪৫,৪০০ (সাতাত্তর লক্ষ পয়তালিশ হাজার চারশত) শ্রম দিবসের কাজ হইয়াছে।

২। এই কর্মসূচীর জন্যে মোট ১,১৯ ৫৯,২০০, (এক কোটি উনিশ লক্ষ উনষাট হাজার দুইশত) টাকা নগদ ব্যায় হইয়াছে এবং মোট ২০,৩০৮.,৭৩২মে: টন খাদ্য শস্য লাগিয়াছে।

৩। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বর্ষে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে রাজ্যে নিম্নলিখিত স্থায়ী সম্পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

ক) নূতন রাস্তা তৈরী ও পুরাতন রাস্তা মেরামত।	:—৫৮২১.৭৩৫ কি: মি:
খ) ভূমি সংস্কার।	:—২৩৭৭.১৯২ একর।
গ) ভূমি সংরক্ষনের মাধ্যমে জমির উন্নয়ন।	:—৮ একর।
ঘ) পাট ভিজানোর পুকুর খনন।	:—৩৫০ টি।
ঙ) পুকুর খনন।	:—৯৭ টি।
চ) জলাশয় নির্মান।	:—৫০ টি (৬৩.২১৭ একর),
ছ) কাঁচা কূপ খনন।	:—৮৭২ টি।
জ) জমির উন্নতির জন্য খাল খনন।	:—৩৬৭.৪৬ কি: মি:
ঝ) বাজার উন্নয়ন।	:—১৮ টি।

ঞ)	মৎস্য চাষের পুকুর খনন।	:—১৬৪ টি।
ট)	মৌসুমী বাঁধ নির্মান।	:—৫১৩ টি।
ঠ)	স্কুল/বারোয়ারী/অঙ্গনাদি/ পাঞ্চায়েত গৃহনির্মান ও পুনসংস্কার করা।	:—১০০৯ টি।
ড)	খেলার মাঠ তৈরী ও অফিস প্রাঙ্গন সংস্কার করা।	:—১৪২ টি।
ঢ)	বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মান।	:—১৬ টি (২৭২.৫ কি, মিঃ)
ণ)	রাবার চাষের জন্য জমি তৈরী।	:—১২৮১৭.২৯৫ একর।
ত)	সারফেস কূপ খনন।	:—২০০৯ টি।
থ)	কাঁচা সেড নির্মান	:—৪১ টি।
দ)	মাটির দেওয়াল নির্মান।	:—২০০০ টি।

৪। গ্রামীন অর্থনীতিতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের দ্বারা গ্রামীন বেকার ও অর্ধবেকারদের কাজ দেওয়ার ফলে গ্রামীন অর্থনীতি পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ও সুসংহত হইয়াছে এবং গ্রামের বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য শহরে আসার প্রবনতা বহুলাংশে কমিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 93

By—Shri Keshab Majumder

Will the hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সারা রাজ্যে কিছু সংখ্যক ডিসপেন্সারী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্র মেরামতির অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে বা যাচ্ছে ?

২। সত্য হইলে চিকিৎসা কেন্দ্রের নাম-সহ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

৩। ইহা কি সত্য যে কোন কোন চিকিৎসা কেন্দ্রে বৃষ্টির জল পড়ে ঔষধ নষ্ট হচ্ছে এবং হয়েছে ?

৪। সত্য হইলে গত তিন বছর মোট কত টাকার ঔষধ নষ্ট হয়েছে?

৫। ইহাও কি সত্য একজন চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও সেগুলি দেখাশুনার অভাবে এবং চিকিৎসকরা জায়গায় না থাকার ফলে ঔষধ নষ্ট হয়েছে ?

৬। সত্য হলে এ সম্পর্কে কি ব্যাবস্থা গ্রহীত হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে কিছু কিছু ডিসপেন্সারী ঘর বেশ জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এবং একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ছাদ আংশিক জীর্ণ অবস্থায় আছে।

২। এই ডিসপেন্সারীগুলির নাম এবং এগুলি মেরামতের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার কথা নিম্নে দেওয়া হল :—

ডিসপেন্সারীর নাম	গৃহীত ব্যবস্থা
বিশালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২০-৫-৮১ইং ছাদ মেরামতের জন্য পূর্ত্তদপ্তরকে অনুরোদ করা হইয়াছে।
মধুপুর ডিসপেন্সারী	মেরামত করার জন্য পূর্ত্তদপ্তরকে ১১-৮-৮১ইং অনুরোধ করা হয়াইছে।
মনতলা ডিসপেন্সারী	১৪-৭-৮১ইং পূর্ত্তদপ্তরকে মেরামত করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।
গোপালনগর ডিসপেন্সারী	মেরামত করার জন্য ১৭-৭-৮১ইং পূর্ত্তদপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে।
পুরান আগরতলা ডিসপেন্সারী	পুরান আগরতলা ডিসপেন্সারী ঘরটি বিশেষ মেরামতের প্রয়োজন, তাই উক্ত ডিসপেন্সারীকে নতুন ভাবে তৈরী করার জন্য ১৬-৭-৮১ইং পূর্ত্তদপ্তরকে তাহাদের মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।
আমতলী ডিসপেন্সারী	১৩-৩-৮১ইং পূর্ত্তদপ্তরকে মেরামত করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।
তইদু ডিসপেন্সারী	২৯-৪-৮১ইং তইদু প্রধানের চিঠিতে তইদু ডিসপেন্সারী ঘরটি মেরামতের প্রয়োজন জানার পর এস. ডি. এম. ও., অমরপুরকে প্রকৃত অবস্থা জানানোর জন্য ৬-৫-৮১ইং এবং ৩০-৫-৮১ ইং চিঠি দেওয়া হইয়াছে, অদ্য পর্য্যন্ত এস. ডি.এম.ও, কোন উত্তর দেন নাই।
কলাছড়া ডিসপেন্সারী	নতুন করে ডিসপেন্সারী ঘরটি তৈরী করার জন্য পূর্ত্তদপ্তরকে স্থান এবং প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে।

তকসাপাড়া ডিসপেন্সারী	পূর্ত্তদপ্তরকে ৮-৬-৮১ইং মেরামত করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।
কালিকাপুর ডিসপেন্সারী	নতুনভাবে ডিসপেন্সারী ঘরটি তৈরী করার জন্য পূর্ত্তদপ্তরকে হিসাব পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।
নলুয়া ডিসপেন্সারী	১১-৬-৮১ইং মেরামতের জন্য পূর্ত্তদপ্তরকে হিসাব পঠানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।
কাঞ্চনবাড়ী ডিসপেন্সারী	মেরামতের জন্য পূর্ত্তদপ্তরকে ৪-৬-৮১ইং অনুরোধ করা হইয়াছে।
রাজনগর ডিসপেন্সারী	১৪-৫-৮১ইং মেরামতের জন্য পূর্ত্তদপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে।
মিরজা ডিসপেন্সারী	১৮-৫-৮১ইং উদয়পুর মহকুমার ভার প্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারের চিঠি মারফত মিরজা ডিসপেন্সারী ঘরটি অকেজো জানার পর ২-৭-৮১ ইং ডিসপেন্সারীর জন্য একটি নতুন ভাড়া ঘর নেওয়ার জন্য বলা হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে একটি ভাড়া বাড়ীতে ডিনপেন্সারী আছে।

৩। এই ধরণের তথ্য দপ্তরের জানা নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। এই ধরণের তথ্য দপ্তরের জানা নাই।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 125.

by—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Haalth and Family Welfare Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় অবিলম্বে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি?

২। না হলে, তার কারণ?

Minister-Incharge of the Health and Family Welfare Department.

By—Shri Vivekananda Bhowmik

উত্তর

১। ত্রিপুরায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য ত্রিপুরা সরকার যথারীতি ১৯৭৮-৮৩ সালের খসড়া পরিকল্পনায় কমিশনের নিকট ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন এখন পর্য্যন্ত এই প্রকল্পের অনুমোদন করেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 142

By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the C. D. Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পানীয় জল সরবরাহের জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে মোট কয়টা টিউবওয়েল, রিংওয়েল ওমেশনারী ওয়েল ছিল?

২। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ৩১ শে অগাষ্ট পর্য্যন্ত মোট কয়টা টিউবওয়েল, রিংওয়েল ও মেশনারী ওয়েল বসানো হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৭৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পানীয় জল সরবরাহের জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে মোট ৬৯২৬টি টিউবওয়েল ও ৩৯৮০টি রিংওয়েল ছিল। কোন মেশনারী ওয়েল ছিল না।

২। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ৩১ শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ৭৬৮৯টি টিউবওয়েল, ২৩২৬টি রিংওয়েল, ৩৭টি মেশনারী ওয়েল ও ৮০টি রিজার্ভয়ার বসানো হইয়ছে।

Admitted Starred Question No. 148

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। অম্পি গাঁওসভার প্রধান শ্রীফনী দেব এবং দক্ষিণ তৈদু গাঁওসভার প্রধান শ্রীরঙ্গলাল শর্মার বিরুদ্ধে এন. আর. ই. পি এর কুপন চুরির কোন অভিযোগ আছে কি?

২। থাকিলে উক্ত অভিযোগের কোন তদন্ত হয়েছে কি?

৩। না হইলে, তার কারন কি?

উত্তর

১/ অম্পি গাঁওসভার প্রধান শ্রীফনী দেবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সরকারের নিকট নাই। দক্ষিণ তৈদু গাঁওসভার প্রধান মন্ত্রী শ্রীরঙ্গলাল শর্মার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট অভিযোগ আছে।

২। উক্ত অভিযোগের তদন্ত চলিতেছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 158
By—Shri Niranjan Deb Barma and
Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের মধ্যে যারা কুটীর শিল্পী তাদের ক্ষয়ক্ষতি দূরিকরণের জন্য শিল্পদপ্তর কর্ত্তৃক তাঁতের যন্ত্রপাতি সূতা ও অন্যান্য সাহায্য কিরূপে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে এবং কত পরিবারকে দেওয়া হয়েছে ?

২। এক্ষেত্রে গাঁওপ্রধান বা ব্লকভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন কমিটির মতামত গ্রহণ করা হয়েছে কি ? এবং

৩। যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। (ক) সরকারের নির্দ্দেশানুসারে এক্স্টেনশন অফিসার (শিল্প), একসটেনশন অফিসার (রেশম) এবং অন্যান্য ফিল্ডষ্টাফদের দ্বারা দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত কুটীরশিল্পীদের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়েছে।

(খ) শিল্প দপ্তর কর্তৃক মোট ১৩,১৫৬ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

২। না।

৩। গাঁওপ্রধান বা ব্লকভিত্তিক শিল্পউন্নয়ন কমিটির মতামত গ্রহণ করার জন্য সরকারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ ছিলনা।

Admitted Stared Question No. 175
By—M.L.A Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon,ble Minister in.charge of the Health and Family Welfare Department be please to state:—

প্রশ্ন

১। জম্পুই পাহাড়ে ভাংমুনস্থিত ৬টি শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটি কত সালে তৈরী করা হয়েছিল ?

২। ইহা কি সত্য, উক্ত হাসপাতালে বিগত ১৯৮০ সালের ৮ই জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ সালের ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত কোন ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডার ছিলেন না ?

৩। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৫৫ সালের আগে।

২। সম্পূর্ণ সত্য।

৩। ১৯৮০ সালের ৮ই জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ সালের ১৭ই আগষ্টের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে নতুন নিয়োগ পত্র দিয়া ৫ জন ডাক্তারকে জম্পুই পাহাড়ে ভাংমুনস্থিত ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নিযুক্তির আদেশ দেওয়া হয় কিন্তু তাহাদের মধ্যে ৪ জন কাজে যোগদান করেন নাই। বাকী ১ জন তাহার ভাই উন্মাদ হইয়া যাওয়ায় তাহার নিকট হইতে দূরে থাকার অসুবিধার কথা জানাইয়াছেন এবং সরকার তাহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া অন্যত্র পোষ্টিং দিয়াছেন। এবং সেখানে অন্য একজন ডাক্তার নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

যোগ্য কম্পাউণ্ডারের অভাবে এতদিন কোন কম্পাউণ্ডার দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৮১ সালে ২০ জন পাশ করা কম্পাণ্ডার পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে হইতে ১ জন কম্পাণ্ডার দেওয়া সম্ভব হইবে।

Admitted Starred Question No. 182

By Shri:—Matilal Sarker.

Will the Hon,ble Minister,in,charge of the Panchayat Department be Please to state:—

প্রশ্ন

১। কয়টি গাঁওসভায় এ পর্যন্ত আয়ের উপযোগী নিজস্ব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে?

২। এই সম্পদ সমূহ সাধারণত কি কি?

৩। অপর গাঁও সভাগুলিতে এ সম্পদ সৃষ্টি না করার কারণ কি?

৪। স্থায়ী সম্পদ বিহীন গাঁও সভাগুলিতে শ্রমিকদের কাজের জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে?

উত্তর

১। এ পর্যন্ত ৩২৬ টি গাঁওসভায় আয়ের উপযোগী কিছু সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে

২। মৎস্য চাষ উপযোগী জলায়, বাজার, ফলের বাগান, পাম্পসেট ও স্প্রে মেসিন ইত্যাদি।

৩। অপর গাঁওসভাগুলিতে পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমি না থাকায়, মৎস্য চাষের উপযোগী খাস জলাশয় ও বাজার না থাকায় এবং ফলের বাগান তৈরীর জন্য উপযুক্ত খাসভূমি এখন পর্যন্ত না পাওয়ার দরুন ঐ সকল গাঁওসভাগুলিতে সম্পদ সৃষ্টি করা এখনও সম্ভব হয়ে উঠে নাই।

৪। স্থায়ী সম্পদবিহীন গাঁওসভাগুলিতে বর্ত্তমানে এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পির মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজ করবার ব্যাবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 192

By—Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon,ble Minister-in-Charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত মুনাছড়া, কাকুরাছড়া, আঠারমুড়া ইত্যাদি ফরেষ্ট রিজার্ভভুক্ত গাঁওসভাগুলিতে ব্লকের কাজকর্ম বন্ধ করে ফরেষ্ট বিভাগ যে সার্কুলার দিয়েছেন, তাহাতে ঐ গাঁওসভাগুলিতে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে সরকার কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। বনবিভাগ হইতে মুনাছড়া, কাকুরাছড়া ও আঠারমুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট গাঁওসভার মধ্যে ব্লকের কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য কোন নির্দ্দেশনামা জারী করা হয় নাই। তবে রিজার্ভ

ফরেষ্টের অন্তর্ভুক্ত কোন জায়গায় অন্যান্য দপ্তর কোন কাজ করিতে চাহিলে বন বিভাগের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তর্ভুক্ত বসবাসকারী উপজাতির কল্যাণের জন্য বন দপ্তর ও ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলোপমেন্ট কর্পোরেশন বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই কাজের অভাবে এই সমস্ত গাঁওসভায় সংকট সৃষ্টি হওয়ার কথা সরকার অবগত নহে।

Admitted Starred Question No 200

By—Shri Tapan Kumar Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the C. D. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পে সরকার ১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে কতটাকা বরাদ্দ করেছেন ?

২। বরাদ্দকৃত এই টাকার কত অংশ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি ?

৩ কো কোন্ খাতে কত টাকা খরচ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পে সরকারের বৎসর ভিত্তিক বরাদ্দকৃত টাকার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৭৮-৭৯	৩৯,০০,০০০	(উনচল্লিশ লক্ষ টাকা)
১৯৭৯-৮০	১,০০,০০.০০০	(এক কোটি টাকা)
১৯৮০-৮১	১,৯০,০০,০০০	(এক কোটি নব্বই লক্ষ টাকা)

২। বরাদ্দিকৃত টাকার বৎসর ভিত্তিক অব্যয়ীত শতকরা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৭৮-৭৯	...	৫ শতাংশ
১৯৭৯-৮০	...	১.৬৬ শতাংশ
১৯৮০-৮১	...	১৭.৮৮ শতাংশ

বৎসর ভিত্তিক খরচ খাতে হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৭৮-৭৯

১।	টিউব ওয়েল বাবত	...	৯.০০ (নয় লক্ষ টাকা)
২।	রিং ওয়েল বাবত	...	২৭.০০ (সাতাশ লক্ষ টাকা)
৩।	রিজার্ভার বাবত	...	১.০০ (এক লক্ষ টাকা)

১৯৭৯-৮০

১।	বেতন বাবত	...	৬.০০ (ছয় লক্ষ টাকা)
২।	টিউব ওয়েল বাবত	...	৪৮.০০ (আটচল্লিশ লক্ষ টাকা)
৩।	রিং ওয়েল বাবত	...	৪২.৩৪ (বিয়াল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা)

৪।	রিজার্ভায়ার বাবত	...	২.০০ (দুই লক্ষ টাকা)

১৯৮০-৮১

১।	বেতন বাবত	...	১০.০০ (দশ লক্ষ টাকা)
২।	টিউব ওয়েল বাবত	...	৭৫.১০ (পঁচাত্তর লক্ষ দশ হাজার টাকা)
৩।	রিং ওয়েল বাবত	...	৬৫.৫৩ (পয়ষট্টি লক্ষ তিপান্ন হাজার টাকা)
৪।	রিজার্ভায়ার বাবত	...	৫.৪০ (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা)

Admitted Starred Question No. 217

By—Shri Akhil Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বিগত জুন, ১৯৮০ ইং সনে দাঙ্গায় কতজন তাঁতশিল্পীকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব।

২। এই সাহায্যের ব্যাপারে ব্যাপক কারচুপিও হইয়াছে এ বিষয়ে সরকারের নিকট কোন তথ্য আছে কি ; থাকলে এই কারচুপিকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

৩। যে সমস্ত প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতশিল্পী এখনও কোন সাহায্য পায় নাই তাদের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি ?

উত্তর .

১। বিগত জুন, ১৯৮০ ইং সনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতশিল্পীদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত মোট ১০২৯ জন তাঁতশিল্পীকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ব্লক ও গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

(ক) বিশালগড় ব্লক :—

১।	চড়িলাম গাঁওসভা—	৬৭ জন
২।	আনন্দনগর গাঁওসভা	৫ „
৩।	বিশ্রামগঞ্জ „	৪৭ „
৪।	জম্পাইজলা „	১৭৩ „
৫।	রতনপুর „	৩১ „
৬।	বড়জলা „	৪৮ „
৭।	গোলাঘাটি „	১৬ „
		৩৯০ জন

খ) মোহনপুর ব্লক :—

গাঁওসভা	
১। নোয়াগাঁও	৮ জন
২। তারা নগর	৬ ,,
৩। উত্তর দেবেন্দ্রনগর	১ ,,
৪। দেবেন্দ্র নগর	১৯ ,,
৫। মোহন পুর	১ ,,
৬। বোধজং নগর	১ ,,
৭। ফটিক ছড়া	১১ জন
	৪৭ জন

গ) জিরানীয়া ব্লক :—

গাঁও সভা	
১। চম্পক নগর	৭ জন
২। পূর্ব্ব দেবেন্দ্র নগর	৭৭ ,,
৩। তুলা কোণা	১০ ,,
৪। দুর্গা নগর	২০ ,,
৫। লক্ষ্মীপুর	৫ ,,
৬। ধূপ ছড়া	১ ,,
৭। উত্তর চাম্পামুড়া	৪ ,,
৮। মেঘলী পাড়া	২৭ ,,
৯। নোয়াগাঁও	১ ,,
১০। রাধাকিশোর নগর	৫ ,,
১১। পূর্ব্ব বড়জলা	৩২ ,,
১২। বঙ্কিম নগর	৬ ,,
১৩। মজলিশ পুর	১ ,,
১৪। শিব নগর	১৯ ,,
১৫। শান্তি নগর	১৩১ ,,
১৬। মাধব পুর	১ ,,
১৭। সিদ্ধি নগর	২ ,,
	৩৪৯ জন

ঘ) মাতাবাড়ী ব্লক (উদয়পুর) :—

গাঁও সভা	
১। পিত্রা	৪ জন
২। ফুল কুমারী	৩ ,,
৩। উত্তর মহারাণী	৩০ ,,
৪। আঠার বোলা	১ ,,
৫। দক্ষিণ মহারাণী	৮ ,,
৬। চন্দ্র পুর আর. এফ.	৯ ,,
৭। বগাবাসা	২ ,,

৮।	বাগমা	২ জন
৯।	কুপিলঙ	৯ ,,
১০।	লক্ষ্মীপতি	২২ ,,
১১।	পূর্ব্বমগ পুষ্করিণী	১ ,,
১২।	দাত্তারাম	৩ ,,
১৩।	শীলঘাটি	৪ ,,
১৪।	গকুলপুর	৯ ,,
১৫।	তৈরচুং	৬ ,,
১৬।	ধ্বজ নগর	১ ,,
১৭।	হোলক্ষেত	১ ,,
		১১৫ জন

ঙ) অমরপুর ব্লক :—
গাঁও সভা

১।	মৈলাক	৩০ জন
২।	বীর গঞ্জ	১২ ,,
৩।	দক্ষিণ একছড়ি	২ ,,
৪।	লেবা ছড়া	৮ ,,
৫।	দক্ষিণ চেলাগাঙ্	৯ ,,
৬।	উত্তর চেলাগাঙ্	৬ ,,
৭।	পাল্কো বাড়ী	১ ,,
৮।	অম্পি নগর	২ ,,
৯।	উত্তর তৈদু	১ ,,
১০।	দক্ষিণ তৈদু	১ ,,
১১।	তৈদু ডেপা	১ ,,
১২।	রাঙ্গামাটি	২ ,,
১৩।	বামপুর	২ ,,
১৪।	পশ্চিম মালবাসা	৩ ,,
১৫।	নতুন বাজার	৭ ,,
১৬।	রাং কাং	৪ ,,
		৯১ জন

চ) তেলিয়ামুড়া ব্লক :—গাঁও সভা

১।	ত্তর মহারাণী	১ জন
২।	দুর্গাপুর	৪ ,,
৩।	মোহর ছড়া	৯ ,,
৪।	দক্ষীণ ঘিলাতলী	২১ ,,
৫।	দক্ষিণ পুলিনপুর	২ ,,
		৩৭ জন

২) এতদ্ বিষয়ে স্বল্প সংখ্যক অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান নেওয়া হইতেছে।

৩) প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেত্তয়ার ব্যব্যস্থা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 218

By—Shri Harinaih Debbarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের জনগণের প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদনক্ষম ও স্বনির্ভরশীল ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ সরকার চলতি আর্থিক বছরে নিয়েছেন কি ?

২। যদি নিয়া থাকেন তবে কি ধরনের শিল্প ?

৩। এই ধরনের শিল্প গঠনের উদ্দেশ্যে চলতি আর্থিক বছরে কত পরিমাণ ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে ?

উত্তর

১ হ্যাঁ

২। ক্ষুদ্র শিল্প, তাঁতশিল্প, কারুশিল্প, রেশমশিল্প খাদী ও গ্রামীণ শিল্প।

৩। চলতি আর্থিক বছরে মোট ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নরূপ :

(ক) ক্ষুদ্র শিল্প— ৩৭.৯৩ লক্ষ টাকা

(খ) তাঁত শিল্প— ৩৮·৪২ ,, ,,

(গ) হস্ত শিল্প— ৮·২০ ,, ,,

(ঘ) রেশম শিল্প— ৩৩ ০০ ,, ,,

(ঙ) কাজে নিযুক্তি প্রকল্পে—১০·০০ ,, ,,

(Employment Promotion Programme)

(চ) খাদী ও গ্রামীণ শিল্প— ৭·০০

১৩৩·৭৫

ইহা ছাড়া জেলা শিল্পসংস্থা (D.I.C) বাবদ বর্তমান ১৯৮১-৮২ সালে ৯ (নয়) লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। উহা একটি কেন্দ্রীয় উদ্যোগ পরিকল্পনা

(Centrally Sponsored Scheme)

Admitted Starred Question No. 219

By—Shri Harinath Dabbarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছু সংখ্যক লোক মারা গিয়াছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে রাজ্যের কোন অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল ?

৩। এই রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকার কি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৪। এই রোগ নিবারণার্থে ডি. ডি. টি স্প্রে করার কাজে নিযুক্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীদের সংখ্যা কত?

উত্তর

১ হ্যাঁ, সত্য।

২। ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলাতে এই রোগের কিছুটা প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ব্যাপক কোন প্রাদুর্ভাব ঘটে নাই।

৩। ম্যালেরিয়া নির্মূল অভিযানটি মূলত ২ টি পদ্ধতিতে হইয়া থাকে।

(ক) প্রথম পদ্ধতি:

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়া থাকে:—

১। সার্ভেলেন্স ওয়ার্কার নামক একজন সরকারী কর্মী যাহাতে প্রতি বাড়ীতে প্রতি দুই সপ্তাহে একবার করিয়া যান এবং কোন ব্যক্তির জ্বর হইয়াছে কিনা অথবা গত ১৫ দিনের মধ্যে কাহারও জ্বর হইয়াছে কিনা তাহার খবর সংগ্রহ করেন।

২। জ্বরাক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া মাত্রই তার দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা পরীক্ষার জন্য স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রের ল্যাবরটরিতে পাঠান এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ঔষধ দেন। পরীক্ষায় রক্তে ম্যালেরিয়া রোগ ধরা পড়া মাত্র তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে এলাকায় মশক নির্মূল ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৩। গ্রামীণ এলাকায় বিনা মূল্যে যাহাতে ম্যালেরিয়ার ঔষধ পাওয়া যায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা হয় তাহার জন্য সমগ্র ত্রিপুরায় বর্তমানে ২০৭টি জ্বরচিকিৎসা কেন্দ্র ও ৩১৬টি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রত্যেক গ্রাম প্রধানকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে গ্রাম প্রধান নিজেই ঐ কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করুন অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই ঐ কেন্দ্রগুলির জন্য লোক নির্ব্বাচন করে দিক যাহাতে পঞ্চায়েত সহযোগিতায় ঐ কেন্দ্রগুলিতে ম্যালেরিয়া নির্মূল অভিযানটি সফলকরা যায়।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি: পৌর এলাকার বাহিরে রাজ্যের অন্যান্য অংশে পূর্ণাঙ্গ মশক ধ্বংস করার জন্য এখনো পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে প্রতি বৎসর ২ বার প্রত্যেক বাড়ীতে প্রত্যেক ঘরে ডি. ডি. টি ছড়ানো হইয়া থাকে। জনগণের যদি নিজ নিজ বাড়ীতে প্রত্যেকটি ঘরে ডি. ডি. টি. ছড়ানোর কাজটির সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেন তবেই মাত্র মশক ধ্বংসের এই ব্যবস্থাটি কার্য্যকরী হইতে পারে।

(গ) সরকার এই ব্যাপারে ডি, ডি, টি, ছড়ানো টিমের সংখ্যা ৮৩ থেকে বাড়িয়ে ১১০ করিয়াছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেও প্রত্যেক গ্রাম প্রধান, এম, এল, এ, কে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়া প্রত্যেক ঘরে ডি. ডি. টি. ছড়ানো সুনিশ্চিত করিতে অনুরোধ

জানাইয়াছেন। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে আবেদন পত্র, প্রচার পত্র, বিজ্ঞাপন, আকাশবানী, বিভিন্ন সভা ইত্যাদির মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়।

(ঘ) এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ: কোন একটি বাড়ী বা ঘর ডি. ডি. টি. ছড়ানো হইতে বাদ গেলে সেখানকার মশা মারা যায় না। তারাই পরে বীজাণু সংক্রমণের কাজ করে। তাই সরকার প্রতি ঘরে ডি. ডি. টি. ছড়ানো সুনিশ্চিত করার উপর জোর দিয়াছেন।

ডি. ডি. টি. ছড়ানোর কাজে নিযুক্ত সকল স্তরের কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে প্রতিটি বাড়ীতে ডি. ডি. টি. ছড়ানো হইয়াছে কিনা তাহার সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট গ্রাম প্রধান বা উপপ্রধানের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে। এর মূল উদ্দেশ্য প্রতি বাড়ীতে ডি. ডি. টি. ছড়ানোর কাজ সুনিশ্চিত করিতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংশ্লিষ্ট করা।

ডি. ডি. টি. ছড়ানোতে অনিচ্ছুক বাড়ীর সংখ্যাগুলিও প্রধান বা উপপ্রধানের গোচরে আনিতে হইবে এবং লিখিত নির্দেশও পেশ করিতে হইবে।

(ঙ) কোন এলাকায় জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সেই মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া কিনা তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু হইয়া থাকিলে উক্ত ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়।

(চ) মশক ধ্বংসের ব্যাপারে পৌর এলাকায় ডিম ও কীট অবস্থায় ধ্বংস করে মশক বৃদ্ধি নিবারণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এবং জন্মের স্থানগুলিতে যেমন নালা, নর্দমা, ডোবা ইত্যাদিতে প্রতি ৭ থেকে ১০ দিন ডিম, ও কীট নাশক ঔষধ ছড়ানো হয়। ম্যালেরিয়া দপ্তর ছাড়াও পৌর সভার সহযোগিতায়ও এই কর্মসূচী রূপায়ণে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে পৌর এলাকার সাধারণত: পূর্ণাঙ্গ মশক ধ্বংসের ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

(ছ) একদিকে ম্যালেরিয়ার জীবানুবাহী প্রাণী মশক ধ্বংস করা হয় এবং অন্যদিকে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ম্যালেরিয়ার কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা আবিষ্কৃত না হওয়ায় উপরোক্ত দুইটি ব্যবস্থায় সাফল্যের উপরই কর্মসূচীর রূপায়ণের সাফল্য নির্ভর করে এবং দুইটি ব্যবস্থাই একমাত্র নির্ভর করে জনগণের সচেতনতা ও সক্রিয় সহযোগিতার উপর।

১৯৮১ সালের ২৯ শে মে ডি ডি. টি ছড়ানোর প্রথম ধাপের কাজ শেষ হইয়াছে। এবং দ্বিতীয় ধাপের কাজ ১লা আগষ্ট ১৯৮১ ইং হইতে শুরু হইয়াছে।

৪। ডি. ডি টি. স্প্রে করার কাজে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

স্থায়ী··· ··· ··· ···৩০২ জন।

অস্থায়ী··· ··· ··· ···৬৬০ জন।

Admitted Starred Question No 232

By—Shri Nakul Das M.L.A

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Dept. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ডুম্বুর নগর ব্লকের প্রাক্তন পি. ই. ও শ্রীপল্লব দেববর্মার বিরুদ্ধে ঐ ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গাঁও সভার প্রধান কিছু কিছু তথ্য ভিত্তিক দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন কিনা।

২। যদি করে থাকেন তবে কি ধরনের দুর্নীতি করেছেন ও তার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

উত্তর

১। না। তবে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ছিল।

২। অভিযোগ ছিল যে প্রজেক্ট এক্জিকিউটিভ অফিসার শ্রীপল্লব দেববর্মা বিগত ২৯।৪।৮১ইং তারিখে বি. ডি. সি মেম্বারদের প্রতি অপমান সূচক দুর্ব্যবহার করেছিলেন। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক গত ৩।৫।৮১ ইং তারিখে প্রজেক্ট এক্জিকিউটিভ অফিসার ও বি.ডি.সি মেম্বারদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বিষয়টি মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 240

By—Shri Matilal Sarker

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Parliamentary Affairs Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর ত্রিপুরার বিধান সভার পাশ করা কয়টি বিল বা প্রস্তাব এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করেনি;

২। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের কয়টি বিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েছে;

৩। রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিলগুলি কখন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্মতির জন্য পাঠানো হয়েছিল;

৪। রাজ্য সরকারের প্রত্যাখাত বিলগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার কিরূপ মন্তব্য করেছেন;

উত্তর

১। কোনও বিল কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় নাই।

২। এখন পর্যন্ত কোন বিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যাখাত হয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 245.

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮১-৮২ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার এন, আর, ই, পি, স্কীমে এ বরাদ্দ চালের মাত্র ৫০০ মে: টন চাল এ যাবত পাঠিয়েছেন ফলে গ্রামীণ বেকারদের কর্মসংস্থান সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার পথে ;

২। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ;

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অধিক পরিমাণ খাদ্য শস্য বরাদ্দের জন্য চাপ সৃষ্টি করিতেছেন।

Admitted Starred Question No. 248.

By—Shri Samar Chaudhary

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গ্রামীণ কৃষিমজুরদের কত সংখ্যককে আইডেনটিফাই করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কত সংখ্যককে আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া হয়েছে।

২। এই সিদ্ধান্ত কোন সময়ে নেয়া হয়েছে এবং কার্য্যকরী করার জন্য কার উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছিল।

৩। কোন ব্লকে কত তারিখে এই সকল আইডেনটিটি কার্ড পৌছানো হয়েছে।

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। এই সিদ্ধান্ত বিগত ১৯৮০ ইং সালের অক্টোবর মাসে নেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য পঞ্চায়েত দপ্তরকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩। বিলের তারিখ তালিকায় দেওয়া হইল।

বিভিন্ন ব্লকে পরিচয় পত্র বণ্টনের তালিকা

মোট পরিচয় পত্র ছাপানো সংখ্যা	ব্লকের নাম	বণ্টনের তারিখ	পরিমাণ	মন্তব্য
২.৫০.০০০টি	কাঞ্চনপুর	৭.৫.৮১ ইং	১২,০০০টি	
	ছামনু	৮.৫.৮১ ইং	৭,০০০টি	
	মোহনপুর	১১.৫.৮১ ইং	৫,০০০টি	
	তেলিয়ামুড়া	১৪.৫.৮১ ইং ১.৬.৮১ ইং ২৯.৬.৮১ ইং	১৩,২১৫টি	
	জিরানীয়া	১৪.৫.৮১ ইং	১৫,০০০টি	
	উদয়পুর	১৪.৫.৮১ ইং	১৩,৪৪৪টি	
	খোয়াই	১৫.৫.৮১ ইং	৯,৪৯২টি	
	অমরপুর	১৬.৫.৮১ ইং	১৩,০৪৭টি	
	মেলাঘর	১৬.৫.৮১ ইং	১২,০০০টি	অবিলিকৃত পরিচয় পত্র
	ডুম্বুরনগর	১৮.৫.৮১ ইং ২১.৭.৮১ ইং	৩,৯৮৫টি	পঞ্চায়েত দপ্তরে জমা আছে যাহা প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন করা হইবে।
	রাজনগর	২৩.৫.৮১ ইং	৪,৮৮৩টি	
	সালেমা	৭.৭.৮১ ইং	৭,০০০টি	
	কুমারঘাট	২৫.৫.৮১ ইং	১১,৪৭৮টি	
	বিশালগড়	১৯.৬.৮১ ইং	১৩,৪০০টি	
	বগাফা	২০.৬.৮১ ইং ১৯.৮.৮১ ইং	১২,২০০টি	
	সাতচাঁন	১৪.৭.৮১ ইং	৩,১১৪টি	
	পানিসাগর	২২.৯.৮১ ইং	১১,৪৯৯টি	

টুটাল- ১.৬৭.৭৫৭

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 275

By—Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের দশদাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও জয়শ্রীতে (লালজুরি) ডিসপেনসারী স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে? এবং

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত আশা করা যায়?

৩। উক্ত দুটি স্থান থেকে নিকটবর্ত্তী কত কিলোমিটারের মধ্যে হাসপাতাল আছে?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। দশদা ও জয়শ্রী উভয় স্থানের নিকটবর্ত্তী হাসপাতাল হল কাঞ্চনপুর গ্রামীণ হাসপাতাল এবং কাঞ্চনপুর হাসপাতাল হইতে উভয় স্থানের দূরত্ব প্রায় ১৪-১৫ কিলোমিটার।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 284

By—Shri Fayjur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর মহকুমার কুর্ত্তী, চুড়াইবাড়ী, কালাছড়া, উল্লেখিত তিনটি জায়গায় প্রাথমিক হাসপাতাল করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 286

By—Shri Fayjur Rahaman

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to State ;

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর মহকুমায় কদমতলা বাজারে তথ্য কেন্দ্র করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। না।

Admitted Starred Question No. 287
By—Shri Fayjur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to State:—

১। ধর্মনগর সহরে তাঁতীদের তৈরী কাপড় বিক্রি করার জন্য আলাদা জায়গা এবং গৃহনির্মান করে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। শিল্প বিভাগ হইতে ধর্মনগরে তাঁত কাপড় বিক্রয়ের আলাদা জায়গা বা গৃহ-নির্মানের কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question. No. 301
By—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayet Department be pleased to State:—

১। বর্তমান বৎসরেই ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি আইনকে কার্য্যকরী করার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। যদি থাকে তবে এর জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি আইন কার্য্যকরি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে তবে বর্তমান বৎসরেই আইনটি কার্য্যকরি করা যাইবে কিনা তাহা নির্ভর করে প্রণয়ন ও চূড়ান্ত প্রকাশনার উপর।

২। সাত প্রস্ত নিয়মাবলীর মধ্যে শুধুমাত্র সমিতির চাকুরীর সর্তাবলী বিষয়ক নিয়মা-বলীর চূড়ান্ত প্রকাশন এখনো বাকী চূড়ান্ত প্রকারণ কার্য্য সম্পন্ন করার যথাসময়েই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ANNEEXURE—"C"

Admitted UnStarred Question No. 11
By—Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুন ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কতজন কামার, কুমার ও ছুতার তাদের ব্যবসার জন্য সরকারী সাহায্য পেয়েছেন? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে আর কতজনকে এ ধরনের সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

৩। এই সাহায্যের পরিমান কত এবং সর্ত্ত কি?

৪। এই সাহায্য কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

উত্তর

১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুন ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত শিল্প বিভাগের ও খাদী গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কামার, কুমার ও ছুতারকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে		খাদী গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের মাধ্যমে
(ক) কামার—	৭৮ জন	১৯৮ জন = ২৭৬
(খ) কুমার—	২৪৮ ,,	৪৯৮ ,, = ৭৪৬
(গ) ছুতার—	৪৩৬ ,,	৪২৫ ,, = ৮৬২

(২) ত্রিপুরা খাদী গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের মাধ্যমে বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসরে ৫০ জন কামার ' ১৫০ জন কুমার ও ৫০ জন ছুতারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পা আছে।

(৩) খাদী গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের মাধ্যমে সাহায্যের পরিমান নিম্নরূপ :

(ক) প্রত্যেক কামার— ৯০০ টাকা

(খ) ,, কুমার— ১,৫৫০ ,,

(গ) ,, ছুতার— ৬০০ ,,

উপরোক্ত অর্থের বিনিয়োগ ঘটিয়ে শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করার সর্ত্তে উক্ত ঋণ সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইতেছে।

৪। এই সাহায্য ঠিক ঠিক কাজে লাগানো হইতেছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য প্রত্যেক ব্লক অফিসের অধীনস্থ শিল্প দপ্তরের একটেনশান অফিসারেরা সর্ব্বদা নজর রেখে চলেছেন।

Admitted Question No. 12 By—Shri Keshab Majunder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট কতগুলি ন্যায় পঞ্চায়েত সার্কেল কার্য্যকরী আছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। কোন বিভাগে কতজন প্রার্থী ৩০.৫.৮১ইং পর্য্যন্ত ন্যায় পঞ্চায়েত গুলিতে বিচারের আবেদন করেছেন?

৩। তার মধ্যে কোন্ বিভাগ কয়টি আবেদনের চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে?

৪। কোন বিভাগে কয়টি ন্যায় পঞ্চায়েত বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল দায়ের করা হয়েছে?

৫। কোন বিভাগে কয়টি আবেদন ন্যায় পঞ্চায়েত বিচারালয়ে উচ্চতর আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করেছেন?

৬। বিচারের কাজ ত্বরান্বিত করার কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

৭। বিচার পরিচালনায় ন্যায় পঞ্চায়েতগুলোর কি কি সমস্যার সর্ম্মুখীন হয়েছে।

৮। এই সব সমস্যা সমাধানে কি কি ব্যাবস্থা গৃহীত হয়েছে বা হচ্ছে।

উত্তর

১। সারা রাজ্যে মোট ১২১টি ন্যায় পঞ্চায়েত সার্কেল কার্য্যকরী আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

সাবডিভিসনের নাম	সংখ্যা	সাবডিভিনের নাম	সংখ্যা
১। সাব্রুম	১৭টি	৬। কমলপুর	১১টি
২। উদয়পুর	১৪টি	৭। খোয়াই	১৫টি
৩। অমরপুর	১৭টি	৮। ধর্মনগর	২৫টি
৪। বিলোনীয়া	১৬টি	৯। কৈলাসহর	২৫টি
৫। সদর	৩৯টি	১০। সোনামুড়া	১২টি

২। বিভাগ ভিত্তিক ৩০.৬.৮১ইং পর্য্যন্ত আবেদন সংখ্যা নিম্নরূপ :—

সাবডিভিসন নাম	সংখ্যা	সাবডিভিশন নাম	সংখ্যা
১। সাব্রুম	৪২২টি	৬। কমলপুর	৫৩১টি
২। উদয়পুর	১৯১টি	৭। খোয়াই	৩৩৯টি
৩। অমরপুর	তত্ব পাওয়া যায় নাই		
৪। বিলোনীয়া	৫৬৪টি	৮। ধর্মনগর	১০৭টি
৫। সদর	৩৮০টি	৯। কৈলাসহর	১২০টি
		১০। সোনামুড়া	৪৪২টি

৩। বিভাগ ভিত্তিক আবেদনের চূড়ান্ত নিস্পত্তি নিম্নরূপ :—

সাব-ডিভিশান	সংখ্য	সাব-ডিভিশান	সংখ্যা
১। সাব্রুম	৩৩২ টি	৬। কমলপুর	৪৯৫ টি
২। উদয়পুর	১৭২ টি	৭। খোয়াই	২৫০ টি
৩। অমরপুর	তথ্য পাওয়া যায় নাই	৮। ধর্মনগর	৯৬ টি
৪। বিলোনীয়া	৫১০ টি	৯। কৈলাসহর	৮৮ টি
৫। সদর	২৭৭ টি	১০। সোনামুড়া	৪১২ টি

৪। নং উত্তর

বিভাগ ভিত্তিক উচ্চতর আদালতে আপীল দায়েরের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

সাব-ডিভিশান	সংখ্যা	সাব-ডিভিশন	সংখ্যা
১। সাব্রুম	২৭ টি	৬। কমলপুর	তথ্য পাওয়া যায় নাই
২। উদয়পুর	তথ্য পাওয়া যায় নাই	৭। খোয়াই	৩ টি
৩। অমরপুর	,,	৮। ধর্মনগর	২ টি
৪। বিলোনীয়া	৮ টি	৯। কৈলাশহর	তথ্য পাওয়া যায় নাই
৫। সদর	তথ্য পাওয়া যায় নাই	১০। সোনামুড়া	,,

৫। নং উত্তর

বিভাগ ভিত্তিক ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক উচ্চতর আদালতে আবেদন প্রেরনের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

সাব-ডিভিশন	সংখ্যা	সাব-ডিভিশন	সংখ্যা
১। সাব্রুম	২৭ টি	৬। কমলপুর	১ টি
২। উদয়পুর	৩ টি	৭। খোয়াই	৪ টি
৩। অমরপুর	তথ্য পাওয়া যায় নাই	৮। ধর্মনগর	তথ্য পাওয়া যায় নাই
৪। বিলোনীয়া	১০ টি	৯। কৈলাশহর	২ টি
৫। সদর	১ টি	১০। সোনামুড়া	৬ টি

৬। উত্তর

আবেদনগুলির গুরুত্ব অনুসারে ঐগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা করা ও সময়মত সমনজারী করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি চেষ্টা করা হইতেছে। পঞ্চায়েত রাজ আইন অনুসারে ন্যায় পঞ্চায়েত আদালতের মোকদ্দমার দলিলপত্র, সাক্ষী, বিচার, রায় প্রদান ও নিষ্পত্তি করার বিষয়ে পদ্ধতি নির্দ্দেশ করা আছে। 'এই সকল পদ্ধতিগত নিয়ম মানিয়া রায় প্রদান সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আইনের এই সকল পদ্ধতি অনুসরন না করিয়া বিচার করিলে উর্দ্ধতন আদালত কর্তৃক রায় বাতিল বলিয়া গন্য হইতে পারে। সুতরাং তরান্বিত করা অনেক সময় সম্ভপর হয় না। পদ্ধতিগত নিয়ম মানিয়া যতদূর সম্ভব তরান্বিত করার চেষ্টা চলিতেছে। ন্যায় পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ এবং সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েত সচিবদেরও এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

৭ নং উত্তর

ন্যায় পঞ্চায়েত অনেকসময় পক্ষের অনুপস্থিতিতে কোরামের অভাবে, কোন কোন সময় বাদী. বিবাদী বা সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা মূলতবী রাখিতে হয়। সমন জারীর নির্দ্দিষ্ট লোকের অভাবে এবং প্রতিটি সমনজারীর জন্য নির্দ্ধারিত মূল্য কম থাকায় অনেক সময় সমনজারীর বিঘ্ন ঘটে। ন্যায় পঞ্চায়েতের ডিক্রী জারীর আদেশ কার্যকর করিতে কোন কোন সময় মুন্সেফ বা জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদালতে আবেদন করিতে হয় সেজন্য রায় কার্যকরী করিতে বিলম্ব ঘটে। কোন কোন ন্যায় পঞ্চায়েত সদস্যদের অনেকসময় আইনের ধারা ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে সম্যক অভাবে বিচার ত্বরান্বিত করার অসুবিধা হইয়া থাকে।

৮ নং উত্তর

এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। ন্যায় পঞ্চায়েত আইন ও নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য কন্টিজেন্সি ১৫ টাকা হইতে ২৫ টাকা করা হইয়াছে। প্রতিটি সমনজারীর জন্য নির্দ্ধারিত হারের পরিবর্ত্তন করিয়া তা বাড়ানো যায় কিনা তা বিবেচনা করা হইতেছে। উৰ্দ্ধতন আদালতের আইনগত সাহায্য ও সহযোগীতা পাওয়ার জন্য গৌহাটি হাইর্কোর্টের সংগে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। বিচারকার্য্য পরিচালনার জন্য কোন সিটিং এলাউন্স দেওয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে।

Admitted Un-Starred Qnestion No. 33

By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৮১ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মোট কতগুলি গাড়ী অরুন্ধুতিনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে মেরামত করার জন্য দেওয়া হয়েছে ?

২। গাড়ীগুলির নম্বর কি কি ?

উত্তর

১। ১২৬৬ টি হাল্কাগাড়ী (Jeep & Car) ৪৯ টি ট্রাক, ৫ টি বাস, ৩০টি তেলগাড়ী, ৭ মোটর সাইকেল/স্কুটার এবং ৫৫ টি পুলিশ বিভাগের বিবিধ ধরনের গাড়ী।

২। গাড়ীর নম্বর পরিশিষ্ট—'ক' তে দেওয়া গেল।

পরিশিষ্ট—"ক"

Sl. No.	Vehicle No.	Date of Receipts.	Sl. No.	Vehicle No.	Date of Receipts.
1.	TRA—751	13.8.73	45.	TRA—1250	12.12.73
2.	„ —974	4.9.73	46.	„ —1082	12.12.73
3.	„ —809	21-7.73	47.	„ —892	17.12.73
4.	„ —256	26.12.73	48.	„ —1090	12.12.73
5.	„ —405	27.10.73	49.	„ —628	2.12.73
6.	„ —1278	11.9.73	50.	„ —763	15.12.73
7.	„ —985	21.9.73	51.	„ —330	25.9.73
8.	„ —255	24.9.73	52.	„ —409	18.8.73
9.	„ —1280	14.9·73	53.	„ —751	29.8.73
10.	„ —915	20.9.73	54.	„ —179	18.10.73
11.	„ —607	31.8.73	55.	„ —530	15.11.73
12.	„ —998	8.8·73	56.	„ —1105	2.11.73
13.	„ —607	2.7.73	57.	„ —886	10.1.73
14.	„ —405	10.9.73	58.	„ —216	13.12.73
15.	„ —998	12.11.73	59.	„ —612	2.11.73
16.	„ —1090	2.4.73	60.	„ —539	6.11.73
17.	„ —1091	30.7.73	61.	„ —892	20.11.73
18.	„ —1218	14.11.73	62.	„ —812	5.11.73
19.	„ —141	14.11.73	63.	„ —447	31.10.73
20.	„ —1233	29.6.73	64.	TRA—998	28.8.73
21.	„ —752	10.8.73	65.	„ —55	15.6.73
22.	„ —486	14.8.73	66.	„ —968	25.6.73
23.	„ —233	18.6.73	67.	„ —1312	26.6.73
24.	„ —1333	20.6.73	68.	„ —109	26.6.73
25.	„ —409	20.6.73	69.	„ —1280	27.6.73
26.	„ —1132	21.7.73	70.	„ —1367	27.6.73
27.	„ —539	22.6.73	71.	„ —1370	29.6.73
28.	„ —1028	23.6.73	72.	„ —765	20.8.73
29.	„ —1478	27.11.73	73.	TRJ—66	10.11.73
30.	„ —284	17.7.73	74.	TRA—1222	6.11.78
31.	„ —1278	28.11.73	75.	TRV—33	1.11.73
32.	„ —607	25.7.73	76.	TRA—1088	1.12.73
33.	„ —406	20.12.73	77.	„ —1279	15.12.73
34.	„ —232	31.8.73	78.	„ —144	29.11.73
35.	„ —732	9.4.73	79.	„ —998	29.11.73
36.	„ —1278	12.11.73	80.	„ —133	25.9.73
37.	„ —539	4.8.73	81.	„ —812	18.12.73
38.	„ —133	16.8.73	82.	„ —508	18.12.73
39.	„ —1356	16.8.73	83.	„ —1222	22.12.73
40.	„ —747	1.9.73	84.	„ —1399	27.12.73
41.	TRV—26	17.12.73	85.	„ —141	18.12.73
42.	TRA—216	15.12.73	86.	„ —1010	8.11.73
43.	„ —1132	8.12.73	87.	„ —559	6.11.73
44.	„ —732	8.12.73	88.	„ —47	15.11.73

1	2	3
89.	TRA—1090	5.11.73
90.	„ —104	28.11.73
91.	„ —1278	31.8.73
92.	WOK—8604	30.8.73
93.	TRA—447	16.8.73
94.	„ —1213	17.10.73
95.	„ —751	18.10.73
96.	„ —1279	1.12.73
97.	„ —1166	1.12.73
98.	„ —1088	12.9.93
99.	„ —985	3.12..73
100.	„ —1130	6.12.73
101.	„ —751	27.5.73
102.	TRV—34	73
103.	TRA—1088	23.11.73
104.	WOK—8300	22.11.73
105.	TRA—773	9.7.73
106.	„ —1028	28.10 73
107.	„ —881	20.11.73
108.	„ —1096	21.11.73
109.	„ —998	8.10.73
110.	„ —255	22.2.73
111.	„ —1132	21.11.73
112.	„ —472	3.11.73
113.	„ —630	7.11.73
114.	„ —1082	7.11.73
115.	„ —133	21.11.73
116.	„ —809	20.11.73
117.	„ —1132	20.10.73
118.	„ —194	6.11.73
119.	„ —262	7.11.73
120.	„ —1168	8.11.73
121.	„ —1026	9.10.73
122.	„ —974	17.10.73
123.	„ —141	15.10.73
224.	„ —1399	15.10.73
125.	„ —916	4.4.73
126.	TAV—36	1.10.73
127.	TRA-1060	28.9.73
128.	„ — 607	27.9.73
129.	„ — 508	13.8.73
130.	„ — 184	22.8.73
131.	„ —1028	5.5.73
132.	„ —1082	30.6.73
133.	„ — 825	5.6.73
134.	„ — 55	4.7.73
135.	„ —1279	24.8.73
136.	TRA— 581	22.8.73
137.	„ — 30	22.8.73
138.	„ — 812	25.10.73
139.	„ — 255	7.7.73
140.	„ — 886	26.10.73
141.	„ — 411	7.7.73
142.	„ — 47	27.12.73
143.	„ — 508	13.8.73
144.	„ — 658	9.7.73
145.	„ — 974	19.10.73
146.	„ —1091	22.10.73
147.	„ — 985	19.10.73
148.	„ — 255	29.10.73
149.	„ —1130	15.10.73
150.	„ —1105	15.10.73
151.	„ —1025	15.10.73
152.	„ — 892	26.10.73
153.	„ — 732	26 10.73
154.	„ — 661	15.10.73
155.	„ — 330	24.10.73
156.	„ —1088	23.10.73
157.	„ — 763	23.5.73
158.	„ — 280	22.8.73
159.	„ — 194	30.6.73
160.	„ — 194	30.6.73
161.	„ — 539	28.6.73
162.	„ — 644	10.5.73
163.	„ — 141	10 5.73
164.	„ —1028	24.9.73
165.	„ — 330	30.4,73
166.	„ — 892	6.5.73
167.	„ — 196	10.5.73
168.	„ — 232	18.5.73
169.	„ — 644	20.12.73
170.	„ — 233	21.12.73
171.	„ — 315	29.12.73
172.	„ — 184	15.10.73
173.	„ — 669	16.11.73
174.	„ — 330	19.11.73
175.	„ —1334	3.9.73
176.	„ — 179	4.7.73
177.	„ — 324	1.11.73
178.	„ —1218	1.9.73
179.	„ — 882	29.9.73
180.	„ —1110	19.11.73
181.	„ —1166	31.5.73

1	2	3	1	2	3
182.	TRA— 690	31.5.73	229.	TRA— 55	7.3.74
183.	„ — 1290	28.3.73	230.	„ — 141	16.1.74
184.	„ — 658	3.6.73	231.	„ —1166	9.1.74
185.	„ -- 254	16.6.73	232.	„ —1025	16.1.74
186.	„ — 974	26.5.73	233.	, —1096	16.1.74
187.	„ —1028	21.9.73	234.	„ — 155	17.1.74
188.	„ --1168	21.9.73	235.	„ —1303	16.1 74
189.	„ —1998	20.9.73	236.	„ — 881	12.4.74
190.	„ — 506	10-9.73	237.	TRA— 752	8.11.74
191.	„ — 47	10.9.73	238.	„ — 751	28.2.74
192.	„ — 312	10.9.73	239.	„ —1088	23.4.74
193.	„ — 453	5.9.73	240.	„ — 658	3.1.74
194.	„ — 330	6.9.73	241.	„ — 974	4.1.74
195.	WOK —9411	3.9.73	242,	„ — 330	7.1.74
196.	TRA -- 892	6.9.73	243.	„ — 892	26.11.74
197.	„ —1168	25.7.73	244.	„ —1090	27.11.74
198.	„ —1599	12.9.73	245.	, — 734	22.11.74
199.	„ —1105	17.7.73	246.	„ — 974	27.8.74
200.	„ —1135	13.8.73	247.	TRM— 472	28.8.74
201.	„ —1028	16.8.73	248.	TRA— 658	30.8.74
202.	„ — 291	19.11.73	249.	„ — 809	30.8.74
203.	„ —658	24.7.73	250.	„ — 256	12,6.74
204.	„ — 567	18·7.73	251.	„ —1413	23.8.74
205.	„ —1105	27.9.73	252.	ASA—8327	4.6.74
206.	„ — 194	21.8.73	253.	TRA—1091	12.1.74
207.	„ — 506	26.10.73	254.	„ —1231	26.3,74
208.	„ — 663	15.6.37	255.	„ — 255	26.4.74
209.	TRA —1170	11.6.73	256.	„ — 315	27.4.74
210.	TRA —1312	27.7.43	257.	„ — 179	15.5.74
211.	TRV — 18	25,7.73	258.	„ —1132	26.2.74
212.	TRA —1367	10.8.73	259.	„ — 641	26.2.74
213.	„ — 551	20.11.73	260·	„ — 254	26.2.74
214.	„ — 255	28,11,73	261.	„ — 812	29.1.74
215.	„ —1312	11.7.73	262-	„ - 734	10-1.74
116r	„ --1166	30.7.73	263.	„ — 809	17.1.74
217.	„ —1028	26.6.74	264.	„ —1280	5.3.74
218.	„ —1088	2.7.74	265.	„ —1218	21,1.74
219.	„ —1096	1.7.74	266.	„ — 520	22.1.74
220.	„ — 279	19.11.74	267.	„ — 916	1.2.75
221.	„ — 256	18.11.74	268.	„ —1025	8.2.74
222.	RAA— 427	81.11.73	269.	„ -- 315	31.1.74
223.	TRA— 985	18.11.74	270.	„ —330	4.2.74
224.	„ —1023	25.7.74	271.	„ —1455	30.1.74
225.	„ —1130	16,11.74	272.	„ —812	28.3.74
226.	„ — 809	10,4.73	273.	„ —1166	6.2.74
227·	„ — 256	12.4.74	274.	„ —1329	7.2.74
228.	„ — 133	2.474	275.	„ —1450	19.12.74

1	2	3	1	2	3
276.	TRA—1508	19.12.74	325.	TRA—644	8.10.74
277.	,, —1028	19.12.74	326.	,, —1222	15.11.74
278.	,, — 216	2.12.74	327.	,, — 232	15.11.74
279.	,, —1334	19.11.74	328.	,, — 349	20.9.74
280.	TRL—1830	18.11.74	329.	,, — 809	3.1.74
281.	,, —1755	19.12.74	330.	,, — 732	28.12.74
282.	TRA— 55	17.8.74	331.	,, — 998	2.1.74
283.	,, — 273	16.8.74	332.	,, — 775	14.11.74
284.	,, —1222	16.8.74	333.	,, — 733	2.1.74
285.	,, — 752	16.8.74	334.	,, —1455	3.1.74
286.	,, —1025	9.8.74	335.	,, —1028	3.1.74
287.	,, — 658	1.8.74	336.	,, — 718	26.8.74
288.	,, — 751	8.8.74	337.	,, —1256	8.6.74
289.	,, —974	7.8.74	338.	,, — 315	7.8.74
290.	,, — 405	4.12.74	339.	,, —1130	7.8.74
291.	,, — 812	4.12.74	340.	TRV— 24	4.12.74
292.	,, —1581	4.12.74	341.	TRA— 916	12.5.74
293.	,, — 800	3.12.74	342.	,, — 974	12.5.74
294.	,, —1028	30.11.74	343.	,, —1105	4.12.74
295.	,, — 612	2.12.74	344.	,, — 235	4.12.74
296.	,, — 133	4.6.74	345.	,, — 790	4.12.74
297.	,, — 248	30 4.74	346.	,, — 55	4.12.74
298.	,, — 255	11.6.74	347.	,, — 714	10.12.74
300.	,, — 644	11.6.74	348.	TRL —1838	9.12.74
301.	,, — 405	4.6.74	349.	TRA — 612	15.12.74
302.	,, —1130	8.6.74	350.	,, —1455	9.8.74
303	,, — 330	7.11,74	351.	,, —1278	19.8.74
304.	,, —1281	7.6.74	352.	,, — 916	20.8.74
305.	, — 886	15.6.74	353.	,, —1413	20.8.74
306.	,, — 201	1.11.74	354.	TRA—1132	22.8.47
307.	,, —1025	15.6.74	355.	,, — 4616	8.12.74
308.	,, —1413	12.6.74	356.	,, — 379	16.12.74
310.	,, — 411	26.10.73	357.	,, — 738	19.12.74
311.	,, — 556	25,9.73	358.	,, —1222	19.12.74
312.	TRG—1432	5-9.74	359.	,, —1539	5.9.74
313.	TRA— 195	5.4.74	360.	,, — 216	5.9.74
314.	,, — 751	4.11.74	361.	,, — 255	5.9.74
315.	,, — 752	16.11.74	362.	,, —1096	19.9.74
316.	,, — 412	26.9.74	363.	,, —1541	7.9.74
317,	,, — 330	21 9.75	364.	ASA.—6936	9.6.74
318.	,, —1028	3.9.74	365.	TRA—1130	26.5.74
319.	,, — 141	26.9.74	366.	TRA—1222	14.9.74
320.	TRV— 22	27.9.74	367.	TRA— 508	13.9.74
321.	TRA— 233	3.10.74	368.	ASE.—4924	19.9.74
322.	TRM— 314	1.10.74	369.	TRA—1540	20.9 74
323.	TRS— 266	4.10.74	370.	TRA—1117	22.7.74
324.	TRA— 556	25.9.74	371.	TRA— 718	26.6.74

1	2	3	1	2	3
372.	TRA— 256	20.7.74	410.	TRA— 234	18.6.74
373.	TRA—1218	13.9.74	411.	TRA—1166	24.4.74
374.	TRA—1541	7.9.74	412.	TRA— 889	30.5.74
375.	TRA— 974	20.6.74	413.	TRA— 752	24.4,74
376.	TRA— 812	4.7.74	414.	TRA—1279	4.5.74
377.	TRA— 55	4.6.74	415.	TRA— 330	4.5.74
378.	TRA— 751	2.7.74	416.	TRA—1025	2.5.74
379.	TRA—1290	14.11.74	417.	TRA— 315	11.4.74
380.	TRA—1349	12.11.74	418.	TRA—809	25.11.74
381.	JB—41191	14.11.74	419.	ASZ—8606	26.11.74
382.	TRA— 886	15.11.74	420.	TRA— 722	5.2.74
383.	TRA— 974	8.11.74	421.	TRA— 284	1.2.74
384.	TRA—1346	4.11.74	422.	TRA—1133	6.2.74
385.	TRA—1113	12.11.74	423.	TRA— 330.	22.2.74
386	TRA— 892	8.11 74	424.	TRA—1290	1.3.74
387	TRA— 55.	2.11.74	425.	TRA— 812	1.3.74
388.	GBA—5891.	5.11.74	426.	TRA—1222	1.3.74
389.	TRA— 315	8.11.74	427.	TRV— 33	6.3.74
390.	TRA—1130	1.11.74	428.	TRA— 974	6.3.74
391.	TRL—1132	17.10.74	429.	TRA— 909	2.3.74
392.	TRL—1669	17.10.74	430.	TRA— 284	26.2.74
393.	TRA— 330	16.10.74	431.	TRA— 998	12.3.74
394.	TRA— 146	20.9.94	432.	TRA—6971	12.3.74
395.	TRA— 539	9.11.74	433.	TRA— 255	6.3.74
396.	TRA— 612	6.8.74	434.	TRA— 325	12.3.74
397.	TRA— 405	4.10.14	435.	TRV— 71	15.3.74
398.	TRA— 889	9.10.74	436.	TRA— 998	5.6.74
399.	TRA—1279	30.8.74	437.	TRA— 216	8.5.74
400.	TRA—1091	23.7.74	438.	TRA— 141	5.6.74
401.	TRA— 751	30.8.74	439.	TRA—1480	30.12.74
402.	TRA— 998.	30.8.74	440.	TRA—1132	30.12.74
403.	TRA—1280	30.8.74	441.	TRA—1090	22.4.74
404.	TRA—1222	2.9.74	442.	DLF.—9530	7.5.74
405.	TRA— 693	16.5.74	443.	TRA.—1224	4.5.74
406.	TRA—11540	7.6.74	444.	TRM— 584	4.5.74
407.	TRA— 985	5.6.74	445.	TRA— 324	10.5.74
408.	TRA— 751	17.6.74	446.	TRA—1399	9.5.74
409.	TRA— 752	17.6.74	447.	TRA—1399	3.8.74

1	2	3	1	2	3
448.	TRA—1132	1.8.74	486.	TRA— 889	18.11.74
449.	TRA—1096	27.12.74	487.	TRA— 406	25.4.74
450.	TRA— 997	26.12.72	488.	TRA—1222	25.4.74
451.	TRA— 141	26.12.74	489.	TRA— 790	20.5.74.
452.	TRA— 284	24.12.74	490.	TRA—1132	23.5.74
453.	TRA— 216	24.12.74	491.	TRA— 718	28.4.74
454.	TRA— 752	23.12.74	492.	TRA—1413	18.4.74
455.	TRA—1110	20.12.74	493.	TRA— 216	18.5.74
456.	TRA—6936	7.10.74	494.	TRA—1279	5.8.74
457.	TRA— 55	21.12.74	495.	TRA— 658	26.7.74
458.	TRA—1224	12.3.74	496.	TRA— 998	6.1.74
459.	TRA— 184	16.3.74	497.	TRA— 733	18.6.74
460.	TRA—1130	18.3.74	498.	TRA— 734	19 6.74
461.	TRA— 245	18.3.74	499.	TRA—1539	18.6.74
462.	TRM— 134	12.2.74	500.	TRA— 892	26.6.74
463.	TRA— 201	14.2.27	501.	TRA—1130	24.6.74.
464.	TRA— 881	14.2.74	502.	ASA—5636	1.7.74
465.	TRA— 612	15.2.74	503.	TRA—1540	1.4.74
466.	TRA— 998	15.2.74	504.	TRA— 998	16.4.74
467.	TRL—1733	19.2.74	505.	TRA—1218	22.4.74
468.	TRA— 985	18.2.74	506.	TRA— 330	12.4.74
469.	TRA—1413	16.2.74	507.	TRA—1438	11.4.74
470.	TRA— 47	18.2.74	508.	TRA— 412	4.4.74
471.	TRA—1028	13.6.74	509.	TRA—1455	17.4.74
472.	TRA—1088	16.8.74	510	ASE—4924	22.4.74
473.	TRA— 974	4.10.74	511.	TRA— 273	20.4.74
474.	TRV— 25	3.4.74	512.	TRA— 55	24.4,74
475.	TRA— 683	12.1.74	511.	TRA— 405	22.4.74
476.	TRA— 881	12.1.74	512-	„ —1096	23.4.74
477.	TRA—1166	30.7.74	513.	„ — 751	18.11.74
478.	TRA— 508	9.7.74	514.	„ — 254	16.9.74
479.	ASA—8327	30.7.74	515.	„ — 279	26.7.74
480.	TRL—1669	30.7.74	516.	„ —1088	29.7.74
481.	TRA— 55	8.5.74	517.	„ —1133	26.7.74
482.	TRA— 812	8.5.74	518.	„ —1346	30.7.74
483.	TRA— 916	22.5.74	519.	„ — 216	8.5.74
484.	TRA—1166	18.2.74	520.	„ —1132	25.10.75
485.	TRV— 19	17.5.74	521.	„ —1278	12.9.75

1	2	3	1	2	3
522.	TRA—1630	26.5.75	560.	TRA—1278	17.4.75
523.	TRM— 380	30.4.75	561.	„ — 412	18.2.75
524.	TRA—1502	27.10.75	562.	„ —1295	27.11.75
525.	„ — 775	20.11.75	563.	„ —1028	27.11.75
526.	„ — 232	17.6.75	564.	„ — 915	5.10,75
527.	„ —1278	1.12.72	565.	„ — 738	10.7.75
528.	„ — 256	22,5.75	566.	„ —1540	28.7.75
529.	TRA—1669	21.11.75	567.	„ — 752	18.4.75
530.	„ — 405	10.11.75	568.	„ — 881	12.8.75
531.	„ —1278	30.1.75	569.	„ — 254	13.8.75
532.	„ —1540	20.1.75	570.	„ — 879	30.8.75
533.	„ — 256	30.1.75	571.	„ — 404	10 10.75
534.	„ — 734	11.12.75	572.	„ — 279	6.8.75
535.	MLS—3798	17.12,75	573.	TRV— 35	19.2.75
536.	TRA—1091	16.9.75	574.	WDZ—9025	27.10.75
537.	„ — 886	19 11.75	575.	TRA— 361	20.5.75
538.	„ —1090	5,6.75	576.	„ — 809	5.9.75
539.	„ — 618	11.5.75	577	„ —1295	17.8.75
540.	„ — 985	19.6.75	578.	„ — 658	3.8.75
541,	„ — 256	15.11.75	579.	„ — 889	12.5.75
542.	„ —1090	24.9 75	580.	„ — 789	5.12.75
543.	„ —1641	11.9.75	581.	„ — 141	23.12.75
544.	„ —1130	15 9.75	582.	„ — 658	10.4.75
545.	„ —1090	3.5.75	583.	„ — 898	4.9.75
546.	„ — 71	31.1.75	584.	„ — 632	6.5.75
547.	„ — 752	28.8.75	585.	„ — 809	27.11.75
548.	TRG— 33	4.8.75	586.	„ —1085	30.6.75
549.	„ — 809	8.8.75	587.	„ — 892	4.10.75
550.	„ —1630	10 12.75	588.	„ —1856	12.8.75
551.	„ —1351	27.10.75	589.	„ —1581	11.11.75
552.	„ — 342	25.11.75	590.	TRL—1888	18,12.75
553.	„ —1105	21.11.75	591.	TRA— 405	15.12.75
554.	„ — 71	8.7.75	592.	„ — 809	29.5.75
555.	„ —1279	4.7.75	593.	„ —1051	24.11.75
556.	„ — 958	3.1.75	594.	„ —1080	16.5.75
557.	„ — 775	29.5.75	595.	BMA—8256	12.11.75
558.	„ — 255	10.10.75	596.	TRA— 232	29.9.75
559.	„ — 644	12.12.75	597.	„ — 997	24 11.75

1	2	3	1	2	3
598.	TRA—1634	7.10.75	636.	TRA— 658	28.10.75
599.	„ — 998	7.4.75	637.	„ — 751	4.1.75
600.	„ — 997	8.11.75	638.	„ —1278	16.5.75
601.	„ — 558	22.5.75	639.	„ —1645	24.4.75
602.	„ —1540	4.4.75	640.	„ —1088	4.6.75
603.	„ — 288	4.11.75	641.	MRB— 266	14.11.75
604.	„ —1581	7.4.75	642.	TRA—1539	25.6.75
605.	„ — 179	7.5.75	643.	„ —1132	19.7.75
606.	„ —1132	4.8.75	644.	„ — 974	6.11.75
607.	„ —1028	12.6.75	645.	„ —1290	23.8.75
608.	„ — 997	20.2.75	646.	„ — 790	2.4.75
609.	„ — 612	13.8.75	647.	MRB— 478	3.5.75
610.	„ — 997	4.8.75	648.	DLF—9530	28.4.75
611.	„ — 644	24.11.75	649.	TRA—1581	13.5.75
612.	TRG—1753	7.6.75	650.	„ —1356	7.6.75
613.	„ — 149	2.5.75	651.	„ — 349	29.9 75
614.	„ —1633	28.6.75	652.	„ —1273	9.7.75
615.	„ —1028	22.8.75	653.	„ — 997	7.6.75
616.	„ —9210	14.11.75	654.	„ —1105	19.8.75
617.	„ —1284	1.7.75	655.	„ — 740	16.5.75
018.	„ —1838	19.9.75	656.	„ — 886	22.10.75
619.	„ —1540	6.8.75	657.	„ —1541	3.6 75
620.	„ — 974	28.7.75	658.	„ — 427	11.4.75
621.	„ — 288	28.8.75	659.	„ — 349	7.7.75
622.	„ —1284	2.6.75	660.	„ — 254	11.11.75
623.	„ — 809	25.9.75	661.	„ — 729	19.12.75
624.	„ —1281	16.8.75	662.	„ —1290	30.12.75
625.	„ — 256	27.8.75	663.	„ —1028	30.4.75
626.	TRL—1449	4.11.75	664	NLS—3798	23.6.75
627.	TRA— 790	31.5.75	665.	WBY—1584	26.5.75
628.	„ —1680	16.12.75	666.	TRA—1294	16.5.75
629.	„ — 644	20.12.75	667.	„ — 644	24.7.75
630.	„ —1838	28.10.75	668.	„ — 55	8.7.75
631.	„ — 997	10.10.75	669.	„ — 349	19.12.75
632.	„ —1343	10.4.75	670.	„ — 257	19.11.75
633.	„ —1130	4.11.75	671.	„ —1280	28.8.75
634.	„ — 974	29.11.75	672.	„ —1478	9.5.75
635.	„ —1057	29.9.75	673.	„ — 726	20.5.75

1	2	3	1	2	3
674.	TRA— 997	16.9.75	712.	TRL— 22	10.4.75
675.	„ — 790	8.4.75	713.	„ — 32	23.7.75
676.	„ — 342	22.5.75	714.	TRA— 146	13.12.75
677.	„ — 141	11.9.75	715.	„ —1280	10.4.75
678.	„ — 256	10.4.75	716.	„ — 997	13.5.75
679.	„ —1168	9.12.75	717.	„ — 751	10.10.75
680.	„ —1581	11.2,75	718.	„ — 892	7.8.75
681.	„ —1028	5.2.75	719.	„ — 656	7.5.75
682.	„ — 644	4.2.75	720.	„ —1132	18.4.75
683.	„ —1634	11.12.75	721.	„ —1130	23.7.75
684.	„ — 775	13.2.75	722.	„ —1349	1.9.75
685.	„ — 55	7.5.75	723.	„ — 273	27.9.75
686.	„ — 729	23.6.75	724.	„ —1090	28.11.75
687.	„ — 233	6 8.75	725.	„ —1631	27.8.75
688.	„ —1351	3.11.75	726.	„ —1090	27.10.75
689.	„ — 775	23.4.75	727.	„ —1117	30.4.75
690.	TRL—1838	5.4.75	728.	„ — 22	27.12.75
691.	TRA—1480	1.7.75	729.	„ — 775	229.75
692.	, —1478	11.11.75	730.	„ —1975	31.10.75
693.	„ —1117	20.5.75	731.	„ —1676	20.11.75
694.	„ — 752	4.1.75	732.	„ —1370	3.1.75
695.	, — 612	23.4.75	733.	TRW— 313	18.12.75
696.	„ —1117	25.6.75	734.	TRA— 714	15.3.75
697.	„ — 254	19.4.75	735.	„ — 729	7.3.75
698.	„ —1480	17.6.75	736.	„ —1273	5.3.75
699.	„ —1539	27.8,75	737.	„ —1281	3,3.75
700.	„ —1633	28.8.75	738.	„ — 886	16.3.75
701.	„ —1096	19.9.75	739.	„ — 2	12.9.75
702.	TRL—1669	30.9.75	740.	„ —1478	29.12.75
703.	TRA— 315	13.12.75	741.	„ —1280	24.7.75
704.	, — 233	11.7.75	742.	„ — 551	21.11.75
705.	„ —1540	18.12.75	743.	„ — 915	15.2.75
706.	„ — 615	30.12.75	744.	„ — 141	15.2.75
707.	TRL— 266	7.10.75	745.	„ — 968	5.6.75
708.	TRA—1675	13.12.75	746.	„ —1222	28.4.75
709.	„ — 247	7.5.75	747.	„ — 889	13.2.75
710.	„ — 146	2.12.75	748.	„ — 146	24.12.75
711.	„ — 146	30.4.75	749.	„ — 146	24.2.75

1	2	3	1	2	3
750.	TRA—1117	21.7.75	789.	TRA— 881	25 11.75
751.	,, — 881	24.7.75	790.	,, —1478	3.6.75
752.	,, — 141	24.11.75	791.	,, — 349	4.8.75
753.	TRV— 22	24.5.75	792.	,, — 751	16.6.75
754.	TRA—1681	24.11.75	793.	,, — 255	7.6.75
755.	,, —1331	30.9.75	794.	,, —1541	23.4.75
756.	,, — 752	13.2.75	795.	,, —1629	25.3.75
757.	,, — 279	24 2 75	796.	,, — 233	20.5.75
758.	,, —1090	22.2.75	797.	,, — 752	18.6.75
759.	,, — 998	7.7.75	798.	,, — 968	15.12.75
760.	,, — 539	19.7.75	799	,, —1091	29.1.75
761.	,, — 349	22.8.75	800.	,, —1581	9 1.75
762.	,, —1416	18 12.75	801.	,, —1059	4.12.75
763.	,, —1302	17.11.75	802.	,, — 406	11.11.75
764.	,, — 141	7.6.75	803.	,, — 324	13.8.75
765.	,, —1105	20.7.75	804.	,, —1117	9.9.75
766.	TRA—752	10.1.75	805.	,, —1091	16.5.75
767.	,, —1091	19.4 75	806.	,, —1091	30.12.75
768.	,, — 468	10 5 75	807.	,, —1351	5.12.75
769.	,, —1028	12.6.75	808.	,, — 233	6.10.75
770.	,, —1541	22.1.75	809.	,, —1539	7.6.75
771.	,, —1105	29.1.75	810.	,, —1137	7.5.75
772.	,, —1130	29.1.75	811.	,, — 146	30 10.75
773.	,, — 628	23.6.75	812.	,, — 284	14.11.75
774.	,, —1278	10.4.75	813.	,, —1130	21.12.75
775.	,, —1279	7.6 75	814.	,, —1091	4.8.75
776.	,, —1753	20.9.75	815.	,, —1539	17.1.75
777.	,, — 664	30.8.75	816.	,, —1294	29.11.75
779.	,, —1230	3.7.75	817.	BHA—9210	7.10.75
780.	,, —1279	24.11.75	818.	TRA— 315	25.10.75
781.	,, —1480	22 7.75	819.	,, —1293	6.9.75
782.	,, — 892	11.2.75	820.	,, —1478	14.7.75
783.	,, — 256	29.11.75	821.	,, — 775	26.7.75
784.	TRL—1751	20.2.75	822.	,, —1510	17.6.75
785.	,, —1755	20.2.75	823.	,, — 179	23.7.75
786.	TRA— 284	13.5.75	824.	,, —1096	28.6.75
787.	,, —1351	11.11.75	825.	,, — 612	19.9.75
788.	,, — 607	10.4.75	826.	,, — 55	30.12.75

I	2	3	1	2	3
827.	TRA— 55	2.7.75	866.	TRA—1711	24.8.76
828.	„ —1025	23.9.75	867.	„ —1028	31.1.76
829.	„ —1025	23.9.75	868.	„ — 644	9.3.76
830	TRA— 257	13.5.75	869.	„ — 968	16.7.76
831.	„ — 71	12.6.75	870.	„ — 55	20.4.76
832.	„ — 752	25.10.75	871.	TRL— 22	30.1.76
833.	„ — 318	7.6.75	872.	TRA— 143	5.4.76
834.	„ —1541	10.4.75	873.	„ —1478	7.7.76
835.	„ — 751	28.4.75	874.	„ —1711	7.7.76
836.	„ — 968	28.7.75	875.	„ — 279	10.5.76
837.	„ — 968	20.2.75	876.	„ —1709	9.7.76
838.	„ — 968	9.10.75	877.	„ — 233	28.6.76
839.	„ —1453	8.9.76	878.	„ —1709	24.5.76
840.	„ — 146	14.2.76	879.	„ — 279	7.7.76
841.	„ —1091	15.5.76	880.	„ — 775	1.9.76
842.	TRL— 22	7.7.76	881.	„ —1351	12.8.76
843.	TRA—1581	8.7.76	882.	„ —1303	12.8.76
844.	„ —1294	22.11.76	883.	„ —1539	1.7.76
845.	„ — 115	29.5.76	884.	„ —1351	5.6.76
846.	„ — 256	8.3.76	885.	„ —1838	8.5.76
847.	TRL—1669	17.1.76	886.	„ —1294	11.8.76
848.	TRA— 279	15.6.76	887.	„ —1655	22.4.76
849.	„ — 775	21.4.76	888.	„ — 285	15.6.76
850.	„ — 232	27.1.76	889.	„ —1028	15.6.76
851.	„ — 974	6.2.76	890.	„ —1539	14.7.76
852.	„ —1697	29.11.76	891.	„ —1302	17.4.76
853.	„ —1351	24.6.76	892.	„ —1302	27.1.76
854.	„ —1680	9.2.76	893.	„ —1539	22.2.76
855.	„ —1291	19.4.76	894.	„ —1675	14.6.76
856.	„ —1291	8.3.76	896.	TRA—1550	2.7.76
857.	„ —1302	31.3.76	897.	„ —1291	7.6.76
858	„ — 179	2.1.76	898.	„ —1581	19.11.76
859.	„ —1700	21.6.76	899.	„ — 279	1.9.76
860.	„ —1166	26.6.76	900.	„ —1539	12.9.76
861.	„ —1675	3.6.76	901.	„ —1643	21.8.76
862.	TRL—1874	22.11.76	902.	„ — 775	11.5.76
863.	TRA—1088	3.1.76	903.	„ —1294	29.6.76
864.	„ — 974	12.10.76	904.	„ —1294	28.8.76
865.	„ —1302	14.1.76			

1	2	3	1	2	3
905.	TRA—1130	2.8.76	943.	TRA—1630	13.3.76
906.	„ — 256	16 12.76	944.	„ — 409	27.7.76
907.	„ —1655	17.3.76	945.	„ — 752	6.5.76
908.	„ —1980	10.5.76	946.	„ — 968	2.2.76
909.	„ — 55	5.5 76	947.	„ —1091	10.2.76
910.	„ —1443	11.8.76	948.	„ —1576	1.8.76
911.	„ —1302	21.5.76	949.	„ — 985	25.2.76
912.	„ —1105	12.5.76	950.	„ — 409	9.2.76
913.	„ — 349	1.9.76	951.	„ —1117	24.1.76
914.	„ — 255	8 6.76	952.	„ —1343	16.6.76
915.	„ —1278	19.3.76	952. (A)	„ — 998	28.1.76
916.	„ —1351	25.9.76	953.	„ —1432	22.5.76
917.	„ — 974	12,6.76	954.	„ — 254	23.3.76
918.	„ —1675	13.4 76	955.	„ —1166	12.5.76
919.	„ — 462	13.12.76	956.	„ —1130	18.6.76
920.	„ — 232	8.7.76	957.	„ —1654	11.6.76
921.	„ — 892	11.1.76	958	„ — 734	6.2.76
922.	„ — 886	2 11.76	959.	„ — 751	4.12.73
923.	„ — 285	3 6.76	960.	„ — 607	22.8.74
924.	„ — 892	28.6 76	961.	„ —1091	8.4.74
925.	„ —1351	14.6.76	962.	„ —1105	9.1.75
926.	„ —1657	2.9.76	963.	„ —1363	10.1.75
927.	„ —1519	27 8.76	964.	„ —1028	10.12.75
928.	„ —1166	24 5.76	965.	„ — 809	9.1.75
929	„ —1279	15.5.76	966.	„ — 968	8.1.75
930.	„ — 233	28.5.76	967.	„ —1222	22.1.7[illegible]
931.	„ —1700	27.9.76	968.	„ —1349	10.1.75
932.	„ —1351	26.10.76	969.	„ —1478	10.1.75
933.	„ — 366	12.5.76	970.	„ —1279	31.1.75
934.	„ —1166	16.10.76	971.	„ —1088	3.1.75
935.	„ —1541	28.6.76	972.	„ — 612	6.10.75
936.	„ —1635	5.1.76	973.	„ — 141	7.8.75
937.	„ —1117	28.9.76	974.	„ — 751	4.2.75
938.	„ — 409	22.3,76	975.	„ — 726	22.2.75
939.	„ —1237	8.9.76	976.	„ — 1449	22.2.75
940.	„ —1166	10 12.76	977.	„ —1222	25.2.75
941.	„ — 892	6.12.76	978.	„ — 461	26.2.75
942.	„ —1117	15.12.76	979.	„ —1284	4.2.75

1	2	3	1	2	3
980.	TRA— 257	1.12.75	1018.	TRA— 886	6.4.76
981	„ — 892	30.9.75	1019.	„ — 409	17.2.76
982.	„ —1882	25.11.75	1020.	„ — 1294	21.9.76
983.	„ — 1540	20.11.75	1021.	„ — 349	31.1.76
984.	„ — 614	7.4.75	1022.	„ —1117	10.3.76
985.	„ —1629	27.8.73	1023	, —1576	26.4.76
986.	„ —1278	15.9.76	1024	„ — 256	1.9.76
987.	„ — 409	25.9.76	1025.	„ — 279	17.1.76
988.	„ —1629	11.6.76	1026.	„ —1629	25.8.76
989.	„ — 752	15.6.76	1027.	„ —1700	6.4.76
990.	„ —1025	12.5,76	1028.	„ — 512	27.1.76
991.	„ —1230	26.5.76	1029.	„ — 366	2.6.76
992.	„ — 233	20.3.76	1030.	„ — 33	20.10.76
993.	„ —1302	19.4.76	1031.	„ —1426	8.1.76
994.	„ —1166	18.8.76	1032.	„ —1433	7.2.76
995.	„ — 232	24.11.76	1033.	„ —1730	30.6.76
996.	„ —1980	5.8.76	1034.	„ —1028	28.4.76
997,	„ — 285	10.7.76	1035.	„ —1416	12.4.76
998.	„ — 55	30.9.75	1036.	„ —1709	15.4.76
999.	„ —1294	17.8.76	1037.	„ — 285	5.8.76
1000.	„ —1028	1.9.76	1038.	„ — 405	27.1.76
1001.	„ —1581	10.9.76	1039.	„ — 886	29.6.76
1002.	„ — 349	14.7.76	1040.	„ —1655	28.5.76
1003.	„ — 751	21.4.76	1041.	TRL— 52	6.2.76
1004.	„ —1349	26.5.76	1042.	TRA— 968	19.6.76
1005.	„ — 279	7.5.76	1043.	„ —1443	15.10.76
1006.	„ —1256	20.2.76	1044.	„ —1130	10.9.76
1007.	„ — 266	19.3.76	1045.	„ —1279	1.9.76
1008.	„ —1088	1.9.75	1046.	„ — 404	29.9.76
1009.	„ —1028	28.5.76	1047.	„ —1709	19.8.79
1010.	„ — 285	11.6.76	1048.	„ —1635	18.10.76
1011.	„ — 658	17.1.76	1049.	„ —1539	20,4.76
1012.	„ —1629	12.8.76	1050.	„ — 734	27.2.76
1013.	„ — 809	2.2.76	1051.	„ —1310	5.4.76
1014.	„ — 734	23.2.76	1052.	„ —1375	4.3.76
1015.	„ — 775	15.3.76	1053.	„ —1598	7.7.76
1016.	„ — 809	14.9.76	1054.	„ —1028	21.9.76
1017.	„ — 349	1.3.76	1055.	„ —1088	12.4.76

1	2	3	1	2	3
1056.	WRA—1657	15.5.76	1093	TRA— 933	21.1.76
1057.	„ —1541	9.9.76	1094	TRL—1370	1.7,76
1058	„ — 809	ı2.7.76	1095	„ —1629	29.9.76
1059.	„ — 405	11.8.76	1096	„ —1700	29.5.76
1060	„ — 233	3.5.76	1097	„ —1629	13.2.76
1061	„ — 968	26.7.76	1098	, —1090	5.9.75
1062	„ — 405	6.5.76	1099	TRV —22	28.6.76
1063	„ — 581	6.9.76	1100	TRA —134	10.4.76
1064	„ — 315	27.4.76	1101	„ —1700	14.9.76
1065	„ — 349	27.2.76	1102	„ — 886	19.2.76
1066	‘, —1303	1.4.76	1103	„ —1675	17.1.76
1067	„ —1168	6.2.76	1104	„ —1629	24.5.76
1068	„ —1675	22,6,76	1105	„ —1088	5.5.76
1069	., —1090	5.6.76	1106	„ — 775	1,4.76
1070	„ —1634	29.3.76	1107	TRV— 22	28.4.76
1071	„ —1634	25.6.76	1108	TRV—1629	22.11.76
1072	„ —1634	17.2.76	1109	„ — 405	5.1.76
1073	„ —1105	4.12.76	1110	„ — 892	6.2.76
1074	„ — 974	1.7.76	1111	„ —1132	2.2.76
1075	„ —1117	29.12.76	1112	„ —1631	5.8.76
1076	„ —1117	25.4.76	1113	„ — 404	19.8.76
1077	WBY—1582	5.4.76	1114	„ —1096	28.4.76
1078	MPL—3734	7.12.76	1115	„ —1629	10.3.76
1079	TRA— 279	13.3.76	1116	„ —1541	13.3.76
1080	WMZ—1420	22.11.76	1117	„ — 870	22,6.76
1081	WMU—1234	3.11.76	1118	„ — 55	12.8,76
1082	TRA—1634	23.6.76	1119	„ — 325	1.6.76
1082(a)	„ —1130	20.5.76	1120	„ —1680	22.5.76
1083	„ —1222	17.2.76	1121	BHA—8356	9.11.76
1084	„ —1631	13.5.76	1122	TRA—1478	14.2.76
1085	„ — 325	26.11.76	1123	„ —1303	31.1.76
1086	„ —1130	1.7.76	1124	„ —1379	27.2.77
1087	„ — 256	20.5.76	1125	„ —284	29.3.76
1088	„ — 22	13.5.76	1126	„ — 612	13.1.76
1089	„ — 325	6.5.76	1127	„ —1302	9.3.76
1090	„ — 315	15.6.76	1128	„ — 915	5.1.76
1091	„ —1302	15.10.76	1129	„ —1091	1.9.76
1092	„ —1096	8.1,76	1130	„ —1090	8.4.76

1	2	3	1	2	3
1131	TRA— 55	26.11.76	1169.	TRA— 658	26.8.77
1132	„ —1541	7.7.76	1170.	MLS—4065	26.2.77
1133	„ — 342	6.2.76	1171.	TRV— 33	8.3.77
1134	„ — 232	6,5.76	1172.	TRL—1669	1.2.77
1135	TRV— 22	1.4.76	1173.	TRA—1634	21.4.76
1136	TRL—1838	18.2.76	1174.	„ —1028	8.4.77
1137	TRA—1561	5.1.76	1175.	„ — 892	24.5.77
1138	„ — 315	28.2.76	1176.	„ — 650	2.577
1139	„ — 232	28.6.76	1177.	TRL—2139	20.5.77
1140.	„ — 974	2.2.76	1178.	ORR— 16	3.9.77
1141.	„— 279	15.3.76	1179.	MLS—4055	19.5.77
1142.	„ —1381	1.3.76	1180.	TRA— 714	8,12.77
1143.	„ —1646	22.11.76	1181.	TRL—1432	2.0,77
1144.	„ — 349	21.5.76	1182.	MLS—3790	14.12.77
1145.	„ —1635	10.8.76	1183.	TRA— 658	4.6.77
1146.	„ —1280	23.1.76	1184.	„ — 232	28.4.77
1147.	„ —1069	16.4.76	1185.	„ — 254	18.11.77
1148.	„ — 658	19.2.76	1186.	„ — 196	9.12.77
1149.	„ —1166	20.2.76	1187.	„ —1541	21.1.77
1150.	„ —1634	4.9.76	1188.	„ —1028	15.6.77
1151.	„ —1416	24.6.77	1189.	„ — 644	28.6.78
1152.	„ —1700	3,3.77	1190.	TRV— 71	5.8.78
1153.	„ —1647	2.7.77	1191.	TRA—1629	24.9.78
1154.	„ —1105	15.6.77	1192.	„ — 461	24.2.79
1155.	„ —1413	2.6.77	1193.	UBP—8230	11.9.78
1156.	„ — 409	29.1.77	1194.	TRL—2139	18.9.78
1157.	„ —1629	10.5.77	1195.	TRA—1693	18.8.78
1158.	„ —1539	27.9.76	1196.	„ —1132	17.2.75
1159.	„ —1633	24.2.77	1197.	WBP—8320	4.1.78
1160.	„ —1734	25.8.76	1198.	TRA— 916	2.8.78
1161.	„ —1657	17.7.76	1199.	„ — 404	24.2.77
1162.	„ — 366	23.9.76	1200.	TRV— 32	3.9.77
1163.	„ —1096	33.2.76	1201.	TRA— 454	29.1.75
1164.	„ — 933	20.8.77	1202.	„ —658	22.1.75
1165.	„ — 933	8.8.77	1203.	„ — 228	9.12.77
1166.	„ —1528	23.3.77	1204.	„ —1113	10.2.78
1167.	„ —1700	3.3.77	1205.	„ — 644	22.2.78
1168.	„ —1166	19.2.77	1206.	„ —1113	10.1.78

1	2	3	1	2	3
1207.	TRA— 257	26.9.78	1245.	TRL— 847	27.11.80
1208.	„ —1629	20.6.78	1246.	TRP— 35	10.11.80
1209.	ZRG— 601	25.11.78	1247.	TRA— 933	23.12.80
1210.	TRA—1133	13.5.78	1248.	„ —1658	5.2.81
1211.	„ —1697	3.7.78	1249.	„ —1082	18.8 80
1212.	„ — 933	20.8.78	1250.	TRL—1990	29.5.80
1213.	„ —1042	92.8.78	1251.	TRA— 629	26.7.80
1214.	„ —1302	23.8.78	1252.	„ —1081	27.4.80
1215.	„ —1042	10.7.78	1253.	„ —1142	4.2.81
1216.	„ —1629	10.6.78	1254.	TRP— 26	29.10.80
1217.	„ —1629	19.5.78	1255.	„ — 74	19.8.80
1218.	„ — 644	17.4.78	1256.	„ — 23	1.12.80
1219.	„ —1369	17.4.78	1257.	„ — 23	8.12.80
1220.	„ —1630	6.3.78	1258.	TRG— 65	10.12.10
1221.	TRL—1829	25.1.78	1259.	TRP— 2	24.12.80
1222.	TRA—1225	11.12.76	1260.	TRA—1501	19.12.80
1223.	„ —1166	22.3.77	1261.	TRG— 25	1.1.80
1224.	„ — 644	23.2.78	1262.	TRP— 29	14.8.80
1225.	„ —1528	9.3.78	1263.	TRL— 848	8.5.79
1226.	„ — 518	21.2.78	1264.	TRA—1142	5.5.79
1227.	TRL—1669	23.2.78	1265.	TRL— 847	11.5.79
1228.	TRA—1624	27.2.79	1266.	TRA—1501	14.5.79
1229.	„ —1629	19.8.78	1267.	„ —1375	21.1.29
1230.	„ —1576	30.3.79	1268.	„ —1629	7.1.79
1231.	„ — 179	16.7.79	1269.	„ —1141	31.6.79
1232.	„ —1629	15.1.80	1170	„ —1629	27.2.79
1233.	„ — 25	12.11.79	1271.	„ —1615	11.6.79
1234.	„ —1281	4.6.80	1272.	„ —1615	18.5.79
1235.	TRV— 5	14.1.80	1273.	TRG— 65	26.12.79
1236.	TRA—1448	12.10.79	1174.	„ — 236	20.12.79
1237.	„ —1448	13.3.80	1575.	„ — 65	26.11.79
1238.	TRL—1896	4.8.79	1276.	TRP— 26	20.11.79
1239.	TRA—1720	4.3.81	1277.	TRA— 518	1.3.79
1240.	TRP— 57	6.1.81	1278.	„ —1680	12.3.79
1241.	„ — 43	13.1.81	1279.	„ —1302	20.3.79
1242.	„ — 2	27.1.81	1280.	„ —1631	30.1.79
1243.	„ — 66	17.1.81	1282.	„ —7013	2.3.79
1244.	TRA—1658	19.12.80	1282.	TRL— 847	16.3.79

1	2	3	1	2	3
1283.	TRG— 26	26.4.79	1333.	TRG— 222	6.10.80
1284.	TAA—1863	21.4.79	1334.	„ — 37	25.11.80
1285.	„ —1615	10.4.79	1335.	TRL— 847	30.10.80
1286.	„ —1539	24.2.79	1336.	TRA—1818	23.9.80
1287.	TRP— 43	27.10.79	1337.	„ —1813	23.5.80
1288.	TRL— 847	23.10.79	1338.	„ — 983	27.9.80
1289.	TRA—1166	5.7.79	1339.	TRP— 27	4.10.80
1290.	„ —1082	28.7.29	1340.	„ — 26	22.4.80
1291.	„ —1629	24.8.79	1341.	„ — 23	6.9.80
1292.	„ —1117	21.7.78	1342.	TRA—1141	28.7.80
1293.	„ —1516	29.9.78	1343.	MRB— 370	9.7.80
1294.	„ —1018	28.2.79	1344.	TRA—1013	5.8.80
1295.	TRV— 18	10.11.78	1345.	„ —1720	21.6.80
1296.	TRA— 985	24.4.79	1346.	TRP— 52	15.5.80
1297.	„ — 324	20.11.78	1347.	„ — 50	26.4.80
1298.	„ — 644	5.1.79	1348.	TRL—1756	9.4.80
1299.	„ — 658	15.3.79	1349.	TRA—1506	31.3.80
1300.	„ — 658	18.5.79	1350.	„ —1501	10.9.80
1301.	TRL— 848	16.3.79	1351.	TRP— 57	15.5.80
1302.	TRA—1816	30.5.79	1352.	TRA—1615	8.9.80
1303.	„ —1091	30.6.79	1253.	TRP— 35	15.9.80
1304.	TRL—1506	20.5.80	1354.	TRA—1013	16.7.80
1305.	TRA—1792	27.11.78	1355.	„ —1509	15.7.80
1306.	„ —1117	25.7.79	1356.	„ —1719	10.7.80
1309.	„ —1448	16.10.79	1357.	TRP— 26	11,7.80
1310.	TRG— 127	13.7.79	1358.	„ — 82	9.9.80
1311.	TRA— 933	13.11.79	1359.	„ — 5	10.9.80
1312.	TRL—1738	18.10.79	1360.	TRA—1658	2.8.80
1313.	TRA—1141	5.9.79	1361.	TRP— 23	11.7.80
1314.	„ —1363	24.7.79	1362.	„ — 35	11.7.80
1315.	„ —1509	4.9.79	1363.	TRA—1363	16.8.80
1316.	TRG— 235	2.7.79	1364.	Tailor—1703	11.10.79
1317.	TRA—1539	11.7.78	1365.	TRP— 5	15.4.81
1318.	„ —1635	5.12.79	1366.	„ — 82	17.7.81
1319.	„ — 405	14.12.78	1357.	„ — 80	15.4.81
1320.	„ — 974	5.12.78	1368.	„ — 35	10.4.81
1321.	„ — 324	7.12.78	1369.	„ — 27	30.3.81
1322.	TRP— 27	11.1.80	1372.	TRA—1409	20.4.81
1323.	„ — 27	5.9.80	1374.	TRP— 35	9.4.81
1324.	„ — 57	18.7.80	1374.	„ — 5	23.4.81
1325.	„ — 26	6.8.80	1375.	TRA—1658	25.4.81
1326	„ — 24	14,8.80	1376.	TRP— 28	7,7,81
1327.	„ — 58	29.7.80	1377.	„ —1351	6.7.81
1328.	TRL— 847	30.6.80	1378.	„ —1613	8.7.81
1329.	TRA—1501	28.6.80	1379.	„ — 23	12.6.81
1330.	TRG— 132	16.6.80	1380.	„ — 79	1.6.81
1331.	TRP— 48	25.11.80	1381.	„ — 35	27.5.81
1332.	TRA—1719	10.11.80	1382.	TRP —1448	15.4.81

1	2	3	1	2	3
1383.	TRA —1720	18.5.81	1398.	TRA —1598	27.6.81
1384.	„ —1719	18.5.81	2399.	„ —1448	15.5.81
1385.	„ —1615	6.5.81	1400.	„ —1392	4.3.81
1386.	„ —1719	13.5.81	1401,	„ —1658	21.7.81
1387.	„ —1448	13.5.81	1402.	TRP — 80	20.7 81
1388.	TRP — 28	30.4.81	1403.	„ — 23	18.7.81
1389.	TRL — 848	5.3.81	1404.	„ — 23	8.7.81
1390.	TRP —1501	21.5.81	1405.	TRA —1509	12.8.81
1391.	TRP — 87	25.4.81	1406.	TRG — 65	29.4.81
1392.	TRA —1613	9.4.81	1407.	TRA —1615	3.8.81
1393.	TRL —1896	6.3.81	1408.	TRP — 66	3.7.81
1394.	TRP — 2	17.6.81	1409.	TRA —1615	30.7.81
1395.	„ — 82	18.6.81	1010.	„ —1685	9.8.81
1396,	„ — 44	16.7.81	1411.	TRP — 48	28.8,81
1397.	„ — 80	7.7.81	1412.	ASA —8329	Sept, 79

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Legislative Building Agartala, on Friday, the 25th September, 1981, at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (The Hon'ble Speaker Sudhanwa Deb Barma) in the Chair the Chief Minister—10 (ten) Ministers, the Deputy Speaker and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

অধ্যক্ষ মাহোদয়---আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ---অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৬।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---কোয়েশ্চান নং ৬৬।

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে ধর্মনগর সাবডিভিশনের রাজনগর আনন্দবাজার গ্রামটি পার্শ্ববর্তী পশু চিকিৎসালয় হইতে ৫।৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাই উক্ত অঞ্চলের পশু চিকিৎসার জন্য এলাকার জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে।

২। অবগত থাকিলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণে ঐ গ্রামটিতে একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিবেন কি?

উত্তর

১। ধর্মনগর সাবডিভিশনের হাফলংছড়া গো-প্রজনন উপ-কেন্দ্র হইতে রাজনগর আনন্দবাজারের দূরত্ব ৩ হইতে ৪ কিলোমিটার। জনসাধারণের কোনরূপ অসুবিধার কথা সরকার অবগত নহেন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরামকুমার নাথ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তিলথৈ থেকে রাজনগর আনন্দবাজারের দূরত্ব প্রায় ৫।৬ কিলোমিটার। তাতে কি জনসাধারণের অসুবিধা হয় বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মনে হয় না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিলথৈ থেকে রাজনগর আনন্দবাজারের দূরত্ব কতদূর জানিনা, তবে হাফলং থেকে রাজনগরের আনন্দবাজারের প্রজনন কেন্দ্রের দূরত্ব বেশী দূরে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার থেকে এই যে পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি খোলা হয়েছে তা কিসের উপর ভিত্তি করে খোলা হয়েছে? ডিস্‌টেন্সের উপর ভিত্তি করে, না কি ঘন বসতির উপর নির্ভর করে?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---পশু চিকিৎসা কেন্দ্র সাধারণতঃ খোলা হয় জনসাধারণের ঘন বসতির উপর নির্ভর করে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পূর্ব রামচন্দ্রঘাট এবং উত্তর রামচন্দ্রঘাট ঘনবসতি থাকা সত্বেও সেখানে কোন প্রজনন কেন্দ্র নাই। সে কেন্দ্রে প্রজনন কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা সেপারেট প্রশ্ন। তাই এটা সেপারেট ভাবে করলে আমি দিতে চেষ্টা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমান আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে কয়টি গরু বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সংশ্লিষ্ট পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য ভি, ডি, সি, থেকে কোন পরামর্শ নিয়ে করা হয় কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---সাধারণতঃ তা পরামর্শ নিয়েই করা হয়ে থাকে।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার---তেলিয়ামূড়াতে ৮টি প্রজনন কেন্দ্র খোলার জন্য বি, ডি, সি, সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। সেই প্রজনন কেন্দ্র কবে নাগাদ শুরু হবে তা মননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---এই প্রশ্নটা আলাদাভাবে দিলে পরে আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করব। তবে চলতি আর্থিক বছরে সমগ্র রাজ্যের মধ্যে ৩০টি নতুন পশু চিকিৎসালয় খোলার জন্য সরকার চেষ্টা করছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার---অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---কোয়েশ্চান নং ৮৯।

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে পি, ডব্লিউ, ডি, নিয়ন্ত্রিত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। তার মধ্যে কাঁচা রাস্তা, সোলিং করা রাস্তা ও পাকা রাস্তার পরিমাণ কত? (বিভাগ ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব);

৩। রাস্তা সংস্কারের কি কি ব্যবস্থা আছে?

উত্তর

১। মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪,৩৮০,২১ কিলোমিটার।

২। বিভাগের নাম	কাচা রাস্তা	সোলিং রাস্তা	মেটালিং রাস্তা	পাকা রাস্তা
সদর—	৫৪৩,৬০	৩৯২,৬৫ কি.মি.	—	২১০,৬০কিমি·
সোনামুড়া—	২৭৪,০৬	৫৩,৫০	—	১০২,০০
খোয়াই—	১৪০,০০	৮৪,০০	—	৭৯,০০
কমলপুর—	২৭০,৫৮	৪৬,৬৮	৩,৮৩	৫০,১১
কৈলাশহর—	২৯২,৪০	৪৬,৩৫	—	৭০,৪০
ধর্মনগর—	৪১২,৯০	১৬৪,০০	৯,৫০	১০৯,০০
উদয়পুর—	১৪১,১০	১২০,২২		৭৩,৩৫
অমরপুর—	১০৮,৯৬	৩৯,৭৫	২,০০	২৯,০০
বিলোনীয়া—	৮৫,৯০	১২৬,৮৬		৫৪,৫০
সাব্রুম	৯৭,৪৩	৮৫,০৯		৬৩,৯০
	২৩৬৬,৯৩	১১৫,০৯	১৫,০৩	৮৪১,৮৬কিমি·

৩। বিভাগীয় কর্মীদের দ্বারা অথবা ঠিকাদার নিয়োজিত করিয়া সংস্কারের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এমন অনেক রাস্তা আছে সোলিং করা হয় নাই এবং রাস্তাগুলির মাঝখানে মাঝখানে গর্ত দেখা যায়, যা প্রায় পুকুরের আকার ধারন করে ফেলে। যেমন কাকড়াবন যাওয়ার একটি রাস্তা আছে যে রাস্তা দিয়ে বাস যাতায়াত প্রায় আজ ১ মাস বন্ধ হয়ে আছে। সেই রাস্তাটি সংস্কার করা হইতেছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রাস্তাগুলি নির্মাণের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের অভিযোগ হচ্ছে যে, রাস্তাগুলি সময়মত মেরামত করা হয় না, এইটা আমরা নিজেরাও অনুভব করছি। এইটা না হওয়ার কারণ হচ্ছে, আমাদের নির্মাণ সামগ্রীর অসুবিধা, এইটাই হচ্ছে বড় সমস্যা। তবে সঙ্গে টাকার সংকুলানটাও রয়েছে। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ সময় মত পাই না। যেমন ধরুন, আমাদের যতগুলি রাস্তা এবং ব্রীজ করা দরকার আমরা তা করতে পারছিনা, প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবে। তা সত্বেও আমাদের ডিভিশানগুলি ও সাবডিভিশান-গুলি বিভিন্ন জায়গায় যেমন মেরামত করা দরকার, ততটুকু কোন রকমে করে দিচ্ছে। তবে প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবে সব সময় সব জায়গাতে করা সম্ভব হয় না।

শ্রীকেশব মজুমদার---স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিয়েছেন, সারা রাজ্যে ৪ হাজার তিন শত ৮৩ কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি এই বিধান সভাতে এর আগে আলোচিত হয়েছে "ফুড ফর ওয়ার্কের" কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ১৯ হাজার কিলোমিটার-এরও বেশী রাস্তা হয়েছে। তা এই রাস্তাগুলি কি পি, ডব্লিউ, ডি, ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না এবং এই রাস্তাগুলিকে মানুষ চলাচলের উপযোগী করার কর্মসূচী পি, ডব্লিউ, ডি-র রাখা আছে কি না? থাকলে তা কত দিনের মধ্যে করা যাবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তা জানা আছে কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বি, ডি,সি গুলি থেকে যখন প্রস্তাব আসবে সিদ্ধান্ত হিসাবে পি, ডব্লিউ, ডির কাছে, তখন তার মধ্যে একটা লিষ্ট থাকবে, আমরা ক্রমান্বয়ে তখন এই রাস্তাগুলিকে করব। যে রাস্তাগুলি চওড়া আছে মোটামুটি পি, ডব্লিউ, ডির হিসাব অনুযায়ী সেগুলিকে আমরা ডেভেলপ করব।

শ্রীসমর চৌধুরী---যে রাস্তার হিসাব আমরা এখানে পেয়েছি তার মধ্যে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে তৈরি করা কত পরিমাণ রাস্তা পি, ডব্লিউ, ডির হাতে এসেছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগে বলেছি যে এখানে বলা হয়েছে যেটা সেটা হলো, পি, ডব্লিউ, ডির হাতে কতকগুলি রাস্তা আছে। এখানে এমন প্রশ্ন করা হয়নি যে, সমস্ত রাস্তাগুলির মধ্যে কতটা রাস্তা ট্রেন্সফার করা হয়েছে পি, ডব্লিউ, ডির, হাতে। কাজেই মাননীয় সদস্য যদি পৃথকভাবে প্রশ্নটা করেন তা হলে এইটা সংগ্রহ করে দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী—যে সমস্ত রাস্তা কাঁচা রাস্তা "ফুড ফর ওয়ার্কের" মাধ্যমে তৈরী করার পর পি, ডব্লিউ, ডির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বি,ডি,সি গুলি ইতিমধ্যেই প্রস্তাব দিয়েছেন। তার অনেকগুলি রাস্তা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে যে গুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি ব্রিজের অভাবে পাম্প পাইপ সাপ্লাই এর অভাবে বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখেছেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা আমার ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ারদের বলা আছে, এই ব্রীজ তৈরীর ক্ষেত্রে আমরা অনেক অসুবিধার মধ্যে আছি, প্রয়োজনীয় আমরা পাচ্ছিলাম না, ইদানীং কিছু জিনিষ আমরা পেয়েছি এবং পি, ডব্লিউ, ডির নিজস্ব যে সমস্ত কাজকর্ম জিনিষের অভাবে আটকে ছিল সেগুলি করতে শুরু করবে। যে সমস্ত রাস্তাগুলি ব্লকের মাধ্যমে "ফুড ফর ওয়ার্কের" মাধ্যমে কিছুটা হয়ে, ব্রীজ তৈরী করতে না পারার জন্য বন্ধ হয়ে আছে, আমরা নীতিগত ভাবে স্বীকার করছি যে, এই রাস্তাগুলির জন্য আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে রাস্তার টেন্ডার করে সময় সীমা ঠিক করে দেওয়া সত্বেও এই কাজগুলি হতে বিলম্ব হচ্ছে, এই বিলম্ব হওয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা করবেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের একটা প্রশ্ন আজকে রয়েছে সেই প্রশ্নটা যখন আসবে তখন আমি জবাব দেব।

শ্রীরামকুমার নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ১৯৭৮ সালে তিলথৈ আনন্দবাজার রাস্তাটি সোলিং করার কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু দেখা যায় যে, এখন পর্য্যন্ত তা শেষ করা হয় নি। এর কারণটা কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, পারটিকুলার একটা রাস্তার সম্পর্কে তো এখন আমার সঙ্গে কোন তথ্য নাই।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী—খোয়াই এর যে রাস্তার হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন, তার মধ্যে আমি জানতে চাই যে, খোয়াই—আসারামবাড়ীর যে রাস্তাটা আছে সেটা কি কাঁচা রাস্তা হবার কথা ছিল, না কি পাকা রাস্তা হবার কথা ছিল। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে তো সব রাস্তার নাম ঠিকানা আমার কাছে নেই। তবে আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে, আমাদের যে সিডিউল আছে তাতে সমস্ত রাস্তার নাম দেওয়া আছে, কোনটা কিভাবে তাও দেওয়া আছে। সেইটা পড়ে তিনি যদি পরের মিটিং-এ প্রশ্ন করেন তাহলে পারটিকুলারলি আমি জবাব দেব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে শুধু এই বছরের বাজেটেই নয়, গত বছরের এবং তার আগের বছরের বাজেটে যে রাস্তাগুলি নির্মাণের জন্য ধরা হয়েছিল তার মধ্যে কতগুলি কাজ আজ পর্য্যন্ত শুরু হয় নি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করব, ডিফিকালটিগুলিকে রিয়েলাইজ করার জন্য। কারণ আমরা আমাদের সিডিউলের মধ্যে অনেক নাম অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমরা যখন একটা এস্টিমেট করি তখন সেই রাস্তাটা সম্পর্কে সার্ভে করি, তারপর তার এস্টিমেট তৈরী করি, তার সমস্ত ব্যবস্থা করে

নিতে হয়। তবে আমাদের হাতে যে সব কাজ আছে তাতে আমাদের পক্ষে সব কাজকে একই সঙ্গে করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এই ভাবে কয়টা রাস্তা করা হয়েছে তার ফিগারটা তো আমার কাছে নাই, প্রশ্নটাকে এই রকম ভাবে করলে আমি নিশ্চয়ই তার জবাব দিতাম।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ---মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী সহ রাজ্যের অন্যান্য মিনিষ্টাররা বার বার গণ্ডাছড়াতে গিয়েছিলেন এবং এসেছিলেন। তাতে প্রতিবারই গণ্ডাছড়া রাস্তার দুরাবস্থা সম্পর্কে পূর্ত্ত দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ারদেরকে বার বার ওয়াকিবহাল করা সত্ত্বেও আজকে সাড়ে তিন বছর পর্য্যন্ত তার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হচ্ছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলবেন কি?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটার উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করি না। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস, অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---১৬৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---১৬৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরার ট্রাক মালিকরা ট্রাকের কেরিং কেপাসিটি সাড়ে সাত টন দেখাইয়া রোড টেক্স্ দিতেছেন অথচ অতিরিক্ত মাল বহন করিতেছেন।

২। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত মাল বহন রোধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। ট্রাক মালিকগণ সাড়ে সাত টন ওজনের বেশী মাল পরিবহন করছেন কিনা এখন সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তাই মাল বাহী ট্রাকের ওজন সমেত বর্ত্তমানে ১২,২১০ কে,জি, মোট ওজনের উপর ট্রাকের ট্যাক্স নেওয়া হইতেছে।

২। মাল ভিন্ন একটি ট্রাকের ওজন প্রায় ৫(পাঁচ) টন। বর্ত্তমানে ট্রাকে মাল পরিবহনের পরিমাণ ট্রাকের উজন সহ ১২,২১০ কেজি এবং তাহার উপরই ট্যাক্স ধার্য্য হয়। অতিরিক্ত মাল বহন রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ওজন পরিমাপক যন্ত্র আগরতলায় আশ্রম চৌমুহনীতে যাহা অকেজো হয়ে পরেছিল, তাহা সম্প্রতি মেরামত করা হইয়াছে। উহা অতি শীঘ্রই চালু করা হইবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---স্যার, এই করাড ট্যাক্স বাবদ প্রতি বৎসর কত টাকা সরকারের আয় হয় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, এ ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন এলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, আশ্রম চৌমুহনীতে যে ওজন পরিমাপক যন্ত্র অকেজো হয়ে পড়ে আছে তা কবে নাগাদ মেরামতি করে কাজে লাগানো সম্ভব হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এটার মেরামতি প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা অতি শীঘ্রই উহাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩০।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কমলপুর বিভাগের কলাছরি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি কর্তৃক মৎস্য দপ্তর থেকে ইজারাকৃত কমলপুর থানা পুকুরটি জোর পূর্বক ঐ থানার পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ সমিতিকে বেদখল দিয়েছে?

২। যদি তাহা সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারণ,

৩। ঐ বেদখলের ফলে উক্ত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি কত টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তাদের ক্ষতিপূরণরে জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন এবং

৪। ঐ পুকুরটি পুনরায় সমিতির দখলে দেওয়া হয়েছে কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ, পুলিশ অফিসার কর্তৃক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ঐ পুকুর হইতে বেদখল করা হইয়াছিল।

২। আরক্ষা দপ্তর মনে করেন পুকুরটি তাহাদের সম্পত্তি এবং অন্য কোন দপ্তরের ইহার ইজারা দেওয়ার অধিকার নাই।

৩। সমিতি এ যাবত প্রথম বৎসরের ইজারার ৫০৪ টাকা এবং মাছের পোনার মূল্য বাবত ৬,৫০০ টাকা এই পুকুরের জন্য খরচ করিয়াছেন। সমিতির ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪। না, পুকুরটার দখল পুনরায় সমিতিকে দেওয়া হয় নাই।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মৎস্য দপ্তর কর্তৃক এই ভাবে বেআইনী ইজারা দেওয়ার ফলে মৎস্যজীবিদের প্রায় ২০ হাজার টাকারও বেশী ক্ষতি হয়েছিল, এই ক্ষতি পূরণের জন্য সরকার কোন চিন্তা করছেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, যেহেতু বিষয়টি পুলিশ দপ্তরের সঙ্গে জড়িত সে জন্য আমি এখানে দু একটি কথা বলতে চাই। এই পুকুরটা নিয়ে মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে আমাদের পুলিশ বিভাগের একটা মিস-আণ্ডারস্টেণ্ডিং হয়ে গেছে। এটা আমরা অতি শীঘ্রই দূর করতে চেষ্টা করছি। আর এই পুকুরটি যাতে আবার মৎস্য সমবায় সমিতিকে ইজারা দেওয়া যেতে পারে তার জন্যও আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৯।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৯।

প্রশ্ন

১। মৎস্য দপ্তর ও মৎস্য চাষী উন্নয়ণ সংস্থার উদ্যোগে ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ সালে কত হেক্টার নূতন জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে অথবা পুরাতন জলাশয় সংস্কার করা হয়েছে?

২। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কত হেক্টার নূতন জলাশয় করা হয়েছে বা সংস্কার করা হয়েছে?

৩। ইহা কি সত্য যে মৎস্য চাষে পরামর্শ দেওয়ার উপযুক্ত লোক না থাকা সত্বেও বিভিন্ন ব্যাঙ্ক মৎস্য চাষী উন্নয়ণ সুপারিশ ছাড়াই ঋণ মঞ্জুর করে থাকেন?

৪। জলাশয় সমূহে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মৎস্য চাষ সুনিশ্চিত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ১৯৭৯-৮০ এবং ৮০-৮১ সালে ২৩৪'১৭ হেক্টার এবং ২০৭'২৭ হেক্টার নূতন জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। আর সরা সরি, ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণদানে ৯০'২৬ হেক্টার এবং ২০৭'২০ হেক্টার পুরাতন জলাশয় সংস্কার করা হইয়াছে এবং মৎস্য চাষী উন্নয়ণ সংস্থার উদ্যোগে উক্ত সময়ে ৮০'৭০ হেক্টার এবং ২৬৪'৪৫ হেক্টার পুরাতন জলাশয় সংস্কার করা হইয়াছে।

২। বিভাগের জানা নাই।

৩। হ্যাঁ, পশ্চিম ত্রিপুরায় এই ধরনের কিছু ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

৪। (ক) ঋণ গ্রহণকারীদের আধুনিক মৎস্য চাষে আহগ্রাহান্বিত করে তোলার উদ্যোগে মৎস্য চাষী উন্নয়ণ সংস্থা ও মৎস্য দপ্তর স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। ভর্তুকী সহকারে মৎস্য বীজ ও আনুসঙ্গীক মৎস্য চাষের উপাদান সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(খ) নিবিড় মৎস্য চাষের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মৎস্য বীজ উৎপাদনের কলা কৌশল শেখানোর উদ্দেশে উৎসাহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) সরকারী জলাশয়গুলি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে চাষ করার উদ্যেশ্যে নির্দ্ধারিত মূল্যে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সাধারণ মূল্যে চাষীদের সাহায্যার্থে ভর্তুকী সহকারে স্যংস্কারের জন্য আথিক সাহায্য এবং মাছ ধরার জন্য জাল, সূতা ও নৌকা দেওয়ার ববস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মৎস্য চাষের নাম করে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু লোক ঋণ নিয়ে মৎস্য চাষ না করে তারা সেই টাকাকে অন্য ভাবে লাগাচ্ছে। এর ফলে প্রকৃত মৎস্য চাষীরা ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এবং মৎস্য চাষ বৃদ্ধির যে আসল লক্ষ্য তা ব্যহত হচ্ছে এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরও জানাবেন কি যে মৎস্য চাষ উন্নয়ণ সংস্থার মাধ্যমে ঋণ যদি না হয়ে থাকে তাহলে ঐ ঋণ গ্রহীতারা অর্থাৎ যারা ঋণ প্রার্থী তারা মৎস্য চাষ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কি না? এই ভাবে চালাবার কি কারণ থাকতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৎস্য চাষে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির সুপারিশ ছাড়াই ঋণ দেওয়া হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে আমাদের দপ্তর থেকে খুব বেশী কিছু করণীয় নেই এবং আমরা চেষ্টা করব পরবর্ত্তী সময়ে কিছু করার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---১৯৮০-৮১ সালের জলাশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৮০-৮১ সালে উত্তর ত্রিপুরায় একটা মৎস্য চাষ উন্নয়ণ সংস্থা গঠন করার জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্বেও কেন এই টাকা এখন পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হয় নাই এবং এই টাকা এক বৎসর যাবত কিভাবে রয়েছে এবং কেন সেটা করা গেল না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---এই প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আসে না। তবে মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য বলছি উত্তর জেলায় মৎস্য উন্নয়ণ সংস্থা চালু করার জন্য আমরা সর্ব্বরকমের ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা আশা করছি, কিছু দিনের মধ্যেই সেটা হয়ে যাবে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---এটা কি ঠিক যে মেলাঘরে মৎস্য চাষ উন্নয়ণের জন্য এন, সি, পি, সি, টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু সেখানে সরকারী লোক না থাকার ফলে সেটা চালু করা যাচ্ছে না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—আমি আগেই বলেছি যে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ—মৎস্য চাষ উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত ঋণ মঞ্জুরের জন্য ব্যাঙ্কে সুপারিশ পাঠানো হয় সেই সমস্ত ব্যাঙ্কে নানারকম তালবাহানা করে মৎস্য চাষের ঋণ দিচ্ছেন না এবং চেবরী গ্রামীন ব্যাঙ্ক এবং কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে বা তেলিয়ামুড়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছে না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মৎস্য চাষ উন্নয়ণ সংস্থার সুপারিশ ক্রমে ঋণ দেওয়ার কথা থাকলেও কোন্ ব্যাঙ্ক কি ভাবে ঋণ দিচ্ছে বা দিচ্ছে না এটা দপ্তরের কিছু করবার থাকে না। তবে তারা যদি দৃষ্টিতে আনেন আমরা খোঁজ নিয়ে থাকি।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ---মৎস্য চাষে যেখানে আথিক সহায়তার প্রশ্ন উঠেছে তাতে প্রকৃত মৎস্য চাষীরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমি জানি প্রাক্তন মন্ত্রী মৌলানা আব্দুল লতিফ সম্ভবত ২৫,০০০ টাকার বেশী মৎস্য চাষের ঋণ পেয়েছেন। এখানে কোন নির্দিষ্ট আইন আছে কি না কারা মৎস্য চাষে ঋণ পাবেন?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---মৎস্য চাষের জন্য ব্যঙ্ক থেকে যে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে তার জন্য কি কি ক্রাইটেরিয়া দেওয়া হয়ে থাকে এবং অভিজ্ঞ মৎস্য প্রশিক্ষকের অভাবে মৎস্য চাষ যতটুকু উন্নয়ণ হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি না?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এই সমস্ত ব্যাঙ্কের নিয়ম। এই বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে প্রশ্ন না করাই উচিত।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---আমরা ব্লক থেকে যে সমস্ত সুপারিশ পাঠাই ব্যাঙ্ক সেগুলি কি কি ভিত্তিতে বাছাই করে? যেমন গত বছর আমরা প্রচুর দরখাস্ত পাঠিয়েছি। কিন্তু এই দরখাস্ত সবগুলির মধ্যে আমরা দেখেছি খুব কম লোকই পেয়েছেন, আর পাননি এ সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী ছিল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী -ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়টা হাউসের সামনে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে মৎস্য দপ্তরের সুপারিশ করতে পারেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা হচ্ছে ব্যাঙ্কের। মাছের চাষের জন্য যে কোন লোকই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারেন।

সাধারণতঃ আমাদের মৎস্য দপ্তর থেকে যে সব সুপারিশ করা হয়, সেগুলি বিভিন্ন কারণে স্ক্রুটিনির পর বাদ পড়ে যায়। যেমন দরখাস্তকারীর জমি যতটুকু আছে, তার সম মূল্যের বেশী টাকা যদি তাকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়, সেটা যদি পরিশোধ না করতে পারে তাহলে টাকার পরিমাণ ব্যাঙ্ক কমিয়ে দিতে পারে। এই রকম অনেকগুলি দরখাস্ত আমি দেখেছি যে মৎস্য দপ্তর থেকে সুপারিশ হলেও সেগুলি বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য এই সম্পর্কে আমরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা আবারও এই বিষয়টা নিয়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলব, বিশেষ করে যারা মৎস্যজীবি তাদের ক্ষেত্রে যেন ব্যাঙ্ক সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---স্যার, আমার অপর একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে মৎস্য দপ্তরে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার লোক না থাকায় নানা উন্নয়নমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে, এটা সত্য কি না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় প্রশিক্ষকের কিছু অভাব আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৪, স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কন্ট্রাকটারগণ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ না করার ফলে পূর্ত্ত দপ্তরের অনেক কাজ অসম্পন্ন রয়ে গেছে, এবং

২) যদি সত্য হয়, তবে ইহার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে কন্ট্রাকটরের গাফিলতির জন্য কাজ সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী সময়মত নির্মান সামগ্রী দিতে না পারায় কাজ সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হয়।

৩) যখন কন্ট্রাকটরের গাফিলতির জন্য কাজ সম্পন্ন করিতে দেরী হয় তখন চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—আমবাসা ডিভিশনে কিছু কন্ট্রাক্টার ১৯৭৯ সালে কাজ পেয়েছিলেন এবং তারা কোন কোন রাস্তায় অল্প দিন কাজ করার পর বন্ধ করে দেন। এই সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগত ভাবেও চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে পরবর্ত্তী কালে নূতন করে আবার ঐ সব কন্ট্রাকটারকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই বিস্তারিত বিষয়াদি জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---এই রকম কিছু কিছু কাজ করা হয়েছে। তবে আমরা তাদেরকে ব্লক লিষ্ট করার মতো কোন ব্যবস্থা নিতে পারিনি। ওরা নানা রকম অসুবিধার মধ্যে পড়ে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই আমাদের সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন যে যেসব কন্ট্রাকটার কাজ নিয়ে ঠিক মত কাজ করছেন না তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কন্ট্রাকটারের গাফিলতির জন্য কয়টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা যায় নি এবং ডিপার্টমেন্টাল সাপ্লাই না দেওয়ার জন্য আর কয়টি রাস্তা করা যায় নি, বলতে পারেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, এই রকম তথ্য এক্ষুনি আমার হাতে নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, বলেছেন যে কন্ট্রাকটারের গাফিলতির জন্য এবং ডিপার্টমেন্টাল সাপ্লাইয়ের জন্য রাস্তার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। কাজেই কতজন কন্ট্রাকটার রাস্তার কাজ করতে গিয়ে গাফিলতি করছেন এবং অসুবিধার সৃষ্টি করছেন, তাদের নাম জানতে পারি কি? অথবা সঠিক খবরাখবর না নিয়েই বিবৃতি দিচ্ছেন কি?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, বর্ত্তমান প্রশ্নের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই কাজেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে না।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ—ইহা কি সত্য যে বেকার সমিতির যারা কাজ পাচ্ছেন না, অন্য দিকে অন্য দিকে কন্ট্রাকটাররা কাজ পেয়েও কাজ না করে সেটা জমা রেখে দিচ্ছেন? আবার কাউকে বিনা টেণ্ডারে কাজ দেওয়া হচ্ছে, এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত যে কোন কাজ বিনা টেণ্ডারে যে কোন রেজিষ্টার্ড ফার্মকে দেওয়া যায়, আর বড় বড় কাজ যেগুলি আছে সেগুলি টেণ্ডার কল করে দিতে হয়। কাজেই যে সব ক্ষেত্রে কাজগুলি দেওয়া হয়েছে, তাতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ একটু আগেই আমি বলছি। কাজেই এই ক্ষেত্রে কখনও কখনও আন-এ্যামপ্লয়েড রেজিষ্টার্ড ফার্ম কাজ নাও পেতে পারে, আবার পেতেও পারে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে ডিপার্টমেণ্টাল সাপ্লাই না দেওয়ার জন্য রাস্তার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল যে সব ক্ষেত্রে ডিপার্টমেণ্টাল সাপ্লাইর প্রয়োজন নেই, সেই সব ক্ষেত্রে প্রায় দেড় বছর আগে কোন কোন কন্ট্রাকটার কাজ পেয়ে কিছু কিছু রাস্তার উপর ইট এবং ব্রিক্স রেখে দিয়ে কাজ বন্ধ করে রেখেছেন, যেমন আগরতলা থেকে জম্পুইজলা রাস্তার উপর এই রকম রেখে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেই রাস্তায় কাজ না হওয়ার কারণটা কি মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, একজন কন্ট্রাকটার যদি ঠিক সময় মতো কাজ না করে, তাহলে চুক্তির সর্তানুযায়ী তাকে নোটিশ দেওয়া হয়। তবে যে কন্ট্রাকটার কাজ পেয়ে কিছু কাজ করে বাকীটা রেখে দেয়, তার ক্ষেত্রে যে যে কাজটা করল, সেটার বিল আমাদের দিতেই হবে, আর ব্যালেন্স ওয়ার্ক যেটা রইল সেটার জন্য নূতন ভাবে টেণ্ডার কল করে বা না করে অন্যকে কাজটা দিতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই এই সমস্ত কারণে সঙ্গে সঙ্গে কারোর কন্ট্রাক্ট বাতিল করা যায় না। আর টাকারজলার নির্দিষ্ট রাস্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সেটার জবাব পরে দেওয়া যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই এমন অনেক রাস্তা আছে যার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকার বরাদ্দও আছে, অথচ টেণ্ডার কল করা হয় না, এটা অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক। যেমন অম্পি-অমরপুর রাস্তা, এই রাস্তার জন্য দুই বছর আগেই টাকার বরাদ্দ ছিল, কিন্তু টেণ্ডার কল করা হয় নি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মশাই কেন এভাবে বাজেটের টাকা অ-ব্যয়িত রাখার চেষ্টা করা হয়, বলতে পারেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---এটা তো বর্ত্তমান প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কাজেই নূতন করে প্রশ্ন করলে এর জবাব দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---অম্পি-অমরপুর রাস্তায় ১১ কিলোমিটারের কাজ হওয়ার কথা, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র আড়াই কিলোমিটার রাস্তার কাজ দেওয়া হয়েছে বিজয় রাংখলকে আর বাকী রাস্তার জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন টেণ্ডার কল করা হয় নি, যদিও এই রাস্তার জন্য মোট ৩ লক্ষ টাকা বাজেটে স্যাঙ্কশান করা আছে। কাজেই কি কারণে এই রাস্তার কাজ করতে দেরী হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ---ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭, স্যার,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর হইতে দামছড়া ভায়া তিলথৈ রোডে যাতায়াত করার জন্য একটি মিনি বাসের পারমিট দেওয়ার ব্যাপারে ১৯৮১ ইং সনের ৪ঠা মার্চ তারিখে ত্রিপুরা গেজেটে নোটিফিকেশান করা হয়েছিল?

২) সত্য হইলে ইতিমধ্যে কাহারো নামে পারমিট ইস্যু করা হইয়াছে কি?

৩) হইয়া থাকিলে অদ্যাবধি উক্ত রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু না হওয়ার কারণ কি?

৪) পারমিট ইস্যু না হইয়া থাকিলে তার কারণ? এবং

৫) অতি সত্বর উক্ত রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করার ব্যবস্থা হইবে কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ, একটি পারমিটের আকার ধর্মনগর মোটর কর্মী সমবায় সমিতিকে গত ২১-৫-৮১ ইং তারিখে দেওয়া হয়, অপর একটি পারমিটের অফার দেওয়ার জন্য বাকী দরখাস্তকারীগণ সম্বন্ধে ধর্মনগর মহকুমা শাসকের মারফত স্থানীয় তদন্ত করা হইতেছে।

৩) একটি পারমিটের অফার যে সংস্থাকে দেওয়া হয়, তাহাকে গত ১লা জুন হইতে ৯০ দিনের মধ্যে মিনি বাস রেজিস্ট্রেশন করাইতে বলা হয়, কিন্তু এখনও মিনি বাসটি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য উপস্থিত করা হয় নাই।

৪) উত্তরের অপেক্ষা রাখে না।

৫) হ্যাঁ, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যদি মিনি বাসের পারমিট দেওয়া হয় এবং মিনি বাস আনলে তা রেজিস্ট্রেশান করে চালু করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১০১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১০১।

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উদয়পুরের হরিজলা বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে কি?

২) ইহা কি সত্য হরিজলা বন্যা নিয়ন্ত্রণের একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্লেন ও প্রোগ্রাম এপ্রুভেলের জন্য উদয়পুর অফিস হইতে পাঠানো হইয়াছে?

৩) সত্য হইলে এখনো এপ্রোভেল না দেওয়ার কারণ কি?

৪) রাণী গাংগে স্লুইস গেইট নির্মাণের জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কোন বরাদ্দ হইয়াছে কি?

৫) হয়ে থাকলে কবে পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ হবে?

৬) না হয়ে থাকলে এর কারণ কি?

উত্তর

১) হরিজলা বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প রূপায়ণের পরিকল্পনার কাজ চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আছে। যদি প্রকল্পটি টেকনিকেল এডভাইসরী কমিটির অনুমোদন লাভ করে তবে প্রকল্পটি আগামী বর্ষার পূর্বে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

২) উদয়পুর অফিস হইতে বিস্তারিত জরীপ করিয়া সার্ভে নক্সা পাঠাইয়া দিয়াছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে পরিকল্পনা তৈরী হইয়াছে।

৩) ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আসে না।

৪) প্রস্তাবিত হরিজলা বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনায় রাণী গাংগ স্লুইস গেইট অন্তর্ভুক্ত নাই। সুতরাং অর্থ বরাদ্দের প্রশ্ন আসে না।

৫) নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৬) উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, হরিজলা এরিয়াটি রাণী গাংগের নদীর বের থেকে নীচে এই পরিপ্রেক্ষিতে নদীর জল বন্ধ করার জন্য ট্যাকনিকেল এডভাইসরী কমিটি কোন স্লুইস গেইট করার পরামর্শ দিয়াছেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, হরিজলা বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিকল্পনা ও প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। অনেকদিন পূর্ব হইতেই ইহার পরীক্ষা নীরিক্ষা চলিতেছে। কিন্তু সমস্যাটি জটিল বলিয়া উহা সুষ্ঠু সমাধানের পরিকল্পনা দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। প্রকল্প রচনার কাজ বর্ত্তমানে চুড়ান্ত পর্য্যায়ে আছে এবং আনু-মানিক ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪৭,৯৮,৬০০ টাকা, টেকনিক্যাল এডভাইসরী কমিটির আগামী বৈঠকের (অক্টোবর/নভেম্বর) আলোচনায় এই প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সেখানে প্রকল্পটি অনুমোদিত হইলে আগামী বর্ষার পূর্বে কাজটি পর্য্যায়ক্রমে হাতে নেওয়া হইবে।

উদয়পুরের সাবডিভিশান অফিস হইতে এই পরিকল্পনার জন্য সার্ভে করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকল্প তৈরীর কাজ আগরতলাতেই অধ্যক্ষ বাস্তুকারের অফিসেই করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনার কাঠামো হল ঃ--হরিজলা ও তার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাসমূহ পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর দেখা গেছে যে এই এলাকার প্লাবন যে ভাবে ফসলের ক্ষতি করে তাতে যদি রাণী গাংগের উপর স্লুইস গেইট নির্মাণ করা হয় কিন্তু এ সমস্যার কিছু মাত্র সমাধান হয় না। কারণ তর্পা দুমদুম, গংগা, ইছা ও মির্জা প্রভৃতি ছড়া সমূহ হরিজলাতে যে পরিমাণ জল বর্ষার সময় নিয়া আসে তাহাতেই হরিজলা প্লাবিত হইবে এবং শষ্যের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে।

বর্ত্তমান পরিকল্পনায় ছড়া সমূহের গতিপথ পরিবর্ত্তন ও দুই পারের বাঁধ নির্মাণের সংস্থান রাখা হইয়াছে। যথা ঃ—

১) তর্পাদুম ও গংগাছড়ার প্রবাহ পরিবর্ত্তন করে বাঁধের সাহায্যে টিলার পাশ দিয়ে এনে রাণী গাংগে ফেলা।

২) ইছাছড়ার প্রবাহ পরিবর্ত্তন করে বাঁধের সাহায্যে গপ্রা ও গংগার সহিত মিলিত করন।

৩) মির্জাছড়ার প্রবাহ পরিবর্ত্তন করে বাঁধের সাহায্যে রাণী গাংগে আনয়ন।

৪) স্থানীয় বৃষ্টির জল নিষ্কাশণের জন্য ছোট ছোট স্লুইস।

যেহেতু গোমতী নদীর জল কোন সময়েই ১৩,০০ মিটারের সীমা রেখার নিছে আসে না তাই ১১৩ হেকটার পরিমাণ জলাভূমি যেখানে সব সময়েই জল থাকে তাতে মৎস্য চাষ করা যেতে পারে এবং বাকী ৪৫০ হেকটর জমি বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাবে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে জায়গায় রাণী গাংগ গোমতী থেকে এসে হরিজলায় পড়ল সেই জায়গাটা গোমতীর বেড় থেকে নীচে। মাননীয় মন্ত্রী হমাশয় যে ছড়াগুলির নাম বললেন তাছাড়া আরও ৩৫টা ছড়ার জল হরিজলায় এসে পড়ে। রিহজলা থেকে আর একটা ছড়া—মরাছড়া দামছড়ার পিছন দিয়ে গোমতীতে এসে পড়েছে এই ছড়া দিয়ে আগে হরিজলার জল নিষ্কাশন হত। বর্ত্তমানে এই ছড়াটি দিয়ে ঠিক ভা জল নিষ্কাশন হয় না ফলে হরিজলার একটা বিরাট এলাকা জলমগ্ন থাকে। এই মবে ছড়াটি যদি সংস্কার করা হয় তাহলে হরিজলার প্রচুর জমি রক্ষা পেতে পারে এবং প্রচুররাফসলও উৎপাদন হতে পারে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সব সময় স্থানীয় প্রতিনিধি-দের অভিজ্ঞতার মর্য্যাদা দিয়ে থাকি—মাননীয় সদস্য যে সাজেশান দিয়েছেন সেটা আমরা দেখব, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইঞ্জিনীয়ারদের সিদ্ধান্তই হবে চুড়ান্ত।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৭০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৭০।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরে কাকড়ী নদীর পূর্ব পাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে নদীর পাড়ের গ্রামবাসীরা বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন ইহা সরকার অবগত আছেন কি?

২) অবগত থাকিলে গ্রামকে রক্ষা করার মত সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বর্ষার সময় ত্রিপুরার প্রায় সব নদী ও ছড়ার পার ভাঙ্গেও প্রায় প্রতি বাঁকে কিছু কিছু ক্ষতি হয়। যে সব জায়গায় ভাঙ্গনের ফলে রাস্তা, স্কুল, বাজার ও ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম প্রভৃতি ব্যয়বহুল সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেই সকল স্থানেই শুধু ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য হলে ভাঙ্গন রোধের কাজ করা হয়। অন্যান্য সব নদী ও ছড়ার মত কাকড়ীর পার গ্রামে নদীর উভয় পরেই চাষের জমিতে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে কিন্তু ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে শুধু চাষের জমিতে ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করিবার কোন পরিকল্পনা আপাতত সম্ভব নয়।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কাকড়ীর পার নদীর কয়েকটি বাঁকে পার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এই কথা বিবেচনা করে সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, নদীর বাঁকে অনেক নদীতেই পার ভাঙ্গে। তবে উক্ত গ্রামকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করার জন্য কাকড়ী নদীর উভয় পারে বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---যে সমস্ত ( ) চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেই গুলোর উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কেঅনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলোঃ---"গত ১১ই সেপ্টেম্বর উদয়পুরের গকুলনগর বাজারে ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের কর্মী কাত্তিক দাসকে ছুরিকাহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১১-৯-৮১ ইং তারিখ বেলা ৯ টা থেকে ৯-৩০ মি এর মধ্যে কতিপয় কংগ্রেস (আই) সমর্থক রাধাকিশোরপুর থানা অন্তর্গত গকুলপুর বাজারে একটি দোকান ঘর হইতে সি, পি, আই (এম) সমর্থক শ্রীকাত্তিক দাসকে ডাকিয়া আনিয়া রাস্তার উপরে তাহাকে মারধোর এবং ছুরিকাঘাত করে। তাহার শরীরে চারটি ছুরিকাঘাত সহ চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৬।৩০৭ ধারায় পূর্ব গকুলপুর অধিবাসী শ্রীবিধু ভূষণ সরকারের অভিযোগ ক্রমে মোকদ্দমা ১৮(৯)৮১ সেই দিনই নথীভূক্ত করা হয়। ১১-৯-৮১ ইং তারিখ রাত্রিতে তল্লাসী চালাইয়া পুলিশ অভিযুক্ত শ্রীঅলক ঘোষ ও শ্রী চম্পক মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগে উল্লিখিত বাকী অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যথা---সুখেন ভৌমিক, কৃষ্ণদাস দাস, দিলীপ সিন্‌হা, দিলীপ চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য পলাতক আছে। এই ঘটনার পাল্টা হিসাবে গকুলপুরের কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রীচম্পক মজুমদার রাধাকিশোরপুর থানায় আর একটি অভিযোগ দায়ের করেন। ঐ অভিযোগটিও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৯(৯) ৮১ উক্ত থানায় নথীভুক্ত করা হয়। শ্রীমজুমদার অভিযোগ করেন যে গত ১১-৯-৮১ ইং

তারিখ বেলা প্রায় ৯-৩০ মিঃ তিনি যখন তাহার বাড়ী হইতে ক্লাবে যাইতেছিলেন তখন সি, পি, আই (এম) দলের শ্রীকার্ত্তিক দাস সহ ৬ জন সমর্থক তাহাকে আক্রমণ করে মারধোর করে। ফলে তিনি বাঁ হাতে আঘাত পান। পুলিশ সব কয়টি অভিযোগেরই তদন্ত করছে।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে পুলিশের তরফ থেকে রিপোর্ট এসেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিয়েছেন। তারমধ্যে বলা হয়েছে যে অলক ঘোষ ও চম্পক মজুমদারকে ঐ দিন এরেস্ট করা হয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে অলক ঘোষের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারার অ্যাটেম্পট টু মার্ডার একটা কেস থানায় ছিল। পুলিশ তাকে থানায় এনে ছেড়ে দিয়েছে। এই অভিযোগে অভিযুক্ত আরেক জন দিলীপ চক্রবর্ত্তীকে থানায় এনে পুলিশ তাকে বেলে ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশ অফিসার বিমল চক্রবর্ত্তী এদের সঙ্গে মানে দিলীপ চক্রবর্ত্তী ও চম্পক মজুমদার-এর সঙ্গে আলোচনা করে এবং এদেরকে এরেস্ট করা হয় নি। চম্পক মজুমদার থানায় আসলে পুলিশ অফিসার তাকে পরামর্শ দেয় যে তুমি হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হও। তাদের যোগসাজসে সে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী স্ট্যাটমেন্টে বলেছেন যে চা খাওয়ার সময় কার্ত্তিক দাসকে ডেকে এনে মারধোর করে। সুতরাং কার্ত্তিক দাসের মারার প্রশ্ন উঠে না এবং তখন কার্ত্তিক দাস আহত হয় এবং রাস্তার উপর পড়ে থাকে। এই অবস্থায় পুলিশ এরেস্ট করে নি। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে থানায় ফোন করেছি, এস পির সঙ্গে আলোচনা করেছি। পুলিশ এরেস্ট করে নি। এই ঘটনা চলছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি না এবং তাদের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারার কোন মামলা দায়ের করা যায় কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—আমার বিবৃতিতে আমি বলেছি যে ৩০৭ ধারায় শ্রীচম্পক মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটা দেখেছি আমার স্ট্যাটমেন্টে বলেছি যে তিনি আরেকটা মামলা দায়ের করেছেন যার মধ্যে আসামী ভুক্ত করেছেন শ্রীকার্ত্তিক দাসকে যাকে ছুরিকাহত অবস্থায় জি, বিতে পাঠানো হয়েছিল। এটার মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য আছে। এবং যে সভব অভিযোগ মাননীয় সদস্য মজুমদার এনেছেন সেইগুলি খুব গুরুতর। কারণ আমি দেখেছি শ্রীদিলীপ চক্রবর্ত্তী আসামীদের তালিকায় রয়েছেন এবং তিনি থানায় গিয়েছেন এবং অফিসারদের সঙ্গে যদি আলাপ আলোচনা করে থাকেন তাহলে সেটা গুরুতর অভিযোগ। আমার রিপোর্টে তিনি পলাতক এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। আমি বিষয়গুলি আরও ভালভাবে তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন, যে তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে এগুলি আছে কি না যে চম্পক মজুমদার যে কেসটা দায়ের করেছে সেটা থানায় বসে সেটার ড্রাফটিং হয়েছে তাতে ১৪৮, ১৪৯, ৩২৬ ধারায় আই, পি, সিতে কেস দায়ের করা হয়েছে। আবার এর পর আরেকটা হয়েছে রবি ধর রায় ১৪৮,১৪৯,৫০৬ ধারায় আই, পি, সি, এর থ্রি অব ই, এস, অ্যাক্ট এই ধরনের কেস দায়ের করা হয়েছিল। এই ধরনের কেস থাকা সত্ত্বেও আসামী মরণ দেবনাথ ও মানিক দাসকে রাত্রে বেলে ছেড়ে দেওয়া হয়। নারায়ণ বৈষ্ণব সে নিজে এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করেছে, তাকে পুলিশ হাতে নাতে ধরেছে তাকেও থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর পরে স্যার, আরেক ঘটনায় মানিক দাসের অভিযোগে আরেকটা কেস ১৪৮,১৪৯,৫০৬ আই, পি, সি এবং থ্রি অব কএক্সপ্লসিভ অ্যাক্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু হয় এবং রাত্র তিনটায় তারা তিন জনকে এরেস্ট করে আনা হয় বাকী রাখাল দেবনাথ ও নারায়ণকে এবং সেই তারিখে রাত্রে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন পুলিশ বলছে এগুলি মিমাংসা করে ফেলুন। এই সমস্ত গুণ্ডা মস্তান থানায় বসে এই সব পুলিশের সাহায্যে করছে। এগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—স্যার, কার্ত্তিক দাসকে ছুরিকাঘাত করার পর সেখানে গণতান্ত্রিকশক্তি স্বভাবতঃ বিক্ষুব্ধ হয় এবং তারা একটা মিছিল বের করে এবং মানিক দাস ও মরণ দেবনাথ

এরা তখন এখানে ছিল এবং হরিধন কর্মকার এদের সঙ্গে ছিল এবং ওরা সেখানে মিছিলের উপর বোমা ফেলে। মিছিল পুলিশ এবং সি, আর, পির প্রহরায় চলছিল এবং তারা যে এক্সক্লুসিভ ব্যবহার করছে সেটার অভিযোগ থানায় আছে। এই ঘটনায় ৩৷৪ জন আহত হয়েছিলেন। এই মানিক দাস রমেশ হাই স্কুলের এবং কংগ্রেস (আই) এর একজন নেতা। এই মানিক দাস যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ তাকে নিয়ে থানায় বসে ও, সি, তার কাছ থেকে একটা কেইস নেয় রাত্রি এগারটায় এবং সেখানে এই কেইসে মানিক দাস যাদেরকে জীবনে চেনে না ১৭৷১৮ জন গণতান্ত্রিক সি, পি, এম কর্মী এদের বিরুদ্ধে কেইস দায়ের করায়। এই অভিযোগে নারায়ণ দেবনাথ এদের তিনজনকে পুলিশ ধরে নিয়ে আসে। এর পর আমি নিজে এস, পিকে ফোন করেছি। জিজ্ঞাসা করলাম এই কেইস কেন নিলেন? মানিক দাসকে সেফ করার জন্য? তার উত্তরে তিনি বললেন আপনি এভাবে চিন্তা করছেন কেন? এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে অথচ পুলিশ বলছে এখন উভয় পক্ষ মিলে এটা কম্প্রমাইজ করুক। এই রকম একটা চক্রান্ত চলছে সেখানে। সেখানে থানায় একজন ল-ইয়ার ছিলেন উনার সামনে ও, সি বলেছেন যে এটাই শেষ নয়, আরও হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটার তদন্ত করবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে এখন নাই। তবে যে সব অভিযোগ মাননীয় সদস্য এখানে উৎথাপন করেছেন সেগুলি আমি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"গত ১৬-৯-৮১ ইং রাত্রে চম্পকনগর ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয় হাইস্কুলে চুরি হওয়া ও রেকর্ডপত্র আসবাবপত্র ভাংগচুর করা এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর কোয়ার্টার ভাংগচুর করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ১৬-৯-৮১ ইং তারিখ আনুমানিক বিকাল ৪-৩০ মিঃ হইতে পরদিন সকাল ১০টার মধ্যে কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী জিরানীয়া থানার অন্তর্গত চম্পকনগর লোক শিক্ষালয় স্কুলের অফিস ঘরের তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে এবং একটি টেপ রেকর্ডার, এক গোছা স্কুল ঘরের চাবি, কিছু পরিমাণ চিনি, চা-পাতা, গুড়া দুধ যাহা শিক্ষকগণ রাখিয়াছিলেন ও ৭৷৮টি স্পেসিম্যান বই চুরি করিয়া নিয়া যায়।দুস্কৃতকারীরা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী কর্মী শ্রীতুলসী কুমার ঘোষের খালি কোয়ার্টারেরও পিছনের দরজা খুলিয়া প্রবেশ করে এবং কোয়ার্টারে রক্ষিত কিছু মাধ্যমিক কোর্স-এর বই নিয়া যায় এবং ঘরের ভিতরে ও বাহিরে ঘরের জিনিষপত্র ছড়াইয়া ফেলিয়া যায়। চুরি যাওয়া জিনিষপত্রের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮০০ টাকা। স্কুলে কেন নাইট গার্ড নাই এবং ঘটনার সময় তত্বাবধায়কও তাহার কোয়ার্টারে ছিলেন না।

গত ১৭-৯-৮১ ইং তারিখ শ্রীতুলসী কুমার ঘোষ (৪র্থ শ্রেণীর কর্মী) ঘটনাটি জানিতে পারেন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের গোচরে আনেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগক্রমে জিরানীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭৷৩৪০ ধারা মতে মোকদ্দমা নং ১০(৯)৮১ নথিভুক্ত করা হয়।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে দিন ঐ স্কুল চুরি হয় সেদিন একই সাথে স্কুলের হেড মাষ্টারের বাড়ীতেও চুরি হয়েছে এবং ইহা সত্য কিনা যে স্কুলের দরজার সামনে ঘটনার ২৷১ দিন আগে পাতা এবং হাত মার্কা চিহ্ন আঁকা ছিল এবং হেড মাষ্টারকে স্কুলে না যাওয়ার জন্যও হুমকি দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, যতটুকু আমি জানি, এই ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে ১৪ই সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা বন্ধকে উপলক্ষ করে। ঐ দিন অনেক শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারী এবং অনেক ছাত্রও স্কুলে আসে নি। তাতে ছাত্রাবাসের কিছু অংশের ছাত্র এবং বাইরের কিছু লোক যারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক তারা বিক্ষুভ প্রকাশ করেন স্কুলের সামনে। এটা সত্য যে সেদিন স্কুল চলে নি এবং সেদিন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। পরে হয়তো তাদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে ঘটনাটি তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ হলে পর বলা যাবে সত্যি কারা কারা আসামী।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৬-৯-৮১ ইং তারিখের ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না? যদি গ্রেপ্তার হয়ে থাকে তাহলে তাদের নামগুলি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি বটে কিন্তু ঘটনার পরে সেখানে পুলিশ অফিসার এবং এডুকেশান ডাইরেক্টরকে পাঠানো হয়েছিল। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে এই স্কুলটি বিগত দাঙ্গার সময় খুবই বিদ্ধস্ত হয়েছিল এবং অনেক দিন পর এই স্কুলটিকে আমরা খুলেছি এবং আমরা আশা করেছিলাম যে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা এই স্কুলটি যাতে খোলা থাকে, কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে৷ এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। কিন্তু সে সাহায্য আমরা তাদের কাছ থেকে পাচ্ছি না। মাষ্টার মশাইরা তাদের জিনিষপত্র রাখতে পারবেন না, চুরি হয়ে যাবে, স্কুলের রেকর্ড পত্র চুরি করে নিয়ে যাবে, এই সমস্ত যদি চলতে থাকে তাহলে কোন দায়িত্বশীল শিক্ষক সেখানে পড়াতে যাবেন না। মাননীয় সদস্যদের এটা বোঝা উচিত যে, তাদের শ্লোগান পাতা কি হাত হবে সেটা নয়, এই স্কুলটাকে চালু রাখতে হবে। যদি স্কুলের সম্পত্তি বা শিক্ষকদের সম্পত্তি এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় তাহলে শুধু পাতা বা হাত মার্কাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সব দলই বা যিনি নিরপেক্ষ তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি যে স্কুলটি চালু রাখার জন্য, আমরা ডাইরেক্টরকে পাঠিয়েছি, পুলিশ অফিসারকে পাঠিয়েছি, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়-বস্তু হলো ঃ—

"বিগত জুন মাসে একটি খেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস (ই) এর লোকদের যোগসাজসে পুলিশের একাংশ কর্ত্তৃক ডি, এন, ভি রোড এলাকার গণতান্ত্রিক মানুষের উপর হামলা করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—গত ৩০-৬-৮১ ইং তারিখ একটি ফুটবল খেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ওয়াই, এম, সি, এর সদস্যদের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশ ঘটনাটি আয়ত্বে আনে এবং উভয় দলের সমর্থকদের সরাইয়া দেয়। এরপর অ্যাথলেটিক ক্লাবের কিছু সমর্থক সিনেমা হলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডি, এন, ভি রোডে প্রদীপ পাল নামে ওয়াই, এম, সি, এর একজন সমর্থককে মারপিট করে। ফলে প্রদীপ পাল অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সিনেমা হলের নিকটে কর্ত্তব্যরত একটি পুলিশ দল এস, আই, ভবেশ চৌধুরীর নেতৃত্বে লাঠি হস্তে হামলাকারীদের তাড়া করে। পুলিশের মধ্যে কয়েকজন লাঠি উচাইয়া হামলাকারীদের পিছনে ধাওয়া করে। অ্যাথলেটিক ক্লাবের সমর্থকরা ও রাস্তার জনসাধারণ তখন ভয়ে এদিক সেদিক দৌড়াইতে গিয়া কেহ কেহ আঘাতপ্রাপ্ত হন। আঘাত প্রাপ্তিদের মধ্যে শ্রীতপু চন্দ, মলয় দেব, মান্না রায়, শ্রীমতি শিল্পী চন্দ ও তাপসী চক্রবর্ত্তী পুলিশের লাঠি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করেন।

এই অভিযোগে প্রদীপ পালের পিতা শ্রীপ্রহলাদ পালের অভিযোগক্রমে অ্যাথলেটিক ক্লাবের ৯।১০ জন সদস্যের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ১(৭) ৮১ নথীভুক্ত করা হয়।

অ্যাথলেটিক ক্লাবের সেক্রেটারী চন্দন ভৌমিকের পালটা অভিযোগক্রমে ওয়াই, এম, সি, এর সদস্যদের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫ ধারায় আর একটি মোকদ্দমা নং ৩৯(৬) ৮১ নথীভুক্ত করা হয়।

স্থানীয় এম, এল, এ শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহাশয়ের হস্তক্ষেপে ধর্মনগরের মহকুমা শাসক অফিস কক্ষে বিষয়টির আপোষ মিটমাট ঘটে। বিষয়টির আপোশ নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়ায় উপরোক্ত অভিযোগ দুইটির মূলে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পুলিশ কর্ত্তৃক লাঠি চার্জের অভিযোগ এবং সমগ্র ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসককে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা জানি না যে ডি, আই, জির সহ-যোগিতায় তারা হোটেল আক্রমম করে, বোমা ফটকা ইত্যাদি নিয়ে। তারপর ডি, এস, পি, আশু দাস সহ যুব কংগ্রেস (আই) ফেডারেশনের একটি মিটিং হয়। সেই খেলার দিন ওয়াই এম, সি এর সদস্যরা থানার কাছেই তাদের লাঠি সোটা লুকিয়ে রাখে। তারা পুলিশের সহ-যোগিতায় এই আক্রমন সংগঠিত করে। তখন ডি, এন, ভি রোডেও ঘটনা গড়ায়। আমরা সেখানে পুলিশ পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই। তারা পুলিশ পাঠাবে বলে আশ্বাস দেয়। কিন্তু পুলিশ পাঠানো হয় নাই। বরং ডি, আই, জি, ও আশু দাসের সহযোগিতায় এবং পুলিশের সহযোগিতায় তারা এই আক্রমন সংগঠিত করে যার ফলশ্রুতি স্বরূপ এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি কিনা যে, এই ঘটনায় ডি, আই, জির নিজস্ব ভূমিকা রয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার এই ঘটনা নিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করছে। স্যার এই ক্ল্যারিফিকেশান কলিং অ্যাটেনশানের সঙ্গে কতটুকু যুক্ত আছে জানি না। তবে এই ঘটনা নিয়ে ডি, এম, তদন্ত করছে। সরকার পক্ষ থেকে আমরা ডি, এমকে সবকিছু তদন্ত করে দেখতে বলব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ----মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মান্না রায় আহত হয়েছেন। মান্না রায়ের বয়স মাত্র ৮ বৎসর। তারপর তাপসী চক্রবর্তী বলে একটী মেয়ে আহত হয়েছে। একটি মেয়ে নয় আরও কয়েকজন মহিলা আহত হন। এই মহিলারা কোন দলের সদস্য না। এই মহিলাদেরকে নির্দয়ভাবে আঘাত করে। এমন কি আট বছরের শিশুর উপরেও তারা এই নির্দয়ভাবে আঘাত করে। তারাও কিন্তু কোন দলেরই সদস্য না। এই মহিলারা ডি, এন, ভি রোডের একটি গলির মধ্যে তাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ সেখানে গিয়ে তাদের লাঠি পেটা দিয়ে আঘাত করে। এমন কি তারা আমার পরিচয় দেওয়া সত্বেও আমাকেও লাঠি দিয়ে আঘাত করার জন্য এগিয়ে আসে। আমি বলেছিলাম আমাকে মারুন, আমি মাথা পেতে রেখেছি। তবুও সেই ৭৫ সনের ঘটনা এখানে ঘটতে দেবনা। ৭৫ সনে পুলিশ এসে যে ভাবে মানুষকে আঘাত করেছিল এবং জনসাধারণের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সেই ঘটনা ঘটতে দেব না। আমাকে মারতে হয় মারুন। তা এইভাবে ৮ বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে মহিলাদের উপরও আক্রমন করে থাকে। তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না---

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, জেলা শাসক এর তদন্ত করে দেখবেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরামকুমার নাথ মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ—"রেলপথ সম্প্রসারনের উদ্দেশ্যে ধর্মনগর দেওছড়া মৌজায় অ্যাকুইজিশন করা জমির ক্ষতিপূরণ দানের দুর্নীতি সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— রেললাইন তৈরীর জন্য ধর্মনগর এবং কৈলাশহর মহকুমার যে সমস্ত জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে, সে সমস্ত জমির ক্ষতিপূরণের হার কম ধার্য্য করার এবং জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ কম দেওয়ার এক অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২। জমি অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান অফিসারগণ ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে কোয়াসী-জুডিসিয়েল ট্রাইবুন্যাল হিসাবে কাজ করেনা। তারা ক্ষতিপূরণের টাকা মঞ্জুর করেন। তাদের রায় সম্পর্কে বিচারের জন্য জমির মালিক আদালতে যেতে পারেন। আদালত বিষয়টি বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ কোন কোন সময়ে বৃদ্ধি করে থাকেন।

৩। যেহেতু নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে, প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য দুর্নীতি নিরোধ সংস্থাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে"।

৪। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তর ত্রিপুরার ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান অফিসার শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী কোন কোন জমির মূল্য নির্ধারন যথাযথ না করায় ধর্মনগর মহকুমার দেওছড়া গ্রামের শ্রীঅরুন নাথ উত্তর ত্রিপুরার ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান কালেকটর এর নিকট চিঠি দেন। এই চিঠি দেওছড়ার গাঁও প্রধান এবং বিধায়ক শ্রীরামকুমার নাথ ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান কালেকটরের নিকট পাঠান। এই বিষয়টি বিধায়ক শ্রীরামকুমার নাথ মুখ্যমন্ত্রী ও রাজস্ব মন্ত্রীর গোচরে আনেন। এ বিষয়ে শ্রী অধিকারী, শ্রীঅরুন নাথ, বিধায়ক শ্রীরামকুমার নাথ এবং দেওছড়ার প্রধানকে তার অফিসে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ প্রমান করার জন্য বলেন। পরে শ্রী অধিকারী গত ৫।৮।৮১ ইং তারিখে বিধায়কের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার নোটিশ দেন। তারপর শ্রী অধিকারী, শ্রী অরুন নাথ এবং বিধায়ক শ্রীরাম কুমার নাথের বিরুদ্ধে কৈলাশহর জুডিশিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। মামলাটি বর্ত্তমানে বিচারাধীন আছে।"

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গেজেট নোটিফিকেশানে আছে কুমারঘাট রেল সম্প্রসারনের জন্য ডেটেড ২৭শে অক্টোবর ১৯৮০ সালে দেওছড়া মৌজায় ৮৬.৭০ একর জমি অ্যাকুয়ার করার কথা বলা হয়েছে। সেই অধিকৃত জমিতে আমার জমিও পড়েছে। দেওছড়া মৌজায় নাল জমি প্রতি কানি ৯ হাজার ১০ হাজার টাকা পড়ে। কিন্তু দলিল পত্রে আরও অনেক কম দেখানো হয়েছে। এই ভাবে তারা দুর্নীতি করছে। দলিলপত্রে দেখানো হয়েছে ৬ হাজার টাকা, আর জনসাধারণকে ৪ হাজার ৬০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বলা হয়েছে। এইভাবে তারা দুর্নীতি করে। আমরা দেখেছি, এই জায়গা থেকে কোন ব্যক্তি ২ হাজার টাকা, কোন ব্যাক্তি ৩ হাজার টাকা, আবার কোন ব্যাক্তি ৪ হাজার টাকা পেয়েছে। আমি বলতে পারি ক্রমিক নম্বর ৮৪ খতিয়ান নং ৩৪৭ যে ৩৫৬,৪৯২,৬৭৮।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার এইটা তো কোন প্রশ্ন হচ্ছে না, এইটা আপনার বক্তব্য হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলেছি যে এইটা বিজিলেন্সে দেওয়া হয়েছে। এইটা খুবই দুঃখজনক যে, একজন বিধায়কের কাছে যদি জনসাধারণ কোন অভিযোগ আনেন তাহলে বিধায়কের দায়িত্ব হচ্ছে সেটাকে সরকারের গোচরে আনা। মাননীয় বিধায়ক শ্রীরামকুমার নাথ সে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি যে অভিযোগ এনেছেন তাতে সেটা কি সত্যি না মিথ্যা তা বলা ছিল না। শুধু ছিল এইটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আনা হউক। সেই দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে একজন অফিসার বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়েছেন। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। কারণ বিধায়কতো তাকে কাঠগড়ায় নিয়ে দাঁড় করান নি। তিনি শুধু জনগনের প্রতিধ্বনি হিসাবে হাউসের একজন সদস্য

হিসাবেই তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তার জন্য আমরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কংগ্রেসের সদস্যগণ অবশ্য কোন দিন এই দায়িত্বকে পালন করেন নি, কিন্তু আমাদের সদস্যগণ তা পালন করেছেন। আমি দেখেছি যে এইটা আদালতে গিয়েছে আদালতের অধিকার আছে তার বিচার করার কি বিচার তারা করবেন তা তারাই জানেন। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব নেওয়া আছে তা আমরা পালন করব। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন এই বিষয়ে আর কোন ক্ল্যারিফিকেশনের প্রশ্ন না করেন। কারণ মামলাটি একদিকে কোর্টের সামনে রয়েছে অন্য দিকে প্রিভিলেজ-এর সামনে রয়েছে।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅখিল দেবনাথ মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"গত ১২ই জুন, ১৯৮১ ইং তারিখে পুরাতন আগরতলায় ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী বিকাশ দের হত্যা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, "গত ১২ই জুন, ১৯৮১ইং তারিখে পুরাতন আগরতলায় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী বিকাশ দের হত্যা সম্পর্কে"।

গত ১২।৬।৮১ ইং তারিখ বৈকাল ৬-৩০ মিঃ শান্তি ভঙ্গের খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রী এস, কে, চক্রবর্ত্তী পুরাতন আগরতলা বাজারে যান।

সেখানে পেঁছা মাত্র মেঘলিপাড়ার জনৈক সুকুমার দের নিকট হইতে খবর পান যে, তিনি পুরাতন আগরতলা যাওয়ার পথে একজন মৃত ব্যক্তিকে রাস্তার পার্শ্বে ধান ক্ষেতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। শ্রী এস, কে, চক্রবর্ত্তী তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যান এবং ধান ক্ষেতে রক্তাপ্লুত অবস্থায় একটি মৃতদেহ দেখিতে পান। মৃত দেহটি জিরানীয়া থানার অন্তর্গত বৃদ্ধনগর নিবাসী ২৫-২৬ বৎসর বয়স্ক জনৈক বিকাশ দে বলিয়া সনাক্ত করা হয়। মৃত বিকাশ দে একজন সি, পি, আই (এম) সমর্থক এবং কতিপয় অপরিচিত দুষ্কৃতকারীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

পূর্ব আগরতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩৪ (৬) ৮১ পূর্ব আগরতলা থানায় নথিভূক্ত করা হয়।

তদন্তকালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা সকলই কংগ্রেস (আই) সমর্থক।

নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ
১) বিকাশ চন্দ্র দাস---	১৩।৬।৮১ ইং
২) সুধীর দাস---	ঐ
৩) মানিক লাল দাস---	১৬।৬।৮১ ইং
৪) বাবুল দাস---	ঐ
৫) শান্তি দেবনাথ---	ঐ
৬) মন্টু ঘোষ---	১৮।৬।৮১ ইং
৭) প্রদীপ অধিকারী---	ঐ
৮) গিরিধারী দে---	ঐ

উপরোক্ত গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে গিরিধারী দে ব্যতিত সকলকেই আদালত হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গিরিধারী দে বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে, ঘটনাটি এস, পি, (সি, আই, ডি)-এর তদন্তানধী আছে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ইহা কি সত্য বা মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে, যারা এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাদেরকে হত্যার হুমকী দেওয়া হয়েছে, যদি তারা আসামীদের নাম ধাম পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেয়, তার জন্য। এই ধরনের কোন তথ্য কি মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে এইটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ হয়েছে। এই সম্পর্কে পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হবে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—এই রিপোর্টের মধ্যে পুলিশ এখন পর্য্যন্ত কতজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং সেই সাক্ষ্য অনুযায়ী আসামীদের নাম উল্লেখ করা আছে কিনা, মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এইটা আমি এখনই দিতে পারব না। মাননীয় সদস্যকে বলেছি তো যে এইটা তদন্তাধীন আছে।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনু-রোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো ঃ--

"গত ২০।৯।৮১ ইং উদয়পুরের বাইসা বাড়ীতে গণমুক্তি পরিষদের কর্মী কৃষ্ণকুমার জমাতিয়া ও মুনি চরণ জমাতিয়ার ঘর পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২০।৯।৮১ ইং তারিখ রাত্রি আনুমানিক দশ ঘটিকার সময় কিছু অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারী উদয়পুরের বাইসাবাড়ী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণকুমার জমাতিয়া এবং শ্রীমুনিচরণ জমাতিয়ার গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। ফলে শ্রী কৃষ্ণকুমার জমাতিয়ার সম্পূর্ণ বাস গৃহ এবং শ্রীমুনি চরণ জমাতিয়ার বাসগৃহ আংশিক ভষ্মীভূত হয়। শ্রীমুনিচরণ জমাতিয়া অন্যান্য লোকজনের সহায়তায় তাহার গৃহের আগুন নিবাইতে সমর্থ হন। দুবৃত্তরা গৃহে অগ্নি সংযোগের পরই দ্রুত স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই ঘটনায় শ্রীমুনি চরণ জমাতিয়ার অভিযোগ মূলে রাধা কিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৪৩৬ ধারা অনুযায়ী মামলা নং ৪০(৯)৮১ নথিভুক্ত করা হইয়াছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে এবং এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা আরজেন্ট কথা জানতে চাই। গতকালকে আমাদের অনুপস্থিতিতে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় আমাদের বিরুদ্ধে স্বাধীকার ভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন এতে কি রুলস-এর ১৭২ ধারাকে লঙ্ঘন করা হয় নি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতকালকে মাননীয় স্পীকার ছিলেন। সুতরাং মাননীয় সদস্যের যদি এ ব্যাপারে কিছু জানার থাকে তবে তিনি মাননীয় স্পীকারের সঙ্গে তাঁর চেম্বারে দেখা করতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—না স্যার, এটা হাউসের ব্যাপার, সুতরাং হাউসেই এটা জানাতে হবে এবং আপনি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় সদস্য এটা পরে জানান হবে। এখন সভার সামনে অনেক বিজনেস রয়েছে।

এখন সভার সামনে পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---

মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কর্ত্তৃক আনীত একটি গভর্ণমেন্ট মোশান। মোশানটি আজকের কার্য্যসূচীতে দেওয়া আছে। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মোশানটির উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

মোশানটির বিষয় বস্তু হলো ঃ---

"That the situation arising out of exodus displaced persons from Chittagong Hill tracks to Tripura be taken into consideration."

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, গত ২২ শে জুন থেকে সাব্রুমে সীমান্তের ওপার থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ শুরু হয়। সাব্রুমের শিলাছড়ি, বৈষ্ণবপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৪ হাজারেরও বেশী উদ্বাস্তু প্রবেশ করেছে। ২৩শে জুন থেকে এই অনুপ্রবেশ দারুনভাবে বেড়ে যায়। ২৩শে জুন থেকে আরও প্রায় ৫ হাজার উদ্বাস্তু বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে এসে ঢুকেছেন। তাদের একটি বড় অংশকে করবুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। নবাগত উদ্বাস্তুদের নিকট থেকে জানা যায় যে তারা সীমান্তবর্ত্তী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রাম ভিত্তিক চলে আসছেন। যে সব মৌজা বা গ্রাম থেকে তারা চলে আসছেন সেগুলি হচ্ছে---তাবলছড়ি, বেলছড়ি প্রভৃতি মৌজা এবং আদলপুর, কোয়েংবাং, তৈদাং, বাদুরছড়া, বান্দরছড়া, চুরাথাপা প্রভৃতি গ্রাম থেকে। যারা আসছেন তাদের অনেকেই সরকারী স্কুলের, হাসপাতালের কর্মী, কাছারীর তহশীলদার এই রকম অনেক শিক্ষিত লোকেরাও আসছেন। আমরা এই সব লোকদের সাথে, স্থানীয় বি, এস, এফ,-এর কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে, বাংলা দেশের বি, ডি, আর বাংলাদেশ রাইফেলস এবং মিলিটারীরা নূতন করে ঐসব অঞ্চলে আক্রমন শুরু করেছে। যারা আসছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিপুরী, রয়েছেন মগ, চাকমা। আগেরবার যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন ত্রিপুরী এবং মগ। কিন্তু এবার দেখা গেল ত্রিপুরী এবং মগ তো রয়েছেন, চাকমারাও উদ্বাস্তু হয়ে আসছেন। তারপর আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আগে যারা এসেছিলেন, তারা কিছু কিছু জিনিষপত্র, যেমন গরু-বাছুর ছাগল, ভেড়া, বা অন্যান্য জিনিষ পত্র নিয়ে আসতে পেরেছেন, কিন্তু এবার যারা আসছেন তারা কিছুই আনতে পারেন নি। আক্রমনকারীরা তাদের সকল জিনিষপত্র কেড়ে রেখে দিচ্ছে। গতকালকে আমরা একটি শিবির দেখতে যাই। সেখানে যারা নূতন এসেছেন তারা বললেন যে সীমান্তের ওপারে নাকি আরো ৪০০।৫০০ জন উদ্বাস্তু রয়েছেন ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশের সুযোগের অপেক্ষায় এবং এই ভাবে আরো কয়েক হাজার উদ্বাস্তু আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়েছি। আমাদের চীফ সেক্রেটারী সচিব পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

আমরা লক্ষ্য করলাম যে কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় বৈদেশিক মন্ত্রী পর্য্যায়ে একটা বৈঠক হয়েছে, সেখানে বাংলা দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এসেছিলেন। আলোচনা হয়েছে, একটা যুক্ত ইস্তাহার বেরিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও এই সমস্যাটার কোন উল্লেখ দেখতে পাইনি। কালও আমি আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই ঘটনাটা জানিয়েছি এবং বলেছি বাংলা দেশের সঙ্গে আলোচনা সুরু করুন যাতে অগ্নি সংযোগ, গুলিগোলা চলা ইত্যাদি বন্ধ হয় বাংলাদেশের এই সংখ্যালঘুদের উপর। তার উদ্যোগ নিন। একটা ফ্ল্যাগ মিটিং হ্যয়ছিল। সেখানে ফ্ল্যাগ মিটিঙে এটা স্বীকার করেছেন বাংলাদেশের অফিসাররা যে হ্যাঁ, কিছু লোক ঢুকেছে। তবে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তারপর তাদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই পর্য্যন্ত দশ হাজার উদ্বাস্তু এসেছে। আমরা তাদের জন্য বৈষ্ণবপুর, শিলাছড়ি, করবুকে শিবির তৈরি করেছি। করবুকে ৪০টা শিবির তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের এখানকার যারা দাঙ্গার সময়ে শরণার্থী ছিলেন তারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা তারাও পাবেন। সেই চেষ্টা আমরা করছি। সেখানে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ডাক্তারের সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে। তারা এখানে আসার সময়েও কিছু মারা

গেছেন। এক মাসের শিশুও তাদের সঙ্গে আছে। আমরা বলেছি অবিলম্বে যেন তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে হাসপাতালের কিছু সুযোগ সুবিধাও দিতে হবে। শিলাছড়ি, সাব্রুম এবং নূতন বাজার, অমরপুরে অতিরিক্ত ডাক্তার নার্স এবং অন্যান্য কর্মী দিতে হবে। ডাক্তাররা সেখানে গিয়ে ভাল কাজ করছেন। ভ্যাকসিনেশানের জন্য সেখানে আমাদের লোক পাঠাতে হবে। খাদ্যের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। খাদ্য যদিও আমাদের রয়েছে তবুও রাও বীরেন্দ্র সিং-এর কাছে আমরা লিখেছি যে এফ, সি, আই, আমাদের মঞ্জুরীকৃত চালও দিতে পারছে না। আমাদের খাদ্য দিন।

বিশেষ করে করবুক ও শিলাছড়ি এলাকার জনসাধারণকে আমরা বলেছি যে উদ্বাস্তুরা যাতে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারেন সেই রকম ব্যবহার যেন তাদের সঙ্গে করা হয়। কোন পক্ষ থেকে যেন কোনরূপ উস্কানিমূলক বিবৃতি দেওয়া না হয়। আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়ন চলছে। এটা যেখানেই ধনতান্ত্রিক সরকার রয়েছে সেখানেই এই রকম শ্রমিক শ্রেণীর উপর অত্যাচার হচ্ছে। বহু বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান এবং তপশিলীদের মধ্যে এই দাঙ্গা হয়। আজকে পাঞ্জাবের মধ্যেও সেটা চলছে। এই যে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং বিভেদপন্থী শক্তি কাজ করছে এই জিনিষটা নিয়ে যাতে কোন রকম উত্তেজনা হতে না পারে সেই দিক থেকে সংবাদ পত্রের কাছেও আমরা অনুরোধ রাখছি। উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার থেকে একটা আলাদা ইউনিট গঠনের কথাও আমরা চিন্তা করছি। শিশুদের জন্য যা প্রয়োজন তাও যেন জনসাধারণ পাঠিয়ে সাহায্য করেন। এই ব্যাপারে সব দলের কাছ থেকে সাহায্য পাব বলে আমি আশা রাখি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আর কেউ আলোচনা করবেন?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিষয় নিয়ে আলোচনার সুত্রপাত করেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু আগমন এটা নূতন নয়। এমন কি বাংলাদেশ যখন পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে আসে তখনও আমরা দেখেছি যে সেখানে ধর্মের ভিত্তিতে অত্যাচার নিপীড়ন চলছিল এবং হিন্দু বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের নিরাপত্তার অভাবে ত্রিপুরা এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আসতে হয়েছে। এটা আমরা লক্ষ্য করেছি এবং সেই পটভূমিতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের জনগোষ্টীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এসেছে। আজকে চিটাগাং হিল ট্র্যাকট থেকে উদ্বাস্তুদের এমনি নিপীড়নরে এবং ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের ঘটনা চলছে এবং এটা নূতন নয়। বাংলা দেশের জন্ম হওয়ার পরেও সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আলোচনার মাধ্যমে তাদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয় এবং আমরা দেখেছি আলোচনার সময় সব সময় তারা আশ্বাস দেন যে তাদের নিরাপত্তা তারা সুনিশ্চিত করবেন। কিন্তু আমরা দেখি, বছর ফুরিয়ে যেতে না যেতেই আবার উত্তাল উন্মাদনা সুরু হয়ে যায়। তাদের উপর নিপীড়ন এবং অমানুষিক অত্যাচার আবার সুরু হয়। আবার তাদের বাড়ীঘর ফেলে ত্রিপুরায় এবং মিজোরামে এসে প্রবেশ করতে হয়। এখানে একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাংলা দেশে এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সেখানকার যে শাসকগোষ্ঠি, তারা চায় বাংলা দেশকে স্বাধীন একটা মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করতে। কাজেই যারা মুসলিম নয় তাদের উপরই তাদের আক্রমন। তারাই হচ্ছে তাদের আক্রমনের মূল লক্ষ্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনি রিসেসের পরে আপনার বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন। বেলা ২টা পর্য্যন্ত হাউস মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, যে প্রসঙ্গ নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করছিলাম, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার পুরাপুরি আশ্বাস দেওয়া সত্বেও সেখানকার সংখ্যালঘু উপজাতি সম্প্রদায়ের উপর এখনও ক্রমাগত আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেই দেশের সরকার বাংলাদেশকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। কাজেই বাংলাদেশে যে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা নন-মুসলিম আছে, সে বাঙ্গালী হিন্দুই হোক আর উপজাতিই হোক তাদের উপর এই আক্রমন অব্যাহত থাকবে এবং এটা আজকে প্রমানিত হয়ে গেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তাই আজকে এই প্রশ্ন স্বভাবত উঠবে যে সেখানে যে সব নন-মুসলিম মাইনরিটি রয়েছে, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে কি না? এবং সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী যে রাষ্ট্র ভারত রয়েছে, তারও দায়িত্ব আছে। কারণ বাংলাদেশে যে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের জন্য আমাদের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব পালন করার কথা আছে। আমরা দেখেছি যে ইতিপূর্বে বহু হিন্দু বাঙ্গালী এবং উপজাতি সেখানকার সংখ্যালঘু তারা সেই দেশ থেকে ভারতে চলে এসেছেন এবং ভারত সরকার তাদেরকে এই দেশে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন। যেমন পাঞ্জাবের রাজ্যে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল, তারা যখন ভারতে আসে, তখন ভারত সরকার তাদের জায়গা জমি এবং আথিক সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসন দিয়েছেন এবং তাদেরকে ভারতের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তেমনি ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছেন আমাদের এই সভার সদস্য শ্রীমোহন লাল চাকমা, শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা এবং শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। তারা নিশ্চয় জানেন যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের নিরাপত্তা সম্ভব কি না। তাছাড়া ১৯৭৮ সালে আমাদের পুনর্বাসন মন্ত্রী এই সভায় বাজেট সেসানের সময় এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে ত্রিপুরাতে প্রায় ২২ হাজারের মত বাংলাদেশী লোক বসবাস করছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী আজ পর্য্যন্তও একজন বাংলাদেশী নাগরিককে ঐ দেশে পাঠাতে পারেন নি, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বাংলাদেশ সরকারের উপর ঐ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার গ্যারান্টি আশা করা যায় না। কাজেই এই অবস্থায় তাদের সেই দেশে পুস ব্যাক করাও সম্ভব নয়। তাই আমি মাননীয় সদস্য, নিরঞ্জন বাবুকে প্রশ্ন করতে চাই, কারণ বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন বিদেশী নাগরিকদের পুস ব্যাক করা হবে, কিন্তু তিনি কি বাংলা দেশে ফিরে যেতে রাজী হবেন? কাজেই তাদেরকে ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়, তাদের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব সেটা আমাদের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। কাজেই শরণার্থীদের যে সমস্যা নিরাপত্তার সমস্যা, সেটা যতদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশে সুনিশ্চিত না করা যায়, ততদিন তাদেরকে এখানে রাখতে হবে। কারণ মানবতার খাতিরে আমাদের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই সে দিক থেকে আমরা বলব যে বাংলাদেশে যতক্ষণ না সংখ্যা-লঘুদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা না হয়, ততদিন তাদের এখানে রাখতে হবে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে দেখেছি যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সংখ্যা লঘুদের নিরাপত্তা ফিরে আসবে কি না এক্ষুনি সেটা বলা মুস্কিল। তাই এই সমস্যার সমা-ধানের জন্য আমাদের ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে বলা উচিত যে বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে নন-মুসলিম সংখ্যালঘুরা রয়েছে, সেই অঞ্চলটা যেন তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। অথবা ভারত সরকারের উচিত এই দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে তাদের জায়গা দিয়ে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। আর এটাই হচ্ছে একমাত্র এই সমস্যার সমাধানের উপায়। আর আমি যখন ৩০শে জুন তারিখে শিলাছড়িতে যাই তখন আমি দেখেছি যে সরকার থেকে শিলাছড়ি বাজারে শরনার্থীদের রাখার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে শরণার্থীদের মধ্যে যারা মহিলা আছেন, তাদের কাচ্চা-বাচ্চা আছে, তাদের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় নি। এমন কি খাবারও দেওয়া হয় নি। অথচ আমাদের যুব সমিতির যে সদস্যরা সেখানে রয়েছে, তারা শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমি নিজেই এই সম্পর্কে পুলিশ অফিসারকে জানিয়েছি, সেখানে ডি, এস, পি, পুলিশ অফিসার রয়েছে, তার সঙ্গে শরণার্থীর বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছি, যাতে শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এমন কি পরবর্তী সময়ে আমি এই বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ করেছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন যে ইমিডিয়েটলি করা হবে। তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়কে

অনুরোধ করব যে তাদের চিকিৎসার ব্যয়স্থা করুন, তাদের খাবার দেওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করুন এবং সেই সঙ্গে ভারত সরকারের কাছে বাংলাদেশে যে সমস্ত সংখ্যালঘু আছে, যারা নন-মুসলিম তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে বলুন। অথবা এই সভার সদস্য, শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, শ্রীমোহন লাল চাকমা এবং শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসকে ঠিক যে ভাবে সরকারী সাহায্যে এই রাজ্যে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে বাংলাদেশ থেকে চলে আসা শরণার্থীদেরও সরকারী সহায্যে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক, কারণ মানবিকতার খাতিরেই তাদের জন্য আমাদের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই এবং আশা করব যে বামফ্রন্ট সরকার এই দিক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এগিয়ে যাবেন।

শ্রীব্রজগোপাল রায়ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক যে বাংলাদেশী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সংখ্যক উপজাতি উদ্বাস্তু বাংলাদেশ থেকে এসে অমাদের এই রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমরা যখনই এই খবর পাই, সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এবং মানবিকতার খাতিরে তাদেরকে এখানে আশ্রয় দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু এর মধ্যেও একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে ১৯৭১ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সালের পর যে সব বাংলাদেশী লোক বাংলাদেশ থেকে এই দেশে আসবেন, তাদেরকে বিদেশী হিসাবে গণ্য করা হবে এবং আমাদের সীমান্তে যারা পাহারার কাজে নিযুক্ত আছেন, তারা এই সব বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের পুস ব্যাক করতে পারবেন। কিন্তু মানবিক কারণে আমরা বলেছি যে তাদেরকে এই অবস্থায় ফিরিয়ে না দিয়ে, আশ্রয় দেওয়া উচিত। এবং মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি বলেছেন যে শরণার্থীরা সেডের মধ্যে ছিল তখন তাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমি মাননীয় বিধায়ককে অনুরোধ করব যে এই ভাবে হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। আমরা প্রথম থেকেই তাদের জন্য শেড করে দিয়েছি, এর আগে স্বাভাবিক ভাবেই যখন হঠাত তারা এসে পড়ল তখন তাদের কিছু কিছু অসুবিধা হয়েছে কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে শুকনা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় বিধায়ক যে কথা বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতির ছেলেরা চাঁদা তুলে দিয়ে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, এই কথা ঠিক নয়। (ইন্টারাপশান) (ভয়েস—শীলাছড়িতে হয়েছিল) সেখানকার হাসপাতালে সাব্রুমের হাসপাতালে যে সব সুযোগ সুবিধা ছিল তাদের সেই সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে সেখানে গিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তাদের বলেছি যে আপনারা তাদের সহানুভূতির সঙ্গে চিকিৎসা করবেন এবং এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি যে উপজাতি শরণার্থীদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে তারা হাসপাতালে যেতে চান না। আমি তাদের সর্দারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি এবং তাদের বুঝিয়ে বলেছি যে আপনারা আপনাদের লোকদের বুঝিয়ে বলুন যাতে তারা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যায়। আমি নিজে উপস্থিত থেকে ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি এবং আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছি যে তাদের কোন অসুবিধা আছে কি না। তারা আমাকে বলছে যে তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমি মাননীয় বিধায়ককে অনুরোধ করব যে তিনি যেন আগুন নিয়ে না খেলেন। কারণ বাংলাদেশে এখনও ৭০ লক্ষ লোক রয়ে গেছে। আজকে যারা আমাদের দেশে রয়ে গেছে তাদের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে, আমাদের চেষ্টা করতে হবে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের আলাপ আলোচনা করে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে এনে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার এবং এই জন্য আমাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারকে চেষ্টা করতে হবে। এইটাইতো আন্তর্জাতিক নিয়ম। আর মাননীয় বিধায়ক যে কথা বলেছেন যে তাদের এখানে রেখে দিতে হবে এটা মোটেই সম্ভব নয়। আর একটা কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—কিছু দিন আগে তো আপনারা দিল্লীতে গিয়েছিলেন এবং শ্রীমতি গান্ধীকে অনুনয় বিনয় করেছিলেন কি ভাবে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা যায় কিন্তু একবারও কি এই কথা বলেছিলেন যে এই সব শরণার্থীদের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় শুধু এটাই নয় আরও অসামঞ্জস্য তারা দেখিয়েছেন—তারাই দাবী করেছিলেন যে ১৯৪৮ সালের পর যারা ত্রিপুরায় এসেছেন তাদের বিতারণ করতে হবে

আর এখন তারাই আবার বলছেন এই সব লোকদের ত্রিপুরায় জায়গা দিতে হবে। কাজেই এই সব ডিপলুমেসি এখানে চলতে পারে না। উস্কানী দিয়ে এই ভাবে দাঙ্গায় সৃষ্টি করবেন না এখানে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করবেন না। তাই মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া যে কথা বলেছেন এই সব কথা শান্তির সহায়ক নয় এখানকার মানুষ যাতে শান্তিতে থাকতে পারে সে জন্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আর এখানে যারা বিপন্ন হয়ে এসেছে তাদের এখানে কিছু দিন রাখতে হবে তারপর তাদের ফিরে যাবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে তাদের ফেরত পাঠাতে হবে। তারা যতদিন এখানে থাকে ততদিন তাদের জন্য চাল, ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে এবং সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই জন্য আমি কিছুদিন আগেও গিয়েছিলাম এবং আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী গতকাল গিয়েছিলেন, এই ভাবে তাদের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরা তাদের সঙ্গে যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করছি কিন্তু এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আজকে ১০ হাজার লোকের বোঝা—আমরা মানবিক কারণেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তাদের ফিরে যেতে হবে এবং হাউসের সামনে এই দাবী রাখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের শান্তিপূর্ণ ভাবে যাতে নিজের দেশে ফিরে যেতে পারে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে পরবর্তী কার্যসূচী হলো---

"The Tripura Tribunals of criminal jurisdiction (repeal) bill 1981 (Tripura bill No. 7 of 1981) ." বিবেচনা করার জন্য উৎথাপন"। আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উৎথাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—Mr. Speaker Sir, I beg to move "That the Tripura Tribunals of Jurisdication (Repeal) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 7 of 1981) be taken into consideration."

Mr. Dy. Speaker :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্য যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Tribunals of criminal jurisdiction (repeal) bill 1981 (Tripura bill No. 7 of 1981) বিবেচনা করা হউক।"

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটার উপর আমি আলোচনা করতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আপনি আলোচনা করতে চান? করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা ট্রাইব্যুনাল বিল গত গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে জারী করা হয় এবং এটার উদ্দেশ্য ছিল বিরোধীদের শায়েস্তা করা। গত জুনের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সমস্ত দল বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতিকে পুলিশকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা, এমন কি বিচারালয়কে ব্যবহার করার জন্য এই অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছিল। এর ফলে সারা ত্রিপুরায় আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলেই আজকে বামফ্রন্ট সকরার এই এক বছরের মধ্যেই এটাকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।

বামফ্রন্ট সরকার স্বেচ্ছায় এই বিল তুলে নিচ্ছেন এটা ঠিক নয়। আজকে সাধারণ মানুষ খুব সচেতন তাদের অধিকার সম্পর্কে এবং দেশের আইন কানুন সম্পর্কে। বামফ্রন্ট সরকার এটা করেছিলেন একটা বিরাট উদ্দেশ্যে নিয়ে এবং তাদের সেই উদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র আজকে জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে বানচাল হয়ে গেছে। সেটাকে প্রয়োগ করতে পারেন নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, যে সমস্ত পুলিশ সেই দাঙ্গা প্রসারে সাহায্য করেছিলেন সেই সমস্ত পুলিশ এবং তাদের দলীয় কর্মীদেরকে যারা দাঙ্গায় জড়িত ছিল তাদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছিল। আর যুব সমিতির সংগঠনকে দুর্বল করার জন্য এবং তার বিরুদ্ধে বিচারালয়কে ব্যবহার করার জন্যই এটা করা হয়েছিল। কাজেই আমি আজকে সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানাই তাদের সংগ্রামী মনোভাবের জন্য। আজকে তাদের জয় হয়েছে। ইতিহাস বলছে যে কোন অন্যায় কখনও স্থায়ী হয় না। তাই আজকে দেখা যায় বামফ্রন্ট সরকারকে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে হচ্ছে এবং এই বিল তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই আজকে এই বিলকে আমি সমর্থন করছি, এবং ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ভেবেছিলাম এই বিলের উপর কিছু বলব না। কিন্তু মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে বলতে হচ্ছে। যারা আইন সম্পর্কে মূর্খ তারাই শুধু এই ধরনের বক্তব্য রাখতে পারে। কারণ এই ট্রাইবুনেলে এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি যা সাধারণ বিচারালয়ের ক্ষমতার বাইরে। এটা আগে আমরা বলেছি, এই সরকারের পক্ষ থেকে যে ট্রাইবুনেলকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটা সাধারণ আদালতের ক্ষমতা। ট্রাইবুনেল ছাড়া এতগুলির মামলার দ্রুত বিচার দুই একটা কোর্টে করা সম্ভব নয়। তারপরে আমরা দুইটা ট্রাইবুনেল গঠন করি। আমরা বলেছিলাম যে প্রয়োজন হলে আরও ট্রাইবুনেল আমরা করব। ওদের আন্দোলনের ফলে মামলাগুলি শেষ করা যায় নি। ফলে যারা বিচারাধীন কয়েদী তাদের প্রভুত ক্ষতি হয়েছে। তারা হয়ত আরো আগেই মামলা থেকে রেহাই পেতেন যদি ওরা বাধা না দিত। কাজেই ওদের যে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন জনসাধারণকে সাহায্য করে নি, ক্ষতি করেছে। যারা আসামীর কাঠগড়ায় এবং নিজেরা জানেন যে অনেক অপরাধ করেছেন তারাই এই ট্রাইবুনেলের ভয়ে কাপছে কিন্তু তারা জেনে রাখুন যারা আসল আসামী তারা ট্রাইবুনেল হোক বা সাধারণ আদালত হোক তাদের কোন ক্ষমা নেই। যারা মানুষকে খুন করেছেন তাদেরকে কোন আদালতই ক্ষমা করবে না। এখন আমাদের অনেকগুলি কোর্ট হয়েছে। কাজেই এই ট্রাইবুনেল অ্যাকটের আর কোন দরকার নেই। সেইজন্য আমরা এটাকে রিলিফ করতে চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল

"The Tripura Tribunals of criminal Jurisdiction (repeal) Bill, 1981 (Tripura bill No. 7 of 1981) বিবেচনা করা হোক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং এবং ২ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(তারপরে প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(তারপরে প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং শিরোনামটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল—

The Tripura Tribunals of criminal jurisdiction (repeal) bill 1981 (Tripura bill No. 7 of 1981)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোহদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে

"The Tripura Tribunals of criminal jurisdiction (repeal) bill 1981 (Tripura bill No. 7 of 1981) be Passed."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—

"The Tripura Tribunals of criminal jurisdiction (repeal) bill, 1981 (Tripura bill No. 7 of 1981)

পাশ করা হোক।"

(তারপরে প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশান। প্রস্তাবটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। এই প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়। প্রথমে শ্রীজমাতিয়া তার প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন। তারপর শ্রীচৌধুরী তার সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি তার প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে যে "এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরার সমস্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হোক।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি উৎথাপন করতে অপনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার প্রস্তাবটি হল—

That the following be added at the end of the resolution after wards,

"ভাতা দেওয়া হোক" এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করুন।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই আলোচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি হাউসে দেখছি শাসক গোষ্ঠীর মন্ত্রী, ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যারা সবাই হাউসের বাইরে চলে গেছেন। এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে উনারা লজ্জা পাচ্ছেন। ১৯৭৭ সাল থেকে উনারা প্রত্যেক দিন জনসভায় ঘোষণা করতেন যে আমরা ক্ষমতায় গেলে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদেরকে পাইয়ে দেব। এইভাবে তারা হাজার হাজার ভোট তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার এই প্রস্তাবটা এটাতে আমি শুধু চেয়েছিলাম যে সমস্ত কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হোক। কর্মচারীদের এই দাবী দীর্ঘ দিনের দাবী। এই ব্যাপারে তারা দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন, এই দাবীটা আমাদের সারা ত্রিপুরার মানুষের দাবী।

স্যার, ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের এই দাবী দীর্ঘ দিনের এবং এই দাবী নিয়ে তারা অনেক আন্দোলনও করেছেন। কাজেই আমি দাবী করছি ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তাদেরকে বঞ্চনার হাত থেকে অব্যাহতি দিন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার এই প্রস্তাবে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন যে—কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি উনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে ভারতবর্ষের সমস্ত কর্মচারীতো কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী নন। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নেবেন কেন? আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী হয়ত আমার প্রস্তাবটা পড়েন নি বা বুঝতে পারেন নি যার ফলে উনি খেয়ার খুশী মত আমার প্রস্তাবের উপর একটা এমেণ্ডমেন্ট নিয়ে এসেছেন। উনি হয়ত মনে করেছেন যে কিছু দিন আগে তো আমরা কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দিয়েই দিয়েছি, বোধ হয় কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদেরকে মহার্ঘ ভাতা দেন নি। তাই আমার মনে হয় উনি আমার প্রস্তাবের উপর এই এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে উনারা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কাজেই উনার এই ভুলটাও হয়তো অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এই ভুলটা করে থাকেন তাহলে আমি উনাকে অনুরোধ করছি উনি যেন আমার প্রস্তাবটা ভাল করে পড়ে দেখেন। স্যার, আমি যে প্রস্তাব এনেছি সেটা হচ্ছে ঃ—ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীতো কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। আজকে যারা ট্রেজারী বেঞ্চে বসে আছেন তারা কি এই কথা বলতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকার তোমার কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছ না কেন? আপনারা তো কেন্দ্রীয় সরকারের পিছনে লেগেই আছেন। আপনারা বলুন না কেন্দ্রীয় সরকারকে যে—আমরা এই সুযোগগুলি আমার রাজ্যের কর্মচারীদেরকে দিয়েছি, কাজেই তুমিও তোমার কর্মচারীদেরকে এই সুযোগগুলি দিয়ে দাও। স্যার, নির্বাচনের সময় উনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে---আমরা ক্ষমতায় এসে রাজ্যের কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিয়ে দেব। একটা আদর্শ তারা তুলে ধরবেন ত্রিপুরার মানুষের কাছে। আর রাজ্যে শোষন বন্ধ করবেন, অবিচার বন্ধ করবেন, দলবাজী বন্ধ করবেন। কিন্তু তারা তো এই কথা বলেন নি যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ করলেই আমরা কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দিয়ে দেব। উনারা এই সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্যার কিছু দিন আগে আমরা দেখেছি ঈশান চন্দ্র নগরে হেড মাষ্টার নিয়োগ করা হয়েছে দলীয় কর্মীকে। মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার, উনি নিজে গিয়ে সিলেক্ট করলেন এমন এক ব্যক্তিকে যিনি কম্পার্টমেন্টালে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন, অত্যন্ত কম মার্ক পেয়ে গ্রেজুয়েশন ডিগ্রী পেয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার প্রস্তাবের উপর আলোচনা করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, শ্রীশিশির কুমার দাসকে হেড মাষ্টার পদে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে। যিনি আই, এ, তেও কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনি "রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হোক" আপনার এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করুন। অন্য বিষয়ে আলোচনা করবেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, আমার এই বক্তব্য বিচ্ছিন্ন না। আমার প্রস্তাবেরই এটা একটা অংশ। এই ভাবে তারা নিয়োগ নীতিকে না মেনে দলীয় কর্মীদেরকে নিয়োগ করছেন। কিন্তু যারা এফিশিয়েন্ট তাদেরকে উপেক্ষা করছেন। স্যার, এপয়েন্টমেন্ট রুলস অনুসারে ম্যানেজিং কমিটির এপ্রোভেল নিতে হয়। কিন্তু তারা দলীয় স্বার্থে এই এপ্রোভেল নেন নি।

শ্রীনকুল দাস ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সে সম্পর্কে আগে থেকে নোটিশ দিতে হয়। এটাই হচ্ছে পার্লামেন্টারী নিয়ম।

কিন্তু মাননীয় সদস্য বোধ হয় এই নিয়ম নীতি জানেন না। কাজেই আমি আপনাকে অনু-রোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উৎথাপন করছেন সেগুলি প্রসিডিং থেকে একসপাণ্ড করার জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি আপনার প্রস্তাবের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---তিনি এমন একজন হেডমাষ্টারকে নিয়োগ করলেন যার কোন এফিশিয়েন্সী নাই। ম্যানেজিং কমিটির এপ্রোভেল পর্য্যন্ত নেওয়া হল না। স্যার, ল্যাম্পস-গুলিতে উনারা দলীয় কর্মী নিয়োগ করতে পারছেন না বলে আজকে ঐ ল্যাম্পসগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কো-অপারেটিভগুলিকে, উনাদের দলীয় লোক দিয়ে গার্ড দিয়ে রাখা হচ্ছে। এই অবস্থা চলছে। স্যার, রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছেন যে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত বেসিক পে ধারী কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই---তারা কি নির্বাচনের এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন যে একটা অংশের কর্মচারীকে কেন্দ্রীয় হারে ভাতা দেওয়া হবে, আর অন্য অংশকে দেওয়া হবে না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ না করলে উনারা দিতে পারবেন না। অর্থাৎ কেন্দ্র যদি কমিউনিষ্ট সরকার আসে তাহলেই বাকী অংশের কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে ভাতা দেওয়া হবে, এই কথা তারা বলুন না। নির্বাচনের আগে উনারা বলেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কর্মচারীদেরকে যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, তার চেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা উনারা এই রাজ্যের কর্মচারীদেরকে দেবেন। আজকে উনাদের বহু ঘোষিত সেই প্রতিশ্রুতি আজকে উনারা পালন করছেন না। উনাদের বক্তব্যের ধরণ দেখে মনে হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদেরকে মহার্ঘ্য ভাতা দিচ্ছে না, তাই তাদের এত বিষোদগার। কিন্তু না, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাদের কোন ক্ষোভ নেই। কেন না কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারই তার কর্মচারীদেরকে দিচ্ছেন না। কাজেই যেটা দিচ্ছেন না সেটা নিয়েই আমার আলোচনা। আজকে সরকারী কর্মচারীরা যখন কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, যখন সরকার তাদের প্রভাব কর্মচারী মহলে হারিয়ে ফেলেছে, তখন কর্মচারীদেরকে বশে রাখার জন্য তারা ডিভাইডিং রুল চালু করছেন। কি করছেন? একজন কর্মচারীকে সুযোগ দিচ্ছেন, আর অন্য জনকে তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন এই বলে যে মহার্ঘ্য ভাতা তো দিতে পারছে না, কাজেই তোমাকে তোমার বাড়ীর পাশে ট্রান্সফার করে দেব; আরেক জনকে বলছেন তোমাকে প্রমোশন দিয়ে দেব। এই ভাবে তারা জোড়াতালি দিয়ে সমন্বয় কমিটিকে রাখবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই করেও তারা হাল ধরতে পারছেন না আজকে নীচু তলার কর্মচারী থেকে শুরু করে অফিসার পর্য্যন্ত কাজ করছেন না। সেক্রেটারী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন অফিসে কর্মচারীরা কাজ করছে না। তাস খেলছে, আড্ডা মারছে, কোন এডমিনিষ্ট্রেশান নাই।

তার কারণ হচ্ছে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তারা ব্যর্থ হয়। তারা বর্তমানে সমন্বয় কমিটির পুতুল হয়ে আছেন। তারা সমন্বয় কমিটি ভাবে অ্যাপ্রুভেল করে সেই অ্যাপ্রুভেল অনুযায়ী তারা কাজ করে। যদি সমন্বয় কমিটি কোন অন্যায় করে থাকে তাহলে তার বিরোদ্ধে তারা অ্যাকশান নিতে পারে না। এই হচ্ছে ত্রিপুরার প্রশাসনিক অবস্থা। কর্মচারীদের অসহযোগিতার জন্য উন্নয়নমূলক কাজ ব্যহত হচ্ছে। তার দিকে সরকারের কোন নজর নাই। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মহার্ঘ্য ভাতা দেবেন বলে, সেই প্রতিশ্রুতি তারা পালন করবেন বলে আমি আশা করি। মাননীয় সদস্য শ্রীচৌধুরী যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তা কর্মচারীদের মহার্ঘ্যভাতা দেওয়ার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করবে। আমি আশা করব সরকারী পক্ষের সকল সদস্যরা আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার কথা, সেটা বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে তার আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে নীচের তলার যারা কর্মচারী আছেন তাদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করছেন। ইতিমধ্যে তা ঘোষণা হয়ে হয়ে গেছে। অক্টোবর মাস থেকে সেই টাকা তারা পাবে । সবাইকে এখন দেওয়া হবে না আর্থিক সংস্থান না হওয়া পর্য্যন্ত। বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য এক পাও পিছ পা হন না। বিশেষ করে তারা প্রথমে নীচের তলার যারা কর্মচারী আছেন তাদের প্রতি নজর দেন। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা তো খুব সুন্দর প্রস্তাব। এই প্রস্তাবকে তো সমর্থন করার কথা। এত সুন্দর প্রস্তাব এর আগে বিরোধী দলের সদস্যরা কখনও আনেন নি। এটা তো খুব আনন্দের কথা। ত্রিপুরার সকল কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দিতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র মানুষের জন্য উন্নতির জন্য, ত্রিপুরার উন্নয়ন মূলক কাজ কর্ম করার জন্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার সদা প্রস্তুত। কিন্তু তাদের আয় সীমিত। এই আয়ের মধ্যে তারা ত্রিপুরার উন্নয়ন মূলক কাজ যথেষ্ট পরিমাণে করছে। আমাদের বামফ্রন্টের সরকার জনগণের জন্য কাজ করতে চায়, জনগণের জন্য টাকা খরচ করতে চায়। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া আমি যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি এটার বিরুদ্ধে কেন যে বললেন তা আমি বুঝলাম না। এতে সন্দেহ হয় তারা কি সত্যি সত্যিই কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ্য ভাতা চান কিনা। পরিকল্পনা কমিশন, ফিনান্স কমিশন যে অর্থ বরাদ্দ করেন এই ত্রিপুরার জন্য এই বরাদ্দকৃত টাকা খুবই কম। সেই টাকা দিয়ে কিছুই করা যায় না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কি চান, কৃষকদের উন্নয়ন মূলক কাজ বাদ দিয়ে, কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হোক, উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেটাকে

বাদ দেওয়া হোক বা জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যে অর্থ ধরা হয়েছে সেগুলি থেকে বাদ দিয়ে কর্মচারীদেরকে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হোক। আমাদের ত্রিপুরার জন্য আ.থক বরাদ্দ খুবই কম লোক সংখ্যার তুলনায়। কেন্দ্রীয় সরকার সেদিকে নজর দেন না। তাদেরকে বলতে শোনা যায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কথা রাজ্য সরকারই ভাববে। এই সব কায়দা করে তারা কথা বলছেন। বর্ত্তমানে যে বিরোধী দলের সদস্যরা আছে তারা কেন্দ্রীয় সর-কারের এজেন্ট হয়ে তারা কংগ্রেস (আই) এর এজেন্ট হয়ে এইসব কথাগুলি বলছেন। তারা এইটা বুঝতে পারেন না যে এই রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আর্থিক বরাদ্দ কম। তারা এইটা বুঝেন না। তাদের এই ব্যাপারে দায়িত্ব রেখে তাদের বক্তব্য রাখা উচিত। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিনের পর দিন জানাচ্ছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আথিক বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করার জন্য। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তার এই সীমিত আয়ের মধ্যে আগে নীচের তলার মানুষের ব্যবস্থা করেছেন এবং তারপরে তারা আর্থিক সংস্থানের অভাবে উপরের স্তরের কর্মচারীদের জন্য ঢালাও ৭৫ টাকা হারে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সেই যে মনিপুর সেই মনিপুরেও কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা কর্মচারীদের দেওয়ার জন্য মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু আমাদের এখানকার জন্য মঞ্জুর করেন নি। আমরা চাই সকল কর্মচারীদেরকে মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া হোক। কিন্তু ত্রিপুরার আয় সীমিত। তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি ত্রিপুরার জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য যাতে করে ত্রিপুরার সমগ্র কিছু উন্নয়ন প্রকল্পে আমরা খরচ করতে পারি, এবং বাম-ফ্রন্ট সরকার যে ভূমিকা নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য সেটা করতে পারি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। মহার্ঘ্য ভাতা কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটা অংশকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারী সকল কর্মচারীদেরকে সেই মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হয় নাই। বামফ্রন্ট সরকারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় বলে থাকেন তারা নাকি ভীষণ জনদরদী। কিন্তু তাদের কার প্রতি দরদ বেশী? উপর তলার মানুষদের প্রতি নাকি নীচের তলার মানুষদের প্রতি। মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার বিষয়ে যা মনে হয় তাদের উপর স্তরের লোকদের প্রতিই দরদ বেশী। কারণ আমরা দেখেছি যাদের ৩০০ টাকা মূল বেতন তাদেরকে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার জন্য তারা ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু যারা নীচের স্তরের অর্থাৎ যাদের বেতন আরো কম তাদেরকে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা দেখি না। যদি তারা নীচের স্তরের যারা কর্মচারী আছেন তাদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন তাহলে তাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাতে পারতাম। তারা যাদের মাথায় তেল আছে তাদের মাথায় তেল ঢালেন। যারা বেশী টাকা বেতন পান বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য মহার্ঘ্য ভাতার ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের যে বড় বড় বুলি তা এখানে অসার হয়ে যায়। হয়ত তাদের জ্ঞানের অভাব আছে এই ব্যাপারে। নীচের তলার মানুষরা সব সময়ই বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, আজকে এই হাউসে

শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের নয় ভারতবর্ষের সকল কর্মচারীদের যাতে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাতে ব্যবস্থা করে এই রকম একটা প্রস্তাব আনলে ভাল হত। এটা হয়ত একটা গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শ রূপ। তাহলে বামফ্রন্ট সরকার বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতেন। এই প্রস্তাবটি যদি এ রকম না হয়ে জাতীয় ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার মহার্ঘ্য ভাতা প্রবর্ত্তন করুন এই রকম হলে ভাল হত। এই রকম দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা দরকার।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বশ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য তাড়াতাড়ি মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক, এবং এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ রাখছি। আমরা চাই ত্রিপুরা সরকার মনিপুরের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে, কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজেদের শক্তিতে এবং নিজেদের ক্ষমতা বলে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। তাই আজকে মাননীয় বিধায়ক সমর চৌধুরী যে প্রস্তাবটি এনেছেন তাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। কারণ আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকার কখনও কোথাও সহজে কিছু দিতে রাজি হন না, কারণ তিনি যদি ত্রিপুরাতে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দিতে রাজী হন তাহলে তাকে সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যেই তা দিতে হবে, আর তাতে করে তাঁর বাজেটের অনেকটা ঘাটতি দেখা দিবে। তাই আমি দাবী করব যে রাজ্য সরকারকে নিজের বাজেট থেকে বাঁচিয়ে তবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দিতে হবে। আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা যাদের জন্য রাজ্য সরকার করেছেন তারা অফিসে কোন কাজ করে না, দিনের পর দিন কাজে ফাঁকি দিয়ে যায়, তাতে করে রাজ্যে কাজের ব্যাঘাত ঘটে। কাজেই কাদের জন্য এই মহার্ঘ্য ভাতা, যে সমস্ত কর্মচারীরা অফিসে কোন কাজ করে না, শুধু অফিসে এসে দলাদলি করে পার্টির কাজ করে, আর সমন্বয় করে, তাদের জন্য তো আমাদের কোন দরদ থাকার কথা নয়। তবুও দেশের সাধারণ নাগরিক হিসাবে সব কর্মচারীইতো আর সমন্বয় করে না। তাই রাজ্যের সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতার ব্যবস্থা করা হউক এইটাই আমরা চাই। যারা অফিসে এসে কোন কাজ করবে না আর শুধু দাবী করবে তাদের জন্য শুধু কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতার ব্যবস্থা করা হবে এই টা আমরা চাই না। আমরা চাই সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সমান ভাবে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার ব্যবস্থা করা হউক। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত কর্মচারী রয়েছেন তাদের জন্যও মহার্ঘ্য ভাতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের এই অর্ধেককে মহার্ঘ্য ভাতা দিয়ে বাকী অর্ধেককে না দিয়ে যে সংগ্রামের হাতিয়ার গড়ার চেষ্টা করেছেন তাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। বামফ্রন্ট সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার এই সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমরা চাই বামফ্রন্ট সরকার তার সমন্বয় করা কর্মচারীদের কথা শুধু চিন্তা না করে রাজ্যের সর্বশ্রেণীর কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, এই দাবী ও অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাবটি এসেছে, আমি তার সমর্থনে কিছু বলতে চাই। এই হাউসের সামনে এর আগেও এই প্রস্তাবটি এসেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সমান পর্যায়ে আমাদের রাজ্য কর্মচারীদেরকেও মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, এইটা আমাদের এই হাউসের গৃহীত সিদ্ধান্ত, আজকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাওয়ার কোন কারণ নাই। বরং ইতিমধ্যেই সারা ত্রিপুরার মানুষ তাদের ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই দাবীটাকে আরও জোরদার করে তুলেছেন। এইটা শুধু কর্মচারীদের দাবীই নয়, এইটা সারা ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের দাবী, কারণ কর্মচারীরাও ত্রিপুরার জনগণের একটা অংশ। আজকে যারা মূল প্রস্তাব তুলেছেন তাদের যে মূল বক্তব্য কি সেটাই ঠিক বুঝা গেল না, কাজেই তার উপর যে কি জবাব দেওয়া যায় তা বুঝতে পারছি না। কারণ একদিকে তারা সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে খর্গহস্ত, আবার অন্যদিকে তারা তাদের জন্য মহার্ঘভাতার দাবী করছেন, কাজেই কোনটা তাদের আসল বক্তব্য সেটা তাদের বক্তব্যের ধাচ থেকে বুঝা যায় নি। কংগ্রেস আমলে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যেভাবে আক্রমণ হয়েছে, আজকে আবার তাদের বিরুদ্ধে যে "এসমো" এসেছে, আমাদের বিরোধী সদস্যারা আবার তাকেও সমর্থন করেছেন, এতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আক্রমণটার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংগ্রামী মানুষ বা কর্মচারীগণ? তাদেরকে বিনা বিচারে আটক করার আইনকে তারা সমর্থন করেছে। আবার ধর্মঘটী কর্মচারীদেরকে যদি আমরা আর্থিক সাহায্য করি তাহলে হয়তো আমাদের ফাঁসী হতে পারে, এই ধরনের আইনকে যারা সমর্থন করতে পারে, তাদের মুখ দিয়ে হঠাৎ সরকারী কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘভাতার প্রস্তাব আনাটা গৌরবের কথা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এনেছিলাম এবং দৃষ্টিতে আনার পরে তারা আমাদেরকে লিখেছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এখন টাকা নাই, রাজ্য সরকার যদি তহবিল সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে রাজ্য সরকার সেই তহবিল থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে মহার্ঘভাতা দিতে পারেন।

মাননীয় সদস্যারা জানেন কিনা জানিনা, এই রাজ্যে টেক্স ও খাজনা দেওয়ার মত লোক খুব কমই আছেন। এখানে দশ টাকা সংগ্রহ করার মত ক্ষমতাও নেই। তাই আমরা গতবছরের বাজেট করার সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে শতকরা ১০০ ভাগ গ্রেন্টস্ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বলেছিলাম। বিশেষ করে গত জুনের দাঙ্গার পর ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং আমাদের রিসোরস্ মবিলাইজেশান করার ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা দেননি, অথচ আমরা দেখেছি মণিপুরের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা একশ ভাগই গ্রান্টস্ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের অধিক পরিমাণে রিসোর্স ক্রিয়েট করার জন্য বলেছেন কিন্তু আমাদের তো রিসোর্স ক্রিয়েট করবার মত কোন স্কোপ নেই। আর ট্যাকস বসিয়ে তো এই রাজ্যে রিসোর্স ক্রিয়েট করা অসম্ভব।

অন্যান্য উন্নত এবং অগ্রসর রাজ্য যেমন পশ্চিমবাংলা তারা নিজেরা অধিক পরিমাণে রিসোর্স করতে পারছে বলে তারা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা কর্মচারীদের দিতে পারছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ফিনান্স কমিশন যে অর্থের বরাদ্দ করেছেন আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা মহার্ঘভাতা হিসাবে কর্মচারীদের দিয়েছি। তাছাড়া কেন্দ্রীয় হারের চেয়ে রাজ্যের হার কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বেড়ে গেছে।

মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ দেববর্মা বলেছেন যে আমরা নাকি উপরের তলার কর্ম্মচারীদের বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়েছি আর নিচের তলার মানুষের প্রতি আমরা মোটেই দৃষ্টি দেইনি। আমি বলব শ্রী হরিনাথ দেববর্মা এতদিন ঘুমিয়েছিলেন। তিনি তো আন্ডার গ্রাউণ্ডে ছিলেন তাই সেখানে বুঝি খবরের কাগজও দেখেননি। আমাদের সরকার নিচের তলার প্রায় সকল কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দিয়েছেন। আর উপরের তলায় যারা আছেন তাদের ফ্ল্যাট হারে ৭৫ টাকা অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা দিয়ে কেন্দ্রীয় হারের সাথে কিছুটা ব্যবধান কমিয়ে নিয়ে এসেছেন। বাকি যে ব্যবধান রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন। এই বাজেটে তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আগামী বছরের বাজেটে তা বিবেচনা করা যাবে। সুতরাং আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য না করে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তা সমর্থন করবেন।

মি. ডে. স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—

"দ্যাট দি ফলোয়িং বি এডেড এট দ্যা এন্ড অব্ দ্যা রিজোলিউশান আফটার দ্যা ওয়ার্ডস্ "ভাতা দেওয়া হোক"-"এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করুন।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধীত আকারে প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরার সমস্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারী-দের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়া হোক এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করুন।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে পাশ হয়)

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ— আরেকটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশানটি সভায় উৎথাপন করতে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার রেজিলিউশানটি উথাপন করছি। রেজিলিউশানটি হলো ঃ—

"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে আগামী বাজেটে ত্রিপুরার জন্য একটি কৃষি মহা বিদ্যালয় ও একটি ম্যাডিক্যাল কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা করা হোক"।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলতে চাই।

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের অত্যন্ত দূরবর্তী অংশে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্য যার চতুর্দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। এই রাজ্যের জনগণ সম্পূর্ণরূপে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। শতকরা প্রায় ৯০ জন লোকের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষি।

ত্রিপুরার একদিকে রয়েছে পার্বত্য অঞ্চল যেখানে রয়েছে রিজার্ভ ফরেষ্ট। সেই পাহাড় ও পার্বত্য অঞ্চলে উন্নতমানের চাষবাস করা সম্ভব হয় না। এদিকে ত্রিপুরায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই যাতে করে ত্রিপুরার অর্থনীতিকে উন্নত করা যায়। তাই ত্রিপুরার অর্থনীতিকে উন্নত করতে হলে এখানকার পাহাড় ও সমতল অঞ্চলে উন্নত ধরনের কৃষি ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং কৃষকদের আধুনিক কষি ব্যবস্থায় উন্নত করে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তারজন্য ত্রিপুরায় কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—এখানে আমাদের একটি সর্ট ডিস্‌কাসন আনার কথা ছিল। এডভাইজরি কমিটি উহা ঠিক করে দিয়েছেন অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে অন্য বিষয়ের উপর আলোচনা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এখন প্রাইভেট মেমবারস্‌ রিজোলিউশান আওয়ার। সুতরাং আগে প্রাইভেট মেমবারসদের রিজলিউশান আগে আলোচনা হবে তারপরে হবে অন্যটি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—আমরা জানতে চাই যে এখানে আমরা বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটিতে আলোচনা করেছি যে প্রথম শর্ট নোটিশ আলোচনা হবে এবং অ্যাকর্ডিংলী বিজনেসেও আছে সেটা।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—স্যার, বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটিতে ডিসকাশনের জন্য কোন শর্ট নোটিশ ছিল না। কোন এজেণ্ডাই ছিল না। এটা পরে এসেছে। স্পীকার ডিসিশান নিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, তবুও শর্ট নোটিশ ডিস্‌কাশান আগে হওয়ার রুল আছে। এইরকম ঘটনা কেন হচ্ছে সেটা আপনি খোঁজ নেবেন না? অথচ গতদিন নকুল দাস সেই দিনই নোটিশ দিয়ে হাউসে ডিসকাশন করলেন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—কাজেই বিমাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে কোন কাজ করা চলবে না। নাগাল্যাণ্ডে করবে অথচ ত্রিপুরায় করবে না। নাগাল্যাণ্ডে ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার পপুলেশান। আর আমার ত্রিপুরায় ২০ লক্ষ। সুতরাং যদি করতে হয় তাহলে এই সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে করতে হবে। আমার ত্রিপুরার ছেলে বাইরে গিয়ে পড়তে হয়। প্রদ্যোৎ দেবনাথ। তিনি পাঞ্জাবে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভর্তি হতে পারেন নি। বিভিন্ন অসুবিধার ফলে সেখানে ভর্তি হতে পারেন নি। কাজেই এইসব দিকে যদি লক্ষ্য করা হয় তাহলে আমি বলছি ত্রিপুরায় মধ্যে শতকরা ৭০ জন হচ্ছে উদ্বাস্তু এবং শতকরা ২৯ জন হচ্ছে উপজাতি। সেখানে কৃষির উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং কেমিক্যাল ব্যবহার করে কিভাবে চাষ করতে হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। তারপর পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্যে যেসব উপজাতি জুমিয়া ভায়েরা আছে তাদের কৃষি কাজ করার যথেষ্ট জায়গা নেই। কিন্তু সেখানে হর্টিকালচার, ফলের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা যায়। সেই ফলকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেটা তার জানতে হবে। এই সমস্ত দিক যদি দেখতে হয় তাহলে এখানে যদি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন না করা হয় তাহলে এই সমস্ত কারিগরী বিদ্যা আমার রাজ্যের ছেলেরা অর্জন

করতে পারবে না এবং আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে না।

আর একটা প্রস্তাব আছে আমার—মেডিকেল কলেজ। আমরা দেখেছি ত্রিপুরার দুর্গম এলাকায় যে সমস্ত ডিসপেনসারী বা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে সেখানে অধিকাংশ জায়গাতেই আমরা ডাক্তার দিতে পারি না। ডাক্তারের প্রচণ্ড অভাব এবং সেখানে ডাক্তার যদিও আমরা বাইরে থেকে আনি তারা দুর্গম এলাকায় যেতে চান না। যথেষ্ট পাওয়াও যায় না। মনিপুরে মেডিকেল কলেজ আছে। মনিপুরে ত্রিপুরা রাজ্যের চাইতে লোকসংখ্যার দিক থেকে কম। ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ২০ লক্ষ ৬০ হাজার। প্রায় ২১ লক্ষ। আর মনিপুরে হচ্ছে ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার। কাজেই মনি-পুরের চাইতে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা বেশী। সুতরাং পপুলেশনের দিক দিয়ে আমাদের দাবী বেশী। গত বছর ত্রিপুরার ছেলেরা সেখানে পড়েছিল একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে যে তারা সেখানে পড়তে পারবে কিনা। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অনেক যোগাযোগ করে অনেকটা বন্দী অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন। এছাড়াও যে সমস্ত রাজ্যে কিছু সীট কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন সেটাও সীমিত। তারপর বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলিতে যোগ্যতার মাপকাঠি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। যার ফলে ত্রিপুরা থেকে যাদের যোগ্য বলে পাঠাচ্ছেন সেখানে গিয়ে দেখা যায় মার্কস্-এর ডিফারেন্সে তারা ভর্তি হতে পারছে না। এই যে সমস্যাগুলি, এই ডাক্তারের সমস্যাকে সমাধান করতে হলে আমার এখানে মেডিকেল কলেজ চাই। জনস্বাস্থ্যকে যদি একটা স্ট্যাণ্ডা-র্ডের মধ্যে নিয়ে নেওয়া না যায়, গোটা ভারতবর্ষের একটা ক্ষুদ্র অংশ যদি অসুস্থ থাকে তাহলে সেই দেহটাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলা যায় না। সুতরাং ত্রিপুরা যদি সার্বিকভাবে সুস্থ না থাকে তাহলে ভারতবর্ষকে সুস্থ বলা যাবে না। সুতরাং এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দেখতে হবে যে পশ্চাদপদ্ যে সমস্ত রাজ্য আছে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যেকথা মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বুঝতে পারছেন না, একটু আগে বলেছেন ওঁরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা চান। কিন্তু টাকার বরাদ্দের বেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কথা উঠলে ওদের মাথাটা গরম হয়ে যায়। মেডিকেল কলেজ নিশ্চয়ই ত্রিপুরার পক্ষে করা সম্ভব নয় যদি না কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেন। সেজন্য ত্রিপুরার জনজীবনকে সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য, তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ এব কৃষি কলেজ করতে হবে। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয় যে প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে গত কয়েক দিন ধরে এই সভাতে যে আলোচনা চলছে, তাতে আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্যগুলিকে দেখছেন বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে যে ভাবে দেখছেন, সেটা সরাসরি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর যে ধ্যানধারণা, সেটার উপর আঘাত করছে এবং সেই সংগে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠির উপর তার প্রভাব পড়ছে। আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে, অনেকটা আমাদের বাড়ীর পোষা বিড়ালের মত। বাড়ীর পোষা বিড়াল যেমন ৫।৬টা বাচ্চা হলে পর তাদের মধ্যে কোনটির অসুস্থ হলে পরে সেটির দায় দায়িত্বও থেকে

রেহাই পাওয়ার জন্য সরে পড়ে অর্থাৎ প্রকৃতির উপর ছেড়ে দেয়, বাচ্চা বাঁচলে বাঁচলো, না বাঁচলে মরে গেল, তার করার কিছু নেই, তেমনি আমাদের ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম পোষা বিড়ালের মত। কিন্তু আমরা জানি যে তারা রাজ্যগুলির উপর স্বৈরতন্ত্রী প্রভাব কায়েম করতে কোন মতেই পিছু পা নন। কিন্তু এভাবে তারা জনগণের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করবার জন্য ৫ম বার্ষিকী এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় টাকা বরাদ্দ করার জন্য বার বার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বার বার তারা সরকারের এই চেষ্টাকে বাতিল করে দিয়েছেন। আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা হচ্ছে একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য, শুধু স্বাস্থ্যর দিক থেকেই নয়, বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে বলেছেন যে, মুদালিয়ার কমিশন ঠিক করে দিয়েছেন যে, ৫০ লক্ষ লোকের জনবসতি না হলে সেই রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে না। কিন্তু কেন্দ্রীর সরকার যে হ্যাণ্ড বুক প্রকাশ করেছেন, তার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বলছি এবং আপনারাও দেখতে পারবেন যে, যেখানে দিল্লীতে জনসংখ্যা ৫০ লক্ষের মত এবং যেখানে আগে একটা মাত্র মেডিক্যাল কলেজ ছিল, সেখানে এখন ৫টা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। আমরা আরও দেখছি যে, গোয়া, দমন এবং দিউ যেখানে জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে নয় লক্ষ, সেখানেও একটা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পণ্ডিচেরী যেখানকার জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ সেখানেও একটা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। তারপরে আছে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং জম্মু ও কাশ্মীর। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান লোকসংখ্যা হচ্ছে ২১ লক্ষ এবং এখানকার দাবী কেন্দ্রীয় সরকার বার বার প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করছি যে, চণ্ডিগড়ে প্রতি ৯০০ জনসংখ্যায় এক জন করে ডাক্তার রয়েছে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরাতে প্রতি ৬০০০ লোকের জন্য একজন করে ডাক্তার রয়েছে। কাজেই বর্তমান জনসংখ্যার হার অনুযায়ী আমাদের আরও ৩৫০ জন ডাক্তারের প্রয়োজন এছাড়া আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে গত তিন বছর ধরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এই রকম মেডিক্যাল আসনের ব্যবস্থা রয়েছে, অর্থাৎ ১৯৭৭ থেকে আমরা ৩২টি করে মেডিক্যালের আসন পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দিল্লীতে কং(ই) সরকার আসার পরে আমরা লক্ষ্য করছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার বাম শাসিত রাজ্যগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য নানারকম ছল বলের আশ্রয় নিচ্ছেন। আমাদের যেখানে ৩২টি মেডিক্যাল সীট দেওয়ার কথা, এখন তারা সেটাও দিতে রাজী নন। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের দাবী ছিল যে আমাদের ৫০টি আসন দিতে হবে, কিন্তু আমরা দেখছি যে এই বছর কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে মাত্র ২৫টি আসন বরাদ্দ করেছেন। এভাবে ত্রিপুরার ছেলেদের স্বার্থ যথা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থকে ধ্বংস করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট হয়েছে কাজেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছেই না, যে কেন্দ্রীয় সরকার বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেটাকে বানচাল করবার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বর্তমান আদম-সুমারী অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তাতে আগামী আদম-সুমারীতে অর্থাৎ ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়ে ২৭ লক্ষের উপর চলে যেতে পারে। কাজেই এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে ত্রিপুরা

রাজ্যের জন্য প্রতি ৩ হাজারে একজন করে হলেও আরও সাড়ে পাঁচ শত ডাক্তারের দরকার হবে। অর্থাৎ আমাদের আরও সাড়ে পাঁচশত ডাক্তার তৈরী করে নিতে হবে। কাজেই এই রকম অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যর উন্নয়নে কোন গ্যারান্টি দেওয়া যেতে পারে না। বিশেষ করে এই হাউসে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যারা রয়েছেন, তারাও এটা অনুভব করবেন, যদিও তারা নিজেরা দাবী করছেন যে শরণার্থীদের চিকিৎসার জন্য আরও ডাক্তার পাঠানো হউক। কিন্তু ডাক্তার তো আর রাতারাতি তৈরী করা যায় না, ডাক্তার তৈরী করতে হলে মেডিক্যাল কলেজের প্রয়োজন। এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্‌চেঞ্জ থেকে নাম পাঠিয়ে তো ডাক্তার করা যায় না। কাজেই এজন্য প্রথমেই ডাক্তারী চিকিৎসা ব্যবস্থার একটা কাঠামো তৈরী করতে হবে, আর সেজন্যই আমরা চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হউক। আমাদের এখানকার যে পরিমাণ জনবসতি এবং আমাদের এখানে যে একটি হাসপাতাল রয়েছে, তারমধ্যে চিকিৎসার এত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, আমি নিজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের হাসপাতালগুলি দেখে এসেছি এবং সেগুলিতে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, তার চাইতেও আমাদের রাজ্যের হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক সুন্দর এবং ভাল। মাননীয় ডিপুটি স্পিকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরা ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের জি, বি, এবং ভি, এম হাসপাতালের জন্য ৫০টি হাউস সার্জেনশীপের মঞ্জুরী করিয়েছি এবং আমরা আশা করছি যে আমাদের যে সব ছেলেরা এম, বি, বি, এস পাশ করে আসবে, তারা তাদের ইচ্ছামত ৬ মাস, দেড় বছর অথবা দুই বছরের জন্য হাউস সার্জেনশীপে পড়াশুনা করতে পারবেন, আপাততঃ তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ করার মতো সমস্ত পরিবেশ রয়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে একটা ইনফ্রাসট্রাকচার। কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রতি সমদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি এগিয়ে আসেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন, তাহলে এখানে মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী যে প্রস্তাব রেখেছেন, সেটা কার্যকরী করতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। আর সেজন্যই আমি মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও বলছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভূ-প্রকৃতিগত একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন এখানকার শতকরা ৬০ ভাগ ভূমি পাহাড় এবং টিলা ভূমি অথচ তার জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ লোকই কৃষির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং তারা সবাই গ্রামের মধ্যে বসবাস করে। কাজেই এই ব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন দরকার। ১৯৬৪ সালে কোটারি কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থার যে সুপারিশ সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এমনকি বিদ্যালয় স্তর পর্য্যন্ত কৃষিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ আমাদের ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা কৃষি প্রধান দেশ, কাজেই আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাই কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং আমাদের শিল্পগুলি যাতে কৃষি ভিত্তিক ইনফ্রাসট্রাকচারের উপর গড়ে উঠতে পারে, তারজন্য কমিশন বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে কৃষি খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন, সেই বরাদ্দও কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারছেন না।

প্রবণতা বন্ধ করা দরকার। স্যার, এটা আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এবং কৃষি ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে গেলে আমাদের ছেলেদের স্কুল থেকে পাশ করার পর কৃষির

ক্ষেত্রে যাতে তারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য তাদের জন্য কেন্দ্র থেকে আর্থিক অনুদান আনতে হবে। এই ব্যাপারে আমাদের মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী যে বক্তব্য রেখেছেন যে নাগাল্যাণ্ডে কৃষি মহাবিদ্যালয় হয়েছে আমি তাদের সেই প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করি। সঙ্গে সঙ্গে এই দাবীও করছি যে ত্রিপুরার জন্য একটা কৃষি মহাবিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হউক। এই বলে মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরীর প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন জানাই। আমরা দেখছি যে প্রতি বছর আমাদের এখানকার ছেলেরা পাশ করার পর এম, বি, বি, এস পড়ার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়। সরকার থেকে ব্যবস্থা করা সত্বেও সিট পাওয়া যায় না সেজন্য অনেক ছেলেকে বসে থাকতে হয়। আমরা এটাও দেখেছি যে এই জন্য ছেলেরা আমরণ অনশন করেছে। আর একটা ক্ষেত্রে কেন্দ্রের চিন্তা করা উচিত যে আমাদের ত্রিপুরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে কোন শিল্প নাই, যোগাযোগের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে ত্রিপুরায় কৃষি মহাবিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ যাতে করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই জন্য বামফ্রন্ট কোন আন্দোলন করে নাই যা করা উচিত ছিল। তারা শুধু সংগঠনকে চাংগা করার জন্য কৃষি এবং মেডিকেল পড়ার জন্য বামফ্রন্ট সমর্থক ছেলেদের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে তারা দলবাজী করছেন। কাজেই যদিও ত্রিপুরায় কৃষি মহাবিদ্যালয় হয় বা মেডিকেল কলেজ হয় তখনও দেখা যাবে যে বামফ্রন্ট সরকার ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে তখন দলবাজী সুরু করে দেবেন। আমি আশা করব যে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে দলবাজী থেকে বিরত থাকবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং যে বক্তব্য রেখেছেন তাঁর জবাব আমি দিচ্ছি। উনি যে কথা বলেছেন যে সিট বন্টনের ব্যাপারে কারচুপী হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে। তার উত্তরে আমি বলতে চাই যে এইসব সিট মন্ত্রীরা ঠিক করেন না। সিটের ব্যাপারে কমিটি ঠিক করে দেওয়া হয়। তারাই ঠিক করেন যে কারা চান্স পাবে বা পাবে না। তারা নাম্বার এবং অন্যান্য যে সমস্ত কোয়ালিফায়িং বিষয় আছে তার ভিত্তিতেই তারা বাছাই করে এটা ঠিক করেন। এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের নিশ্চিত থাকতে বলি যে বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত কোন মন্ত্রী পাল্টাতে পারেন না। আগে এটা হতো মন্ত্রীরাই ঠিক করতেন কারও কিছু করার ছিলনা, কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড কিছুই ছিল না। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে এইসব দুর্নীতি কোন মাননীয় সদস্য দেখাতে পারবেন না। সিট অত্যন্ত সুন্দরভাবে বন্টন করা হয় এবং এই বিষয়ে কঠোর নজর সব সময় আমাদের থাকে। এই বলে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

অন্তর্ভুক্ত করে আগামী বাজেটে ত্রিপুরার জন্য একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় ও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিমে গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশান। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরীঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে-"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে ঃ—

যেহেতু বর্তমান ভারতীয় সংশোধিত ফরেণ্ট আইন ১৯৮০ ত্রিপুরায় প্রয়োগ করিলে ত্রিপুরার আনুমানিক ৭৫% জমি এই আইনের আওতায় আসিবে।

যেহেতু, ত্রিপুরার ৭০ জন উদ্বাস্তু এবং ২৯ জন উপজাতির একটি বিরাট অংশ উক্ত ৭৫ ভাগ জমি ব্যাতিরেকে জীবন ধারণ করতে পারবেন না।

যেহেতু, ত্রিপুরার কোন উন্নয়নমূলক কাজ এই শতকরা ৭৫ ভাগ জমি ব্যবহার না করে করা সম্ভব নয়।

যেহেতু, কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রণালয়ের নির্দেশ কার্য্যকরী করতে গেলে কোন ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত এই বন আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন জমিতে কাজকর্ম করা যাবে না। যেহেতু, কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশ ত্রিপুরার সামগ্রিক অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য।

তাই এই আইনের প্রয়োগ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে স্থগিত রেখে ত্রিপুরার বনাঞ্চলকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে কিভাবে অধিকাংশ জমি বনাঞ্চলমুক্ত করা যায় তা পর্য্যালোচনা করে দেখুন"।

স্যার, আমি এই প্রস্তাব মাননীয় সদস্যদের বিবেচনা করতে বলছি এই জন্য যে ৩।৪ বছর আগে এই বন সম্পর্কে যে নীতিতে ত্রিপুরায় বনায়ন করা হয়েছে তার থেকে গত ৩ বছরে কি বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এবং যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সমগ্র ত্রিপুরার জমি যেখানে ডিপ সয়েল ৫ ফুট মাটির নীচ পর্য্যন্ত আছে এবং এই জমির উপর ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ জুমিয়া এবং ত্রিপুরার অন্যান্য অউপজাতির সমস্ত ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের পুনর্বাসন এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প নির্ভর করে। ত্রিপুরায় কোন শিল্প নাই এই অবস্থায় খালি জমিকে ব্যবহার করা সব চাইতে জরুরী। যদি নূতন ফরেণ্ট কনজার্ভেশান এ্যাক্ট, ১৯৮০ কে ত্রিপুরায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে ত্রিপুরার ৭৫ ভাগ জমি সম্পূর্ণভাবে এই আইনের আওতায় এসে যাবে।

শুধু মাত্র রিজার্ভ ফরেস্ট নয়, প্রোপোজড রিজার্ভ ফরেস্ট নয়, তার বাইরে অনেক বেশী। বামফ্রন্ট সরকার দুই তিনটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্বাসনের কাজ চলছিল, ভূমিহীন গৃহহীনদের পুনর্বাসনের কাজ চলছিল। তারপরে কি সাংঘাতিক বিপদ দেখা দিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এই কনর্জাভেশনের অ্যাকটের জন্য সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাগবে। সেখানে রাজ্যের কোন পুনর্বাসনের কাজ চলবে না, রাস্তার কাজ চলবে না এবং কোন শিল্প কারখানার

জন্য কোন জায়গা সিলেক্ট করা চলবে না। মৎস্যজীবীদের জন্য সেখানে [illegible] টেংক ইত্যাদির ব্যবস্থা করা চলবে না। উপজাতী জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চলবে না। আমরা জানি বিরাট সাবপ্ল্যান এরিয়াতে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এবং তার জন্য বেশ কয়েক কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে আনা হচ্ছে, অথচ এই পরিকল্পনাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত জুমিয়াদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যাবে। এই বিধান সভায় এই সেশনে আমরা শুনেছি যে ১, ১২, ২২৩টি পরিবার রেকর্ডভুক্ত ভূমিহীন। গত ১৯৭৮ ইং-এর মার্চে তহশীল অফিসে যে রেকর্ড হয়েছিল তার এই সংখ্যা। এই যে ভুমিহীন গৃহহীন এরা ছাড়াও প্রতিটি গাওসভাতে আরও অসংখ্য ভুমিহীন গৃহহীন পড়ে আছে। তারা আগে খোঁজ পান নি এই বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে যখন ঘোষণা করেন তখন তারা জানতে পারে নি। আজকে তারা দলে দলে এসে নাম রেকর্ড করছে। স্যার, ইদানিং কালে বামফ্রন্ট সরকার যারা নাকি ভুমিহীন ক্ষেত মজুর তাদেরকে আয় ভিত্তিক কাজ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তারা সরকারী বেসরকারী কাজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়। যাতে এই ক্ষেত মজুর ভূমিহীনরা কাজ পায়। সেখানে দেখছি সাধারণ ভাবে গড়ে প্রতি ব্লকে ৪ থেকে ৬ হাজার অন্যান্য জায়গায় ১০ হাজার পর্যন্ত এদের সংখ্যা উঠে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ২৯ ভাগ হচ্ছে উপজাতী যাদের স্বাধীনতার পর তাদের কোন অগ্রগতি দেখতে পাই নি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই উপজাতী জনগণকে তার নিজের জমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য রিসেটেলমেন্ট করে এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয় নি। ফলে প্রত্যেকটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ১ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পয্যন্ত কিছু করা হয় নি। এখন বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরার শতকরা ৭০ ভাগ লোক যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে বা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে এখানে শরনার্থী হয়ে এসেছে। তারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচাইতে অসহনীয় জীবনযাপন করতে হয়েছে। তাদের জন্য ১২শো উর্ধে ২২শো টাকা দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। টীলার উপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ী তৈরী করার কোন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় নি। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। যারা নিজের দেশে কুটির শিল্প করতেন, জমি চাষ করতেন এখানে এসে তারা সেই জমি ও কুটির শিল্পের কোন সুযোগ সুবিধা পান নি। কারণ এখানে কুটির শিল্পের বাজার ছিল না। কাচাঁমালও সংগ্রহ করার মত সুযোগ সুবিধা ছিলনা। সারা দিনে এক টাকা দেড়টাকা হিসাবে দিন মজুরীর কাজ তাদেরকে করতে হত এবং বছরে তিন মাসের বেশী কাজ পেতেন না। এই যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা সেখানে তাদেরকে একমাত্র জমির উপর নির্ভর করতে হত। এই জমিকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইন সমস্ত কিছুকে বানচাল করে দেবে। এই আইনের পরে কেন্দ্রীয় সরকার একটা সার্কুলার দিয়েছেন এবং সেটাতে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের বন ধ্বংস করা হচ্ছে এবং কনজার্ভেশন অ্যাক্ট ১৯৮০ ইং যেটা পার্লিয়ামেন্টে পাশ হয়েছে, এই আইনকে এখানে ভায়লেট করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কি যুদ্ধ ঘোষনা করতে চান? ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষ যাবে কোথায়? এই হাজার হাজার মানুষ যারা শরণার্থী হয়ে এসেছে যারা এখনও মাথা গোজবার জায়গা করতে পারে নি এবং ত্রিপুরার উপজাতী যারা এখনও অগ্রসর হতে পারে নি, তারা যাবে কোথায়? বিধান সভার অধিবেশনের মধ্যে আমরা দেখেছি কি রকম এক একটি ছবি ফুটে উঠেছে। বামফ্রন্ট সরকার তার মোকাবিলা করবার জন্য চেষ্ট করছেন। কি সাংঘাতিক নিদারুণ অবস্থা এই

উপজাতীরা কোথায় যাবে? ত্রিপুরা থেকে কি তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে চান? গৃহহীন, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন শেষ এই সমস্ত এই আইনের আওতায় আসবে। স্যার, এই সার্কুলার আসার সংগে সংগে, বিশেষ করে ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলে ১৯৫১,৫০,৫৪,৫৫ ইং সালে যে সমস্ত জুমিয়া পুনর্বাসন হয়েছিল, অফিসাররা বড় বড় আমলারা খুব খুশি হয়েছেন, তারা সার্কুলার ইস্যু করে বলেছেন যে এ' অ্যালটমেন্ট সঠিক পরীক্ষা করে দেখা হোক। বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে জমিতে জুমিয়ারা যে অ্যালটমেন্ট পেয়েছেন এবং সেখানে তারা যে গাছ বরাপণ করেছেন, গাছ এখন বড় হয়েছে সেই গাছের উপর তাদের মালিকানা থাকবে। আগে কোন দিন এই রকম ছিল না। কংগ্রেস আমলে এই সব ব্যাপারে তারা ভাবে নি। এমন তাদেরকে সেখানে থেকে উচ্ছেদ করার জন্য হুমকী দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে এসব অ্যালটমেন্ট নিষিদ্ধ বে-আইনী। আম্বাসা ডিভিশন সেখানে ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ ইং সনে ৬২০,৫৯ একর জমিতে সমস্ত জুমিয়াদেরকে পুর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন আগে সেখানে জুমিয়ারা কোনঠাসা হয়েছেন কিন্তু প্রতিবাদ করার সুযোগ পায় নি। প্রতিবাদ করলে জেল কাটতে হয়, হয়রাণী হতে হয়, বন কর অফিসাররা তাদেরকে পিটান, জোর করে সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নেন। উপজাতীরা এই অবস্থার প্রতিবাদ করতে সাহস পায় নি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে তারা সাহস পেয়েছেন এবং দাবী করলেন যে এই জায়গা আমার, আমি অ্যালটমেন্ট পেয়েছি। জুমিয়া পুনর্বাসন হিসাবে আমাকে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল তারপর না খেয়ে ভিক্ষা করতে হয়েছে, কোন পথ ছিল না।

আমরা জমিতে এখন অধিকার পেয়েছি বামফ্রন্ট ঘোষণা করেছেন আমরা গাছের অধিকার পেয়েছি। কাজেই আমার গাছের দাম চাই। তখন বনকর অফিসাররা তাদেরকে গ্রেপ্তার করে আনলেন এবং তারা নিজেরা স্বীকার করেছেন কোন জায়গার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সমস্ত গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে বন দপ্তর থেকে, সেখানে নূতন করে তৈরী করা হয়েছে শালের বাগান, গামাইর বাগান। এই হচ্ছে স্যার ১০/১৫ বৎসর আগের ঘটনা। এখন তার প্রমান বেরুচ্ছে একটা একটা করে। স্যার, বিশ্রোনীয়ায় বাইখোরার কাছে, সেখানেও ঠিক একই রকম ভাবে এ্যালটমেন্ট পেয়েছে এবং সেই এ্যালটমেন্টের জায়গা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সোনামূড়াতে যে সময় জুমিয়া পরিবারকে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে নূতন করে বাগান তৈরী করা হয়েছে। এই হচ্ছে স্যার, অতীত। স্যার, আমরা রিজার্ভকে সমর্থন করি। নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০/৩২ পার্সেন্ট জমি বনায়ন করা দরকার। কিন্তু কোন জমিগুলি রাখতে হবে? ফরেষ্ট রিজার্ভ যেগুলি আছে, সেগুলি নয়, যেখানে গাছ আছে সেখানেই বনদপ্তরের অধিকার। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারী কমচারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। মানুষ যাতে বাঁচতে না পারে, আবার ত্রিপুরা রাজ্যে জমিদারী সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্যার, এই রিজার্ভের ব্যাপারটা ভাল করে পর্যালোচনা করা দরকার। বিধান সভায় প্রশ্ন এসেছিল এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যাচ্ছে কোন জায়গা কবে রিজার্ভেশানের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী। তারপর সেখানে ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হয় এবং সেই ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার সেখানে সমস্ত রিজার্ভের ভিতর যারা ভূমিহীন, যারা আবাদযোগ্য জমিতে বসে আছেন, তাদের আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করবেন এবং সমস্ত

জমি মুক্ত করে দেবেন। এই ছিল সিদ্ধান্ত। স্যার, আঠারো মুড়ায় ২১।১২।৫৭ইং সনে ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এ. ডি. এম. এণ্ড কালেকটর, এন, এন, চৌধুরীকে। কবে এই সেটেলমেন্ট অফিসার তার রিপোর্ট দাখিল করলেন, কার কার জমিকে মুক্ত করা হবে, এইগুলি কি ইনকোয়ারী করা হয়েছে? এইভাবে স্যার. রিজার্ভ তৈরী করা হয়েছিল। মানুষের ঘর বাড়ী ভেঙ্গে, মানুষকে উচ্ছেদ করে এই সমস্ত রিজার্ভ তৈরী করা হয়েছিল। স্যার, সেই রিজার্ভেশান এরিয়ার ম্যাপগুলি দেখুন স্যার, সমস্ত জনবসতি অঞ্চলগুলিকে এই রিজার্ভেশানের আওতায় আনা হয়েছে। মানুষ ঘর থেকে দা নিয়ে বেরুতে পারবে না, কুড়াল নিয়ে বেরুতে পারবে না, তার উঠানের মধ্যে রিজার্ভেশানের খুটি গেড়ে জোর জবরদস্তি করে এই রিজার্ভগুলি তৈরী করা হয়েছিল। আজকে কেন্দ্র থেকে সারকুলার এসেছে যে ত্রিপুরায় ফরেষ্ট কনজার্ভেশানের এ্যাকট চালু করা হোক। স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই - বিগত তিন বৎসর ধরে ৩,৪০০ হেকটর জমিতে যে রাবার বাগান তৈরী করা হয়েছে, সেটাকি বনায়ন নয়? সেটাকি ফরেষ্ট কনজারভেশান নয়? স্যার, ১,৪০০ হেকটারেরও বেশী জমিতে সামাজিক বনায়ন তৈরী করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতগুলি এইভাবে বনায়ন তৈরী করছে। ব্যাক্তিগত উদ্যোগেও বিভিন্ন জায়গায় রাবার বাগান তৈরী করা হচ্ছে। এইগুলি কি বনায়ন নয়? স্যার, জুমিয়া পুনর্বাসনের নূতন প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে। তাতে বামফ্রন্ট সরকার রাবার বাগান করে ৭ বৎসর পর যখন এই রাবার গাছগুলি থেকে কম বেরুতে আরম্ভ করবে তখন প্রতিটি জুমিয়া পরিবারের হাতে এইগুলি তুলে দেওয়া হবে। এইভাবে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা কি বামফ্রন্ট সরকারের সয়েল কনজার্ভেশান বা ফরেষ্ট কনজার্ভেশান নয়। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এখানে বনায়ন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগে প্রতি বছরই শুনতাম যে মানুষ কেবল বন পুড়িয়ে দিচ্ছে। কি সাংঘাতিক কথা। কিন্তু বিগত তিন বৎসর যাবৎ কোন বন পোড়ানো বা কাটার খবর নেই, দুই একটি জায়গা ছাড়া। সব জায়গাতেই পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। পঞ্চায়েতগুলি বন দপ্তরের সংগে যৌথভাবে আলাপ আলোচনা করে নিজেরাই ঠিক করে নিচ্ছে কিভাবে বনায়ন করা হবে। আমি বলতে চাই. যে সমস্ত জমি আবাদযোগ্য, সেগুলিকে এই বনায়নের আওতা থেকে বাইরে আনতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন মানুষকে দেখে ঠিক করতে হবে, ঐ গাছকে দেখে নয়। কোন জয়গায় কি ধরনের ব্যাপার আছে, সেটা দেখেই ল্যাণ্ড ইউজ করতে হবে, বনায়ন করতে হবে। কাজেই স্যার, প্রপোজড রিজার্ভগুলিকে নুতনভাবে মূল্যায়ন করা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার ফরেষ্ট কনজার্ভেশানের এ্যাকট ত্রিপুরায় কার্য্যকরী না করে, ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের উপর যেন এই দায়িত্ব দেন। ত্রিপুরায় একটা দায়িত্বশীল সরকার রয়েছে, জন নির্বাচিত সরকার রয়েছে। কাজেই এই সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব দিতে হবে। গ্রামে গ্রামে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা আছেন। ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটিগুলি আছে, সরকারী প্রশাসানর জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আছেন, তাঁরা সম্মিলিত ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন ভাবে বনায়নে প্রয়াসী হবেন, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট কনজার্ভেশান হয়, সয়েল কনজার্ভেশান হয়, সমস্ত ভূমিহীনদের, উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়। অপরদিকে ত্রিপুরা রাজ্যও যাতে বন সম্পদে পরিপূর্ণ হয়। তাই আমি কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাকে প্রতিবাদ করে আজকে হাউসে এই

রিজলিউশানটি এনেছি। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮০ইং ফরেষ্ট কনজারভেশান এ্যাকট যেটা পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে, সেই আইনের আওতা থেকে যেন ত্রিপুরাকে বাইরে রাখেন এবং সমস্ত আইনটাকে পূর্ণমূল্যায়ণ করে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের স্বার্থে যেন ঠিক ঠিক মত প্রয়োগ করা হয়। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী ভারতীয় সংশোধিত ফরেষ্ট আইন ১৯৮৩ ত্রিপুরায় প্রয়োগ না করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন সেই আলোচনায় আমি অংশগ্রহন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে বলা হয়েছে যদি এই আইন প্রয়োগ করা হয় তাহলে ত্রিপুরার ৭৫ ভাগ জমি এই আইনের আওতায় আসিবে। আর ২৫ ভাগ জমি ভূমিহীন উপজাতি, জুমিয়া যারা রয়েছেন তাদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে না। এই কথা দিয়ে এইটাই মনে হয় আমার কাছে তাহলে ইতিমধ্যে ৭৫ ভাগ জমি ফরেস্ট আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ত্রিপুরায় আর কিছু রইল না। যেহেতু ত্রিপুরার ৭০ জন উদ্বাস্তু এবং ২৯ জন উপজাতি অর্থাৎ একটি বিরাট অংশ উক্ত ৭৫ ভাগ জমি ব্যতিরেকে জীবন ধারন করতে পারবেন না। তাই এই আইনের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার এবং আগেকার সরকার আন্দোলন করে এসেছেন। ত্রিপুরার ৩ দিকে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। তার জন্য ত্রিপুরার বাংলাদেশের শরনার্থী প্রচুর পরিমাণে আসে যার দরুন ত্রিপুরায় জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এইজন্য আমাদের এই জমি আমাদের দরকার। আর ত্রিপুরা রাজ্যে কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলেও এই জমি আমাদের দরকার। আমরা ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ একত্রে যদি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন তুলে দিতে বাধ্য হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারও কতগুলি জিনিষ এনেছে ইতিমধ্যে সেটা হল কতগুলি চাষের জমি তারা ফরেষ্ট আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে ফরেষ্ট কর্পোরেশান তার কর্পোরেশানের মাধ্যমে এই জায়গাগুলিতে রাবার চাষ করবে। সেই সমস্ত রাবার বাগানের উৎপাদিত ফসল তাদেরকে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে এলটমেন্ট দেওয়া হবে। বামফ্রন্ট সরকার মুখে অনেক কিছুই বলে থাকেন, কিন্তু কাজে কিছু করেন না। তারা কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা দেননা যার দ্বারা বুঝা যায় তারা ঠিকই কাজ করছেন। তারা ভূমিহীনদের অ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে বলেন, সেই বাগানের ফসল দেওয়া হবে বলে থাকেন কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় কিছুই করেন না। এইভাবে আর চলতে দেওয়া যায়না। সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এমনও হতে পারে, বাগানের অন্তর্ভুক্ত যে বাগানগুলি আছে, সেগুলিকে উপজাতিদের আর অ্যালটমেন্ট দেওয়া যাবেনা, এই ধরনের আইন হঠাৎ পাশ হয়ে যাবে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমার অনুরোধ যাদের নামে এই জায়গাগুলি অ্যালটমেন্ট করা আছে তাদের জায়গাগুলি বন্দোবস্ত দিয়ে তাদের বন্দোবস্ত করা জায়গাতে যাতে রাবার চাষ না করা হয় তার জন্য অনুরোধ করছি। অতীতে কংগ্রেস সরকারের সুষ্ঠু চিন্তাধারার না থাকার ফলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যদি দেখি বিশ্রামগঞ্জের ইন্দ্রনগরে, প্রমোদনগরে যেখানে জুমিয়াই রয়েছে, উপজাতিরা রয়েছে। জুমিয়া পরিবার খুব কম আছে। ভূমিহীন উপজাতির সংখ্যা বেশী। বেশীর ভাগ উপজাতিই এখন

পর্য্যন্ত ভূমিহীন হয়ে রয়েছে। প্রমোদনগরে, ইন্দ্রনগরে রাবার বাগান চাষ করার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি অনেক জায়গাতে রান্না ঘরের পাশ দিয়েও রাবার বাগান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাতে করে তাদের ময়লা জল ফেলবার জায়গা পর্য্যন্ত নাই। সেই গ্রামের উপজাতিরা গরু, ছাগল পালন করে। তাদের জায়গা অভাবে তারা সেগুলি পালন করতে পারছেনা। তাদের সবকিছু রুদ্ধ হয়ে আছে। কাজেই এইভাবে চলতে দেওয়া যায়না। এইভাবে যদি রান্নাঘরের পাশ দিয়া রাবার বাগান চাষ করা হয় তাহলে এটা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। যেমন কৈলাশহরের কলমছড়াতে ৬ হাজার হেক্টর ফরেষ্ট কর্পোরেশানের মাধ্যমে রাবার বাগান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই জায়গাতে এই অবস্থা হয়েছে। রান্নাঘরের পাশ দিয়া নেওয়া হয়েছে। এটা খুবই অসুবিধাজনক। কারন তারা গরু বাছুর পালন করতে পারেনা। ফরেষ্ট কর্পোরেশান সম্পূর্ণ সরকারী আওতায় পড়ে। সরকারী টাকায় এটা পরিচালনা করা হয়। কাজেই আমি বলতে চাই এই যে উদ্বেগজনক অবস্থা ৭৫ ভাগ জমি ফরেষ্ট আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে সেটা খুবই উদ্বেগজনক। তাই এই আইনের প্রয়োগ যাতে না করা হয় এবং ত্রিপুরার বনাঞ্চলকে যাতে করে মুক্ত করা যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—আমি মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করি এবং হরিনাথ দেববর্মা যে মনোভাব নিয়ে প্রস্তাবটি সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন, সেটাও সমর্থনযোগ্য। এটা ঠিক যে ত্রিপুরায় প্রায় সবটাই জঙ্গল ছিল। যখন সেটেলমেন্ট থেকে আসে তখন তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে যেখানে দেখবেন সেটাকেই বনদপ্তর বলে লিখিয়ে দেবেন। কাজেই এখানে বস্তুতপক্ষে রিজার্ভ ফরেষ্ট, প্রপোজড রিজার্ভ ফরেষ্ট বলে যে জিনিষটাকে বলা হয়েছে সেটা বেআইনীভাবে বলা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে নানজাপ্পা যখন ছিলেন চীফ কমিশনার তখন তিনি হঠাৎ উনার নিজের খেয়ালখুশী মতে ঘোষনা করেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের সব এলাকা প্রটেকটেড ফরেষ্ট যার ফলে পরবর্তী সময়েতে যখন নাকি উদ্বাস্তু আসেন এবং জুমিয়াদের পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা যায়, তখন বন দপ্তরের সংগে লড়াই না করে আমরা এইসব জায়গাতে ঢুকতে পারিনি। বিশেষ করে উদ্বাস্তু আগমনের পর থেকে ট্রাইবেলদের জঙ্গলে চলে যেতে হয়েছে। ফলে জমি তাদের হাতছাড়া হয়েছে। তাদের গভীর জঙ্গলে যেতে হয়েছে। তখন প্রথমে যুদ্ধ করতে হয়েছে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে। কারন সেখানে তাদের নামে হাজারে হাজারে কেইস হত যে তারা বেআইনীভাবে প্রবেশ করেছে এবং গাছ কাটছে। এবং জুমিয়ারা সেখানে বেআইনী জন্তু হিসাবে থাকত। বামফ্রন্ট সরকার গর্বের সংগে বলতে পারে তারা এই অবস্থা থেকে ফিরে আসছিল। বিশেষ করে যারা জুম চাষ করে তারা বলতে পারে তারা এই অবস্থা থেকে ফিরে আসছিল।

যারা জুম চাষ করছে তারা বুঝতে পেরেছে যে জুম কাটা নিষিদ্ধ না। জুম চাষ করাটা ফুটবল খেলার মত না, জুম চাষ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কেউ ইচ্ছে করে টিলার উপরে উঠে জুম চাষ করতে যায় না। জুমিয়া ভিন্ন অন্য লোকেরা বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে জুম চাষ করতে যাবে না। তাই জুমিয়াদের উপর আক্রমণ বর্বর অমানুষ

ছাড়া কেউ করতে পারে না। বামফ্রন্ট সরকার এই নীতিতে বিশ্বাসী। আজকে দেখা যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বনায়ণ ভারতবর্ষের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেই সময়ে ফতুয়া এসে গেল যে, যেখানে গাছ আছে সেখানেই বনায়ন, সেখানে কেউ হাত দিতে পারবে না। সেখানে হাত দিতে হলে দিল্লীতে যেতে হবে। মাননীয় সদস্য শ্রীচৌধুরী বলেছেন যে, ৭৫ ভাগ জমি ফরেষ্ট আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে। শুধু কি ৭৫ ভাগ ? আমি যদি বলি অটোনোমাস ডিস্ট্রিকট কাউনসিলের এরিয়ার ৯০ ভাগ জমিই এই আইনের মধ্যে আসবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যখন দেখলাম তাদের একজন ডাইরেক্টার মিঃ গার্গি, তিনি হঠাৎ বলেছেন, যে, আমরা এইসব মানছি না, তখন ওরা সিভিল অফিসারদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, বলেছে যে, তোমরা সাবধান। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে আর আমাদের এখানে একটা গভর্নমেন্ট রাখার দরকারটা কি ? তারা যদি দিল্লী থেকেই সব কিছু পরিচালনা করতে পারেন তাহলে আর আমাদের থেকে লাভ কি ? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই চিঠির প্রতিবাদ করার পর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং আমার কাছে আর একটা চিঠি দিয়েছেন। "The Act provides that except with the prior approval of the Central Government, no State Government or other authority"-নো, আদার অথারিটি, আদার অথারিটি মানে ডিসট্রিক কাউন্সিল, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, এই ধরণের যে কোন অথারিটি — "shall make any order for dereservation of a reserved forest or for use of any forest land". এখানকার পত্রিকা "দৈনিক সংবাদ" এইটা সম্পর্কে আমি যে বক্তব্য রেখেছি তাকে বিকৃত করে লিখেছেন যে, আমি নাকি রিজার্ভ ফরেষ্টের সম্পর্কে বলেছি। আসলে কিন্তু তা বলা হয়নি। আমি এইটা সম্পর্কে আইন দপ্তরকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, এখানে ফরেষ্ট বলতে কি বলা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন যে, ডিকেশ্নারীটা খুলে দেখুন, সেখানে ফরেষ্ট শব্দের অর্থ যা লেখা আছে তাই হবে। আমি দেখেছি যে, যেখানে গাছ আছে তাকেই বন বা ফরেষ্ট বলা হয়েছে। আর তার মানে শতকরা ৯০ ভাগ জায়গাই হচ্ছে ফরেষ্ট। এইভাবে একটা কলমের খোঁচা দিয়ে তারা আমাদেরকে ঘুমে রেখে সমস্ত কিছু নিয়ে নিতে পারবে, আমরা কিছুই জানতে পারব না। এইভাবে দেশবাসীকে ঘুমে রেখে যদি একটা সনদ দিয়ে বলে যে আমরা এখানে থেকে ওখানে একটা জমিদারী তৈরী করেছি, আর তোমরা হলে আমার সেই জমিদারীর প্রজা, তাহলে, পরে মানুষের মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে বা হয়, আজকে ত্রিপুরার মানুষের মনেও তা সৃষ্টি হয়েছে। তারপর তিনি আরও বলেছেন যে, "It is necessary to obtain the prior approval of the Central Government before issuing any order for release of even small areas of forest land for non-forest purposes". আমাদেরকে একটা স্কুল করতে হলে দিল্লী যেতে হবে, গ্রামের জন্য একটা রাস্তা করতে হলে আমাদেরকে দিল্লী যেতে হবে, পঞ্চায়েতের একটা ঘর তুলতে হলেও আমাদেরকে দিল্লী যেতে হবে। যে কোন কাজ নন-ফরেষ্ট পারপাসে হলেই আমাকে দিল্লী যেতে হবে। এই হচ্ছে রাও সাহেবের ফরমাল। এইটা যদি একটা অফিসারের চিঠি হতো তাহলে আমি এইটাকে ছিড়ে ফেলে দিতাম, কিন্তু এইটাতো একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চিঠি। তিনি কি করে একটা রাজ্যকে এইভাবে চিঠি লিখতে পারেন আমি তা চিন্তা করতেও পারি না। তা আমরাও তাকে বলতে চাই যে, আমরাতো আর

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী না, যে তার যে কোন হুকুমই আমাকে মানতে হবে, আমরা এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমরা জানি একটা রাজ্যের পক্ষে কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই ফরেস্টটা ছিল রাজ্যের, কিন্তু কখন এইটাকে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে নিলেন ? ঐ জরুরী অবস্থার সময়ে কেন্দ্র এইটাকে নিয়ে নিয়েছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, রাজ্য সরকারের এই ক্ষমতাকে কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যারা সমর্থন করেছিলেন, তারা আজকে বুঝবে যে তার ফলে আজকে ত্রিপুরার বুকে কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে ; তার পর দেখুন কিভাবে আমাদেরকে দিল্লীতে যেতে হবে রাও সাহেব তার একটা কাগজ পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। তাতে লেখা আছে---

Proforma for submission of proposals by the State Governments and other authorities regarding dereservation of reserved forests or use of forest land for non forest purpose.

1. Short Narrative of the purpose of de-reservation of reserved forest and project/scheme for which the forest land is required.
2. Location of the project/scheme.
   (i) State/Union Territory. (ii) District. (iii) Forest Division, Forest Block, Compartment etc.
3. Total land required for the project/scheme along with its existing land use.
4. Details of forest land involved—
   (i) Legal status of forests (namely reserved, protected, unclassed, etc.)
   (ii) the details of flora existing in the area including the density of vegetation.
   (iii) topography of the area indicating gradient, aspect, altitude, etc.
   (iv) its vulnerability to erosion, whether it forms a part of a seriously eroded area or not.
   (v) whether it forms a part of national park, wild life sanctuary, nature reserve, biosphere-reserve etc. if so, the details of the area involved.

তারপর আপনারা দেখুন—

(vi) rare/endangered species of flora and fauna found in the area ;

যদি কোন এলাকায় সাপ থাকে তবে তাকে মারা যাবেনা এবং সে জমি বসবাসের জন্য বা কৃষি কাজের জন্য দেওয়া যাবেনা। আর কোথায় কোথায় সাপ আছে তা খোঁজে

খোঁজে বের করতে হবে। এইভাবে খোঁজে খোঁজে যদি কোথায়ও সাপ পাওয়া যায় তবে সেই এলাকাকে সংরক্ষিত করে রাখতে হবে। মানুষ মরে যাক তারজন্য কিছু যায় আসে না। কিন্তু আগে জানোয়ারগুলোকে রক্ষা করতে হবে। তাদের জন্য ন্যাশন্যাল পার্ক করতে হবে, লাইফ স্যাংকচুয়ারী দিতে হবে। এর ফলে যদি মানুষের কোন ক্ষতি হয় তবে কিছুই যায় আসে না। আগে তো জনোয়ারগুলোকে বাচানো চাই।

তারপরে আসুন---

(vii) Whether it is a habitant for migrating fauna or forms a breading ground for them ?

অর্থাৎ কোথায় কোথায় থেকে সাপ আসছে তাও খোঁজে খোঁজে বের করতে হবে এবং সে জায়গাকে সংরক্ষিত করতে হবে।

তারপর---

(viii) any other features of the area relevant to the proposal.

5. Proposed steps to be taken to compensate for the loss of the forest area, the vegetation and wild life.

যদি কোন ফরেষ্ট এরিয়া, গাছপালা বা কোন বন্য প্রাণীর কোন ক্ষতি বা প্রাণ নাশ হলে তারজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

তারপরে---

6 Detailed opinion of the Chief Coservator of Forests/ Head of the Forest Department concerned convering the following aspects, namely—

(i) Out-turn of timber, fuelwood and other forest produces from the forest land involved ,

(ii) Whether the district is self-sufficient in timber and fuelwood ;

(iii) the effect of the proposal on –

(a) fuelwood supply to rural population ,

(b) economy and livelihood of the tribals and backward communities.

7. Any further information of interest to the Committee.

Certified that all other possibilities of alternative sites for the purpose have been explored and the demand for the required area is the minimum demand for forest land.

তাহলে দেখুন একটা স্কুলের পারমিশনের জন্য কমপক্ষে তিন বছর সময় লাগবে। কেন্দ্রিয় সরকার এই রকম একটা নির্দ্দেশ দিতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। এটা কার্বন কপি। যে রাজ্যে শতকরা ৫ ভাগ বা ১০ ভাগ ফরেষ্ট থাকে সে রাজ্যের পক্ষে এটা ভাল। যে সব রাজ্যে অনেক গাছপালা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেসব রাজ্যে খরায় গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সেসব রাজ্যের পক্ষে এটা ভাল। কিন্তু যে রাজ্যের শতকরা

৫০ ভাগের বেশী অংশ রয়েছে জঙ্গল, যে রাজ্যে ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ রয়েছে রিজার্ভ ফরেস্ট সেখানে বলা যায় যে রিজার্ভ ফরেস্ট-এর উপর যেন কখনও হাত না পড়ে। আর রিজার্ভ ছাড়া যে এলাকা আছে সে অঞ্চল যদি ফরেস্ট প্রয়োজন মনে করেন তবে তা যেন বসবাসের বা কৃষি কাজের জন্য দেওয়া হয়। এটাতো দেওয়া যায় এমন কোন কঠিন নয়। রাজ্য সরকারকে বলা হয়েছে তোমরা রুলস্ তৈরী কর কিভাবে এটা করা যায়। আমরা এই আইনগুলি তে যাদের হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম। কত আইন আছে এই রকম। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন আছে। কিন্তু না রাজ্য সরকার কোন আইন তৈরী করতে পারবে না। আমাদের অধিকার আছে আইন প্রয়োগ করার। আমরা তোমাদের সরকারকে মানিনা। তোমাদের সরকারের কোন প্রতিপত্তি এখানে চলবেনা। তাই এই ধরনের একটা প্রফরমা তারা তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন। এটা ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে খুবই চিন্তার করণ। এর পরিনতি ভয়াবহ হবে যদি তারা এই আইনচালু করতে চান। আমি আগেই বলেছি যে আমাদের যে রিজার্ভ ফরেস্ট আছে সে ফরেস্টে আমরা হাত দেব না। তবে প্রোটেকটেড ছাড়া যে সব জঙ্গল আছে তা আমাদের লোকদের হাতে ছেড়ে-দিতে হবে। কারণ তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রশ্ন আছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা-ক্রমে শ্রীহরিনাথ দেববর্মা একটা কথা ঠিকই বলেছেন যে রিহেবিলিটেশান-এর অর্থ এই নয় যে কোন মানুষের শ্রমের অধিকার দেওয়া। প্রত্যেক মানুষেরই আকাঙ্খা আছে যে ঘরবাড়ি তৈরী করার সম্পত্তি করার, স্বাভাবিক কারনেই সকলেরই এই আকাঙ্খা রয়েছে কি ট্রাইবেল, কি ননট্রাইবেল সকলেরই রয়েছে। এদের কথা চিন্তা করেই আমরা একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি যে বনায়নের মাধ্যমে রাবার বাগান করা। তারজন্য আমরা একটি করপোরেশন গঠন করেছি। এই করপোরেশন বিভিন্ন জায়গায় ভূমিহীন ও জুমিয়াদের প্রদত্ত জমির উপর বাগান করবে কিন্তু জমির মালিকানা থাকবে এই ভূমিহীন এবং জুমিয়াদের আর বাগান তৈরী হয়ে গেলে অর্থাৎ ৫ বৎসর পর ১০ বৎসর পরে এই ভূমিহীন এবং জুমিয়ারা এই বাগান থেকে যে আয় হবে তা দ্বারা তাদের পরিবারের ভরন-পোষণ করতে পারে।

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই করপোরেশনের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। এই করপোরেশনের প্রায় ৫ কোটি মূলধনের সংগ্রহ করবার কথা। এই মূলধনের টাকা আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাব, কেন্দ্রীয়কর্মী দপ্তর থেকে পাব বলে আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। এই টাকা দিয়ে আমরা রাবার বাগান তৈরী করব। আমরা এই রাবার বাগান করবার জন্য কেরেলা থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হবে। আমরা কেরেলা সরকারের নিকট লিখেছি। কেরালা সরকার বলেছেন যে আমরা যে ধরনের বিশেষজ্ঞ চাই তারা সেই ধরনের বিশেষজ্ঞ আমাদের দিয়ে সাহায্য করবেন।

মাননীয় সদস্যগণ আজকে এখানে যে প্রস্তাব এসেছে তা অন্যায় নয়। এই প্রস্তাবের মধ্যে এই কথা আছে যে এখানে কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন চালু করবার চেষ্টা করছেন তা স্থগিত করা হোক। (২) বনায়নের মাধ্যমে ত্রিপুরার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ যেন এর আওতায় না আসে। এবং এই আইনটি কার্যকর করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হোক।

বনায়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে এই বনায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার খুবই সচেতন। কাজেই এইসব দিক থেকে আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলব তারা যেসব চিঠিপত্র দিয়েছেন সেগুলি আবার বিশ্লেষণ করে দেখুন যে, এইসব চিঠি একটা রাজ্য সরকারকে দেওয়া উচিত কিনা। রাজ্য সরকার একটা স্বাধীন সত্বা নিয়ে কাজ করেন। এই কথা ঠিক যে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি মেনেই রাজ্য সরকার কাজ করছেন। কিন্তু কোন নির্দেশ জনসাধারণের বিরুদ্ধে যদি যায় তাহলে তারা সেগুলি কার্যকরী করতে পারবেন না। সেকথা রাজ্য সরকার তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমোহন লাল চাকমা।

শ্রীমোহন লাল চাকমা ঃ— এইখানে মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এটা সমর্থন করি। কারণ বর্তমানে ভারতীয় ফরেষ্ট আইন, ১৯৮০ যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে ত্রিপুরার ৭০।৭৫ ভাগ বনাঞ্চল, যেমন শাখানটাং, উনকোটি, লংত্রাই, আঠারোমুড়া ইত্যাদি, এমন কি বাংলাদেশ বরাবর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন রয়ে গেছে, এই সমস্ত অঞ্চলে আমাদের উপজাতিরা দীর্ঘ ৫০ থেকে ১০০ বৎসর যাবত বসবাস করে আসছেন, তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হবেন। আমরা লক্ষ্য করছি যে অনেক উপজাতি পরিবার আছে, প্রতি বছরেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রয়োগ করতে চান তাহলে উপজাতিরা একটা স্থায়ী যাযাবর শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত হবে।

আর এটা ঠিক যে, বনাঞ্চল একটা রাজ্যে থাকা প্রয়োজন। কারণ বনাঞ্চলের উপর নির্ভর করছে সেই রাজ্যের জলবায়ু কিন্তু এইখানে আমাদের যে শতকরা ৭০ ভাগ লোক উদ্‌বাস্তু এবং ২৯ ভাগ উপজাতি, তাদের অর্থনৈতিক এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে হলে আমাদের বহু জায়গার প্রয়োজন। সেজন্য আমি মনে করি এই সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলগুলিকে বনাঞ্চল থেকে মুক্ত করে তাদের পুনর্বাসনের কাজ করতে হবে। কাজেই আমি এখানে জোর গলায় বলতে চাই যে, ত্রিপুরা সম্পর্কে ভারতীয় ফরেষ্ট আইন যেটা প্রয়োগ করা হয়েছে সেটা আমরা মানছি না, মানব না এবং এটা আমাদের প্রতিহত করতে হবে। না হলে আমাদের বসবাস তো দূরের কথা, আমাদের এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে যেতে হবে। এই প্রস্তাব সমর্থন করেই আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে ভারতীয় সংশোধিত ফরেষ্ট আইনের ১৯৮০ যে বিল কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছেন সেটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করার জন্য এইখানে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্য এই ফরেষ্টের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করেছে এবং সেই সংগ্রামের ফলেই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে উপজাতি জুমিয়া পরিবার এবং ভূমিহীন মানুষগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যেখানে অগ্রসর হয়ে চলেছে সেই কাজকে কেন্দ্রীয় সরকার নষ্ট করে দিতে ভারতীয় বন আইন চালু করেছেন। সেটা ত্রিপুরার মানুষ মেনে নিতে পারে না

এবং এই বিধানসভাও সেটা মেনে নিতে পারে না। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে তাঁরা যেন নূতনভাবে চিন্তা করেন যাতে ত্রিপুরাতে এই আইন প্রয়োগ না হয়। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাবটা এনেছেন এখানে তা আমি সমর্থন করছি। কারণ কেন্দ্র থেকে এই যে একটা সার্কুলার দিল, এই সার্কুলারটা বোধ হয় ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে বে-আইনীভাবে দেওয়া হয়েছে। কারণ ত্রিপুরার মানুষের অধিকারকে হরণ করবে এবং গনতন্ত্রকে খর্ব করবে এই আইন। পূর্ব থেকে আমরা জানি যখন ফরেস্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল কংগ্রেসের আমলে, তখন আমরা বলেছিলাম মানুষের প্রয়োজনে বন সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং অন্য কারো প্রয়োজনে বনকে ব্যবহার করা যাবে না।

আমরা তখন বলেছিলাম যে মানুষের প্রয়োজনে বন সৃষ্টি হবে এবং অন্য কোন কারণে বন থাকতে পারে না। কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আশা করেছিল যে মানুষের প্রতি দৃষ্টি রেখে বনের সৃষ্টি করা হবে আর বন সৃষ্টি করার জন্য সরকার বিশেষ ধরণের কতগুলি স্কীমও নিয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাকটের মধ্যে সেই রকম কোন ধারা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার এখন দেখছি যে একটা অনধিকার চর্চা শুরু করে দিয়েছেন আমাদের রাজ্য সরকারকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই, তারা একটা বে-আইনী সার্কুলার জারী করে দিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত বে-আইনী হয়েছে বলে আমার মনে হয়। কাজেই এই বে-আইনী অর্ডারটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কিছুতেই সহ্য করতে পারেনা। কারণ সংবিধানের মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যের যা কিছু করণীয়, সেটা আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়েছে এবং রাজ্য সরকারগুলি সেই তাদের করণীয় কাজ কর্মগুলি এতদিন ধরে করে আসছে এখন দেখছি কেন্দ্র রাজ্যের সেইসব করণীয় কাজগুলির মধ্যেও হাত দিতে চাইছে, তারা রাজ্য সরকারের অধিকারকে হরণ করতে চাইছে। আমি গত ২০ তারিখে খোয়াই গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে সেখানে একটা বিক্ষোভ চলছে। সেই বিক্ষোভের কারণ হল ফরেস্ট ডিপার্ট-মেন্ট একমাত্র সেই এলাকা থেকে বৎসরে ৩ লাখ টাকার মাশুল আদায় করে, অথচ সেখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন রকম রাবার প্লেন্টেশান করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি, সেখানে বনের মধ্যে যে রাস্তাঘাট হওয়ার কথা, সেগুলি হচ্ছে না, জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের সেখানে যে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা, তাও দেওয়া হচ্ছে না। এমন কি সেখানে অন্য কোন উন্নয়মূলক কাজও করা হচ্ছে না। আর এইসব কারণ নিয়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ চলছে। অথচ যদি সেখানে এইসব প্রয়োজনীয় কাজগুলি করা হত, তাহলে স্থানীয় বাসিন্দারা সেগুলির মধ্যে কাজকর্ম করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। কাজেই আমি বলব যে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ আগের তুলনায় আজকে অনেক বেশী সজাগ হয়েছে। কারণ, তারা জানে যে তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে হলে, তাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে, অতীতে যেমন তারা সংগ্রাম করে তাদের অধিকার রক্ষা করেছে, তেমনি আগামী দিনেই তাদের সেই অর্জিত অধিকারকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সকল স্তরের সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসবে এবং প্রয়োজন হলে তারা কেন্দ্র

এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এতটুকু পিছু-পা হবে না, এই আশা আমরা করতে পারি। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণ, প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ হল। এখন আমি প্রস্তাবটিকে ভোটে দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য, শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি হল,—"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে-—

যেহেতু, বর্তমান ভারতীয় সংশোধিত ফরেন্ট আইন, ১৯৮০ ত্রিপুরায় প্রয়োগ করিলে ত্রিপুরার আনুমানিক ৭৫ পারসেন্ট জমি এই আইনের আওতায় আসিবে;

যেহেতু, ত্রিপুরার শতকরা ৭০ জন উদ্বাস্তু এবং ২৯ জন উপজাতি একটি বিরাট অংশ উক্ত ৭৫ ভাগ জমি ব্যাতিরেকে জীবন ধারণ করতে পারবেন না;

যেহেতু, কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রণালয়ের নিদর্শ কার্য্যকরী করতে গেলে কোন ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত এই বন আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন জমিতে কাজকর্ম করা যাবে না। যেহেতু, বনমন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশ ত্রিপুরার সামগ্রিক অগ্রগতিকে স্তব্দ করে দিতে বাধ্য;

তাই এই আইনের প্রয়োগ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে স্থগিত রেখে ত্রিপুরার বানাঞ্চলকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে কিভাবে অধিকাংশ জমি বনাঞ্চলে মুক্ত করা যায় তা পর্য্যালোচনা করে দেখুন'।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার---এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল সর্ট ডিসকাশন অন মেটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পোর্টেনস। মাননীয় সদস্য, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সরকারী বিজ্ঞাপন নীতি সম্পর্কে এই আলোচনাটি করতে চেয়েছেন। আমি এখন শ্রীজমাতিয়াকে তাঁর ডিসকাশন শুরু করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীজমাতিয়া যেহেতু হাউসে উপস্থিত নাই, সেহেতু তাঁর প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেল। মাননীয় সদস্যগণ, এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted starred Question No. 90. By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইলেক্ট্রিফাইড ভিলেজ বলতে কি বুঝায়?

২। ১৯৮১ ইং ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে ইলেক্ট্রিফাইড ভিলেজ এর সংখ্যা কত? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। ইলেক্ট্রিফাইড ভিলেজগুলোতে গত দুই বৎসরে মোট কত পরিবার বাড়ীর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়ার আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৪। তাদের মধ্যে কতজন বিদ্যুৎ সরবরাহ পেয়েছেন।

উত্তর

১। কোন গ্রামে যে কোন প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োজন বিদ্যুৎ এর যোগান থাকিলে সেই গ্রামকে ইলেক্‌ট্রিফাইড ভিলেজ বলে।

২। ১৯৮১ ইং ৩০শে জুন পর্যন্ত সারা রাজ্যে ৯৯১টি গ্রামের বৈদ্যুতিকরন করা হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

২।	সদর	—	২৮৪
	খোয়াই	—	১১১
	সোনামুড়া	—	৫৬
	উদয়পুর	—	৭৪
	অমরপুর	—	৩১
	বিলোনীয়া	—	৮২
	সাব্রুম	—	৩২
	কমলপুর	—	১০৬
	কৈলাসহর	—	৯৮
	ধর্মনগর	—	১১৭
		মোট —	৯৯১

৩।	সদর	—	৪,০০০
	খোয়াই	—	৬০০
	সোনামুড়া	—	৪০০
	উদয়পুর	—	৬০০
	অমরপুর	—	২৫০
	বিলোনীয়া	—	৬০০
	সাব্রুম	—	৩০০
	কমলপুর	—	৬০০
	কৈলাসহর	—	৫০০
	ধর্মনগর	—	১,৫০০
		মোট —	৯,৩৫০

৪।	সদর	—	২,৫০০
	খোয়াই	—	৪৫০
	সোনামুড়া	—	৩৫০
	উদয়পুর	—	৪৫০
	অমরপুর	—	২০০
	বিলোনীয়া	—	৪৫০
	সাব্রুম	—	২০০
	কমলপুর	—	৫০০
	কৈলাসহর	—	৪০০
	ধর্মনগর	—	১,০০০
		মোট —	৬,৫০০

Admitted Starred Question No. 109 By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। দামছড়া হইতে খেদাছড়া পর্যন্ত রাস্তাটির কাজ দীর্ঘদিন যাবত স্থগিত হয়ে থাকার কারণ কি ?

২। কি কারণে রাস্তাটির কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে সেই সমস্ত বাধা দুর করার সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে, এবং

৩। কবে পর্যন্ত ঐ কাজ পুনরায় আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। উত্তর পুর্বাঞ্চল পরিষদ কাজটির মঞ্জুরী না পাওয়ার জন্য।

২। উত্তর পুর্বাঞ্চল পরিষদকে কাজটি মঞ্জুর করার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দেওয়া হইতেছে।

৩। উত্তর পুর্বাঞ্চল পরিষদ কর্ত্তৃক রাস্তাটির মঞ্জুরী পাইলেই কাজটি আরম্ভ করা যাইবে।

Admitted Starred Question No- 110

By—Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দশদা বাজার হইতে আনন্দ বাজার ভায়া তৈছামা ও গাছিরামপাড়া রাস্তাটির নির্ম্মানের কাজ খুব ধীর গতিতে চলছে, ইহা সরকার অবগত আছেন কিনা,

২। অবগত থাকিলে ঐ রাস্তাটি নির্ম্মানের কাজ যাতে আরও দ্রুত গতিতে করা হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্ত্তৃক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কি না,

৩। ইহা কি সত্য যে ১৯৮০ সনের শেষের দিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঐ এলাকা পরিদর্শনকালে রাস্তাটির কাজ যাতে আরও দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা হয় তার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন,

৪। ঐ রাস্তাটি উভয় পাশে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ করা হইবে।

উত্তর

The Minister in-charge of the P. W. D. Sri Baidyanath Majumder.

১। বস্তুতপক্ষে কাজের জায়গায় কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। তবে আনুসঙ্গিক কাজগুলি অর্থাৎ এষ্টিমেট তৈরী, দরপত্র আহ্বান ইত্যাদির কাজ অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে।

২। হ্যাঁ। ৫টি এস, পি, টি ফুট ব্রীজের টেণ্ডার ২১, ৮, ৮১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। না, আপাততঃ এরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

Admitted Starred Question No. 111

By—Sri Subodh Ch Das,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর হইতে দশদা পর্য্যন্ত রাস্তার ব্লেক টপিং করার কাজ শেষ হতে কতদিন সময় লাগবে, এবং

২। দশদা কমলটিলা হইতে দশদা বাজার পর্য্যন্ত এবং দশদা বাজার হইতে বড়হলদি ব্রীজ ভায়া গৌরীশংকরপুর রাস্তার প্রয়োজনীয় ভূমি একোয়ার করা হইবে কি?

The minister in-charge of the P. W. D :—Sri Balidyanath Majumder.

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর দশদা রাস্তার ৫ কি. মি, পর্য্যন্ত ব্লেক টাপিং করার মঞ্জুরী আছে এবং মঞ্জুরীকৃত রাস্তার ব্লেক টপিং ১৯৮৩ সালের মার্চমাস নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। এই রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণ করার আপাততঃ কোন প্রস্তাব নাই।

Admited Starred Question No. 165

By—Sri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর সাব-ডিভিসনের অধীন, দক্ষিণ গঙ্গানগরের পি, ডাব্লিউ, ডি-র রাস্তাটিতে প্রথম পুলটি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে মানুষ গরু, বাছুর ইত্যাদি যাতায়াতের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে, এবং

২। যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত পুলটি মেরামতের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে?

The Minister-in.charge of the PWD: Sri Baidyanath Majumder.

উত্তর

১। পুলটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় নাই। দুর্ঘটনা এড়াইবার জন্য লোকজন ও গবাদি পশু পুলের উপর দিয়া সাবধানে চলাফেরা করিতে হয়।

২। পুলটি মেরামতের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. :- 231

By- Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Fisheries Department be pleased to State :-

-ঃ প্রশ্ন ঃ-

১। ডুম্বুর জলাশয়ের জন্য ক্রীত কতটি স্পীড্ বোট ও কতটি মোটর লঞ্চ আছে,

২। উহাদের মধ্যে কতগুলি স্পীড্ বোট ও লঞ্চ অচল অবস্থায় আছে-এবং কতদিন যাবত অচল অবস্থায় আছে,

৩। অচল স্পীড্ বোট ও লঞ্চগুলিকে মেরামত করার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা - ?

-ঃ উত্তর ঃ-

১। ডুম্বুর জলাশয়ের জন্য একটি মোটর লঞ্চ তৈরী করান হইয়াছে এবং ২টি স্পীড্ বোট, ক্রয় করা হইয়াছে।

২। গত ১৯৭৯ ইং, শনের অক্টোবর হইতে মোটর লঞ্চটি অচল অবস্থায় আছে। স্পীড্ বোট ২টিও প্রায়ই অচল থাকে।

৩। মোটর লঞ্চের মেরামতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও স্পীড্ বোটের মেরামতের অসম্পূর্ন কাজ সম্পূর্ন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 295

By- Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরেই খোয়াই ফটিকরায় রাস্তার (এন, ই, সি, রোড) কাজ হাতে নেওয়া হবে কি ?

The Minister in charge of the PWD :- Sri Baidyanath Majumder

উত্তর

১। উত্তর পূর্বাঞ্চলিয় পরিষদের মঞ্জুরী পাইলে বর্ত্তমানে আর্থিক বছরেই কাজটি হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

ANNEXURE—B

Admitted un-Starred Question No. 22

By—Shri Akhil Debnath

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৮ ইংসনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৮১ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত কতটি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে ?	১। উক্ত সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যে পানীয় জলের জন্য ৫২টি এবং জল সেচের জন্য ২৯টি মোট ৮১টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে ?

যথা ঃ—

মহকুমা	পানীয়জলের	জলসেচের
ক) সদর	১। প্রতাপগড়	১। ঈশানপুর
	২। বামুটিয়া	২। রাউথ খোলা
	৩। রানীর বাজার	৩। কেনা মিঞা মঠ
	৪। কুঞ্জবন	৪। জলিলপুর
	৫। আনন্দনগর	৫। ডাকাইয়া পল্লী
	৬। টাকার জলা	৬। জিরানীয়া এন, ই, সি,
	৭। সিমনা	
	৮। ভাটি অভয়নগর	
	৯। গান্ধী গ্রাম	
	১০। মোহনপুর	
	১১। রামপুর	
	১২। প্যালেস কম্পাউণ্ড	
	১৩। বিবেকানন্দ নগর	
	১৪। আরালীয়া	
	১৫। ডুকলী।	

মহকুমা	পানীয়জলের	জলসেচের
	১৬। আমতলী	
	১৭। সেকেরকোট	
	১৮। লেম্বুছড়া	
	১৯। সিপাইজলা	
	২০। ও, এন, জি, সি কমপ্লেক্স	
	২১। চড়িলাম	
(খ) খোয়াই	১। কৃষ্ণপুর	১। বাইজল বাড়ী
	২। খোয়াই	২। কুঞ্জবন
		৩। ডুমকী
		৪। বালুছড়া
		৫। তুইছিন্দ্রাই
(গ) সোনামুড়া		
	১। সোনামুড়া	
	২। মেলাঘর	

যথা ঃ—

মহকুমা	পানীয় জলের	জল সেচের
(ঘ) বিলোনীয়া	১। বড়পাথারী	১। সারাসীমা
	২। রাজনগর	২। রাজনগর
	৩। মুহুরীপুর	৩। রাজাপুর
	৪। ঈশান চন্দ্রনগর	৪। পূবর্ব চড়কবাড়ী
	৫। সারাসীমা	৫। রাধানগর
	৬। জুলাইবাড়ী	
	৭। বাইখোরা	
	৮। বিলোনীয়া	
(ঙ) সাব্রুম	১। ছোটখিল	১। সাতচান্দ
(চ) উদয়পুর	১। তুলামুড়া	১। কুপিলং
	২। টেপানীয়া	২। গর্জনমুড়া
	৩। বাগমা	৩। তুলামুড়া
	৪। জামজুরী	
	৫। ফুলকুমারী (উদয়পুর) মাতাবাড়ী	
(ছ) অমরপুর	১। যতনবাড়ী আই, টি, আই	
(জ) ধর্ম্মনগর	১। ধর্ম্মনগর	১। পূর্ব রাজনগর
	২। কদমতলা	২। বরুয়াকান্দী
	৩। পদ্মবিল।	৩। জলেভাসা
(ঝ) কৈলাসহর	১। চৈলেংটা	১। গৌরনগর
	২। পর্ব মাছলী	২। করম ছরা
	৩। ফটিক রায়	
	৪। কুমার ঘাট (ফিসারী)	
(ঞ) কমলপুর	১। কমলপুর	১। ভাত খাওরী
	২। হালা হাল্লী	২। আভাঙ্গা
	৩। মানিক ভাণ্ডার	৩। মোহারানী
	৪। কুলাই	৪। মোহনপুর
	৫। আমবাসা	৫। মলয়া

২। তন্মধ্যে কয়টি পানীয় জলের জন্য ও কয়টি সেচের জন্য?

২। ৫২টি পানীয় জলের ও ২৯টি জল সেচের জন্য

মহকুমা	পানীয় জলের	জল সেচের
৬। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরের জন্য কয়টি গভীর নল কূপ বসানো হইবে এবং কোন্ কোন এলাকায়?	৬। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বৎসরে মোট ৪৩টি (পানীয় জলের জন্য ১৫টি ও জল সেচের জন্য ২৮টি) নিম্ন লিখিত গভীর নল কূপ বসানো হইবে।	
(ক) ধর্মনগর	১। চুড়াই বাড়ী	১। কুর্ত্তি
	২। ধর্ম নগর	২। রাধামাধপপুর
		৩। ভাগ্যপুর
		৪। সাকাইবাড়ী
		৫। বটরসি
(খ) কৈলাসহর	১। কৈলাসহর	১। কুমার ঘাট
		২। ময়নার মা
(গ) কমলপুর	১।	১। ভটেরবাজার
		২। দক্ষিণ ইরাণী
(ঘ) খোয়াই	১।	১। সমতল পদ্মবিল
(ঙ) সদর	১। চারিপাড়া	১। ছেছুড়িয়া
	২। যোগেন্দ্রনগর	২। কালাছড়া
	৩। জুট মিল	৩। মধ্যভুবনবন
	৪। মান্দাই	৪। বিজয়নগর
	৫। অরুনধুতিনগর	৫। তারানগর
	৬। নৃপেন্দ্রনগর	৬। গঙ্গামনীঠাকুরপাড়া
	৭। ঋষী কলোনী	৭। পাণ্ডবপুর
	৮। আগরতলা মিউনিসি পেলিটি	৮। আড়ালীয়া
		৯। নাগীছরা
		১০। নুতননগর
(চ) সোনামুড়া	১।	১। সমরবাড়ী পাথার
		২। ভেলুয়ারচর
		৩। করইমুড়া
		৪। মধ্য পিলাক
		৫। কালীকৃষ্ণ নগর
(ছ) বিলোনীয়া	১। মোতাই	১। রাজনগর
	২। ঋষ্যমুখ	
	৩। বিলোনীয়া	

মহকুমা	পানীয় জল	জল সেচ
(জ) সাব্রুম	১।	১। বুড়াতলী ২। শাকবাড়ী
(ঝ) উদয়পুর	১। উদয়পুর	১।

Admitted Un-starred Question No. 23

By—Shri Nakul Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Fisheries Department b pleased to state :-

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি সরকারী মৎস্য চারা উৎপাদন খামার আছে ;

২। ঐ খামারগুলিতে কোনটিতে গত তিন বৎসরে মোট কত চারা পোনা উৎপন্ন হয়েছে, তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ;

৩। উপরোক্ত সময়ে দপ্তরের সর্বমোট চারা পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল এবং কত হয়েছে ; এবং—

৪। ঐ পোনা কিভাবে বিতরণ করা হয়েছে এবং এতে সরকারের কত আয় হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে ১৮টি সরকারী বীজ উৎপাদন খামার আছে।

২। উৎপাদিত চারা পোনার বৎসর-ভিত্তিক এবং খামার-ভিত্তিক হিসাব মিলিওনে নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
ধর্মনগর	১.১০০	০'১১৮	০'৩৫৪
পানিসাগর	০.৮০০	০.১৩৩	০.৩৩৭
কাঞ্চনপুর	—	—	০.০১৪
কুমারঘাট	০.৭৯০	০.৮৮৪	০.২.২৪৬
করমছড়া	০ ০৫৫	০.০২১	—
আভাঙ্গা	০.২৩৭	০.১৩৪	০.৫০৩
চাকমাঘাট	০.০৩৮	০.০৪২	০.১৯৪
গনকী	০.১২৭	০.০৬১	০.০৮০
আগরতলা	০.৩৯৩	০.৪৩৬	০.০৬১
লেম্বুছড়া	০.২১৫	০.২১৯	০.০৯০
মেলাঘর	০.৮৩৬	০.৮২১	০.৪৮৭
কমলা সাগর (বাগমা)	—	—	০.১২২
রাজধরনগর	০.০৬১	০.০৬৮	০.১৪২
অমর সাগর	০.৬১৪	০.৭৬০	০.৬৫৩
ধনী সাগর	০.২২০	০.৭৬৯	১.৪৮৭
সাত চাঁদ	০.১৬৯	০.২২০	—
ফটিক সাগর	০ ২১৪	০.৩৩৪	০.৭৭০
শর্মা	১.২৭৮	২.১৫১	৩.২৫৭
	৫'০৯৬ মিঃ	৪.৪৬২ মিঃ	৭.১৯৮ মিঃ

৩। উপরোক্ত সময়ে চারা পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এবং ফলন নিম্নে দেওয়া হইল—

	লক্ষ্য মাত্রা	ফলন
১৯৭৮-৭৯	৮.০০ মিলিয়ন	৫.০৯৬ মিলিয়ন
১৯৭৯-৮০	১০.০০ ,,	৪.৪৬২ ,,
১৯৮০-৮১	১৫.৮০ ,,	৭.১৯৮ ,,

৪। এই উৎপাদিত পোনার মধ্যে মোট ১২৬ লক্ষ ৯৪ হাজার চারা পোনা মৎস্য চাষে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ণ মূল্যে ভর্তুকী সহকারে ও বিনামূল্যে গাঁও প্রধান ও বি-ডি-সি-র সুপারিশ অনুযায়ী বিতরন করা হইয়াছে। এতে সরকারের নগদ আয় হইয়াছে মোট ৪,৩০,৩০০.০০ টাকা।

Admitted Un-starred Question No. 25
By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকারের ক্রয় করা কি পরিমাণ পাট এখনও জে সি আই গ্রহণ করে নি,

২। এ সম্পর্কে জে সি আই-এর সর্বশেষ অভিমত কি, এবং

৩। চলতি বছরে সারা ত্রিপুরায় কয়টি স্থানে সরকার পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Co-operative Department.

১। ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর ১৯৮০-৮১ সনে ক্রয় করা প্রায় ১৯৬০ কুইন্টল পাট জে, সি, আই এখনও গ্রহণ করে নি।

২। উপরোক্ত পরিমাণ পাট জে, সি, আই বর্তমান মাসের অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রহণ করিবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

৩। চলতি বছরে সারা ত্রিপুরায় মোট ১২২ (একশত বাইশটি) ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পাট ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।